

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# বুখারী শরীফ

সপ্তম খন্ড

ইمام মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

# বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা 'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

**বুখারী শরীফ (সপ্তম খণ্ড)**

আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা ‘ঈল আল-বুখারী আল-জু’ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০৮/২

ইফাবা এছাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0605-X

প্রথম প্রকাশ

মে ১৯৯২

তৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০০৩

আষাঢ় ১৪১০

রবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

প্রচন্দ শিল্পী

সবিহ-উল-আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল আমীন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

৮৫ শরৎঙ্গপুর রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

---

**BUKHARI SHARIF (7th Part) : Compilation of Hadith Sharif by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (Rh) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.**

June 2003

Price : Tk 160.00; US Dollar: 6.00

## মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে—‘আল -জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী ত্বৰীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিগণ বলেছেন, পরিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাহিতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাঢ়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রহিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার সপ্তম খণ্ডের ত্বৰীয় সংক্ষরণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তোফিক দিন। আমীন ॥

সৈয়দ আশরাফ আলী  
মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবী (সা)-এর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর যুগে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিঘিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্পর্ক একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জনস্তানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিন্তাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার সপ্তম খণ্ডের ত্তীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ক্রিটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ক্রিটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব  
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
ডষ্টের কাজী দীন মুহাম্মদ	সদস্য
মাওলানা রহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা এ. কে. এম. আব্দুস সালাম	সদস্য
অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম	সদস্য-সচিব

# সূচিপত্র

## যুদ্ধাভিযান অধ্যায় (অবশিষ্ট অংশ)

অনুচ্ছেদ

উহুদ যুদ্ধ : মহান আল্লাহর বাণী : [হে রাসূল (সা)] শরণ করুন..... তারা জীবিকাপ্রাণ  
আল্লাহ তা'আলার বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দুঃদলের সাহস হারাবার .... নির্ভর করে  
আল্লাহর বাণী : যেদিন দুঃদল পরম্পরের সম্মুখীন হয়েছিল ..... ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল  
আল্লাহর বাণী : শরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে..... তা বিশেষভাবে অবহিত  
আল্লাহর বাণী : এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি ..... উঠিয়ে নিতাম  
আল্লাহর বাণী : তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা শান্তি দেবেন ..... তারা যালিম

উষ্মে সালীতের আলোচনা

হাম্মা (রা)-এর শাহাদত

উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতপ্রাণ হওয়ার বর্ণনা

অনুচ্ছেদ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন

যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ..... এবং মুসআব ইবন উমায়র (রা)

উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। ..... নবী (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

রাজী, রিল, যাকওয়ান, বিরে মাওনার যুদ্ধ এবং আয্যাল, ..... উহুদ যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল

খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহ্যাবের যুদ্ধও বলা হয়। ..... শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল

আহ্যাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন ..... তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ

যাতুর রিকার যুদ্ধ। গাতফানের শাখা গোত্র বনু সালাবার ..... যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলাম

বানু মুসতালিকের যুদ্ধ। ..... ইফ্কের ঘটনা মুরাবাসীর যুক্তে সংঘটিত হয়েছিল

আনমারের যুদ্ধ

ইফ্কের ঘটনা। ইমাম বুখারী (র) বলেন .....

হন্দায়াবিয়ার যুদ্ধ। আল্লাহর বাণী : মু'মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত.... সম্মুষ্ট হলেন

উক্ল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা

যাতুল কারাদের যুদ্ধ। খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশরিকরা ..... এ যুক্তি সংঘটিত হয়েছে

খায়বারের যুদ্ধ

খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ

নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষিভূমির বন্দোবস্ত প্রদান

খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা)-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর বর্ণনা ..... হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান

উমরাতুল কায়ার বর্ণনা। আনাস (রা) নবী (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন

পৃষ্ঠা	
১৯	উহুদ যুদ্ধ
২৫	আল্লাহর বাণী
৩০	আল্লাহর বাণী
৩১	আল্লাহর বাণী
৩২	আল্লাহর বাণী
৩৩	আল্লাহর বাণী
৩৩	উষ্মে সালীতের আলোচনা
৩৪	হাম্মা (রা)-এর শাহাদত
৩৬	উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতপ্রাণ হওয়ার বর্ণনা
৩৭	অনুচ্ছেদ
৩৮	যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন
৪১	যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ..... এবং মুসআব ইবন উমায়র (রা)
৪২	উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। ..... নবী (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন
৪২	রাজী, রিল, যাকওয়ান, বিরে মাওনার যুদ্ধ এবং আয্যাল, ..... উহুদ যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল
৫১	খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহ্যাবের যুদ্ধও বলা হয়। ..... শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল
৬০	আহ্যাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন ..... তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ
৬৪	যাতুর রিকার যুদ্ধ। গাতফানের শাখা গোত্র বনু সালাবার ..... যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলাম
৬৯	বানু মুসতালিকের যুদ্ধ। ..... ইফ্কের ঘটনা মুরাবাসীর যুক্তে সংঘটিত হয়েছিল
৭০	আনমারের যুদ্ধ
৭১	ইফ্কের ঘটনা। ইমাম বুখারী (র) বলেন .....
৮৩	হন্দায়াবিয়ার যুদ্ধ। আল্লাহর বাণী : মু'মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত.... সম্মুষ্ট হলেন
১০১	উক্ল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা
১০২	যাতুল কারাদের যুদ্ধ। খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশরিকরা ..... এ যুক্তি সংঘটিত হয়েছে
১০৩	খায়বারের যুদ্ধ
১২৭	খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ
১২৭	নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষিভূমির বন্দোবস্ত প্রদান
১২৮	খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা)-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর বর্ণনা ..... হাদীসটি বর্ণনা করেছেন
১২৮	যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান
১২৯	উমরাতুল কায়ার বর্ণনা। আনাস (রা) নবী (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন

## অনুচ্ছেদ

সিরিয়ায় সংঘটিত মৃতার যুদ্ধের বর্ণনা

জুহায়না গোত্রের শাখা 'হুরুকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর .... যায়িদ (রা)-কে প্রেরণ করা

মক্কা বিজয়ের অভিযান ..... মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইব্ন আবু বালতা আর লোক প্রেরণ

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ । এ যুদ্ধটি রমধান মাসে সংঘটিত হয়েছে

মক্কা বিজয়ের দিনে নবী (সা) কোথায় ঝাঁপন করেছিলেন

মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী (সা) প্রবেশের বর্ণনা ..... জিজেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম

মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল

অনুচ্ছেদ

মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (সা)-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান

লায়স ইব্ন সা'দ (র)] বলেছেন ইউনুস আমার কাছে ..... মুখমওল মাসাহ করে দিয়েছেন

আল্লাহর বাণী : এবং হনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল ..... ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু

আওতাসের যুদ্ধ

তায়িফের যুদ্ধ । মূসা ইব্ন উকবা (রা)-এর মতে যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে

নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান

নবী (সা) কর্তৃক খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে জায়িমার দিকে প্রেরণ

আবদুল্লাহ ইব্ন হ্যাফা সাহী এবং আলকামা ..... যাকে আনসারদের সৈন্যবাহিনীও বলা হয়

বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মূসা আশ'আরী (রা) এবং মু'আয (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

হাজারাতুল বিদা-এর পূর্বে 'আলী ইব্ন আবু তালিব এবং খালীদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ

যুল খালাসার যুদ্ধ

যাতুস সালাসিল যুদ্ধ । ..... এটি লাখম ও জুয়াম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ

জারীর (রা)-এর ইয়ামান গমন

সীফুল বাহরের যুদ্ধ । ..... এবং তাদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবায়দা (রা)

হিজরতের নবম বছর লোকজনসহ আবু বকর (রা)-এর হজ্জ পালন

বনী তামীমের প্রতিনিধি দল

বনী তামীমের উপগোত্র বনী আস্বরের বিরুদ্ধে উয়ায়না ..... তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন

আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল

বনী হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইবন উসাল (রা)-এর ঘটনা

আসওয়াদ আনসীর ঘটনা

নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা

ওমান ও বাহরায়নের ঘটনা

আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন । ..... আশ'আরীগণ আমার আর আমি ও তাদের

দাউস গোত্র এবং তুফায়েল ইব্ন আমর দাউসীর ঘটনা

তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইব্ন হাতিমের ঘটনা

বিদায় হজ্জ

গাযওয়ায়ে তাবুক — আর তা কষ্টের যুদ্ধ

কা'ব ইব্ন মালিকের ঘটনা এবং আল্লাহর বাণী : এবং তিনি ক্ষমা করলেন ..... স্থগিত রাখা হয়েছিল

নবী (সা)-এর হিজ্র বস্তিতে অবতরণ

পৃষ্ঠা

১৩৩

১৩৬

১৩৮

১৪০

১৪২

১৪৭

১৪৮

১৪৮

১৫০

১৫১

১৫৮

১৬৪

১৬৫

১৭৫

১৭৫

১৭৬

১৭৭

১৮১

১৮৫

১৮৭

১৮৮

১৮৯

১৯২

১৯২

১৯৩

১৯৪

১৯৭

২০১

২০২

২০৩

২০৫

২০৮

২০৯

২০৯

২১৯

২২১

২৩০

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

পারস্য অধিপতি কিস্রা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী (সা)-এর পত্র প্রেরণ

নবী (সা)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত।..... আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে

নবী (সা) সবশেষে যে কথা বলেছেন

নবী (সা)-এর ওফাত

অনুচ্ছেদ

নবী (সা)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রমন্ত অবস্থায় উসামা ইব্ন যায়দকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ

অনুচ্ছেদ

নবী (সা) কর্তৃত যুদ্ধ করেছেন

পৃষ্ঠা

২৩১

২৩২

২৩৩

২৪৭

২৪৭

২৪৮

২৪৮

২৪৯

২৫০

## তাফসীর অধ্যায়

সূরা আল ফাতিহা প্রসঙ্গে : সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে

যারা ক্রোধে নিপত্তি নয়

২৫৩

২৫৪

সূরা বাকারা

মুজাহিদ বলেন .....

২৫৫

আল্লাহর বাণী : কাজেই জেনেশ্বনে কাউকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ দাঢ় করাবে না

আল্লাহর বাণী : আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া ..... জুলুম করেছিল

২৫৭

আল্লাহর বাণী : শ্রবণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, ..... দান বৃদ্ধি করব

২৫৮

আল্লাহর বাণী : আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিশ্বৃত হতে দিলে

২৬০

আল্লাহর বাণী : তারা বলে, আল্লাহ্ সত্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র

২৬০

আল্লাহর বাণী : তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামায়ের স্থান নির্ধারণ কর

২৬১

আল্লাহর বাণী : শ্রবণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ) কা'বা.... আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা

২৬২

আল্লাহর বাণী : তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি..... নাযিল হয়েছে তার প্রতিও

২৬৩

আল্লাহর বাণী : নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে.....

২৬৩

আল্লাহর বাণী : আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি....সাক্ষীত্বরূপ হবেন

২৬৪

আল্লাহর বাণী : আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করেছিলেন তা আমি এ উদ্দেশ্যে .... দয়ালু

২৬৫

আল্লাহর বাণী : আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি।.....অনবহিত নন

২৬৫

আল্লাহর বাণী : যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে .... জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন

২৬৬

আল্লাহর বাণী : আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ জানে যেরূপ ... অন্তর্ভুক্ত না হন

২৬৬

আল্লাহর বাণী : প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে।..... সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান

২৬৭

আল্লাহর বাণী : যেখান হতেই তুমি বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে .....অনবহিত নহেন

২৬৭

আল্লাহর বাণী : এবং তুমি যেখান হতেই বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের.... পরিচালিত হতে পারে

২৬৮

আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত..... পুরুষারদাতা, সর্বজ

২৬৮

আল্লাহর বাণী : তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে

২৬৯

আল্লাহর বাণী : হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান ..... মর্মস্তুদ শাস্তি

২৭০

আল্লাহর বাণী : হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন .... চলতে পার

২৭১

আল্লাহর বাণী : (রোখ ফরয করা হয়েছে তা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য ..... অধিকতর ফলপ্রসূ

২৭৩

**অনুচ্ছেদ**

পৃষ্ঠা	
২৭৪	আল্লাহর বাণী : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোয়া পালন করে
২৭৫	আল্লাহর বাণী : রোয়ার রাত্রে তোমাদের জন্য স্তুসংজ্ঞেগ বৈধ করা হয়েছে..... তা কামনা কর
২৭৫	আল্লাহর বাণী : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রের কৃষ্ণরেখা হতে..... চলতে পার
২৭৭	আল্লাহর বাণী : পশ্চাত দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই ..... হতে পারে
২৭৭	আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা.... চলবে না
২৭৯	আল্লাহর বাণী : আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হতে.... লোককে ভালবাসেন
২৭৯	আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পৌড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্রেশ থাকে ..... ফিদয়া দিবে
২৮০	আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান..... কুরবানী করবে
২৮০	আল্লাহর বাণী : তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সঞ্চান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই
২৮১	আল্লাহর বাণী : এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও .... করবে
২৮২	আল্লাহর বাণী : এবং তাদের মধ্যে যারা বলে ..... অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন
২৮২	আল্লাহর বাণী : প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী
২৮৩	আল্লাহর বাণী : তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ..... সাহায্য নিকটেই
২৮৪	আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্তু তোমাদের শ্স্যক্ষেত্র ।..... সুসংবাদ দাও
২৮৫	আল্লাহর বাণী : তোমরা যখন স্তুদেরকে তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দতকাল..... বাধা দিও না
২৮৫	আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যারা স্তু রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ..... সবিশেষ অবহিত
২৮৮	আল্লাহর বাণী : তোমরা নামায়ের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামায়ের
২৮৮	আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে
২৮৯	আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা..... যা তোমরা জানতে না
২৯০	আল্লাহর বাণী : তোমাদের সপ্তাহীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্তুদের .....
২৯১	আল্লাহর বাণী : আর যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, ..... জীবিত কর তা আমাকে দেখাও
২৯১	আল্লাহর বাণী : তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে.....
২৯২	আল্লাহর বাণী : তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাওঞ্চা করে না ।
২৯৩	আল্লাহর বাণী : অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন
২৯৩	আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন.
২৯৩	আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা না ছাড় তবে ..... আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ
২৯৪	আল্লাহর বাণী : যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচলতা পর্যন্ত তাকে ..... যদি তোমরা জানতে
২৯৪	আল্লাহর বাণী : তোমরা সে দিনকে তয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে
২৯৪	আল্লাহর বাণী : তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর ..... যাকে ইচ্ছা
২৯৫	ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন । আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান
২৯৫	আল্লাহর বাণী : রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত বিষয়ের প্রতি
২৯৫	ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনও

### সুরা আলে ইমরান

২৯৬	আল্লাহর বাণী : যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যৰ্থহীন ।..... সেটি হচ্ছে হালাল আর হারাম সম্পর্কিত
২৯৮	আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিক্রিতি এবং এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে আবিরাতে তাদের কোন অংশ নেই

পঢ়া

## অনুচ্ছেদ

আল্লাহর বাণী : তুমি বল, হে কিতাবিগণ! এস সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই  
যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি

আল্লাহর বাণী : তোমরা যা ভালবাস তা হতে বায় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্য লাভ .....

আল্লাহর বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর

আল্লাহর বাণী : তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে

আল্লাহর বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং .....

আল্লাহর বাণী : এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই

আল্লাহর বাণী : রাসূল (সা) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহবান করছিলেন

আল্লাহর বাণী : প্রশংস্তি তন্দুরাকপে

আল্লাহর বাণী : যখন হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে  
যারা সৎকর্ম করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহাপুরুষার রয়েছে

আল্লাহর বাণী : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে

আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা .....দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য  
তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে .....যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত

আল্লাহর বাণী : তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল .....কষ্টদায়ক কথা শুনবে

আল্লাহর বাণী : যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে .....মর্মস্তুদ শান্তি রয়েছে

আল্লাহর বাণী : আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দর্শনাবলী রয়েছে.....

আল্লাহর বাণী : যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শয়ে আল্লাহকে শ্রবণ করে .....সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে

আল্লাহর বাণী : হে আমাদের রব! কাউকে আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে.....সাহায্যকারী নেই

আল্লাহর বাণী : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে .... ঈমান এনেছি

## সূরা নিসা

আল্লাহর বাণী : আর যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিম যেয়েদের প্রতি সুবিচার ..... ভাল লাগে

আল্লাহর বাণী : এবং যে বিস্তুরীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে..... তখন সাক্ষী রাখবে

আল্লাহর বাণী : সম্পত্তি বটেনকালে আজ্ঞায়, ইয়াতিম এবং অভাবগ্রস্ত উপস্থিত ..... সদালাপ করবে

আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ গোমাদের জন্য

আল্লাহর বাণী : হে ঈমানদারগণ! নারীদের যবরদন্তি তোমাদের উ রূদ্ধিকারী গণ্য করা বৈধ নহে

আল্লাহর বাণী : পিতামাতা ও আজ্ঞায়-হজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি..... উত্তরাধিকারী করেছি

আল্লাহর বাণী : আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না

আল্লাহর বাণী : যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব..... কী অবস্থা হবে

আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আবিরাতে বিশ্বাস কর..... পরিণামে প্রকৃষ্টতর

আল্লাহর বাণী : কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না..... তা মেনে না নেয়

আল্লাহর বাণী : কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে ..... যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন

আল্লাহর বাণী : তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুক্ত করবে না আল্লাহর পথে..... যার অধিবাসী জালিম

আল্লাহর বাণী : তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে.....

আল্লাহর বাণী : যখন শান্তি অথবা শক্তার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে

আল্লাহর বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শান্তি জাহান্নাম

আল্লাহর বাণী : কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না তুমি মু'মিন নও

২৯৯

৩০৪

৩০৫

৩০৬

৩০৬

৩০৮

৩০৮

৩০৯

৩০৯

৩১০

৩১২

৩১৪

৩১৪

৩১৫

৩১৬

৩১৬

৩১৭

৩১৯

৩১৯

৩২০

৩২১

৩২১

৩২২

৩২৪

৩২৫

৩২৬

৩২৬

৩২৭

৩২৮

৩২৮

৩২৯

৩২৯

## অনুচ্ছেদ

আল্লাহর বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে..... তারা সমান নয়  
 আল্লাহর বাণী : যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ..... হিজরত করতে?  
 আল্লাহর বাণী : তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায়..... কোন পথও পায় না  
 আল্লাহর বাণী : আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল  
 আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও ..... অন্ত রেখে দিলে কোন দোষ নেই  
 আল্লাহর বাণী : লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়.... শোনানো হয়  
 আল্লাহর বাণী : কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপক্ষেকার আশঙ্কা করে  
 আল্লাহর বাণী : মুনাফিকগণ তো জাহানামের নিম্নতম স্তরে থাকবে  
 আল্লাহর বাণী : তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন করেছি ইউনুস, হারুন এবং .....  
 আল্লাহর বাণী : লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায় । ..... তার উত্তরাধিকারী হবে

## সূরা আল-মায়িদা

আল্লাহর বাণী : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম  
 আল্লাহর বাণী : এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াস্তু করবে  
 আল্লাহর বাণী : সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব  
 আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক  
 কার্য করে বেড়ায় ..... তাদের জন্য মহাশান্তি রয়েছে  
 আল্লাহর বাণী : এবং যখনের বদল অনুরূপ যখন  
 আল্লাহর বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে..... যা অবতীর্ণ তা প্রচার কর  
 আল্লাহর বাণী : তোমাদের নির্ধন্তের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না  
 আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু ..... হারাম করো না  
 আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মৃত্তিপূজা, বেদী ও ভাগ্য গণনা..... শয়তানের কর্ম  
 আল্লাহর বাণী : যারা ঈমান আনে ও সংরক্ষ করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে.... এবং সৎ কর্ম করে....  
 আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, ..... তোমরা দুঃখিত হবে  
 আল্লাহর বাণী : বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেন নি  
 আল্লাহর বাণী : যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ..... এবং তুমই সর্ববিষয়ে সাক্ষী  
 আল্লাহর বাণী : তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও ..... তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়

## সূরা আন'আম

আল্লাহর বাণী : অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ব্যক্তিত অন্য কেউ তা জানে না  
 আল্লাহর বাণী : বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে কিংবা তলদেশ থেকে  
 আল্লাহর বাণী : এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কল্পিত করেনি  
 আল্লাহর বাণী : ইউনুস ও লৃতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে  
 আল্লাহর বাণী : তাদেরকে আল্লাহ্ সংপথে পরিচালিত করেছেন ..... তাদের পথ অনুসরণ কর  
 আল্লাহর বাণী : ইহুদীদিগের জন্য নথরযুক্ত সব পও নিষিদ্ধ করেছিলাম ..... আমি তো সত্যবাদী  
 আল্লাহর বাণী : প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না  
 আল্লাহর বাণী : সাক্ষীদেরকে হায়ির কর  
 আল্লাহর বাণী : যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নির্দর্শন আসবে ..... তার ঈমান কাজে আসবে না

পৃষ্ঠা
৩৩০
৩৩১
৩৩২
৩৩২
৩৩৩
৩৩৩
৩৩৪
৩৩৪
৩৩৫
৩৩৬
৩৩৭
৩৩৮
৩৩৯
৩৪০
৩৪১
৩৪২
৩৪২
৩৪৩
৩৪৪
৩৪৫
৩৪৬
৩৪৭
৩৪৮
৩৪৯
৩৫০
৩৫১
৩৫১
৩৫২
৩৫২
৩৫৩
৩৫৪
৩৫৪
৩৫৫
৩৫৫

## অনুচ্ছেদ

### সূরা আরাফ

আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশুলতা	পৃষ্ঠা
আল্লাহর বাণী : মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল ..... আমাকে দর্শন দাও .....	৩৫৬
জ্যোতি প্রকাশ করলেন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল ..... মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম	৩৫৮
আল্লাহর বাণী : মান্না ও সালওয়া	৩৫৯
আল্লাহর বাণী : বল, হে মানুষ আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। ..... তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই ..... ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ..... যাতে তোমরা পথ পাও	৩৬০
আল্লাহর বাণী : এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল	৩৬১
আল্লাহর বাণী : তোমরা বল ক্ষমা চাই	৩৬১
আল্লাহর বাণী : তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর ..... এবং অজ্ঞদিগের উপেক্ষা কর	৩৬১
<b>সূরা আনফাল</b>	৩৬২
আল্লাহর বাণী : আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মৃক যারা কিছু বোঝে না	৩৬৩
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন .....	
আহবানে সাড়া দেবে ..... তারই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে	৩৬৪
আল্লাহর বাণী : শ্রবণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য	
হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মস্তুদ শাস্তি দাও	৩৬৫
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ ..... শাস্তি দিবেন	৩৬৫
আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়.....	৩৬৬
আল্লাহর বাণী : হে নবী : মু'মিনদের জিহাদের জন্য উদ্বৃদ্ধ কর। ..... যার বোধশক্তি নেই	৩৬৭
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন ..... দুর্বলতা আছে	৩৬৮
<b>সূরা বারাআত</b>	৩৬৯
আল্লাহর বাণী : তোমরা মুশরিকদের সাথে যেসব চুক্তি করেছিলে ..... সেসব বিচ্ছেদ করা হল	৩৭০
আল্লাহর বাণী : তোমরা তারপর দেশে চার মাস কাল পরিভ্রমণ কর ..... লাঞ্ছিত করে থাকেন	৩৭০
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জে আকবরের দিনে ..... এক ঘোষণা	
যে, আল্লাহর সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তার রাসূলেরও নয়.....	৩৭১
আল্লাহর বাণী : তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে	৩৭২
আল্লাহর বাণী : তবে কাফের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ করবে ..... যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়	৩৭৩
আল্লাহর বাণী : যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে..... যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন	৩৭৩
আল্লাহর বাণী : যেদিন জাহানামের আগুনে ওইসব উন্নত করা হবে ..... পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া	
হবে ..... নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, তার আম্বাদ গ্রহণ কর	৩৭৪
আল্লাহর বাণী : নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর	
নিকট মাস গণনায় মাস বারাটি। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান	৩৭৫
আল্লাহর বাণী : যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন	৩৭৫
আল্লাহর বাণী : এবং যাদের চিন্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য	৩৭৮

**অনুচ্ছেদ**

পঞ্চা	৩৭৮	আল্লাহর বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ..... রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
	৩৭৯	আল্লাহর বাণী : আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ..... না করুন, একই কথা..... ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না
	৩৮১	আল্লাহর বাণী : যদি তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা যায়, আপনি কখনও তাদের জানায়ার নামায আদায় করবেন না, তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না
	৩৮২	আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে, .... তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। ..... জাহানাম তাদের আবাসস্থল
	৩৮৩	আল্লাহর বাণী : তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি রায়ী হয়ে যাও। .... আল্লাহ্ পাপাচারী সম্পদায়ের প্রতি রায়ী হবেন না
	৩৮৩	আল্লাহর বাণী : এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে ..... সম্বত
	৩৮৪	আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন ..... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু
	৩৮৪	আল্লাহর বাণী : মুশৰিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয়
	৩৮৪	আল্লাহর বাণী : অবশ্যই আল্লাহ্ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলেন নবীর প্রতি ..... তার অনুগমন করেছিল ..... অস্ত্র বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল ..... আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন .....
	৩৮৫	আল্লাহর বাণী : এবং তিনি সে তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হয়েছিল, ..... জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলক্ষ করতে পেরেছিল যে,
	৩৮৫	আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, ..... মেহেরবান হলেন ..... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু
	৩৮৭	আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অস্তর্ভুক্ত হও
	৩৮৮	আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে ..... সে তোমাদের কল্যাণকারী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ ও পরম দয়ালু
	৩৯০	<b>সূরা ইউনুস</b>
	৩৯১	আল্লাহর বাণী : আমি বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও ..... তাদের পক্ষাঙ্কাবন করল। ..... সে নিমজ্জমান হল ..... সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, যার প্রতি বনী ইসরাইল বিশ্বাস করেছে ..... আমি আত্মসমর্পণকারীদের অস্তর্ভুক্ত
	৩৯২	<b>সূরা হুদ</b>
	৩৯২	আল্লাহর বাণী : সাবধান! ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ হিভাজ করে। .....
	৩৯৩	আল্লাহর বাণী : এবং তাঁর আরশ ছিল পানির ওপরে
	৩৯৫	আল্লাহর বাণী : সাক্ষীগণ বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল ..... আল্লাহর লানত জালিমদের ওপর
	৩৯৬	আল্লাহর বাণী : এবং একপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। ..... যখন তারা জুলুম করে থাকে
	৩৯৭	আল্লাহর বাণী : নামায কায়েম করবে দিবসের দু'প্রাত্ম ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে ..... এটি তাদের জন্য এক উপদেশ

صحيح البخاري

বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

# যুদ্ধাভিযান অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كتاب المغازي

যুদ্ধাভিযান

(অবশিষ্ট অংশ)

২১৭৯. بَابُ غَزْوَةِ أَخْدِرٍ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذْ غَدَتْ مِنْ أَهْلِكَ تَبَعَّهُ الْمُؤْمِنُونَ  
مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِمْ . وَقَوْلُهُ جَلُّ ذِكْرُهُ : وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ  
الْأَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ، إِنْ يُمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمُ قَرْحٌ مِثْلُهُ ، وَإِنَّكُمْ  
الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَحْذَفُ مِنْكُمْ شَهَادَةُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ وَلَيُمْحِصَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحَقَ الْكَافِرُونَ ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا  
الجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَشْفَعُونَ  
الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَئُهُنَّهُنَّ رَأْيَتُمُوهُنَّهُنَّ تَنْتَهُونَ ، وَقَوْلُهُ : وَلَقَدْ مَدَقْتُمُ اللَّهَ  
وَعْدَهُ إِذْ تَسْقِنُهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشَلَّمْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا  
أَرَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفْتُمُ عَنْهُمْ  
لِيَتَبَتَّلُوكُمْ ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا  
مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا أَلْيَهُ

২১৭৯. অনুচ্ছেদ : উত্তর যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী : [হে রাসূল (সা)! ] স্বরণ করুন, যখন আপনি  
আপনার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে স্থাপন  
করছিলেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৩ : ১২১)। আল্লাহর বাণী : তোমরা ইন্বল হয়ো না  
এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে  
থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো (বদর যুদ্ধে) লেগেছে। মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর  
পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে

হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। আর যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিষ্ঠিত করতে পারেন। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না? মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা ব্যবক্ষে দেখলে! (৩ : ১৩৯-১৪৩) মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং [রাসূল (সা)-এর] নির্দেশ সহকে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (৩ : ১৫২) মহান আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাশাঙ্ক (৩ : ১৬৯)

**৩৭৪৬** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ أُحْدِي هَذَا جِبْرِيلُ أَخْذَ بِرَأْسِ فَوْسِيهِ عَلَيْهِ آدَاءُ الْحَرْبِ -

**৩৭৪৬** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... ইব্ন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছেন, এই তো জিবরাইল, তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে (লাগাম হাতে) এসে পৌছেছেন; তাঁর পরিধানে রয়েছে সমরাঞ্চ।

**৩৭৪৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّرْجِি�ْمِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاً بْنَ عَدَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ حَيَّةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبَرِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى قَتْلِي أَحْدٍ بَعْدَ ثَمَانِيْ سِنِينَ كَالْمُوْدِعِ لِلْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرُ فَقَالَ : أَئِنِّي بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فَوْطَ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنِّي مَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هَذَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشِي عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي أَخْشِي عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافِسُوهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرُ نَظَرَتِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

**৩৭৪৭** মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আট বছর পর নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে গিয়ে) এমনভাবে দোয়া করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দোয়া করেন। তারপর তিনি (সেখান থেকে ফিরে এসে) মিস্বরে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অংশে প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষিদাতা। এরপর হাউয়ে কাউসারের পাড়ে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। আমার এ জায়গা থেকেই আমি হাউয়ে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে লিঙ্গ হয়ে যাবে আমি এ আশংকা করি না। তবে আমার

আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এ দেখাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শেষবারের মত দেখা।

**৩৭৪৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِنْ فَأَجْلَسَ النَّبِيًّا (ص) جِيشًا مِنَ الرُّمَاءِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرَنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تَعْيَنُونَا ، فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوكُمْ حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِنْ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاجِلُهُنَّ فَأَخْنَوْنَا يَقُولُونَ: الْغَنِيمَةُ الْغَنِيمَةُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَمَدَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) أَنْ لَا تَبْرَحُوا فَأَبَوْهُ فَلَمَّا أَبَوْهُ صُرِفَ وُجُوهُمْ فَأَصْبِبَ سَبْعَوْنَ قَتِيلًا وَأَشْرَفَ أَبَوْ سَفِيَانَ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ لَا تَجِيئُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي قَحَافَةَ؟ فَقَالَ لَا تَجِيئُوهُ . فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ أَبْنُ الْخَطَابِ؟ فَقَالَ إِنْ مُؤْلَمَ قُتِلُوا فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَجَاءُوكُمْ فَلَمْ يَمْلِكْ عَمَّرْ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَ اللَّهِ أَبْقَى اللَّهُ لَكَ مَا يُخْزِيكَ قَالَ أَبَوْ سَفِيَانَ: أَعْلَمْ هَبْلَ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَجِبْيُوهُ قَالُوا مَا نَقُولُ فَقَالَ قُولُوا: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ فَقَالَ أَبَوْ سَفِيَانَ: لَنَا الْعَزْىُ وَلَا عُزْىُ لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَجِبْيُوهُ: قَالُوا مَا نَقُولُ؟ قَالَ قُولُوا: اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مُولَى لَكُمْ ، قَالَ أَبَوْ سَفِيَانَ: يَوْمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُثْلَهُ لَمْ أَمْرِبِهَا وَلَمْ تَسْوِيَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانَ عَنْ عَمْرِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أَحْدُنَاسَ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَداءً۔

**৩৭৪৮** উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ দিন (উহুদ যুদ্ধের দিন) আমরা মুশ্রিকদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলে নবী (সা) আবদুল্লাহ (ইবন জুবাইর) (রা)-কে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে তাদেরকে (নির্ধারিত এক স্থানে) মোতায়েন করলেন এবং বলেন, যদি তোমরা আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। অথবা যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর জয় লাভ করেছে, তাহলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করে আমাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে না। এরপর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, মহিলাগণ দ্রুত দৌড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা বন্ধ পায়ের গোছা থেকে টেনে তুলেছে, ফলে পায়ের অলংকারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা) বলতে লাগলেন, এ-ই গন্মীমত-গন্মীমত! তখন আবদুল্লাহ [ইবন জুবাইর (রা)] বললেন, তোমরা যেন এ স্থান না ছাড় এ ব্যাপারে নবী (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এ কথা অগ্রহ্য করল। যখন তারা এ কথা অগ্রহ্য করল, তখন তাদের রোখ ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং শহীদ হলেন তাদের সন্তর জন সাহাবী। আবু সুফিয়ান একটি উচু স্থানে উঠে বলল, কাওমের মধ্যে মুহাম্মদ জীবিত আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন উত্তর দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইবন আবু কুহাফা (আবু বকর)

বেঁচে আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন জবাব দিও না। সে পুনরায় বলল, কওমের মধ্যে ইবনুল খান্দাব জীবিত আছে কি? তারপর সে বলল, এরা সকলেই নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিচয়ই জবাব দিত। এ সময় উমর (রা) নিজেকে সামলাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহর দুশ্মন, ভূমি মিথ্যা কথা বলছ। যে জিনিসে তোমাকে লাঞ্ছিত করবে আল্লাহ তা বাকী রেখেছেন। আবু সুফিয়ান বলল, তখন নবী (সা) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কি বলব? তিনি বললেন, তোমরা বল, **اللَّهُ أَعْلَى وَأَجْلٌ** —আল্লাহ সমুদ্রত ও মহান। আবু সুফিয়ান বলল, **لَنَا الْمُزِيْدُ وَلَا عَزِيزٌ لَّكُمْ** —আমাদের উত্থ্যা আছে, তোমাদের উত্থ্যা নেই। নবী (সা) বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বললেন, আমরা কি জবাব দেব? তিনি বললেন, বল **اللَّهُ مُؤْلِي وَلَا مَوْلَى** —আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের তো কোন অভিভাবক নেই। পরিশেষে আবু সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর যুদ্ধের বিনিময়ের দিন। যুক্ত কৃপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মত (অর্থাৎ একবার এক হাতে আরেকবার অন্য হাতে) (যুক্তের ময়দানে) তোমরা নাক-কান কাটা কিছু লাশ দেখতে পাবে। আমি একপ করতে আদেশ করিনি। অবশ্য এতে আমি অসম্মুষ্টও নই। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... জবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলা শরাব পান করেছিলেন।<sup>১</sup> এরপর তাঁরা শাহাদত বরণ করেন।

**٢٧٤٩** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ  
بْنَ عَوْفٍ أَتَى بِطَعَامٍ وَكَانَ صَانِبًا فَقَالَ قُتْلَ مُصْنِعُ بْنَ عَمِيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غَطَّى  
رَأْسَهُ بَدَّ رِجْلَاهُ وَإِنْ غَطَّى رِجْلَاهُ بَدَّ رَأْسَهُ ، وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتْلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ  
الدُّنْيَا مَبْسِطًا ، أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِبَتَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتَا عَجِلْتَ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ  
بَيْكِيْ حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ -

**৩৭৪৯** আবদান (র) ..... সাদ ইব্ন ইব্রাহীমের পিতা ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর নিকট কিছু খানা আনা হল। তিনি তখন রোয়া ছিলেন। তিনি বললেন, মুসাফাব ইব্ন উমাইর (রা) ছিলেন আমার থেকেও উত্তম ব্যক্তি। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁকে এমন একটি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলছিলেন যে, হাম্যা (রা) আমার চেয়েও উত্তম লোক ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। এরপর দুনিয়াতে আমাদেরকে যথেষ্ট সুখ-স্বাক্ষর্য দেয়া হয়েছে অথবা বলেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, হয়তো আমাদের নেকীর বদলা এখানেই (দুনিয়াতে) দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর তিনি কান্দতে লাগলেন, এমনকি আহার্য পরিত্যাগ করলেন।

**٢٧٤٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِيْ سَمِيعٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
১. তখন পর্যন্ত শরাব পান করা হারাম ঘোষিত হয়নি।

قالَ رَجُلٌ لِّلنَّبِيِّ (ص) يَوْمَ أُحْدِي أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلَتْ فَإِنْ أَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى ثَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

**৩৭৫০** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উভদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন, জাম্মাতে। তারপর উক্ত ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি লড়াই করলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

**৩৭৫১** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَهْبَنْ رَهْبَنْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ حَبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاجِرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) نَبَقْتُنِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ وَمِنْ مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْبَبٌ بْنُ عُمَيرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحْدِي لَمْ يَتَرُكْ إِلَّا ثَمَرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ (ص) غُطُوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوهُ عَلَى رِجْلِهِ الْأَذْخَرِ أَوْ قَالَ أَقْلُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْأَنْخِرِ وَمِنْ مَنْ قَدْ آتَيْنَاهُ لَهُ ثَمَرَةً فَهُوَ يَهْدِيهَا -

**৩৭৫১** আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... খাকবাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহর সম্মতির উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করেছিলাম। ফলে আল্লাহর কাছে আমাদের পুরুষার সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের কতক দুনিয়াতে পুরুষার ভোগ না করেই অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা চলে গিয়েছেন। মাসআব ইবন উমাইর (রা) তাদের মধ্যে একজন। তিনি উভদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি একটি ধারাদার পশমী বন্ধু ব্যক্তিত আর কিছুই রেখে যাননি। এ দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন নবী (সা) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর দাও ইয়াখির অথবা তিনি বলেছেন, ইয়াখির দ্বারা তার পা আবৃত কর। আমাদের কতক এমনও আছেন, যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি এখন তা সংগ্রহ করছেন।

**৩৭৫২** أَخْبَرَنَا حَسَّانُ أَبْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَغَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غَبْتُ عَنْ أَوْلِ قِتَالِ النَّبِيِّ (ص) لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) لَيَرِينَ اللَّهُ مَا أَجِدُ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحْدِي فَهُمْ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَدْرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتَ لَهُؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَقَدِمَ بِسَيِّفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مَعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ تُونَ أَحَدُ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْ أَخْتَهُ شَبَامَةُ أَنْ بَيْنَانِهِ وَبَيْهِ بِضْعُ وَثَمَائُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرَبَةٍ وَرَمَيَةٍ بِسْتَهِ -

**৩৭৫২** হাস্সান ইবন হাস্সান (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) তাঁর চাচা [আনাস ইবন নয়র (রা)] বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি [আনাস ইবন নয়র (রা)] বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবী (সা)-এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শরীক করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখবেন, আমি কত প্রাণপণ চেষ্টা করে লড়াই করি। এরপর তিনি উভদ যুদ্ধের দিন সম্মুখসমরে অবর্তীর হওয়ার পর লোকেরা পরাজিত হলে (পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করলো) তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এ সমস্ত লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করলেন, আমি এর জন্য আপনার নিকট ওয়রখাহী পেশ করছি এবং মুশরিকগণ যা করল তা থেকে আমি আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে অঙ্গসর হলেন। এ সময় সাদ ইবন মু'আয় (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ হে সাদ? আমি উভদের অপর প্রান্ত হতে জাল্লাতের সুন্দর পাঞ্জি। এরপর তিনি (বীর বিজয়ে) যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন। তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর শরীরের একটি তিল অপৰা অঙ্গুলীর মাথা দেখে তাঁকে চিনলেন। তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি বর্ণা, তরবারি ও তীরের আঘাত ছিল।

**৩৭৫৩** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَقَدْتُ أَيَّةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسْخَنَا الْمُصْنَفَ كُتُبَ أَسْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَّمَسْنَا هَا فَوَجَدْنَا هَا مَعَ حُزَيْنَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ، فَالْحَقَّنَا هَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْنَفِ -

**৩৭৫৪** মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুরআন মজীদকে প্রস্তাকারে লিপিবদ্ধ করার সময় স্বর্বা আহ্যাবের একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলি, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঠ করতে শুনতাম। তাই আমরা উক্ত আয়াতটি অনুসঙ্গান করতে শাগলাম। অবশেষে তা পেলাম খুয়ায়মা ইবন সাবিত আনসারী (রা)-এর কাছে। আয়াতটি হল : “মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ'র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ রয়েছে প্রতীক্ষায়। (৩৩ : ২৩) এরপর এ আয়াতটিকে আমরা কুরআন মজীদের ঐ সূরাতে (আহ্যাবে) সংযুক্ত করে নিলাম।

**৩৭৫৫** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدَىِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) إِلَى أَحْدَرِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ خَرَاجٍ مَعَهُ وَكَانَ أَصْنَابُ النَّبِيِّ (ص) فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ نَقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُولُ لَا نَقَاتِلُهُمْ فَنَزَّلَتْ : فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتْنَتِنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِي الدُّنْوَبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبَّتِ الْفِضْلَةِ -

**৩৭৫৪** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... যামদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলে যারা তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল, তাদের কিছুসংখ্যক লোক ফিরে এলো। নবী (সা)-এর সাহারীগণ তাদের সম্পর্কে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। অপরদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব না। এ সময় নাফিল হয় (নিম্নবর্ণিত আয়াতখানা) “তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সঙ্গে দু'দল হয়ে গেলে, যখন তাদের কৃতকর্মের দরশন আল্লাহ্ তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। (৪ : ৮৮) এরপর নবী (সা) বললেন, এ (মদীনা) পরিত্র স্থান। আগুন যেমন রূপার ময়লা দূর করে দেয়, এমনিভাবে মদীনাও শুনাহকে দূর করে দেয়।

২১৮. بَأْبِإِذْ هُمْ طَائِقُتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلِيَقْرُبُوا  
المُؤْمِنُونَ -

২১৮০. অনুহৃদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহ্র অতিই বেন মু'মিনগণ নির্ভর করে। (৩ : ১২২)

**২৭৫৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا إِذْ هُمْ طَائِقُتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا بَنِي سَلِيمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنْهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ : وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلِيَقْرُبُوا

**৩৭৫৫** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল” আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনু সালিমা এবং বনু হারিসা সম্পর্কে নাফিল হয়েছে। আয়াতটি নাফিল না হোক এ কথা আমি চাইনি। কেননা এ আয়াতেই আল্লাহ্ বলছেন, আল্লাহ্ উভয় দলেরই সহায়ক।

**২৭৫৬** حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَلِّنَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قَلْتُ نَعَمْ ، قَالَ مَاذَا أَبْكِرُ أَمْ ثَبَيَا ؟ قَلْتُ لَا بَلَّ ثَبَيَا قَالَ فَهَلَا جَارِيَةً تُلَأِعِبُكَ ؟ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبْيَ قُتْلَ يَوْمَ أَحْدُ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنْ لِي تِسْعَ أَخْوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلُهِنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْسُطُهُنَّ وَتَقْوَمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ -

**৩৭৫৬** কুতায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না (কুমারী নয়) বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী যেয়েকে বিয়ে

করলে না কেন? সে তো তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা), আমার আবৰা উহুদের যুক্তে শাহাদত বরণ করেছেন। এবং রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সাথে তাদেরই মত একজন অনভিজ্ঞ মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করলাম না। বরং এমন একটি মহিলাকে (বিয়ে করা পছন্দ করলাম) যে তাদের চূল আঁচড়িয়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, ঠিক করেছ।

٣٧٥٧

**حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرْبِيجِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ إِنْ الشَّعْبِيِّ**  
**قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَسْتَشْهِدَ يَوْمَ أَحْدَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دِينَاهُ وَتَرَكَ سِتَّ**  
**بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَارُ النَّخْلِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَلَّتْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِّيَّ قَدْ اسْتَشْهِدَ يَوْمَ أَحْدَ**  
**وَتَرَكَ دِينَاهُ كَثِيرًا وَأَتَيْتُ أَحَبَّ أَنْ يَرَأَكَ الْفَرْمَاءَ فَقَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ مُلْ تَمَرْ عَلَى نَاحِيَةِ فَفَعَلْتُ تَمْ دَعْوَتَهُ**  
**فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانُوكُمْ أَغْرِيُوا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدِرَا ثَلَاثَ**  
**مَرَاتٍ تَمْ جَلَسَ عَلَيْهِ تَمْ قَالَ أَدْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدْعَى اللَّهَ عَنْ وَالِّيَّ أَمْنَتَهُ وَأَنَا**  
**أَرْضِيَ أَنْ يُؤْدِيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِّيَّ وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخْوَاتِي بِتَمَرَةِ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلُّهَا حَتَّى أَتَيْتُ**  
**إِلَى الْبَيَدِرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) كَانَهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمَرَةً وَاحِدَةً۔**

٣٧٥٧

আহমাদ ইবন আবু সুরাইজ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুক্তের দিন তার পিতা ছয়টি মেয়ে ও কিছু ঝগ তার উপর রেখে শাহাদত বরণ করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা উহুদ যুক্তে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঝগের বোৰা রেখে গেছেন। এখন আমি চাই, ঝণ্ডাতাগণ আপনাকে দেখুক। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। [জাবির (রা) বলেন] আমি তাই করলাম। এরপর নবী (সা)-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা (ঝণ্ডাতাগণ) নবী (সা)-কে দেখলেন, সে মৃহূর্তে যেন তারা আমার উপর আরো ক্ষেপে গেলেন। নবী (সা) তাদের আচরণ দেখে বাগানের বড় গোলাটির চতুর্পার্শে তিনবার চক্র দিয়ে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঝণ্ডাতাদেরকে ডাক। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার আমানত আদায় করে দিলেন। আমিও চাঞ্চিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট না যেতে পারলেও আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানত আদায় করে দেন। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা খেজুরের সবকটি গোলাই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নবী (সা) যে গোলার উপর বসা ছিলেন তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি।

٣٧٥٨

**حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ**

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَوْمَ أَحَدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا شَيْبَ بْنَيْضَ كَاسِدَ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدَ

**৩৭৫৮** আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... সাদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমি আরো দুই ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হয়ে তুমুল লড়াই করছে। আমি তাদেরকে পূর্বেও কোনদিন দেখিনি এবং পরেও কোনদিন দেখিনি।

**৩৭৫৯** حَدَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ حَدَثَنَا هَاشِمٌ بْنُ هَاجِشِمٍ السَّعْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْبِبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ تَنَاهَى النَّبِيُّ (ص) كِتَابَهُ يَوْمَ أَحَدٍ فَقَالَ أَرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِيَّ -

**৩৭৬০** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... সাদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার জন্য তাঁর তীরদানী থেকে তীর খুলে দিয়ে বললেন, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক; তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।

**৩৭৬১** حَدَثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْبِبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ (ص) أَبَوَيْهِ يَوْمَ أَحَدٍ -

**৩৭৬২** মুসাদাদ (র) ..... সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন।

**৩৭৬৩** حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسْبِبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ أَحَدٍ أَبَوَيْهِ كُلَّيْمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِيَّ وَهُوَ يُقَاتِلُ -

**৩৭৬৪** কৃতায়ৰা (র) ..... সাদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতা উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলে তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি লড়াই করছিলেন এমতাবস্থায নবী (সা) তাঁকে বলেছেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।

**৩৭৬৫** حَدَثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعِدٍ عَنْ أَبِنِ شَدَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ (ص) يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لَأَحَدٍ غَيْرِ سَعِدٍ -

**৩৭৬৬** আবু নুআয়ম (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এক সাথে উল্লেখ করতে আমি শুনিনি।

٣٧٦٢ حَدَّثَنَا يَسِرَّةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيًّا (ص) جَمِيعَ أَبْوَيْهِ لَأَحْدَى لَسْعَدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أَحْدَى سَعْدَ أَرْمَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي -

৩৭৬৩ ইয়াসাৱা ইবন সাফওয়ান (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইবন মালিক (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এ কথা উল্লেখ করতে আমি শুনিনি। উহুদ যুক্তের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে সাদ, তুমি তীব্র নিষ্কেপ কর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

٣٧٦٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ زَعَمَ أَبُو عَمَّانَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ أَنَّ يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرَ طَلْحَةَ وَسَعْدَ عَنْ حَدِيثِهِمَا -

৩৭৬৪ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিনগুলোতে নবী (সা) যুক্ত করেছেন তার কোন এক সময়ে তালহা এবং সাদ (রা) ব্যতীত (অন্য কেউ) নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন না। হাদীসটি আবু উসমান (রা) তাদের উভয়ের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَاتَمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّابِقَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ صَحِّبَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمَقْدَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَحْدِثُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) إِلَّا أَنَّيْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ يَحْدِثُ عَنْ يَوْمِ أَحْدَى -

৩৭৬৫ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র) ..... সায়েব ইবন ইয়ায়ীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন 'আউফ, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, মিকদাদ এবং সাদ (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। তাদের কাউকে নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি, তবে কেবল তালহা (রা)-কে উহুদ যুক্ত সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি।

٣٧٦٦ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَبِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءَ وَقَائِمًا بِهَا النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ أَحْدَى -

৩৭৬৬ আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র) ..... কায়িস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা (রা)-এর হাত অবশ (অবস্থায়) দেখেছি। উহুদ যুক্তের দিন তিনি এ হাত নবী (সা)-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।

٣٧٦৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ

أَحَدٌ إِنْهَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ (ص) جُوبَ عَلَيْهِ بِحَجَّةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَأَمِيًّا السَّرْعَ كَسَرَ يَوْمَنِ قَوْسَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمْرُ مَعَهُ بِجَعْنَةٍ مِنَ النَّبِيِّ ، فَيَقُولُ أَنْثِرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ يُشَرِّفُ النَّبِيِّ (ص) يَنْتَظِرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَبِي أَنْتَ وَأَمِّي لَا تُشَرِّفُ يُصِينِكَ سَهْمًّا مِنْ سَهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي لَوْنَ نَحْرِكَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمَّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقَهُمَا تَنْقُرَانِ الْقِرَبَ عَلَى مَقْوِنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنَهَا ثُمَّ تَجِيَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرْتَبَتِنَ وَإِمَّا ثَلَاثًا -

**৩৭৬৭** আবু মামার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন নবী (সা)-কে ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলেও আবু তালুহা (রা) ঢাল হাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখলেন। আবু তালুহা (রা) ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ, ধনুক খুব জোরে টেনে তিনি তীর ছুঁড়তেন। সেদিন (উহুদ যুদ্ধে) তিনি দু'টি অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। সেদিন যে কেউ ভরা তীরদানী নিয়ে রাস্তুল্লাহ (সা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তাকেই তিনি বলেছেন, তীরগুলো খুলে আবু তালুহার সামনে ঝেঁকে দাও। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) মাথা উঁচু করে যখনই শক্রদের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবু তালুহা (রা) বলতেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হঠাৎ তাদের নিষ্ক্রিয় তীর আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষা করার জন্য আমার বক্ষই রয়েছে (অর্থাৎ আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান)। [আনাস (রা) বলেন] সেদিন আমি আয়েশা বিনত আবু বকর এবং উহুদ সুলায়ম (রা)-কে দেখেছি, তারা উভয়েই পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের পায়ের তলা দেখতে পেয়েছি। তারা মশক ভরে পিঠে বহন করে পানি আনতেন এবং (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। আবার চলে যেতেন এবং মশক ভরে পানি এনে লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। সেদিন আবু তালুহা (রা)-এর হাত থেকে দু'বার অথবা তিনবার তরবারিটি পড়ে গিয়েছিল।

**৩৭৬৮** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِمَنْ كَانَ يَوْمَ أَحَدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَخَ إِلَيْنِي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَئِي عِبَادُ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ فَاجْتَدَتْ هِيَ وَآخْرَاهُمْ فَبَصَرَ حَذِيقَةً فَإِذَا هُوَ بِأَيْمَانِي فَقَالَ أَئِي عِبَادُ اللَّهِ أَبِي قَالَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَنُوا حَتَّى قُتُلُوا ، فَقَالَ حَذِيقَةٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ عُرْوَةً : فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حَذِيقَةٍ بَقِيَّةٌ خَيْرٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ بَصَرُتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ وَيَقَالُ بَصَرُتُ وَأَبْصَرْتُ وَأَحَدٌ -

**৩৭৬৯** উবায়দুল্লাহ ইবন সাইদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেলে অভিশপ্ত ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের

পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা পেছনের দিকে ফিরে গেল। তখন অগ্রভাগ ও পশ্চাদভাগের মধ্যে পরম্পর সংঘর্ষ হল। এ পরিস্থিতিতে হ্যায়ফা (রা) দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর পিতা ইয়ামন (রা)-এর সাথে লড়াই করছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, (ইনি তো) আমার পিতা, আমার পিতা (তাকে আক্রমণ করবেন না)। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম, এতে তাঁরা বিরত হলেন না। বরং তাঁকে হত্যা করে ফেললেন। তখন হ্যায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর সাথে মিলনের (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত হ্যায়ফা (রা)-এর মনে এ ঘটনার অনুভাপ বাকী ছিল।

**٢١٨١. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ يَقْرَبُونَ يَوْمَ التَّقْيَى الْجَمِيعَانِ إِنَّمَا إِسْتَزَلُّهُمُ الشَّيْطَانُ بِيَقْصِدِ مَا كَسَبُوا فَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيلٌ**

২১৮১. অনুজ্ঞেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যেদিন দু'দল পরম্পরারের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাঁদের পদস্থলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল (৩ : ১৫৫)

**٣٧٦٩** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عُمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُنُوسًا فَقَالَ مَنْ هُؤُلَاءِ الْقَوْمُونَ؟ قَالُوا هُؤُلَاءِ قُرْيَشٌ قَالَ مَنِ الشَّيْخُ؟ قَالُوا أَبْنُ عُمَرَ، فَاتَّاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ أَتَحْدِثُنِي، قَالَ أَتَشْدُكُ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَانَ فَرِيَوْمَ أَحَدٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَتَعْلِمُهُ تَغْيِيبَ عَنْ بَنِي فَلَمْ يَشْهُدُهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَتَعْلِمُهُ تَخَلْفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهُدُهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَكَبَرَ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ: تَعَالَ لِأَخْبِرْكَ وَلَا بَيْنَ لَكَ عَمًا سَائِلَتِنِي عَنْهُ أَمَا فِرَارُهُ يَوْمَ أَحَدٍ فَأَشَهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَا تَغْيِيبُهُ عَنْ بَنِي فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَ بَنْتِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) إِنَّ لَكَ أَجْرٌ رَجُلٌ مِنْ شَهِيدِ بَنِي وَسَهِمَةَ، وَأَمَا تَغْيِيبُهُ الرِّضْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعْزَزَ بِيَطْنَى مَكَّةَ مِنْ عُمَانَ بْنِ عَفَانَ لِبَعْثَةِ مَكَّةَ فَبَعْثَ عُمَانَ وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُمَانُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) بِيَدِهِ أَيْمَنِي هَذِهِ يَدُ عُمَانَ فَصَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُمَانَ اِذْهَبْ بِهَا أَلْأَنْ مَعَكَ.

**৩৭৬৯** আবদান (র) ..... উসমান ইবন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ এসে সেখানে একদল লোককে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব লোক কারা? তারা বললেন, এরা হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৃক্ষ লোকটি কে? উপস্থিত সকলেই বললেন, ইনি হচ্ছেন (আবদুল্লাহ) ইবন উমর (রা)। তখন লোকটি

তাঁর (ইব্রাহিম) কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি আমাকে বলে দেবেন কি? এরপর লোকটি বললেন, আমি আপনাকে এই ঘরের মর্যাদার কসম দিয়ে বলছি, উহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইব্রাহিম আফফান (রা) পালিয়েছিলেন, এ কথা আপনি কি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন, তিনি বদরের রণাঙ্গনে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় বললেন, তিনি বায়আতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখন ইব্রাহিম (রা) বললেন, এসো, এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারে অবহিত করছি এবং তোমার প্রশংসনোর উপর খুলে বলছি। (১) উহুদের রণাঙ্গন থেকে তাঁর পালানোর ব্যাপার সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (২) বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা (কুকাইয়া) তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁকে নবী (সা) বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই তুমি সওয়ার লাভ করবে এবং গনীমতের অংশ পাবে। (৩) বায়আতে রিদওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হল এই যে, মক্কাবাসীদের নিকট উসমান ইব্রাহিম আফফান (রা) থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি থাকলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মক্কা পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ জন্য উসমান (রা)-কে (মক্কা) পাঠালেন। তাঁর মক্কা গমনের পরই বায়আতে রিদওয়ান সংষ্টিত হয়েছিল। তাই (বায়আত গ্রহণের সময়) নবী (সা) তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এটাই উসমানের হাত। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্রাহিম) বললেন, এই হল উসমান (রা)-এর অনুপস্থিতির মূল কারণ। এখন তুমি যাও এবং এ কথাগুলো মনে গেঁথে রেখো।

٢١٨٢ . بَأْبَإِذْ تُصْنِعُونَ وَلَا تُلْوِنَ عَلَى أَهْدِ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَأَكُمْ فَأَئَابُكُمْ غَمًا بِقُرْبِ لِكِيلَةِ تَحْزِنُونَا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تُصْنِعُونَ تَذَمَّنُ أَصْنَعَ وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ -

২১৮২. অনুজ্ঞেদ : মহান আল্লাহর বাণী : শব্দ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে কাঠো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল (সা) তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে আহবান করছিলেন ফলে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দৃশ্যিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত (৩ : ১৫৩)

٣٧٦٧ حَدَّثَنِيْ عَمَرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلْطَنٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحْدُرِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَبَيرٍ وَأَقْبَلُوا مُتَهَمِّمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوكُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَأَكُمْ -

৩৭৬৭] আমর ইবন খালিদ (র) ..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা)-কে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে (মদীনার দিকে) ছুটে গিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে, রাসূল (সা)-এর তাদেরকে পেছনের দিক থেকে ডাকা।

২১৮৩. بَأْبُ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَمِ أَمْنَةً نَعَاسًا ، يُغْشِي طَانِةً مِنْكُمْ طَانِةً  
قَذَ أَمْتَهْمَ أَنفُسَهُمْ يَظْهُرُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُنُنُ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ مَنْ لَنَا مِنْ  
الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفِقُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكُمْ يَقُولُونَ لَوْ  
كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَامَنَا ، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَبَرَّ الَّذِينَ كُتِبَ  
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ، وَلَيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحْصِّنَ مَا فِي  
ثُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ، قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ نُذِيرَ حَدَّثَنَا  
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ تَفْشَأَ  
النَّعَاصِ يَقْمَ أَحْدُ حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْقُطُ وَآخِذُهُ وَيَسْقُطُ فَآخِذُهُ

২১৮৩. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : এরপর দৃঢ়খ্রের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশাস্তি — তন্দ্রাঙ্গপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অঙ্গের ন্যায় আল্লাহ সংস্কৰে অবাস্তুর ধারণা করে নিজেরাই নিজদেরকে উদ্বিঘ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজদের মৃত্যুস্থানে বের হত, তা এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। (৩ : ১৫৪) বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা (র) আমার নিকট ..... আবু তালুহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাঙ্গন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। এমনকি (এ তন্দ্রার কারণে) আমার তরবারিটি আমার হাত থেকে কয়েকবার পড়ে ও গিয়েছিল। এমনি করে তরবারিটি পড়ে যেত, আমি তা উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেত, আমি আবার তা উঠিয়ে নিতাম।

২১৮৪ . بَأْبُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا أَوْ يَتَوَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ قَالَ  
حُمَيْدٌ وَكَابِتٌ عَنْ أَنَسِ شَجَاعَ النَّبِيِّ (ص) يَقْمَ أَحْدُ شَجَاعَ النَّبِيِّ (ص) كَيْفَ يَفْلِحُ قَعْمَ شَجَاعَ نَبِيِّهِمْ

**فَنَزَّلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ**

২১৮৪. অনুজ্ঞেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী : তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। (৩ : ১২৮) হমায়দ এবং সাবিত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উভদ যুক্তের দিন নবী (সা)-কে আঘাত করে জখম করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে জখম করে দিয়েছে তারা কি করে উন্নতি ও সফলতা লাভ করবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ**

**٢٧٧١** حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْنَى عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُونِ مِنَ الرُّكْمَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : أَللَّهُمَّ اغْفِلْنَا وَفَلَانَا وَفَلَانَا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْعُو عَلَى صَفَوَانَ بْنِ أُمِيَّةَ وَسَهْلَ بْنِ عَمْرِو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَّلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ -

**৩৭৭১** ইয়াহৈয়া ইবন আবদুল্লাহ সুলামী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুক্ক থেকে মাথা উত্তোলন করে অবস্থান করে আল্লাহ আপনি অমুক, অমুক এবং অমুকের উপর লানত বর্ষণ করুন, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। হানজালা (র).....সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাফওয়ান ইবন উমাইয়া, সুহাইল ইবন আমর এবং হারিস ইবন হিশামের জন্য বদদোয়া করতেন। এ প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতখানা। তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম।

## ২১৮৫ . بَابُ ذِكْرِ أُمّةِ سَلَيْطِ

২১৮৫. অনুজ্ঞেদ : উরে সালীতের আলোচনা

**৩৭৭২** حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ حَدَثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسْمٌ مُرْوُطًا بَيْنِ نِسَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَقَى مِنْهَا مِرْطٌ جَيْدٌ فَقَالَ لَهُ

بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله (ص) التي عندك يربنون أم كلثوم بنت علي  
فقال عمر أم سليمان أحق به وأم سليمان من بناء الأنصار معن بايع رسول الله (ص) قال عمر فائنا  
كانت تزور لنا القرب يوم أحد.

৩৭৭২ | ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... সালাবা ইবন আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,  
একবার উমর ইবন খাতাব (রা) কতকগুলো চাদর মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে বস্টন করলেন। পরে  
একটি সুন্দর চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তার নিকট উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলেন, হে  
আমীরুল মু'মিনীন, এ চাদরখালা আপনার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাতনী আলী (রা)-এর কন্যা উল্লে  
কুলসুম (রা)-কে দিয়ে দিন। উমর (রা) বললেন, উল্লে সালীত (রা) তার চেয়েও অধিক হকদার। উল্লে  
সালীত (রা) আনসারী মহিলা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। উমর (রা)  
বললেন, উভদের দিন এ মহিলা আমাদের জন্য মশক ভরে পানি এনেছিলেন।

## ২১৮৬. بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৮৬. অনুবোদ্ধ : হাময়া (রা)-এর শাহাদত

৩৭৭২ | حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُجَّيْنُ بْنُ الْمُعْتَشِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِّيْقِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّيَّةَ السَّبْمَرِيِّ قَالَ  
خَرَجْتُ مَعَ عَبْيِيدِ اللَّهِ بْنِ عَدَى بْنِ الْخَيَّارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عَبْيِيدُ اللَّهِ هَلْ لَكِ فِي وَحْشَيَّ نَسَالَةِ  
عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيًّا يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَأَلَنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَانَ  
حَمِيَّةً، قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفَنَا عَلَيْهِ بِسِيرِ فَسَلَّمْنَا، فَرَدَ السَّلَامُ قَالَ وَعَبْيِيدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرِى  
وَحْشِيًّا إِلَّا عَيْتِيْهِ وَدِرْجَتِيْهِ فَقَالَ عَبْيِيدُ اللَّهِ يَا وَحْشِيًّا أَتَعْرِفُنِيْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ  
أَنْ عَدَى بْنَ الْخَيَّارِ تَزَوَّجُ امْرَأَةً يَقُولُ لَهَا أَمْ قِتَالِ بِنْتِ أَبِي الْعِينِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا يُمْكِنُهُ فَكَتَنَ  
أَسْتَرْضِيَّ لَهُ، فَحَمَلَتْ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَارَتْهَا إِيَاهُ فَلَكَاتِيْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ قَدْمِيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عَبْيِيدُ اللَّهِ  
عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ : إِنَّ حَمْزَةَ قُتْلَ طَعِيمَةَ بْنَ عَدَى ابْنِ الْخَيَّارِ بِيَدِهِ،  
فَقَالَ لِي مَوْلَايِ جَبَيرُ بْنُ مُطَعِّمٍ إِنْ قَتَلَتْ حَمْزَةَ بِعِمَامَتِيْ فَانْتَ حُرٌّ . قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْتِنِ  
وَعَيْتِنِ جَبَلَ بِجَبَالِ أَحُدِّ ، بَيْتِهِ وَبَيْتِهِ وَادِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ، فَلَمَّا اصْطَفَوْا لِلْقِتَالِ خَرَجَ  
سِبَاعَ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَبَارِزٍ ، قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ يَا سِبَاعَ يَا ابْنَ أَمِّ ثَاهِبٍ  
مَقْطَعَةِ الْبَطْوُرِ ، اتَّحَادُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (ص) قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ كَامِسِ الدَّاهِبِ ، قَالَ وَكَمْنَتْ لِحَمْزَةَ تَحْتَ

صَخْرَةٌ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمِيَتِي بِحَرْبِتِي فَأَضَعْهَا فِي ثُنْتَهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكْبَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدُ  
فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعَتْ مَعْهُمْ فَأَقْمَتْ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَافَيْهَا الْإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الطَّائِفِ  
فَأَرْسَلَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَسُولًا فَقِيلَ لَيْهُ لَا يَبْيَنِي الرَّسُولُ قَالَ فَخَرَجَتْ مَعْهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى  
رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَلَمَّا رَأَيْتِي قَالَ أَنْتَ وَحْشٌ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ أَنْتَ قُتِلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا  
بِلَفْكَ، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعَ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجَتْ فَلَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَخَرَجَ مُسْلِمَةُ  
الْكَذَابُ قُلْتُ لَا خَرْجَنَ إِلَى مُسْلِمَةَ لَعَلَى أَفْتَهُ فَأَكَافِي بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ  
مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَاتِلٌ فِي ثَلَمَةِ جَدَارٍ كَانَهُ جَمَلٌ أَوْنَقُ ثَانِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمِيَتِي بِحَرْبِتِي فَأَضَعْهَا بَيْنَ  
ثَدِينِي حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَعْبَيْهِ قَالَ وَتَبَّ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامِتِهِ قَالَ قَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سَلِيمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهِيرَةِ  
بَيْتِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ۔

**[৩৭৭]** আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... জাফর ইবন আম্র ইবন উমাইয়া যামরী (র)  
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইবন আদী ইবন খিয়ার (র)-এর সাথে ভ্রমণে বের হলাম।  
আমরা যখন হিম্স নামক স্থানে পৌছলাম তখন উবায়দুল্লাহ (র) আমাকে বললেন, ওয়াহশীর কাছে  
যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি? আমরা তাকে হাম্যা (রা)-এর শাহাদত বরণ করার ঘটনা সম্পর্কে  
জিজ্ঞেস করব। আমি বললাম, হ্যাঁ যাৰ। ওয়াহশী তখন হিম্স শহরে বসবাস কৰতেন। আমরা তার  
সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস কৰলাম। আমাদেরকে বলা হল ঐ তো তিনি তার প্রাসাদের ছায়ার  
মধ্যে পশমহীন মশকের মত স্থির হয়ে বসে আছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প  
কিছু দূরে থামলাম এবং তাকে সালাম কৰলাম। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। জাফর (র)  
বর্ণনা কৰেন, তখন উবায়দুল্লাহ (র) তার মাথা পাগড়ি দ্বারা এমনভাবে আবৃত কৰে রেখেছিলেন যে,  
ওয়াহশী তার দুই চোখ এবং দুই পা ব্যতীত আৱ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায়  
উবায়দুল্লাহ (র) ওয়াহশীকে লক্ষ্য কৰে বললেন, হে ওয়াহশী, আপনি আমাকে চিনেন কি? বর্ণনাকারী  
বলেন, তিনি তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং এৱপৰ বললেন, না, আল্লাহৰ কসম! আমি আপনাকে চিনি  
না। তবে আমি এতটুকু জানি যে, আদী ইবন খিয়ার উত্থে কিতাল বিন্ত আবুল ঈস নামক এক  
মহিলাকে বিয়ে কৰেছিলেন। মুক্তায় তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ কৰলে আমি তার দাই খোঁজ  
কৰছিলাম, তখন ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার কাছে তাকে সোপর্দ কৰলাম।  
সে দিনের সে বাচ্চার পা দু'টির মত যেন আপনার পা দু'টি দেখতে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন  
উবায়দুল্লাহ (র) তার মুখের পর্দা সরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কৰলেন, হাম্যা (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে  
আমাদেরকে খবর দেবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বদর যুদ্ধে হাম্যা (রা) তুআইমা ইবন 'আদী ইবন  
খিয়ারকে হত্যা কৰেছিলেন। তাই আমার মনিব জুবায়ির ইবন মুত্তাইম আমাকে বললেন, তুমি যদি

আমার চাচার প্রতিশোধবন্ধুপ হাময়াকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আযাদ। রাবী বলেন, যে বছর উহুদ পাহাড় সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে যুদ্ধে আমি সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। এরপর লড়াইয়ের জন্য সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে (কফির সৈন্যদলের মধ্য থেকে) সিবা নামক এক ব্যক্তি যয়দানে এসে বলল, দন্দযুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছ কি? ওয়াহশী বলেন, তখন হাময়া ইব্ন আবদুল মুতালিব (রা) (বীর বিজয়ে) তার সামনে গিয়ে বললেন, হে যেয়েদের খ্তনাকারিণী উচ্চে আনমারের পুত্র সিবা! তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে দুশ্মনী করছ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যার ফলে সে অতীত দিনের মত বিলীন হয়ে গেল। ওয়াহশী বলেন, আমি হাময়া (রা)-কে কতল করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের নিচে আঞ্চলিক করে তুঁত পেতে বসেছিলাম। যখন তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন তখন আমি আমার অন্ত দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তার মৃত্যুখলি তেড়ে করে নিতান্তের মাঝখান দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। ওয়াহশী বলেন, এটাই হল তাঁর শাহাদতের মূল ঘটনা। এরপর সবাই ফিরে এসে আমিও তাদের সাথে ফিরে এসে মকায় অবস্থান করতে লাগলাম। এরপর মকায় ইসলাম প্রসার লাভ করলে আমি তায়েফ চলে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে তায়েফবাসিগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে দৃত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হল যে, তিনি দৃতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে গিয়ে হায়ির হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমই কি ওয়াহশী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমই কি হাময়াকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? ওয়াহশী বলেন, তখন আমি চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইতিকালের পর (নবুয়াতের মিথ্যাদাবিদার) মুসায়লামাতুল কায়্যাব অবির্ভূত হলে আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবর্তীণ হব এবং তাকে হত্যা করে হাময়া (রা)-কে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ করব। ওয়াহশী বলেন, তাই আমি লোকদের সাথে রওয়ানা করলাম। তার অবস্থা যা হওয়ার তাই হল। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক সময় আমি দেখলাম যে, হালকা কালো বর্ণের উটের ন্যায় উক্তকুশ চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি ভাঙ্গা প্রাচীরের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সাথে সাথে আমি আমার বৰ্ণ দ্বারা তার উপর আঘাত করলাম। এবং তার বক্ষের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা দু কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এরপর আনসারী এক সাহাবী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দ্বারা তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ফয়ল (র) বর্ণনা করেছেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসির (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (মুসায়লামা নিহত হলে) ঘরের ছাদে উঠে একটি বালিকা বলছিল, হায়, হায়, আমীরুল মু’মিনীন (মুসায়লামা)-কে একজন কালো ঝীতদাস হত্যা করল।

٢١٨٧ . بَابُ مَا أَصَابَ النِّبِيِّ (ص) مِنَ الْجِرَائِعِ يَوْمَ أَحْدَى

২১৮৭. অনুচ্ছেদ ৪: উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা

٣٧٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْقِ عَنْ مَعْنَى عَنْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَلَعُوا بِنَبِيِّهِ يُشَيِّرُ إِلَى رَبِاعِيَّتِهِ إِشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

**৩৭৭৪** ইসহাক ইবন নাসুর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর (ভাঙা) দাঁতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীর সাথে একপ আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর গ্যব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর পথে (জিহাদের অবস্থায়) হত্যা করেছে তার প্রতিও আল্লাহর গ্যব অত্যন্ত ভয়াবহ।

**২৭৭৫** حَدَثَنَا مَحْلُدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمْوَى حَدَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِي بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَ النَّبِيَّ (ص) فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللَّهِ -

**৩৭৭৫** মাখ্লাদ ইবন মালিক (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে নবী (সা) আল্লাহর পথে হত্যা করেছে, তার জন্য আল্লাহর গ্যব ভীষণতর। আর যে সম্প্রদায় আল্লাহর নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে তাদের প্রতিও আল্লাহর ভয়াবহ গ্যব।

## ২১৮৮ . بَابٌ

২১৮৮. অনুচ্ছেদ

**২৭৭৬** حَدَثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْتَئْلَ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ أَتَيْ لَا عَرَفَ مَنْ كَانَ يَفْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَمَنْ كَانَ يَسْكُنُ الْمَاءَ وَيَمْاً نُورِيَ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) تَفْسِلُهُ وَعَلَى يَسْكُنُ الْمَاءَ بِالْمِجْنَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَرِيْدُ الدُّمُّ الْأَكْرَةَ أَخْذَتْ قِطْعَةَ مِنْ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَالصَّفَّتْهَا فَأَسْتَمْسَكَ الدُّمُّ وَكُسِّرَتْ رَبِاعِيَّةُ يَوْمَئِنْدِ جُرْحُ وَجْهِهِ وَكُسِّرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ -

**৩৭৭৬** কুতায়রা ইবন সাঈদ (র) ..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম, সে সময় যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্বর ধুয়েছিলেন এবং যিনি পানি ঢালেছিলেন তাদেরকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি এবং কোন বন্ধু দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এ সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) তা ধুয়ে দিয়েছিলেন এবং আলী (রা) ঢালে করে পানি এনে ঢালেছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানির দ্বারা রক্ত পড়া বক্ষ না হয়ে কেবল তা বৃক্ষ পাছে, তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিয়ে তা জালিয়ে তার ছাই জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত পড়া

বক্ষ হয়ে গেল। এ ছাড়া সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। চেহারা জখম হয়েছিল এবং শৌহ শিরদ্বাগ ভেঙ্গে গিয়ে মাথায় বিক্ষ হয়ে গিয়েছিল।

**٣٧٧٧** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْهِ حَدِيثًا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيًّا وَاشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَى وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)-

**৩৭৭৭** آমর ইবন আলী (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর গ্যব অত্যন্ত কঠোর ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে নবী (সা) হত্যা করেছেন এবং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারাকে রক্তে রঙ্গিত করেছে তার জন্যও আল্লাহর গ্যব অত্যন্ত ভয়াবহ।

## ٢١٨٩ . بَابُ الدِّينِ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

২১৮৯. অনুচ্ছেদ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন

**٣٧٧٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْتَّيْنِ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَنْتُوا أَجْرًا عَظِيمًا ، قَاتَلْتُ لِعُرُوهَةَ يَا أَبْنَى أَخْتِي كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمُ الزَّبِيرُ وَأَبُوبَكْرٍ لِمَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحْدٍ وَانْصَرَفَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ مَنْ يَذَهَبُ فِي إِرْهِمٍ ، فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزَّبِيرُ -

**৩৭৭৮** মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উরওয়া (রা)-কে সমোধন করে বললেন, হে ভাগ্নে জান! “জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরক্ষার। উক্ত আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবায়র (রা) এবং (তোমার নানা) আবু বকর (রা)-ও শামিল আছেন। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বহু ক্ষয়ক্ষতি এবং দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ অবস্থায় (শক্রসেনা) মুশরিকগণ চলে গেলে তিনি আশংকা করলেন যে, তারা আবারও ফিরে আসতে পারে। তিনি বললেন, কে আছ যে, তাদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য যাবে। এ আহবানে সন্তুরজন সাহারী সাড়া দিয়ে প্রস্তুত হলেন। উরওয়া (রা) বলেন, তাদের মধ্যে আবু বকর ও যুবায়র (রা)-ও ছিলেন।

২১৯০. بَابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْمَ أَهْدِي مِنْهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَأَنْسُ بْنُ النَّفْرِيِّ وَمُصْنَعُ بْنُ عَمِيرٍ

২১৯০. অনুচ্ছেদ : যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হামিদা

ইবন আবদুল মুত্তালিব (হয়ায়ফার পিতা), ইয়ামান, আনাস ইবন নাসর এবং মুসআব ইবন উমায়র (রা)

٣٧٧٩ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيَّاً مِنْ أَحْيَاءِ الْمَرْبَرِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعْزَزُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةَ وَحَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أَحْدٍ سِبْعَوْنَ وَيَوْمَ بَئْرٍ مَعْوِنَةَ سِبْعَوْنَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سِبْعَوْنَ قَالَ وَكَانَ بِئْرٌ مَعْوِنَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسْلِمَةَ الْكَذَابِ -

৩৭৭৯ আম্বর ইবন আলী (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আরবের কোন জনগোষ্ঠীই আনসারদের তুলনায় অধিক সংখ্যক শহীদ এবং অধিক মর্যাদার হকদার হবে বলে আমরা জানি না। কাতাদা (র) বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, উহুদ যুক্তের দিন আনসারদের সন্তুর জন শহীদ হয়েছেন, বিরে মাউনার ঘটনায় তাদের সন্তুর জন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুক্তে শহীদ হয়েছেন সন্তুর জন। বর্ণনাকারী বলেন যে, বিরে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনশায় এবং ইয়ামামার যুক্ত সংঘটিত হয়েছিল (মিথ্যা নবী) মুসায়লামাতুল কায়্যাবের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে।

٣٧٨٠ حَدَّثَنَا قَتَانَةَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْيَثْرُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ مِنْ قُتْلَى أَحْدُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَمَهُ فِي اللَّهِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هُؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمْرَ بِدِفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصْلَى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسِلُوا \* وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعْلَتْ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَجَعَلَ أَصْنَابُ النَّبِيِّ (ص) يَنْهَقُنِي وَالنَّبِيُّ (ص) لَمْ يَنْهِنِي ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا تَبْكِنِي أَوْ مَا تَبْكِنِي مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظْلِلُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ رُفِعَ -

৩৭৮০ কুতায়বা ইবন সাওদ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুক্তের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে (একই কবরে) দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানোর পর তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে কুরআন শরীফ সংযোগে অধিক জ্ঞাত? যখন কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হত তখন তিনি তাকেই কবরে আগে নামাতেন এবং বলতেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষ হব। সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের জানায়ারু নামায আদায় করা হয়নি এবং তাদেরকে গোসলও২ দেওয়া হয়নি। (অন্য এক সনদে) আবুল ওয়ালী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার পিতা শাহাদত বরণ করার পর (তাঁর শোকে) আমি কাঁদতে লাগলাম এবং বারবার তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন নবী (সা)-এর সাহাবীগণ আমাকে এ থেকে বারণ করছিলেন। তবে নবী (সা) (এ ব্যাপারে) আমাকে নিষেধ করেননি। অধিকস্তু নবী (সা) (আবদুল্লাহর ফুফুকে বলেছেন) তোমরা তাঁর জন্য কাঁদছ! অথচ জানায় না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশ্তারা নিজেদের ডানা দিয়ে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছিলেন।

**৩৭৮১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرْيَدٍ أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَى عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْبَيَّ أَنِّي هَزَّتْ سِيقَاهَ فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أَصِبَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحْدِثُمْ هَزَّتْهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحْدِثِ

**৩৭৮১** মুহাম্মদ ইবন் 'আলা (র) ..... আবু মৃসা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারি নাড়া দিলাম, অমনি এর মধ্যস্থলে ভেঙ্গে গেল। (আমি বুঝতে পারলাম) এটা উহুদ যুক্তে মু'মিনদের উপর আগত বিপদেরই প্রতিচ্ছবি ছিল। এরপর আমি তরবারিটিকে পুনরায় নাড়া দিলাম। এতে তা পূর্বের থেকেও অধিক সুন্দর হয়ে গেল। এর অর্থ হল (পরবর্তীকালে) মু'মিনদের বিজয় লাভ করা ও তাদের একত্বাবক্ষ হওয়া এবং স্বপ্নে আমি একটি গরুও দেখেছিলাম। উহুদ যুক্তে মু'মিনদের শাহাদত বরণ করাই হচ্ছে এর তাবীর। আল্লাহর প্রতিদান অতি উত্তম বা আল্লাহর সকল কাজ কল্যাণময়।

**৩৭৮২** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوشَنَ حَدَّثَنَا زَهْيرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا جَرَنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَنَحْنُ نَتَبَغِنُ وَجْهَ اللَّهِ فَوْجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَعِنْهُ مَنْ مَضِيَ أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مَصْبَعُ بْنُ عَمِيرٍ قُتِلَ يَوْمَ أَحْدِثُمْ فَلَمْ يَتَرُكْ إِلَّا نَمَرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بَاهَ رَأْسَهُ خَرَجَ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بَاهَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسَهُ ، قَالَ لَنَا النَّبِيُّ (ص) غَطُّوْا بَاهَ رَأْسَهُ وَاجْعَلُو عَلَى رِجْلَيْهِ

১. শহীদের জানায়ার নামায আদায় করা সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত হল এই যে, তাদের জন্য জানায়ার নামাযের কেন সরকার নেই। তারা আলোচ্য হাদীসকে প্রমাণবক্তৃপ পেশ করে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শহীদদের জানায়ার নামায আদায় করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা) উহুদের শহীদদের উপর জানায়ার নামায আদায় করেছেন বলেও কতিপয় হাদীসে বর্ণিত আছে। অবশ্য সংক্ষেপ করণার্থে তিনি সাত সাত জনের জানায়া একত্বে আদায় করেছিলেন। পৃথক পৃথকভাবে আদায় করেননি। এ বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীসে জানায়ার নামায আদায় করেননি বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

২. এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তিকে তাঁর রক্ত রাখিত দেহে রক্তক কাপড়-চোপড়ে দাফন করতে হবে। তাকে গোসল দেওয়া যাবে না। এ অবস্থায়ই তাকে করে রাখা হবে এবং এ অবস্থায়ই কিয়ামতে তাঁর উত্থান হবে।

لَبِنْخِرٌ أَوْ قَالَ أَقْرُوا عَلَى رِجْلِيْهِ مِنَ الْأَذْخِرِ وَمِنَ مَنْ أَيْنَقَتْ لَهُ ثَمَرَتُ فَهُوَ يَهْدِيْهَا -

**৩৭৮২** আহমদ ইবন ইউসুস (র) ..... খাকবাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এতে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। অতএব আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতিদান নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কেউ চলে গিয়েছেন। অথচ পার্থিব প্রতিদান থেকে তিনি কিছুই ভোগ করতে পারেননি। মুস'আব ইবন উমায়র (রা) বলেন তাদের মধ্যে একজন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। একখানা মোটা চাদর ব্যৱীত তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। এ স্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেত এবং পা দু'খানা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। (এ দেখে) নবী (সা) আমাদেরকে বললেন, এ কাপড় স্বারা তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং উভয় পা ইয়াখির (এক প্রকার ঘাস) স্বারা আবৃত করে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সম্মত), তাঁর উভয় পায়ের উপর ইয়াখির দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও আছেন, যার ফল উক্তমরূপে পেকেছে, এখন তিনি তা সংগ্রহ করছেন।

- بَابُ أَحَدٍ يُحِبُّنَا قَالَهُ عَبْسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي هُمَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ (ص) - ২১৯১

২১৯১. অনুমতি : উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আবাস ইবন সাহল (র) আবু হুমায়দ (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে এ হাস্তিস্তি বর্ণনা করেছেন

**৩৭৮৩** حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٰ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قَرْةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَّسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْبِهُ -

**৩৭৮৪** নাসুর ইবন আলী (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, নবী (সা) (উহুদ পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে) বলেছেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি।

**৩৭৮৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْبِهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَاهِيمَ حَرَمْ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَمْتُ مَا بَيْنَ لَابْنِيْهَا -

**৩৭৮৪** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উহুদ পাহাড় পরিলক্ষিত হলে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) মকাকে হরম শরীফ ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমি দুটি কংকরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে)১ হরম শরীফ ঘোষণা দিচ্ছি।

১. মদীনা হরম ইওয়ার অর্থ হল, এর তায়ীম মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তবে মকাক শরীকের মত এখানে অন্যান করার কারণে কেন 'জায়া' বা 'দম' দেওয়া ওয়াজিব নয়।

**٣٧٨٥** حَدَثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْبَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ أَبْنَ النَّبِيِّ (ص) خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحْدُورٍ صَلَاتَةً عَلَى الْمَسْكِنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي لَا نَظَرٌ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ حَرَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيهَا -

**٣٧٨٥** آমর ইবন খালিদ (রা) ..... উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী (সা) (মদীনা থেকে) বের হয়ে (উহুদ প্রাস্তরে গিয়ে) উহুদের শহীদগণের জন্য জানায়ার নামাযের মত নামায আদায় করলেন। এরপর মিস্ত্রের দিকে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের অংগীকারী ব্যক্তি এবং আমিই তোমাদের সাক্ষ্যদাতা। আমি এ মুহূর্তেই আমার হাউয় (কাউছার) দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), আমাকে পৃথিবীর চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ইনতেকালের পর তোমরা শিরকে লিঙ্গ হবে—আমার এ ধরনের কোন আশংকা নেই। তবে আমি আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগবিলাসে মত হয়ে পড়বে।

٢١٩٢. بَابُ غَزْوَةِ الرَّجِيبِ وَدِيلِ وَذِكْرِ وَبِتْرِ مَعْنَى وَحَدِيثِ عَصَمٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ وَحَبِيبٍ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ أَبْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَمْرٍ أَنَّهَا بَعْدَ أَحْدِ

٢١٩٢. অনুজ্ঞেদ : রাজী, রিল, যাকওয়ান, বিরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ, আসিম ইবন সাবিত, খুবারুব (রা) ও তার সঙ্গীদের ঘটনা। ইবন ইসহাক (রা) বলেন, আসিম ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাজীর যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল

**٣٧٨٦** حَدَثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزَّهْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَفِيَّانَ التَّقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ (ص) سَرِيَّةً عَيْنَا وَأَمْرٌ عَلَيْهِمْ عَاصِمٌ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمٍ بْنِ عَمْرٍ أَبْنِ الْخَطَّابِ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عَسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذَكَرُوا لِحَمِّيْرَ مِنْ هَذِيلَ يُقَالُ لَهُمْ بَئْرٌ لِحَيَانَ فَتَبَعَوْهُمْ بِقُرْبٍ مِنْ مِائَةِ رَأْمٍ فَاقْتَصُوْا أَثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ شَوَّى شَمَرٌ شَمَرُوْهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا هَذَا شَمَرٌ يَنْتَرِبُ فَتَبَعُوْا أَثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوْهُمْ فَلَمَّا اتَّهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَأُوا إِلَى قَدِيرٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاحْاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيَّاتُ أَنْ نَرَأَتُمُ الْيَنِّيَا أَنْ لَا نَقْتَلَ مِنْكُمْ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي نَيْمَةٍ كَافِرًا، اللَّهُمَّ أَخِرْ عَنِّي نَيْكَ فَقَاتَلُوْمَ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَيْمَةٍ وَتَقْبَيْتُ حَبِيبَ وَزِيدَ وَرَجْلَ أَخَرَ، فَاعْطَوْهُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيَّاتَ فَلَمَّا أَعْطَوْهُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيَّاتَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلَّوا أُوتَارَ قِسِّيَّهُمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا ، فَقَالَ

الرَّجُلُ التَّالِثُ الَّذِي مَعْهُمَا هُذَا أَوْلُ الْغَفْرَانِ فَأَبْصَرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْنَحُهُمْ فَلَمْ يَقْعُلْ فَقْتُلُوهُ ، وَانْطَلَقُوا بِخَبِيبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ ، فَاشْتَرَى خَبِيبًا بْنَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ بْنَ تَوْفِيرٍ وَكَانَ خَبِيبًا هُوَ قَتْلُ الْحَارِثَ يَوْمَ بَذْرٍ فَمَكَّتْ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدُ بِهَا فَاعْتَرَتْهُ قَاتِلُ فَفَقَلَتْ عَنْ صَنِيِّ ، لِنَفْرَاجِ الْيَمِّ حَتَّى آتَاهُ فَوْضَعَةً عَلَى فَخِذهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتَهُ فَرَزَعْتُ فَرَزَعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى ، فَقَالَ أَتَخْشِينَ أَنْ أَقْتَلَهُ مَا كُنْتُ لَا قُلْعَ دَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خَبِيبٍ لَقَدْ رَأَيْتَ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفٍ عَنْبَرٍ وَمَا بِمَكَّةَ يُوْمَنِدُ ثَمَرَةً ، وَإِنَّهُ لَمُؤْتَقٌ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رِزْقُهُ اللَّهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَامِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ دَعَوْنِي ، أُصْلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اتَّصَرَّفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَرَوَا أَنْ مَابِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَرِدَتْ ، فَكَانَ أَوْلُ مِنْ سَنْ الرُّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَخْصِمْهُمْ عَدَادًا ثُمَّ قَالَ :

مَا إِنْ أَبَا لِيْ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا \* عَلَى أَيِّ شَقِّ كَانَ اللَّهُ مَصْرِعِيْ

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْأَلْهَةِ وَإِنْ يَشَاءُ \* يَبْارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوَ مُمَرْعَ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عَبْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَبَعْثَتْ قُرْيَشُ إِلَى عَاصِمٍ لِيُوقِنُوا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَانِهِمْ يَوْمَ بَذْرٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلْمَةِ مِنَ الدَّبَّرِ ، فَحَمَّتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ -

**৩৭৮৬** ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসিম ইবন উমর ইবন খাতাব (রা)-এর নাম। আসিম ইবন সাবিত আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল কোথাও প্রেরণ করলেন। যেতে যেতে তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলে হ্যায়ল গোত্রের একটি শাখা বনী লিহুইয়ানের নিকট তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর বনী লিহুইয়ানের প্রায় একশ তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছল, যে স্থানে অবতরণ করে সাহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল যা সাহাবীগণ মদীনা থেকে পাথেয়রূপে এনেছিলেন। তখন তারা বলল, এগুলো তো ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি)। এরপর তারা পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধরে ফেলল। আসিম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে ফাদফাদ নামক টিলায় উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শক্রদল এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রূতি দিচ্ছি, যদি তোমরা নেমে আস তাহলে আমরা তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না। আসিম (রা)

বললেন, আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রূতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সৎবাদ আপনার রাসূলের নিকট পৌছিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিম গোয়েন্দা দলের প্রতি আক্রমণ করল এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। এভাবে তারা আসিম (রা)-সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিল। এখন শুধু বাকী রইলেন খুবায়ব (রা), যায়দ (রা) এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক) সাহাবী (রা)। পুনরায় তারা তাদেরকে ওয়াদা দিল। এই ওয়াদায় আশ্বস্ত হয়ে তারা তাদের কাছে নেমে এলেন। এবার তারা তাদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে এর দ্বারা তাদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাদের সাথী তত্ত্বীয় সাহাবী (আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক) (রা) বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অঙ্গীকার করলেন। তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-চেঢ়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাতে রায়ী হলেন না। অবশেষে কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবায়ব ও যায়দ (রা)-কে মক্কার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিল। বনী হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব (রা)-কে কিনে নিল। কেননা বদর যুদ্ধের দিন খুবায়ব (রা) হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। (পরবর্তীকালে মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করছেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে সীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। খুবায়ব (রা) তা বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইন্শা আল্লাহ আমি তা করার নই। সে (হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়ব (রা) থেকে উক্তম বন্দী আর কথনো দেখিনি। আমি তাকে আঙ্গুরের খোকা থেকে আঙ্গুর থেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবক্ষ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিয়িক ব্যক্তিত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকাত নামায করার সুযোগ দাও। (নামায আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে আমি (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হত্যার পূর্বে দু'রাকাত নামায আদায়ের সুন্নাত প্রবর্তন করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তাদেরকে এক এক করে শুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পঙ্কজি আবৃত্তি করলেন, “যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন শংকা নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোন পার্শ্বে আমি চলে পড়ি।” “আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিলভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।” এরপর উকবা ইব্ন হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসিম (রা)-এর শাহাদতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ আসিম (রা) বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম (রা)-কে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ নিতে সক্ষম হল না।

٣٧٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِيْوْ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ الَّذِي قُتِلَ خَيْبِيًّا هُوَ أَبُو سِرْوَةَ -

৩৭৮৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুবায়ব (রা)-এর হত্যাকারী হল আবু সিরওআ (উকবা ইবন হারিস) ।

٣٧٨٨ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَانٌ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ رَغْلًا وَذَكْوَانَ عِنْدَ بِيرٍ يُقَالُ لَهَا بِيرٌ مَعْوِنَةٌ ، قَالَ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ مَا أَيَّاكمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَاهِدُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ (ص) فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَةِ الْغَدَاءِ وَذَاكَ بَدْءُ الْقُتُولِ ، وَمَا كَثُرَ قَتْلُهُ \* قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنْسًا عَنِ الْقُتُولِ أَبْعَدَ الرُّكُوعَ ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، قَالَ لَا : بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ -

৩৭৮৮ আবু মামার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) কোন এক প্রয়োজনে সন্তুষ্যজন সাহাবীকে (এক জায়গায়) পাঠালেন, যাদের ক্ষারী বলা হত । বনী সুলাইম গোত্রের দুটি শাখা—রিল ও যাকওয়াল বিংশে মাউন নামক একটি কৃপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তারা বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি । আমরা তো কেবল নবী (সা)-এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি । এতদ্সন্ত্রেও তারা তাদেরকে হত্যা করে দিল । তাই নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন । এভাবেই কুন্ত পড়া আরম্ভ হয় । (রাবী বলেন : এর পূর্বে আমরা) কখনো আর কুন্ত (এ নায়লা) পড়িনি । আবদুল আয়ীফ (র) বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজেস করলেন, কুন্ত কি ঝুকুর পর পড়তে হবে না কিরাত শেষ করে পড়তে হবে? উত্তরে তিনি বলেন, না, কিরাত শেষ করে পড়তে হবে ।

٣٧٨٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُ عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ -

৩৭৯০ মুসলিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) এক মাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রের প্রতি বদদোয়া করার জন্য নামাযে ঝুকুর পর কুন্ত পাঠ করেছেন ।

٣٧٩١ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُوبِيعَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ قَاتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِغْلًا وَذَكْوَانَ وَعَصْيَةَ وَبَنِي لَهْيَانَ اسْتَمْنَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَلَى عَنْقِ فَأَمْدَهُمْ سَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُلُّهُمْ قَرَاءُ فِي زَمَانِهِمْ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصْلَوْنَ بِاللَّيلِ ، حَتَّى كَانُوا يَبْرِ

مَعْوِنَةَ قَلْوَهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَتَ شَهْرًا يَدْعُونَ فِي الصَّبَبِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَربِ عَلَى رِعْلِ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ ، قَالَ أَنْسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ زُفِعَ بِلَغْوَ عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّ لِقِيَنَا رِبَّنَا فَرَضَنَا عَنَّا وَأَرْضَانَا وَعَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (ص) فَقَتَ شَهْرًا فِي صَلَةِ الصَّبَبِ يَدْعُونَ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَربِ عَلَى رِعْلِ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ - زَادَ خَلِيفَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ زُرْبَعَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسٌ أَنْ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلُوا بِيُثْرِ مَعْوِنَةَ قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ -

**٣٧٩٠** আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রিল, যাকওয়ান, উসায়্যা ও বনূ লিহুইয়ানের লোকেরা শক্র মুকাবিলা করার জন্য রাসূলগ্রাহ (সা)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে সন্তুরজন আনসার সাহাবী পাঠিয়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য করলেন। সেকালে আমরা তাদেরকে কুরী নামে অভিহিত করতাম। তারা দিনের বেলা লাকড়ি কুড়াতেন এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতেন। যেতে যেতে তাঁরা বি'রে মাউনার নিকট পৌছলে তারা (আমির ইব্ন তোফায়লের আহবানে ঐ গোত্র চতুর্ষয়ের লোকেরা) তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র তথা রিল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনূ লিহুইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুন্ত পাঠ করেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সম্পর্কিত কিছু আয়াত আমরা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর পূর্বে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। (একটি আয়াত ছিল, আন্ত লিখিত হৃষি উপরে পূর্বে এবং তাঁদেরকে জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সম্মুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সম্মুষ্ট করেছেন। কাতাদা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন, আল্লাহর নবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র—তথা রিল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনূ লিহুইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুন্ত পাঠ করেছেন। [ইমাম বুখারী (র)-এর উক্তাদ] খলীফা (র) এতকুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন যুরায় (র) সাইদ ও কাতাদা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা ৭০ জন সকলেই ছিলেন আনসার। তাঁদেরকে বি'রে মাউনা নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, এখানে শব্দটি কিতাব বা অনুকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

**٣٧٩١** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ خَالِهَ أَخَّ لَمَّا سَلَّمَ فِي سَبْعِينَ رَأَكُمْ وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطَّفْلَيْلَ خَيْرَ بْنَ ثَلَاثَ حَصَالِيْلَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلَيْ أَهْلُ الْمُسْدَرِ أَوْ أَكُونُ خَلِيقَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَافَنَ بِالْفِلَفِلِ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلَيْ أَهْلُ الْمُسْدَرِ أَوْ أَكُونُ خَلِيقَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَافَنَ بِالْفِلَفِلِ فَقَالَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أَمْ فَلَانِ فَقَالَ غَدَّةُ الْبِكْرِ فِي بَيْتِ امْوَاءِ مِنْ أَلِ فَلَانِ إِشْوَنِي

يُفَرِّسِيْ ، فَمَا عَلَى ظَهِيرَةِ فَرَسِيْ ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخْوَى أَمْ سَلَّيْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجُ وَدَجْلُ مِنْ بَنِي قَلْدَنِ  
قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَإِنْ أَتَيْنَاكُمْ كُنْتُمْ وَإِنْ قَتَلْنَاكُمْ أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ ، فَقَالَ أَتَقْتُلُنَاكُمْ أَبْلَغَ رِسَالَةَ  
رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَاتَّاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ فَقَالَ هَمَّا مَعَهُ حَتَّى أَنْقَذَهُ  
بِالرَّمْضَنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَزَعَتْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرُ الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَانْزَلَ  
اللَّهُ عَلَيْنَا هُمْ كَانُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ : إِنَّمَا قَدْ لَقِيْنَا رَبِّنَا فَرَضَنَا عَنَّا وَأَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَيْهِمْ  
ثَلَاثَيْنَ صَبَاحًا عَلَى رَعْلِ وَنَكْوَانِ وَبَنِي لَحْيَانَ وَعُصَيْنَةَ الَّذِيْنَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

**৩৭৯১** মূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁর মামা উম্মে  
সুলায়মানের (আনাসের মা) ভাই [হারাম ইবন মিলহান (রা)]-কে সউরজন অশ্বারোহীসহ (আমির ইবন  
তুফায়েলের নিকট) পাঠালেন। মুশ্রিকদের দলপতি আমির ইবন তুফায়েল (পূর্বে) নবী (সা)-কে তিনটি  
বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, পশ্চি এলাকায় আপনার কর্তৃত  
থাকবে এবং শহর এলাকায় আমার কর্তৃত থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা হব বা গাতফান  
গোত্রের দুই হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এরপর আমির উম্মে ফুলানের গৃহে  
মহামারিতে আক্রান্ত হল। সে বলল, অমুক গোত্রের মহিলার বাড়িতে উটের যেমন ফোঁড়া হয় আমারও  
তেমন ফোঁড়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে আস। তারপর (ঘোড়ায় আরোহণ করে) অশ্বপৃষ্ঠেই  
সে মৃত্যুবরণ করে। উম্মে সুলাইম (রা)-এর ভাই হারাম [ইবন মিলহান (রা)] এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন  
এক গোত্রের অপর এক ব্যক্তি সহ সে এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন। [হারাম ইবন মিলহান (রা)]  
তাঁর দুই সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিকটেই অবস্থান কর। আমিই তাঁদের নিকট যাচ্ছি।  
তাঁরা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি তাঁরা আমাকে শহীদ  
করে দেয় তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের সাথীদের কাছে চলে যাবে। এরপর তিনি (তাঁদের নিকট  
গিয়ে) বললেন, তোমরা (আমাকে) নিরাপত্তা দিবে কি? দিলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পয়গাম  
তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিতাম। তিনি তাঁদের সাথে এ ধরনের আলাপ-আলোচনা করছিলেন।  
এমতাবস্থায় তাঁর এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলে সে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্ণ দ্বারা আঘাত  
করল। হারাম (র) বলেন, আমার মনে হয় আমার শায়খ [ইসহাক (র)] বলেছিলেন যে, বর্ণ দ্বারা  
আঘাত করে এপার ওপার করে দিয়েছিল। (আঘাতপ্রাণ হয়ে) হারাম ইবন মিলহান (রা) বললেন,  
আল্লাহ আকবর, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। এরপর উক্ত (হারামের সঙ্গী) লোকটি  
(অপেক্ষমান সাথীদের সাথে) মিলিত হলেন। তাঁরা হারামের সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করলে খোঁড়া  
ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিহত হলেন। খোঁড়া লোকটি ছিলেন পাহাড়ের চূড়ায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা  
আমাদের প্রতি (একখানা) আয়াত নায়িল করলেন যা পরে মনসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল এই : প্রাণ  
“আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি  
আমাদের প্রতি সম্মুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সম্মুষ্ট করেছেন।” তাই নবী (সা) ত্রিশ দিন পর্যন্ত

ফজরের নামাযে রিল, যাকওয়ান, বনু লিহায়ান এবং উসায়্যা গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল।

**৩৭৯২** حَدَّثَنَا حِبْرَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَا طَعِنَ حَرَامُ بْنَ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِثْرَ مَعْوِنَةً قَالَ بِالْأَمْ حَذَّرَا فَنَفَضَّهُ عَلَى وَجْهِهِ وَدَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : فَزُتْ وَدَبَ الْكَعْبَةَ .

**৩৭৯২** হিব্বান (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর মামা হারাম ইব্বন মিলহান (রা)-কে বিরে মাউনার দিন বর্ণ করা হলে তিনি এভাবে দুঃহাতে রক্ত নিয়ে নিজের চেহারা ও মাথায় মেখে বললেন, কাঁবার প্রভৃতি কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।

**৩৭৯৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ مِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْذِنُ النَّبِيًّا (ص) أَبُو بَكْرَ فِي الْخُرُوقِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْآذِي ، فَقَالَ لَهُ أَقِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذِنَ لَكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقُولُ إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ قَالَتْ فَأَنْتَظِرْهُ أَبُو بَكْرٍ فَاتَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ذَاتَ يَوْمٍ ظَهَرَا فَنَادَاهُ فَقَالَ أَخْرُجْ مِنْ عِنْدِكَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمَا إِبْنَتَاهِ فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوقِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّحْبَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) الصَّحْبَةُ ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَّاتٍ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوقِ فَأَعْطَى النَّبِيًّا (ص) أَحْدَاهُمَا وَهِيَ الْجَدَعَاءُ فَرَكِبَهَا حَتَّى أَتَيَا الْفَارَ وَهُوَ يَقْرُبُ فَتَوَارَيَا فِيهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهْيَرَةَ غَلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطَّفْلَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخْرُوْعَ عَائِشَةَ لِأَمْهَا ، وَكَانَتْ لِابْنِ بَكْرٍ مِنْحَةً ، فَكَانَ يَرْجُحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيَصْبِحُ فَيَدِلْجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ إِلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَ خَرَجَ مَعْهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ، فُقْتَلَ عَامِرُ بْنُ فَهْيَرَةَ يَوْمَ بِثْرَ مَعْوِنَةَ ، وَعَنْ أَبِيهِ أَسَمَّةَ قَالَ قَالَ مِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي أَبِيهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ الْأَذِنُ بِثْرَ مَعْوِنَةَ وَأَسِرَ عَمْرُو بْنُ أَمِيَّةَ الضَّمِيرِيَّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطَّفْلَيْلُ مِنْ هَذَا فَأَشَارَ إِلَى قُتْلِيْلَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أَمِيَّةَ ، هَذَا عَامِرُ بْنُ فَهْيَرَةَ ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَأَنْظُرَ إِلَى السَّمَاءِ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَائِيَ النَّبِيِّ (ص) خَبَرُهُمْ فَتَعَاهُمْ ، فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصْبِيْلُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبُّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِيَّنَا عَنَّكَ وَرَضِيَّتْ عَنَّا ، فَأَخْبَرْهُمْ عَنْهُمْ وَأَصْبِيْلُوْয়ে ফিন্ম উরু

বিন অসমা বিন الصيلت ফسمি উরু বি ও মন্দির বিন উরু সমি বি মন্দির।

৩৭৯৩] উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার কাফেরদের) অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে আবৃ বকর (রা) (মক্কা থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, (আরো কিছুদিন) অবস্থান কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আশা করেন যে, আপনাকে অনুমতি দেওয়া হোক? তিনি বললেন, আমি তো তাই আশা করি। আয়েশা (রা) বলেন, আবৃ বকর (রা) এর জন্য অপেক্ষা করলেন। একদিন যোহরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এসে তাঁকে [আবৃ বকর (রা)-কে] ডেকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তখন আবৃ বকর (রা) বললেন, এরা তো আমার দু'মেয়ে (আয়েশা ও আসমা)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি জান আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? আবৃ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনার সাথে যেতে পারব? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ আমার সাথে যেতে পারবে। আবৃ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে দু'টি উটনী আছে। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যই এ দু'টিকে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। এরপর তিনি নবী করীম (সা) -কে দুটি উটের একটি উট প্রদান করলেন। এ উটটি ছিল কান-নাক কাটা। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং গারে সাওরে পৌছে সেখানে আঘাগোপন করলেন। আয়েশা (রা)-এর বৈমাত্রেয় তাই আমির ইবন ফুহায়রা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন তুফায়ল ইবন সাখ্বারার গোলাম। আবৃ বকর (রা)-এর একটি দুধের গাড়ী ছিল। তিনি (আমির ইবন ফুহায়রা) সেটিকে সঞ্চ্যাবেলা চরাতে নিয়ে শিয়ে রাতের অক্ষকারে তাদের (মক্কার কাফেরদের) কাছে নিয়ে যেতেন এবং ভোরবেলা তাঁদের উভয়ের কাছে নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই এ বিষয়টি বুঝতে পারত না। নবী (সা) ও আবৃ বকর (রা) গারে সাওর থেকে বের হলে তিনিও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা পৌছে যান। আমির ইবন ফুহায়রা পরবর্তীকালে বি'রে মাউনার দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। (অন্য সনদে) আবৃ উসামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আমাকে বলেছেন, বি'রে মাউনার যুদ্ধে শাহাদতবরণকারিগণ শহীদ হলে আমর ইবন উমাইয়া যাম্রী বন্দী হলেন। তাঁকে আমির ইবন তুফায়ল নিহত আমির ইবন ফুহায়রার লাশ দেখিয়ে জিজেস করল, এ ব্যক্তি কে? আমর ইবন উমাইয়া বললেন, ইনি হচ্ছেন আমির ইবন ফুহায়রা। তখন সে (আমির ইবন তুফায়ল) বলল, আমি দেখলাম, নিহত হওয়ার পর তার লাশ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তার লাশ আসমান যাত্রীনের মাঝে দেখেছি। এরপর তা রেখে দেয়া হল (যমিনের উপর)। এ সংবাদ নবী (সা) -এর কাছে পৌছলে তিনি সাহাবীগণকে তাদের শাহাদতের সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমাদের সাহীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট—এ সংবাদ আমাদের ভাইদের কাছে পৌছে দিন। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের এ সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌছিয়ে দিলেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইবন আসমা ইবন সাল্লাত (রা)-ও ছিলেন। তাই এ নামেই উরওয়া (ইবন ফুবায়রের) -এর নামকরণ করা হয়েছে। আর মুন্যির ইবন আমর (রা)-ও এ দিন শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাই এ নামেই মুন্যির-এর নামকরণ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ التَّقِيُّ عَنْ أَبِيهِ مِجَازٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ৩৭৯৪

قَنَتِ النَّبِيُّ (ص) بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُوا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ : مُعْصِيَةُ عَصَتِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -

**৩৭৯৪** [মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত নামাযে রুকূর পরে কুনূত পাঠ করেছেন। এতে তিনি রিল, যাকওয়ান গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন, উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।]

**৩৭৯৫** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنَى أَصْحَابَ بِيرِ مَعْوِنَةِ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُوا عَلَى رِعْلٍ وَ لَحْيَانَ وَمُعْصِيَةُ عَصَتِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (ص) قَالَ أَنَسٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّ (ص) فِي الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِيرِ مَعْوِنَةَ قُرْأَنًا قَرَأَنَا هَذِهِ نُسْخَةً بَعْدَ بَلْغَوْ قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِيْنَا رَبِّنَا فَرَضَنِي عَنَّا وَرَضَيْنَا عَنْهُ -

**৩৭৯৫** [ইয়াহাইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বি'রে মাউনার নিকট নবী (সা)-এর সাহারীগণকে শহীদ করেছিল সে হত্যাকারী রিল, যাকওয়ান, বনী লিহাইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতি নবী (সা) ত্রিশদিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদদোয়া করেছেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, বি'রে মাউনা নামক স্থানে যারা শাহাদতবরণ করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি আয়াত নাফিল করেছিলেন। আমরা তা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। (আয়াতটি হল বল বিলুপ্ত কোম্পনা অর্থাৎ আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।]

**৩৭৯৬** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَالِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْفَقْوَتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقْتَ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ ، قَلْتُ فَإِنَّ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قَلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعْثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَهْدٌ قَبْلَهُمْ فَطَهَرَ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَهْدٌ فَقَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُ عَلَيْهِمْ -

**৩৭৯৬** [মুসা ইবন ইস্মাইল (র) ..... আসিমুল আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে নামাযে (দোয়া) কুনূত পড়তে হবে কি না—এ সম্পর্কে জিজেস করার পর তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়তে হবে। আমি বললাম, রুকূর আগে পড়তে হবে, না পরে? তিনি বললেন, রুকূর আগে। আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি আপনার সৃতে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি রুকূর

পর কুন্ত পাঠ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র একমাস পর্যন্ত রুক্তুর পর কুন্ত পাঠ করেছেন। এর কারণ ছিল এই যে, নবী (সা) সত্তরজন কারীর একটি দলকে মুশরিকদের নিকট কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল। তারা (আক্রমণ করে সাহারীগণের উপর) বিজয়ী হল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রতি বদদোয়া করে নামাযে রুক্তুর পর এক মাস পর্যন্ত কুন্ত পাঠ করেছেন।

## ٢١٩٣. بَابُ غَنْوَةِ الْخَنْدَقِ فِي الْأَحْزَابِ قَالَ مُؤْسَى بْنُ عَبْقَةَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةُ أَرْبَعٍ

২১৯৩. অনুচ্ছেদ : খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহ্যাবের যুদ্ধও বলা হয়। মুসা ইব্ন উকবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল

**٣٧٩٧** حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) عَرَضَهُ يَوْمَ أَحْدٍ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزِهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ أَبْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَاجْتَازَهُ۔

**৩৭৯৭** ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহিম (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি (ইব্ন উমর যুক্তে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করার পর নবী (সা) তাকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তবে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি (যুক্তে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করলে নবী (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর বয়স পনের বছর।

**٣٨٩٧** حَدَّثَنِي قَتْبِيَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَثُرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَتَحْنُ تَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَى أَكْتَابِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اللَّهُمَّ لَا يَعْيِشَ أَلَا عَيْشُ الْأُخْرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ -

**৩৭৯৮** কুতায়বা (র) ..... সাহুল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরিষ্কা খননের কাজে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাঁরা পরিষ্কা খনন করছিলেন আর আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) (আমাদের জন্য দোয়া করে) বলছিলেন, হে আল্লাহ, আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি। আপনি মুহাজির এবং আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন।

**٣٧٩٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعَتْ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاءِ بَارِدَةَ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَيْدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النُّصُبِ وَالْجُوعِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشٌ

الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :  
نَحْنُ الَّذِينَ بَيَّنُوا مُحَمَّداً      عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَّا أَبَدًا ۔

**৩৭৯৯** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হন। এ সময় মুহাজির এবং আনসারগণ তোরে তীক্ষ্ণ শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম ছিল না যারা তাদের পক্ষ হতে এ কাজ আম দিবে। যখন নবী (সা) তাদের অনাহার ও কষ্ট ক্রেশ দেখতে পান, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আব্রিয়াতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি; তাই আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবীগণ এর উত্তরে বললেন, “আমরা সব লোক, যারা জিহাদে আস্তানিয়োগ করার ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত।”

**৮০** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرِينَ  
وَالْأَنْصَارَ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتَوْنِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ :  
نَحْنُ الَّذِينَ بَيَّنُوا مُحَمَّداً      عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِيَّا أَبَدًا ۔

قَالَ يَقُولُ النَّبِيُّ (ص) وَهُوَ يُحِبُّهُمْ : أَللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ،  
قَالَ يُؤْتُنُنَّ بِمِلْءِ كَفَّيْ مِنَ الشَّعْبِرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةِ سِنْخَةٍ تَوْضُعُ بَيْنَ يَدَيِّ الْقَوْمِ ، وَالْقِيَامُ جِبَاعُ فَهِيَ  
بَشَعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتَنِيٌّ ۔

**৩৮০০** আবু মামার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং নিজ নিজ পিঠে মাটি বহন করছিলেন। আর (আনন্দ কষ্টে) আবৃত্তি করছিলেন, “আমরা তো সব লোক যারা ইসলামের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিনের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) তাদের এ কথার উত্তরে বলতেন, হে আল্লাহ! আব্রিয়াতের কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই, তাই আনসার ও মুহাজিরদের কাজে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী [আনাস (রা)] বর্ণনা করছেন যে, (পরিখা খননের সময়) তাদেরকে এক মুষ্টি ভরে যব দেওয়া হত। তা বাসি, স্বাদবিকৃত চর্বিতে মিশিয়ে খানা পাকিয়ে ক্ষুধার্ত কাওমের সামনে পরিবেশন করা হত। অথচ এ খাদ্য ছিল একেবারে স্বাদহীন ও ভীষণ দুর্গন্ধময়।

**৮০১** حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
فَقَالَ إِنَّمَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرْ فَعَرَضْتُ كُنْدِيَّةً شَدِيدَةً فَجَاءُوا النَّبِيُّ (ص) فَقَالُوا هَذِهِ كُنْدِيَّةٌ عَرَضْتَ فِي  
الْخَنْدَقِ فَقَالَ إِنَّمَا نَازَلُ مِمْ قَامَ وَبَطْنَهُ مَغْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِنَةً ثَلَاثَةً أَيَّامٌ لَا نَنْوَقُ نَوَافِقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ (ص)

المَعْوَلَ فَصَرَبَ فَعَادَ كُتْبِيَاً أَهْبَلَ أَوْ أَهْمِلَ ، فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنُ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّتْ لِأَمْرَاتِي رَأْيُ  
بِالسَّنَّةِ (ص) شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبَرْ فَعِنْدَكَ شَيْءٌ ، قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَّاقٌ فَذَبَحَتُ الْعَنَّاقَ ،  
وَطَحَّتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلَنَا الْلَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جَئَتُ النَّبِيُّ (ص) وَالْعَجِينُ قَدْ اِنْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ  
الْأَثَافِيَ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْتَسِعَ فَقَلَّتْ طَعِيمٌ لَيْ فَقُمَّ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ كُمْ هُوَ؟  
فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثِيرٌ طَيْبٌ قَالَ قُلْ لَهَا : لَا تَنْتَزِعُ الْبُرْمَةَ ، وَلَا الْخُبْزُ مِنَ التَّتْوِرِ حَتَّى آتَيَ ، فَقَالَ قَوْمُوا  
فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى إِمْرَأَتِهِ قَالَ وَيُنْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ (ص) بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ هَلْ سَائِكٌ ؟ قَلَّتْ نَعْمٌ فَقَالَ وَلَا تَنْضَاغُطُوا ، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ الْلَّحْمَ ،  
وَيُخْمِرُ الْبُرْمَةَ وَالْتَّتْوِرَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيَقْرَبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَغْرِفُ حَتَّى  
شَبِّعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةً قَالَ كُلِّي هَذَا وَأَهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاهِدُ

**৩৮০১** খাল্লাদ ইবন ইয়াহীয়া (র) ..... আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা পরিষ্কা খনন করছিলাম। এ সময় একখণ্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে (যা ভাঙা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের মাঝে একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাংতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিনি দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোন কিছুর স্বাদও গ্রহণ করিনি। তখন নবী (সা) একখানা কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাত তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ি পোছে) আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, নবী (সা)-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখলাম যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম। এবং সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। এরপর গোশ্ত ডেক্চিতে দিয়ে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। এ সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকটি চুলার উপর ছিল ও গোশ্ত প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার (বাড়িতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দুইজন সাথে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তার নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, এ তো অনেক ও উত্তম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত উনান থেকে ডেকটি ও রুটি না নামায়। এরপর তিনি বললেন, উঠ! (জাবির (রা) তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কি হবে?) নবী (সা) তো মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে

জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যা। এরপর নবী (সা) (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না। এ বলে তিনি ঝুটি টুকরো করে এর উপর গোশ্ত দিয়ে সাহাবীগণের নিকট তা বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি ঝুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট ভরে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তাই তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা শোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে।

**٢٨٠٢** حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِنْيَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْقَنُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ (ص) حَمَصَا شَبِيْدِيَا ، فَانْكَفَّاتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقَلَّتْ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَنَّى رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) حَمَصَا شَبِيْدِيَا فَأَخْرَجْتُ إِلَى جَرَابِيَا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بِهِمَةٍ دَاجِنٌ فَدَبَّحْتُهَا وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ فَفَرَغْتُ إِلَى فَرَاغِيِّ وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتْهَا ثُمَّ وَلَيْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ لَا تَفْصَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَيَمِنْ مَعَهُ فَجِئْتُ فَسَارَتْهُ ، فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بِهِمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفْرُ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْقَنِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَىٰ هَلَا بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَنْزِلُنَّ بُرْمَتْكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّىٰ أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقْدُمُ النَّاسُ حَتَّىٰ جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقَلَّتْ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قَلَّتْ فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتْنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ خَابِرَةَ فَلَئَخْبِزْ مَعِي ، وَأَقْدِحْ مِنْ بُرْمَتْكُمْ وَلَا تَنْزِلُوهَا وَهُمْ الْفَ قَائِسُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكْلُوا حَتَّىٰ تَرَكُوهُ وَأَنْحَرَفُوا وَإِنْ بُرْمَتْنَا لَتَغْطُّ كَمَا هِيَ وَإِنْ عَجِينَنَا لَيُخْبِزُ كَمَا هُوَ

**৩৮০২** আম্র ইব্ন আলী (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পরিষ্কা থনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী (সা)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ ধৰ বের করে দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম এবং গোশ্ত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) ধৰ পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা ধৰ ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসুন। তখন নবী (সা) উচ্চ হরে সবাইকে বললেন,

হে পরিখা খননকারিগণ! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে ঝটিল তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবা-ই-কিরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। (তুমি এ কি করলে? এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ খাদ্য একেবারে নগণ্য) আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, (হে জাবির) ঝটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে ঝটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশ্চ পরিবেশন করুক। তবে (চুলা থেকে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা (আগন্তুক সাহাবা-ই-কিরাম) ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃষ্ণিসহকারে থেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের আটার খামির থেকেও পূর্বের মত ঝটি তৈরি হচ্ছিল।

**৩৮.৩** حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَيْتِ الْأَبْصَارَ قَالَ كَانَ ذَاكَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ۔

**৩৮০৩** উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল হতে এবং তোমাদের চক্ষু বিক্ষারিত হয়েছিল ..... (৩৩ : ১০) তিনি বলেন, এ আয়াতখানা খন্দকের যুদ্ধে নায়িল হয়েছে।

**৩৮.৪** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَوْ أَغْبَرَ بَطْنَهُ يَقُولُ :  
وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا \* وَلَا تَصْدَقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا  
فَأَنْزَلْنَاهُ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* وَثَبَّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا  
إِنَّ الْأَلْئَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا \* إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبْيَنَا  
وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَبْيَنَا أَبْيَنَا

**৩৮০৪** মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধের দিন মাটি বহন করেছিলেন। এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাঁর পেট ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ হেদায়েত না করলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, দান সদকা করতাম না, এবং নামাযও আদায় করতাম না। সূতরাঙ (হে আল্লাহ!) আমাদের প্রতি রহমত নায়িল করুন এবং আমাদেরকে শক্তির সাথে মুকাবিলা

করার সময় দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয়ই মুক্তাবাসীরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করেছে। যখনই তারা ফিতনার প্রয়াস পেয়েছে তখনই আমরা উপেক্ষা করেছি। শেষের কথগুলো বলার সময় নবী (সা) উচ্চ স্বরে “উপেক্ষা করেছি”, “উপেক্ষা করেছি” বলে উঠেছেন।

**২৮.০৫** حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَابِ، وَأَهْلَكْتُ عَادَ بِالدَّبَّورِ -

**৩৮০৫** মুসাদাদ (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে পুবালি বায়ু দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্রংস করা হয়েছে।

**২৮.০৬** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرِيفُ أَبْنِ مَسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ، وَخَنَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْقَىِ، حَتَّى وَارَى عَنِ الْغَيَارِ جِلْدَهُ بَطْنِهِ، وَكَانَ كَثِيرًا الشِّعْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِعُ بِكَلِمَاتِ أَبْنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ يَنْقُلُ مِنْ التُّرَابِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا \* وَلَا تَصْدِقْنَا وَلَا صَلِّنَا  
فَأَنْزَلْنَاهُ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* وَئَيْتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقْنَيْنَا  
إِنَّ الْأَلْى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا \* إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبْيَنَا  
قَالَ ثُمَّ يَمْدُ صَوْتَهُ بِآخِرِهِ -

**৩৮০৬** আহমাদ ইবন উসমান (র) ..... বাবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব (খন্দক) যুক্তের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) পরিষ্কা খনন করেছেন। আমি তাঁকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি ধূলাবালি পড়ার কারণে তার পেটের চামড়া ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তিনি অধিক পশম বিশিষ্ট ছিলেন। সে সময় আমি নবী (সা)-কে মাটি বহন করা অবস্থায় ইবন রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি হেদায়েত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আমরা সদকা করতাম না এবং আমরা নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার রহমত নায়িল করুন এবং দুশ্মনের মুকাবিলা করার সময় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। অবশ্য মুক্তাবাসীরাই আমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করেছে। তারা ফিতনা বিস্তার করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। বর্ণনাকারী (বাবা) বলেন, শেষ পঙ্কজিটি আবৃত্তি করার সময় তিনি তা প্রলাপিত করে পড়তেন।

**২৮.০৭** حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوْلَى يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ -

**৩৮০৭** আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অথবা আমি যে যুক্তে অংশগ্রহণ করেছি তা ছিল খন্দকের যুদ্ধ।

**৩৮০৮** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَأَخْبَرَنِيْ ابْنُ طَلَوْسٍ عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَحْلَتْ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتِهَا تَنْطَفَ قَلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءاً فَقَالَتِ الْحَقُّ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونُ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ فَلَمْ تَدْعُهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةً قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلَيُطْلَعْ لَنَا فَرَتْهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ ، قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلِمَةَ فَهَلَا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَلَّتْ حَبُوبِيَّ وَمَمْتَ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهِذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مِنْ قَاتَلَكَ وَآبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَخَشِنَتْ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدُّمُّ وَيَحْمِلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُ مَا أَعْدَ اللَّهُ فِي الْجَنَانِ ، قَالَ حَبِيبٌ حَفِظْتَ وَعْصَيْتَ \* قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزْاقِ وَنَوْسَاتِهَا -

**৩৮০৮** ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাফসা (রা)-এর নিকট গেলাম। সে সময় তাঁর চুলের বেণি থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন, নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকজন কি কাও করছে। ইমারত ও নেতৃত্বের কিছুই আমাকে দেওয়া হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনি গিয়ে তাদের সাথে যোগ দিন। কেননা তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের থেকে দূরে সরে থাকার কারণে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। হাফসা (রা) তাঁকে (এ কথা) বলতে থাকেন। (অবশ্যে) তিনি (সেখানে) গেলেন। এরপর লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মুআবিয়া (রা) বজ্ঞা দিয়ে বললেন, ইমারত ও খিলাফতের ব্যাপারে কারো কিছু বলার ইচ্ছা থাকলে সে আমাদের সামনে মাথা উঁচু করুক। এ ব্যাপারে আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতার চাইতে অধিক হকদার। তখন হাবীব ইবন মাসলামা (র) তাঁকে বললেন, আপনি এ কথার জবাব দেননি কেন? তখন আবদুল্লাহ (ইবন উমর) বললেন, আমি তখন আমার গায়ের চাদর ঠিক করলাম এবং এ কথা বলার ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে এই ব্যক্তিই অধিক হকদার যে ইসলামের জন্য আপনার ও আপনার পিতার সাথে লড়াই করেছেন। তবে আমার এ কথায় (মুসলমানদের মাঝে) অনেকজ্য সৃষ্টি হবে, অথবা রক্ষণাত্মক হবে এবং আমার এ কথার অপব্যাখ্যা করা হবে এ আশংকায় এবং আল্লাহ জান্নাতে যে নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন তার কথা শরণ করে আমি উক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকি। তখন হাবীব (র) বললেন, এভাবেই আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন এবং বেঁচে গিয়েছেন।

**৩৮০৯** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ إِسْنَحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَرْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ

الْأَحْزَابِ نَغْرُوْمُ وَلَا يَغْرُوْنَا -

**৩৮০৯** আবু নুআইম (র) ..... সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন নবী (সা) বলেছেন যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তারা আর আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারবে না।

**২৮১০** حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَمْزَةَ إِسْرَائِيلُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ سَلِيمَانَ بْنَ صَرْدَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ (ص) يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الْأَحْزَابَ عَنْهُ الْأَنْ نَغْرُوْمُ وَلَا يَغْرُوْنَا نَحْنُ سَيِّدُ الْيَمِّ -

**৩৮১০** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহ্যাব যুদ্ধের দিন কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা ছেড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলে নবী (সা)-কে আমি বলতে উনেছি যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না। আর আমরা তাদের এলাকায় গিয়েই আক্রমণ করব।

**২৮১১** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْيَدَةَ عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْوَتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَفَلُونَا عَنْ صَلَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ -

**৩৮১১** ইসহাক (র) ..... আলী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন (কাফের মুশরিকদের প্রতি) বদদোয়া করে বলেছেন, আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরপূর করে দিন। কেননা তারা আমাদেরকে (যুদ্ধ ব্যন্ত করে) অধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গিয়েছে।

**২৮১২** حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسْبُبُ كُفَّارَ قُرِيشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِنْتُ أَنْ أُصْلِيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) وَاللَّهُ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَّلَنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بُطْحَانَ فَتَوَضَّأْنَا لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى اللَّهُ عَزَّ ذَلِكَ عَصْرٌ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَمَا الْمَغْرِبِ

**৩৮১২** মক্কী ইবন ইব্রাহীম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, খন্দক যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর উমর ইবন খাতাব (রা) এসে কুরাইশ কাফেরদের গালি দিতে আরও করলেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আজ) সূর্যাস্তের পূর্বে আমি (আসর) নামায জান্দাজ করতে পারিনি। তখন নবী (সা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও আজ এ নামায আদায় করতে পারিনি। [জাবির ইবন

আবদুল্লাহ (রা) বলেন] এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে বুতহান উপত্যকায় গেলাম। এরপর তিনি নামাযের জন্য ওয়ু করলেন। আমরাও নামাযের জন্য ওয়ু করলাম। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পর প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগারিবের নামায আদায় করলেন।

**৩৮১৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الرَّبِيعُ أَنَا لَمْ قَالَ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الرَّبِيعُ أَنَا لَمْ قَالَ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الرَّبِيعُ أَنَا ، لَمْ قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَ الرَّبِيعِ .

**৩৮১৩** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহ্যাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কুরাইশ কাফেরদের খবর আমাদের নিকট এনে দিতে পারবে কে? যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] আবার বললেন, কুরাইশদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? তখনও যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি পুনরায় বললেন, কুরাইশদের সংবাদ আমাদের নিকট কে এনে দিকে পারবে? এবারও যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিল। আবার হাওয়ারী হল যুবায়র।

**৩৮১৪** حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعْزَّ جَنَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَاشَيْنَ بَعْدَهُ .

**৩৮১৪** কৃতায়বা ইবন সালেদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শক্ত ন্ব সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তাঁরপর আর কিছুই থাকবে না অথবা এরপর আর ভয়ের কে কারণ নেই।

**৩৮১৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ وَعَبْدَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَفْفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْزِلُ الْكِتَابِ ، سَرِيعُ الْحَسَابِ إِنْزِمُ الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ إِنْزِمْهُمْ وَذَلِلْهُمْ .

**৩৮১৫** মুহাম্মদ (ইবন সালাম) (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন, কিতাব নাযিলকারী ও হিসেব গ্রহণে তৎপর হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত এবং ভীত ও কম্পিত করে দিন।

**২৮১৬** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا قَطَلَ مِنَ الْفَوْأَوِالْحَاجَ أوِ الْعَمَرَةِ يَبْدَا فِي كِتَابِ ثَلَاثَ مِرَارٍ لَمْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيْمُونَ تَائِبُونَ أَيْمُونَ سَاجِدُونَ لِرِبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهُزِمَ الْأَحْزَابُ وَهُدُدَهُ -

**৩৮১৬** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ, হজ বা উমরা থেকে ফিরে এসে প্রথমে তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কেম ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁরই কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী। আমরা আমাদের প্রভুর দরবারেই সিজদা নিবেদনকারী, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

**২১৯৪.** بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ (ص) مِنَ الْأَهْزَابِ فَمَغْرِبُهُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاجَرَتِهِ إِيَّاهُمْ

২১৯৪. অনুচ্ছেদ : আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন এবং বনু কুরায়থার প্রতি তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ

**২৮১৭** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِمَا رَجَعَ النَّبِيُّ (ص) مِنَ الْخَدْنَقِ وَوَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَأَخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ فَإِلَى أَيِّنَ؟ قَالَ هَامَتْ وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) إِلَيْهِمْ -

**৩৮১৭** আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বন্দুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমরাত্ত্ব রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে জিব্রাইল (আ) এসে বললেন, আপনি তো অরূপস্ত্র (খুলে) রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা এখনো তা খুলিনি। চলুন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বনু কুরায়থা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ঐদিকে। তখন নবী (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

**২৮১৮** حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَبْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِي

انظُرْ إِلَى الْفُبَارِ سَاطِعًا فِي رُقَاقِ بَنِي غُثْرَ مَرْكِبَ حِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ -

**৩৮১৮** মূসা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বনু কুরায়্যার মহল্লার দিকে যাচ্ছিলেন তখন [জিব্রাইল (আ)-এর অধীন] ফেরেশতা বাহিনীও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন, এমনকি (পথিমধ্যে) বনু গান্ম শোঁত্রের গলিতে জিব্রাইল বাহিনীর গমনে উঠিত ধূলারাশি এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

**৩৮১৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوبِرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ الْأَخْرَابِ لَا يُصْلِيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَإِذْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصْلِي حَتَّى نَأْتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصْلِي لَمْ يُرِدْ مِنَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ (ص) فَلَمْ يُعْنِفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ -

**৩৮২০** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আহ্যাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর) বলেছেন, বনু কুরায়্যার মহল্লায় না পৌছে কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বলেছেন, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে নামায আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আমরা এখনই নামায আদায় করব, কেননা নবী (সা)-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী (সা)-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

**৩৮২১** حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الْأَسْنَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَ حَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّبِيَّ (ص) النَّخْلَاتِ حَتَّى إِفْتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّصِيرَ وَإِنَّ أَمْرَقَنِي أَنْ أَتَيَ النَّبِيَّ (ص) فَأَسَأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَاءَتْ أُمَّ أَيْمَنَ ، فَجَعَلَتِ التَّوْبَ فِي عَنْقِ تَقْوَلُ : كَلَّا وَاللَّهِ لَا هُوَ لَا يُعْطِنُكُمْ وَقَدْ أَعْطَانَتِهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ (ص) يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كَلَّا وَاللَّهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةً أَمْ تَالِيَهُ أَوْ كَمَا قَالَ -

**৩৮২২** ইব্ন আবুল আসওয়াদ ও খলীফা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ব্যয় নির্বাহের জন্য) লোকেরা নবী (সা)-কে খেজুর বৃক্ষ হাদিয়া দিতেন। অবশেষে তিনি বনী নাথীর এবং বনী কুরায়্যার উপর জয়লাভ করলে আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আদেশ করল, যেন আমি নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট

থেকে ফেরত আনার জন্য আবেদন করি। অথচ নবী (সা) ঐ গাছগুলো উষ্মে আয়মান (রা)-কে দান করে দিয়েছিলেন। এ সময় উষ্মে আয়মান (রা) আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এ কথনে হতে পারে না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যক্তিত কোন ইলাহ নেই। তিনি ঐ বৃক্ষগুলো তোমাকে আর দেবেন না। তিনি তো এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন। এদিকে নবী (সা) বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে আমার নিকট থেকে এ-ই এ-ই পাবে। কিন্তু উষ্মে আয়মান (রা) বলছিলেন, আল্লাহর কসম! এ কথনে হতে পারে না। অবশ্যে নবী (সা) তাকে (অনেক বেশি) দিলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় নবী (সা) তাকে [উষ্মে আয়মান (রা)-কে] বলেছেন, এর দশঙ্গ অথবা যেমন তিনি বলেছেন।

**٢٨٦١** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدِ الْخَدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرْيَطَةِ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ فَائِتَيْ شَعْبَةَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَيْنِي سَيِّدُكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ فَقَالَ هُؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكُمْ فَقَالَ تُقْتَلُ مُقَاتِلُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِهِمْ ، قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ رَبِّيْمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ -

**٣٨٢١** مুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু সাইদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইবন মুআয় (রা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে বনী কুরায়া গোত্রের লোকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী (সা) সাদকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। এরপর তিনি গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (তিনি আসলে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদের যোক্তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে। নবী (সা) বললেন, হে সাদ! তুমি আল্লাহর হকুম মুতাবিক ফয়সালা করেছ। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন, তুমি রাজাধিরাজ আল্লাহর বিধান মুতাবিক ফয়সালা করেছ।

**٢٨٦٢** حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً بْنَ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَصِيبَ سَعْدَ يَوْمَ الْخُندَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَرْيَطَةِ يُقَالُ لَهُ حِبَانُ بْنُ الْعَرْقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرْيَطَةِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّاهُ جِنْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ النَّبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتَهُ أَخْرَجْ إِلَيْهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بَيْنَ قُرْيَطَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَيْ سَعْدٍ ، قَالَ فَائِتَيْ أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلُ الْمُقَاتِلَةُ ، أَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالْذُرْبَةُ ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدًا

أَحَبُّ إِلَيْنَا أَجَاهِدُهُمْ فِيلَكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ (ص) وَأَخْرَجُوهُ، الَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَزْبِ قُوَّتِشِ شَيْءٌ فَاقْبِنِي لَهُ حَتَّى أَجَاهِدُهُمْ فِيلَكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعُلْ مَوْتَنِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبْتِهِ فَلَمْ يَرَعُهُمْ، وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْثُمْ مِنْ بَيْنِ غِفَارِ إِلَّا الدَّمْ يَسْبِلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخِيمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِنَا مِنْ قِبْلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعَدْ يَغْتَرِّ جُرْحَهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔

**৩৮২২** যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সাঁদ (রা) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিবান ইবন ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রংগে তীর বিক্ষিপ্ত করেছিল। কাছে থেকে তার শুষ্ক্ষমা করার জন্য নবী (সা) মসজিদে নববীতে একটি খিমা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন তখন জিব্রাইল (আ) তাঁর মাথার ধূলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি তো হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর ক্ষম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন তাদের প্রতি। নবী করীম (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায়? তিনি বনী কুরায়ায় গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বনু কুরায়ায় মহল্লায় এলেন। পরিশেষে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সাঁদ (রা)-এর উপর অর্পণ করলেন। তখন সাঁদ (রা) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই রায় দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বটিন করে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সাঁদ (রা) (বনু কুরায়ায় ঘটনার পর) আল্লাহর কাছে এ বলে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন তবে এখনো যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহলে আমাকে সে জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, যেন আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করুন এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটোন। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনী গিফ্ফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা ভীত হয়ে বললেন, হে তাঁবুবাসিগণ আপনাদের দিক থেকে এসে কি আমাদের দিকে বয়ে আসছে? পরে তাঁরা দেখলেন যে, সাঁদ (রা)-এর ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অবশেষে এ জরুরের কারণেই তিনি মারা যান।

**৩৮২৩** حَدَّثَنَا الْحَاجُّ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدَى أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ (ص) لِحَسَانٍ أَهْجُمْ أَوْ هَاجِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ وَزَادَ ابْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمُ قُرْيَظَةٍ لِحَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ أَهْجُمُ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ -

৩৮২৩] হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) ..... আদি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারা (রা)-কে বলতে উন্মেছেন যে, নবী (সা) হাস্সান (রা)-কে বলেছেন, কবিতার মাধ্যমে তাদের (কাফেরদের) দোষকৃতি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষকৃতি বর্ণনা করার জবাব দাও। (তোমার সাহায্যার্থে) জিব্রাইল (আ) তোমার সাথে থাকবেন। (অন্য এক সন্দেহ) ইব্রাহীম ইবন তাহমান (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বনী কুরায়ার সাথে যুদ্ধ করার দিন হাস্সান ইবন সাবিত (রা)-কে বলেছিলেন (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের দোষ-কৃতি বর্ণনা কর। এ ব্যাপারে জিব্রাইল (আ) তোমার সাথে থাকবেন।

٢١٩٥ . بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّيقَاعِ وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبٍ خَصْفَةٌ مِنْ بَنِي ئَعْلَبَةِ مِنْ غَطْفَانَ، فَنَزَّلَ نَخْلًا وَهِيَ بَعْدَ خَيْرَ لَأْنَ أَبَا مُؤْسِى جَاءَ بَعْدَ خَيْرٍ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّيقَاعِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص) الْخَوْفُ بِذِي قَوْدِ ، وَقَالَ بَخْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُؤْسِى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص) بِهِمْ يَقْمِنُ مُحَارِبٍ وَئَعْلَبَةً ، وَقَالَ أَبْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَقْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيَّ (ص) إِلَى ذَاتِ الرِّيقَاعِ مِنْ نَخْلٍ ، فَلَقِيَ جَمِيعًا مِنْ غَطْفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَأَخَافَ النَّاسُ بِغَضْبِهِمْ بَعْضًا ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص) رَكْعَتِي الْخَفْفِ • وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَّتْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْقَوْدِ

২১৯৫. অনুচ্ছেদ : যাতুর রিকার যুদ্ধ। গাতফানের শাবা গোত্র বনু সালাবার অঙ্গরাগ খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) নাখল নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। খায়বার যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেননা আবু মুসা (রা) খায়বার যুদ্ধের পর (হাবশা থেকে) এসেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) সপ্তম যুদ্ধ তখা যাতুর রিকার যুদ্ধে তাঁর সাহায্যগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইবন আব্বাস (র) বলেছেন, নবী (সা) যুকারাদের যুদ্ধে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। বকর ইবন সাওয়াদা (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে,

মুহারিব ও সালামা গোত্রের বিকলকে যুক্ত করার সময় নবী (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইবন ইসহাক (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাখল নামক স্থান থেকে যাত্রু রিকার উক্ষেশ্যে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের সম্মুখীন হন। কিন্তু সেখানে কোন যুক্ত সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষ পরম্পর ভৌতি প্রদর্শন করেছিল মাত্র। তখন নবী (সা) দু'রাকাত সালাতুল খাওফ আদায় করেন। ইয়ায়ীদ (র) সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম

٣٨٤ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبوأسامة عن بريء بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي (ص) في غزوة ونحن سته نفر بيتنا بغير تعقبه فنقئت أقداماً ونقئت قدماً وسقطت أظفارٍ وكنا نلتف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نقصب من الخرق على أرجلنا ، وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك قال ما كنت أصنع بآن ذكره كانة كره آن يكعن شيء من عمله أفسأه .

**৩৮২৪** মুহাম্মদ ইবন আলা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুক্তি আমরা নবী (সা)-এর সাথে রওয়ানা করলাম। আমরা ছিলাম হয়জন। আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। পালাক্ষমে আমরা এর পিঠে আরোহণ করতাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে পড়ল নথগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুক্তিকে যাতুর রিকা যুক্ত বলা হয়। কেননা এ যুক্তি আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দ্বারা পঞ্চ বেঁধেছিলাম। আবু মূসা (রা) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোন আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।

٢٨٢٥ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن رومان عن صالح بن خوات عن شهد رسول الله (ص) يوم ذات السرقاء صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه طائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً واتموا لانفسهم ثم سلم بهم \* وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي (ص) يدخل ذكر صلاة الخوف قال مالك وذاك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف تابعة للبيه عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي (ص) في غزوة بني أمصار

**৩৮২৫** কৃতায়বা ইব্ন সান্দিদ (র) ..... সালিহ ইব্ন খাওয়াত (রা) এমন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকার যুক্তে রাসূলগ্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক (নামায আদায়ের জন্য) রাসূলগ্লাহ (সা)-এর সাথে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি রইলেন শক্র সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সাথে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে ছির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুকতাদিগণ তাদের নামায পুরা করে ফিরে গেলেন এবং শক্র সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকাত আদায় করে ছির হয়ে বসে রইলেন। এবার মুকতাদিগণ তাদের নিজেদের নামায সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

মুআয় (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা নাখল নামক স্থানে রাসূলগ্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর জাবির (রা) সালাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করেন। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) বলেছেন, সালাতুল খাওফে সম্পর্কে আমি যত হাদীস শনেছি এর মধ্যে এ হাদীসটি ইসবচেয়ে উত্তম। লাইস (র) ..... কাসেম ইব্ন মুহাম্মদ (রা) থেকে নবী (সা) গাযওয়ায়ে বনূ আনমারে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। এই বর্ণনায় মুয়ায় (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

**৩৮২৬** حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ قَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَوَّاْتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْأَمَامُ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ قَبْلِ الْعَدُوِّ وَجُوْهَمُ إِلَيْهِ الْعَوْرَ فَيُصْلَبَنِي بِالذِّيْنِ مَعَهُ رَكْعَةٌ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنفُسِهِمْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذْهَبُ هُؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولِئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ شِتَّانٌ ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ -

**৩৮২৬** মুসান্দাদ (র) ..... সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (সালাতুল খাওফে) ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। মুকতাদীদের একদল থাকবেন তাঁর সাথে। এবং অন্যদল শক্রদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনে একত্তেদাকারী লোকদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এরপর একত্তেদাকারীগণ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে ঝুক্ক ও দু' সিজ্দাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এসে একত্তেদা করার পর ইমাম তাদের নিয়ে আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাকাত নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুকতাদিগণ ঝুক্ক সিজ্দাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন।

**৩৮২৭** حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَوَّاْتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ (ص) مِثْلُهُ -

**৩৮২৭** মুসান্দাদ (র) ..... সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুকরণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْفَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحٌ بْنُ خَوَّاْتٍ عَنْ سَهْلٍ حَدَّثَهُ قَوْلَةً -

৩৮২৮ [মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ (র) ..... সাহল (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর (পূর্ব বর্ণিত) শান্তিস্থান বর্ণনা করেছেন।]

٢٨٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبْنَ عَمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَزَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَبْلَ نَجْدٍ فَوَارَيْنَا الْعَسْوَنَ فَصَافَقْنَا لَهُمْ -

৩৮২৯ [আবুল ইয়ামান (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শক্তিদের মুকাবিলা করেছিলাম এবং তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।]

٢٨٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْبِيعَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الطَّائِفَتَيْنِ وَالْطَّائِفَةِ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةً الْعَسْوَنَ اِنْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْنَابِهِمْ أُولَئِكَ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ -

৩৮৩০ [মুসাদাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) (সিন্যদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে) একদল সাথে নিয়ে নামায আদায় করেছেন। অন্যদলকে নিয়োজিত রেখেছেন শক্তির মুকাবিলায়। তারপর (যে দল তাঁর সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করেছেন) তাঁরা শক্তির মুকাবিলায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অন্যদল (যারা শক্তির মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন) চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকী আরেক রাকাত আদায় করলেন এবং শক্তির মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার পূর্বের দলটি এসে নিজেদের অবশিষ্ট রাকাতটি পূর্ণ করলেন।]

٢٨٣١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ حَدَّثَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَبْلَ نَجْدٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّولِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَبْلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَفَلَ مَعَهُ فَادْرَكُوهُمُ الْقَاتِلَةَ فِي وَادِي كَثِيرٍ الْعِسَاءِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِصَاءِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) تَحْتَ

সমূহে ফَلَقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْعُونَ فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدُهُ أَغْرِبَىٰ  
جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَسْتِيقْنَاهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَّى فَقَالَ لِي  
مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاكِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) \* وَقَالَ أَبْيَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ  
تَرَكْتُهَا لِلنَّبِيِّ (ص) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ (ص) مُعْلَقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ  
تَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى  
بِطَائِفَةٍ رَكْعَتِينَ ثُمَّ تَأْخِرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتِينَ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ (ص) أَرْبَعُ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتِينَ  
وَقَالَ مُسَدِّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِّرٍ أَسْمَ الرَّجُلِ غُورُثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيمَا مُحَارِبٌ خَصْفَةً وَقَالَ  
أَبُو الرِّزْبَيرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِنَخْلِ فَصْلَى الْخَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص)  
غَوْنَةَ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) أَيَّامَ خَيْرٍ -

**৩৮৩১** আবুল ইয়ামান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর  
সাথে যুক্তে অংশগ্রহণ করেছেন। (অন্য এক সনদে) ইসমাইল (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)  
থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুক্ত শেষে  
রাসূলুল্লাহ (সা) (সেখান থেকে) প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথিমধ্যে  
কাঁটা গাছ ভরা এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাঁদের ভীষণ গরম অনুভূত হল। রাসূলুল্লাহ (সা)  
এখানেই অবরতণ করলেন। লোকজন সবাই ছায়াবান গাছের খোঁজে কাঁটাবনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল।  
এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে লটকিয়ে রাখলেন।  
জাবির (রা) বলেন, সবেমত্র আমরা নিদ্রা গিয়েছি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ডাকতে  
আরঞ্জ করলেন। আমরা সকলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে এক বেদুঈন বসা ছিল।  
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিখানা হস্তগত করে  
কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উঁচিয়ে ধরলে আমি জাগ্রত হই। তখন সে আমাকে বলল, এখন  
তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! দেখ না, এ-ই তো সে বসা  
আছে। (এ জগন্যতম অপরাধের পরও) রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।  
(অপর এক সনদে) আবান (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার যুক্তে আমরা  
নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌছলে নবী (সা)-এর  
আরামের জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে লটকানো  
নবী (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কি?  
তিনি বললেন, না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন,  
আল্লাহ! এরপর নবী (সা)-এর সাহাবিগণ তাকে ধর্ম দিলেন। এরপর নামায আরঞ্জ হলে তিনি

মুসলমানদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারা এখান থেকে হটে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। এভাবে নবী করীম (সা)-এর হল চার রাকাত এবং সাহারীদের হল দু'রাকাত নামায। (অন্য এক সূত্রে) মুসাদাদ (র) ..... আবু বিশ্র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর প্রতি যে লোকটি তলোয়ার উঁচু করেছিল তার নাম হল গাওরাস ইবন হারিস। রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযানে খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আবু যুবায়র (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাখ্ল নামক স্থানে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এ সময় সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমি নবী (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। আবু হুরায়রা (রা) খায়বার যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা)-এর কাছে এসেছিলেন।

**٢١٩٦ . بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خَرَاعَةَ فَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرْتَسِبِيْعِ قَالَ أَبْنُ إِسْحَاقَ وَذَلِكَ سَنَةُ سِتٍّ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ سَنَةُ أَرْبَعٍ \* وَقَالَ النَّفْعَانُ بْنُ رَاشِدٍ مَنْ الرَّهْبَرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْأَفْلَكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرْتَسِبِيْعِ**

২১৯৬. অনুচ্ছেদ : বানু মুস্তালিকের যুদ্ধ। বানু মুস্তালিক খুয়া'আর একটি শাখা গোত্র। এ যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়। ইবন ইসহাক (র) বলেছেন, এ যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। মুসা ইবন উকবা (র) বলেছেন, ৪৪ হিজরী সনে। নুমান ইবন রাশিদ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঈফ্কের ঘটনা মুরায়সীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল

**٢٨٣٢** حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محبير زاده قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة بنى المصطلق فأصببنا سببا من سبى العرب فاشتهينا النساء وأشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فاريدنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله (ص) بين أظہرنا قبل أن نسألة فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كانت إلى يوم القيمة إلا وهي كائنة

**৩৮৩২** কুতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... ইবন মুহায়রীয় (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবু সাইদ খুদরী (রা)-কে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে আয়লু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সাইদ খুদরী (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে

১. আয়ল হল শ্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাত্রের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শ্রী যোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত্র ঘটান। ইমাম আবু হামীরা (র)-এর মতে বাঁদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই এ কাজ জায়েয়। তবে আয়ল শ্রীর সাথে এ কাজ করতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়।

বানু মুস্তালিকের যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুক্তে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে থাহেশ হল এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন অবস্থা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাই আমরা আঘ্য করা পছন্দ করলাম এবং তা করার মনস্ত করলাম। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আঘ্য করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এক্লপ না করলে তোমাদের কি ক্ষতি? জেনে রাখ, কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।

**১৮২২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّفْرَىٰ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) غَرَّةً نَجَدْ فَلَمَّا أَرْكَنَهُ الْقَاتِلُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثُرَ الْعِصَابِ فَنَزَّلَ تَحْتَ شَجَرَةً وَاسْتَقْرَبَ بِهَا وَعَلَقَ سَيْفَهُ فَفَرَقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَجِئْنَا ، فَإِذَا أَعْرَاهِيْ قَاعِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنْ هَذَا أَتَانِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَاسْتَقْطَطَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِيْ مُخْتَرَطٌ صَلَّتَا قَالَ مَنْ يَمْنَعُ مِنِّيْ قَلْتُ اللَّهُمَّ قَدْ فَهُوَ هَذَا قَالَ وَلَمْ يَعْلَمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

**৩৮৩৩** মাহমুদ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নাজদের যুক্তে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি। কাঁটা গাছে ডরা উপত্যকায় প্রচও গরম লাগলে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তরবারিখানা (গাছের সাথে) লটকিয়ে রাখলেন। সাহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক বেদুইন তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখলাম, সে মুক্ত কৃপণ হলে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। ফলে সে তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে যায়। সে তো এ-ই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বললেন, (এ ধরনের অপরাধ করা সত্ত্বেও) রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।

## ১১৭ . بَابُ غَرَّةِ الْأَنْفَارِ

২১৯৭. অনুচ্ছেদ : আনমারের যুক্ত

**১৮২৪** حَدَّثَنَا أَدْمٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فِي غَرَّةِ الْأَنْفَارِ يُصْلِي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قَبْلَ الْمَشْرِقِ مُتَطْلِعًا -

৩৮৩৪ আদাম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে আনমার যুক্তে সাওয়ারীতে আরোহণ করে মাশরিকের দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করতে দেখেছি।

২১৯৮ . بَابُ حَدِيثِ الْأَفْكِ الْأَفْقُ وَالْأَفْكُ بِعِنْزَلَةِ النِّجْسِ وَالنِّجْسِ يُقَالُ أَنْكُمْ

২১৯৮. - নিঃস্ব ও নিঃস্ব শব্দটি এক [ইমাম বুখারী (র) বলেন] ইফ্কের ঘটনা। অনুচ্ছেদ : ইফ্কের ঘটনা। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] এর মত উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তাই আরবীয় শোকেরা বলেন, এক ও এককুম - এককুম - এককুম

২৮২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ وَسَعْيَدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَافِقَةً مِنْ حَدِيثِهِ وَيَغْضُبُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنْ بَعْضِهِ، وَأَتَبَتَ لَهُ أَقْتِصَاصًا، وَبَدَّ وَعِيتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَيَغْضُبُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَغْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِهِ قَالُوا : قَلْتُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَغَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَإِيَّاهُمْ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَاجٌ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَقْهُوًّا قَالَتْ عَائِشَةَ فَأَفْرَغَ بَيْتَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَّا هَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمٌ فَخَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابَ فَكَثُرَ أَحْمَلُ فِي مَوْدِعِي وَأَنْزَلُ فِيهِ فَسِرْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ دَنْوَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ أَذْنَ لَيْلَةَ بِالرَّاحِيلِ فَقَمَتْ حِينَ أَذْنَوْنَا بِالرَّاحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاءَتِيْ جَيْشًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِيْ أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِيْ، فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ، فَإِذَا عِقْدُ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْمَسْتُ عِقْدِيْ فَحَبَسَنِيْ أَبْتِنَاؤُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الْدِيْنِ كَانُوا يُرْجِلُونَ بِيْ فَاحْتَمَلُوا هَوْلَجِيْ فَرَأَلَوْهُ عَلَى بَعْزِيْرِ الَّذِيْ كَنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ الشِّيَاءُ إِذَا ذَاكَ خَفَافًا لَمْ يَهْبِلَنَّ وَلَمْ يَغْشِهِنَ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعَلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَكِرْ الْقَوْمُ خَفَّهُ الْمَوْدِعِ حِينَ رَفَعَهُ وَحَلَّوْهُ وَكَنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ؛ فَبَعْلَوْهُ الْجَمَلُ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا إِسْتَمَرَ الْجَيْشُ فَجَبَتْ مَنَازِلِهِمْ، وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٌ وَلَا مُجِيبٌ فَتَيَمَّمَتْ مَنَزِلِيِّ الَّذِيْ كَنْتُ بِهِ وَظَنَّتْ أَنَّهُمْ سِيَقْقُونِيْ فَبَرَجَعُونَ إِلَيْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةَ فِي مَنَزِلِيِّ غَلَبَتِيْ عَيْنِي فَنَفَتْ، وَكَانَ صَفَوانَ بْنَ الْمَعْتَلِ السَّلْمِيُّ ثُمَّ الدُّكْوَانِيُّ مِنْ وَدَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنَزِلِيِّ فَرَأَى سَوَادِ إِنْسَانِ نَائِمٍ فَعَرَفَنِيْ حِينَ رَأَيَ

وَكَانَ رَأَى قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظَتْ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجَلَابِي ، وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمَا بِكَلْمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلْمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهُوَ حَتَّى آنَّا خَرَجْتُ فَوْطَنِي عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُولُ بِنِ الرَّاحِلَةِ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُؤْغِرِينَ فِي تَحْرِيرِ الظُّهُيرَةِ وَهُمْ نَزَّلُوا قَاتِلُ فَهَلْكَ مِنْ مَلَكٍ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كَبِيرُ الْأَفْكَارِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيَابْنِ سَلْوَنَ ، قَالَ عُرْوَةُ أَخْبَرَتْ أَنَّهُ كَانَ يُشَاءُ وَيَتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقْرَئُهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهُ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ يُسَمِّ مِنْ أَهْلِ الْأَفْكَارِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَحَمَّةَ بْنُ جَحْشٍ فِي نَاسٍ أُخْرَى ، لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَبِيرُ دُلْكَ يَقَالُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيَابْنِ سَلْوَنَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةَ تَكْرِهُ أَنْ يُسَبِّ عِنْدَهَا حَسَّانٌ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ :

فَانَّ أَبِي وَوَالَّدَهُ وَعَرْضِي \* لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

قَاتَلَتْ عَائِشَةَ فَقَدِيمَنَا الْمَدِيمَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ شَدَّمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُقْيِضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْأَفْكَارِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يُرِيبُنِي فِي وَجْهِي أَنَّهُ لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْلُّطْفَ الَّذِي كَتَبَ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكَيْتُ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَسِلْمٌ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِبْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ يُرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِمِ وَكَانَ مُتَبَرِّزَنَا وَكَثَا لَا نَخْرُجُ إِلَيْنَا إِلَى لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَخَذَ الْكُنْفُ قَرِيبًا مِنْ بَيْوَنَتَا ، قَاتَلَتْ وَأَمْرَنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولَى فِي الْبَرِّيَّةِ قَبْلَ الْفَانِطِ وَكَثَا نَتَازَى بِالْكُنْفِ أَنْ تَتَهَدَّمَا عِنْدَ بَيْوَنَتَا قَاتَلَتْ فَانْطَلَقَتْ أَنَا وَأُمِّ مِسْطَحٍ وَهِيَ أَبْنَةُ أَبِي رُهْمَ بْنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأَمْهَا بْنَتْ صَبَرْ بْنِ عَامِرٍ حَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ ، وَابْنَهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَادَ بْنِ الْمُطَلِّبِ ، فَاقْبَلَتْ أَنَا وَأُمِّ مِسْطَحٍ ، قَبْلَ بَيْقَى حِينَ فَرَغَنَا مِنْ شَانَنَا ، فَعَنَّتْ أُمِّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا قَاتَلَتْ تَعْسَ مِسْطَحَ ، فَقَلَّتْ لَهَا بِشَسَ ما قَلَّتْ أَسْسِيَنِ رَجُلًا شَهِيدًا بَدْرًا ، فَقَاتَلَتْ أَيْ هَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمِعِي مَا قَالَ قَاتَلَ وَقَلَّتْ مَا قَالَ ، فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْأَفْكَارِ ، قَاتَلَ فَأَرْذَدَتْ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيِّ فَلَمَا رَجَعْتُ إِلَى بَيْقَى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَسِلْمٌ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِبْكُمْ ، فَقَلَّتْ لَهُ أَتَادَنْ لِي أَنَّهُ أَبُوَيْ ، قَاتَلَ وَأَرْبَدَ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَاتَلَ فَانِنْ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَلَّتْ لِأَمِيِّ يَا أَمْتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَاتَلَ يَابَنِيَّةَ هَوَنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُّ وَضَيَّتْهُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَابِرُ إِلَّا كَثُرَنَ عَلَيْهَا قَاتَلَ فَقَلَّتْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا قَاتَلَ فَبَكَيْتُ بِتِلْكَ الْلَّيْلَةِ حَتَّى

أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَالِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْنَدٍ حِينَ اسْتَلَبَتِ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ فَامَّا أَسَامَةَ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالذِّي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالذِّي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أَسَامَةُ أَهْلَكَ وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلَىٰ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضْعِفِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةُ تَحْسِدُكَ، قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِرِيرَةً فَقَالَ أَيْ بِرِيرَةً هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ بِرِيرِيْكَ، قَالَتْ لَهُ بِرِيرَةً وَالذِّي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصَهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُ السَّيْنِ تَتَّلَمُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنَ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَغْفَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِنِي قَالَتْ فَقَامَ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذٍ أَخْوَيْنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذُرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأُوْسِ ضَرَبَتْ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْزَاجِ أَمْرَتْنَا فَفَعَلَتْ أَمْرَكَ قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَرْزَاجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَانَ بِنْ عَمِي مِنْ فَخْذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَرْزَاجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلَهُ الْحَمِيمَةُ ، فَقَالَ سَعْدٌ كَذَبْتَ لِعَمِّ اللَّهِ لَا تَقْتُلْهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحِبَّتَ أَنْ يُقْتَلَ، فَقَامَ أَسَيدُ بْنُ حُسْنِي وَهُوَ أَبْنُ عَمِ سَعْدٍ فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عَبَادَةَ كَذَبْتَ لِعَمِّ اللَّهِ لَتَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، قَاتَتْ فَتَارَ الْحَيَانِ الْأُوْسُ وَالْخَرْزَاجُ حَتَّى هُمُوا أَنْ يَقْتَلُوكُمْ ، وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَرْزُلْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُخَفِّضُهُمْ، حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتُ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَالِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبْوَابِي عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا يَرْقَالِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ الْبَكَاءَ فَالِقُ كَبِيرٌ ، فَبَيْنَا أَبْوَابِي جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَرَا أَبْكِي فَاسْتَأْنَتْ عَلَى إِمْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتَ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِنِي قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَيْنَا فَسَلَمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قَبْلِ مَا قَبْلَهَا وَقَدْ لَيْلَ شَهْرًا لَا يُؤْخِذُ إِلَيْهِ فِي شَانِي بِشَانِي قَالَتْ : فَتَشَهَّدُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةَ إِنَّهُ بَلَغَنِي هَذِهِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بِرِيرَةً فَسَيَرِثُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ الْمُفْتَ بِذَنِبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتَوَبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا

اعترَفَ لِمَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ : فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَقَاتَلَةَ قَلْصَ دَمْعِيَ حَتَّىٰ مَا أَحْسَنَ مِنْهُ قَطْرَةً فَقَتَلَ لِأَبِي أَجْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ أَبِي وَاللَّهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَتَلَ لِأَمِّي أَجْبَرِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِيمَا قَالَ قَالَتْ أُمِّي : وَاللَّهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَتَلَ وَأَنَا جَارِيَةً حَدِيثَةُ السَّيْنَ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِنِّي وَاللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَ فِي أَنفُسِكُمْ ، وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قَلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَّةٌ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِإِمْرِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنِّي مِنْهُ بَرِيَّةٌ لَتُصَدِّقُنِي فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبَرَ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِنُ عَلَىٰ مَا تَصْفُونَ ، لَمْ تَحْوِلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي حِينَتَدِ بَرِيَّةٍ وَانَّ اللَّهَ مُبِرِّي بِبَرَائِي وَلَكِنْ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ أَطْنَأُ إِنَّ اللَّهَ مَنْزِلٌ فِي شَانِي وَحْيَا يُتْلَىٰ ، لَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَخْفَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِإِمْرِ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي النَّعْمَ رُغْبَا بِبَرِيَّتِي اللَّهُ بِهَا ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّىٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخْذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّىٰ إِنَّهُ لِيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلِ الْجَمَانِ ، وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثَقْلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوَّلْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمُ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةَ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَأَكَ قَالَتْ لِي أُمِّي قَوْمِي إِلَيْهِ فَقَتَلَ وَاللَّهُ لَا أَقْوُمُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَرِ الْعَشْرَ آيَاتٍ لَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَائِي ، قَالَ أَبُو بَكْرُ الصَّدِيقُ وَكَانَ يَنْفَقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ ابْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرَهُ وَاللَّهُ لَا يَنْفَقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ شَيْئًا أَبْدًا بَعْدَ الْذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا يَأْتِلُ أُوتُو الْفَضْلُ مِنْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ غَوْدُ رَحِيمٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرُ الصَّدِيقُ بَلِّي وَاللَّهُ أَنِّي لَا حِبْ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يَنْفَقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهُ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبْدًا قَالَتْ عَائِشَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَأَلَ زَيْنَبَ بْنَتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتَ أَوْ رَأَيْتَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْمَى سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينُ مِنْ أَذْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَدْعِ قَالَتْ وَطَفَقَتْ أَخْتَهَا حَمَّةَ شَحَابَ لَهَا ، فَهَمَّكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هُؤُلَاءِ الرَّهْفَطِ لَمْ قَالَ عَرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةَ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَتَبْتُ مِنْ كَنْفِ أَنْثى قَطُّ قَالَتْ لَمْ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৩৮৩৫ আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র).....উরওয়া ইবন যুবায়র, সাঈদ ইবন মুসায়িব, আলকামা ইবন ওয়াকাস ও উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উত্বা ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী (সা)-এর সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারিগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহুরী (র) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি শ্বরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। আয়েশা (রা) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই যথাযথভাবে শ্বরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারিগণ বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নামের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা (রা) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরায়সীর যুদ্ধ) তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সফরে বের হলাম। এ ঘটনাটি পর্দার ছক্কুম নাফিল হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাকে হাওদাজ সহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (বাড়ির দিকে) ফিরলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী অতিক্রম করে (একটু সামনে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিকার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যভাবে মহিলাগণ তখন খুবই হালকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই শক্ত পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হালকা হওয়ায় বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহবায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথ্য নেই। (নিরূপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। এই স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘূর্ম চেপে আসলে আমি ঘূরিয়ে পড়লাম। বানু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল (রা) [যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর দেখানে ছিলেন। তিনি প্রভৃত্যে আমার অবস্থানস্থলের

কাছে পৌছে একজন ঘুমস্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন পর্দার বিধান নায়িল হওয়ার পূর্বে। তিনি আমাকে চিনতে পেরে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়াহি রাজিউন’ পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা দেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্নালিল্লাহ.....পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকে সহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়েশা (বা) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ আরোপের ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভালভাবে শ্রবণ করত এবং শোনা কথার ভিত্তিতেই বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। উরওয়া (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্সান ইবন সাবিত, মিসতাহ ইবন উসাসা এবং হামনা বিন্ত জাহাশ (রা) ব্যক্তীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা শুটিকয়েক ব্যক্তির একটি দল ছিল, এতটুকু ব্যক্তীত তাদের সম্পর্কে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে আবদুল্লাহ ইবন উবায় বিন সুলুল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর এ ব্যাপারে হাস্সান ইবন সাবিত (রা)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্সান ইবন সাবিত (রা) তো ঐ ব্যক্তি যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মদ (সা)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর পূর্বে আমি রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে যেকুপ স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল “তুমি কেমন আছ” জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্বেক করে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। উল্লে মিসতাহ (রা) (মিসতাহর মা) একদা আমার সাথে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার পূর্বের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবীয় লোকদের অবস্থার মত ছিল। তাদের মত আমরাও পায়খানা করার জন্য বোঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকার কারণে) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমি এবং উল্লে মিসতাহ “যিনি ছিলেন আবু রহম ইবন মুতালিব ইবন আবদে মুনাফের

কন্যা, যার মা সাথার ইবন আমির-এর কন্যা ও আবৃ বকর সিদ্ধীকের খালা এবং মিসতাহ ইবন উসামা ইবন আবাদ ইবন মুওলিব যার পুত্র” একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে উঘে মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হেঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ খৎস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আশ্বাকে বললাম, আশ্বাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ বিষয়টিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহর কসম, সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিশ্বয়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন শুভবই রাচিয়েছে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রু ও বক্ষ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওই নায়িল হতে বিলম্ব হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার স্ত্রীর (আমার) বিছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইবন আবৃ তালিব এবং উসামা ইবন যায়েদ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা (রা) বলেন, উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবীজীর) ভালবাসার কারণে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল) তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তো আপনার জন্য সংরক্ষণ রাখেননি। তাঁকে (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরা (রা)]-কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বারীরা (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা, তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি? বারীরা (রা) তাঁকে বললেন, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্ক যুবতী, ঝুঁটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিষ্টিরে বসে আবদুল্লাহ ইবন উবায়-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রাচিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবন মু'আভাল)

নাম উল্লেখ করছে যার সমঙ্গেও আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সাথেই আমার ঘরে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সাঁদ (ইবন মুআয়) (রা) উঠে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খায়রাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় হাস্সান ইবন সাবিত (রা)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খায়রাজ গোত্রের সর্দার সাঁদ ইবন উবাদা (রা) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন : এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু (এ সময়) গোত্রীয় অহমিকায় উন্নেজিত হয়ে তিনি সাঁদ ইবন মুআয় (রা)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যদি সে তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার হত্যা হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সাঁদ ইবন মুআয় (রা)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবন ঝ্যাইর (রা) সাঁদ ইবন ওবায়দা (রা)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করে কথাবার্তা বলছ। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্র খুব উন্নেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মিস্ত্রের দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের থামিয়ে শাস্তি করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটলাম। অক্রুঝে আমার বক্ষ হয়নি এবং একটু ঘৃণও আমার আসেনি। তিনি বলেন, আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিই। এর মাঝে আমার কোন ঘূর্ম আসেনি। বরং অবারিত ধারায় আমার চোখ থেকে অক্রুঝপাত হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার ফলে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আকৰা-আস্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন অনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কান্দতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত ছিলাম ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওই আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা তোমার সমঙ্গে আমার কাছে অনেক কথাই পেঁচেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্ৰই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেন্তব্য গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কর্তৃ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অক্রুঝপাত বক্ষ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোটা অক্রুঝও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আকৰাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আকৰা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি আমার আস্মাকে বললাম,

রাস্তুল্লাহ্ (সা) যা বলছেন, আপনি তার জবাব দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাস্তুল্লাহ্ (সা)-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্ক কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা উনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুন্দৃ হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলৃষ্ট তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম, আমি ও আপনারা যে অবস্থার শিকার হয়েছি এর জন্য (নবী) ইউসুফ (আ)-এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যক্তিত আমি কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন : “সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়হীল।” এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শয়ে পড়লাম। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন (এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল) তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ধারণা করিন যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ ওই নায়িল করবেন যা পঠিত হবে। আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাস্তুল্লাহ্ (সা)-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহর কসম! রাস্তুল্লাহ্ (সা) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওই নায়িল হতে শুরু হল। ওই নায়িল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মেতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত গ্র বাদীর গুরুভারের কারণে, যা তাঁর প্রতি নায়িল করা হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, রাস্তুল্লাহ্ (সা)-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাস্তুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সশ্রান্ত প্রদর্শন কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি এখন তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ্ ব্যক্তিত আমি কারো প্রশংসা করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নায়িল করেছেন, তা হ'ল এই, “যারা এ অপবাদ রটনা করেছে (তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা প্রাপ্ত করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি। এবং বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিঙ্গ ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার।

এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এ তো এক শুরুতর অপবাদ। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আধিরাতের মর্মস্তুদ শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আল্লাহ্ দয়ার্দ ও পরম দয়ালু। (২৪ : ১১-২০) এরপর আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ্ এ আয়াতগুলো নাখিল করলেন। আজীয়তা এবং দারিদ্র্যের কারণে আবৃ বকর সিদ্ধীক (রা) মিসতাহ্ ইবন উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবৃ বকর সিদ্ধীক (রা) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাখিল করলেন—তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আজীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্ রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু। (২৪ : ২২)

(এ আয়াত নাখিল হওয়ার পর) আবৃ বকর সিদ্ধীক (রা) বলে উঠলেন হ্যাঁ, আল্লাহ্ র কসম অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ্ (রা)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ র কসম, আমি তাঁকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বক করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আমার এ বিষয় সম্পর্কে রাসূললাহ্ (সা) যায়নাৰ বিন্ত জাহাশ (রা)-কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি যায়নাৰ (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা (রা) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূললাহ্, আমি আমার চোখ ও কানকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্ র কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর ঝীগণের মধ্যে তিনি আমার সমকক্ষ ও প্রতিষ্ঠানী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আল্লাহ্-ভীতির ফলে রক্ষা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রা) তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে অপবাদ রটনাকারীদের মত অপবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন। ফলে তিনি খৎস্প্রাণ্ডের সাথে খৎস হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী ইবন শিহাব (র) বলেন, এ সমস্ত লোকের ঘটনা সম্পর্কে আমার কাছে যা পৌছেছে তা হলো এই ৪ উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ র কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ্ মহান! এ সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন স্ত্রীলোকের কাপড় খুলেও কোনদিন দেখিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরে তিনি আল্লাহ্ র পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

٢٨٣٦ حدَثَنَا عبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَمْلَى عَلَى هِشَامٍ بْنِ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْمَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبْلَغَنِي أَنْ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ . قَلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي

رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَاتَلَ لَهُمَا كَانَ عَلَىٰ مُسْلِمًا فِي شَيْئَهَا -

**৩৮৩৬** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কি এ সংবাদ পৌছেছে যে, আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে আলী (রা)-ও শামিল ছিলেন? আমি বললাম, না, তবে আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান ও আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিস নামক তোমার গোত্রের দুই ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে আয়েশা (রা) তাদের দুজনকে বলেছেন যে, আলী (রা) তার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন।

**৩৮৩৭** حَدَثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ وَأَتَلِّ قَالَ حَدَثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَثَنِي أُمُّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَاتَلَتْ بَيْنَنَا أَنَا قَاعِدَةُ أَنَا وَعَائِشَةُ أَذْ ولَجَتْ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانِ وَفَعَلَ، فَقَاتَلَتْ أُمُّ رُومَانَ وَمَا ذَاكَ؟ قَاتَلَتْ ابْنَ فِيمَنْ حَدَثَ الْحَدِيثُ قَاتَلَتْ وَمَا ذَاكَ؟ قَاتَلَتْ كَذَاهَا وَكَذَاهَا قَاتَلَتْ عَائِشَةَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَاتَلَتْ نَعَمْ قَاتَلَتْ وَأَبُو بَكْرٍ قَاتَلَتْ نَعَمْ فَخَرَتْ مَفْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمُّى بِنَافِضٍ ، فَطَرَرَتْ عَلَيْهَا شَيَابِهَا فَفَطَّيْتُهَا ، فَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَلَّتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَخْذَنَتْهَا الْحُمُّى بِنَافِضٍ ، قَالَ قَلَّعْلُ فِي حَبَّتِهِ بِهِ، قَاتَلَتْ نَعَمْ ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةَ فَقَاتَلَتْ وَاللَّهُ لَيْسَ حَلْفُ لَأَتَصِدِّقُونِي ، وَلَنْ يَنْقُضَنِي مَثِيَ وَمَثْكُومُ كَيْقَوْبَ وَبَنِيهِ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ عَلَىٰ مَا تَصِيفُونَ ، قَاتَلَتْ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَذْرَهَا ، قَاتَلَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا يَحْمُدُ أَحَدٌ وَلَا يُحَمَّدُ -

**৩৮৩৮** মুসা ইবনে ইসমাইল (র) ..... আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আয়েশা (রা) বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা প্রবেশ করে বলতে লাগল আল্লাহ অমুক অমুককে খৎস করুন। এ কথা শুনে উম্মে রুমান (রা) বললেন, তুমি কি বলছ? সে বলল, যারা অপবাদ রটিয়েছে তাদের মধ্যে আমার ছেলেও আছে। উম্মে রুমান (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি অপবাদ রটিয়েছে? সে বলল এই এই অপবাদ রটিয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, (এ কথা কি) রাসূলুল্লাহ (সা) শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকরও কি শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বেহঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হঁশ ফিরে আসলে তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জুর আসল। এরপর আমি একটি চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলাম। এরপর নবী (সা) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি অবস্থা? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জুর এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনার কারণে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় আয়েশা (রা) উঠে

বসলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) আমি যদি কসম করি, তাহলেও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আর যদি আমি ওয়র পেশ করি তবুও আমার ওয়র আপনারা কবূল করবেন না, আমার এবং আপনাদের উদাহরণ নবী ইয়াকৃব (আ) এবং তাঁর ছেলেদের উদাহরণের মতই। তিনি বলেছিলেন, “তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আমার সাহায্যস্থল।” উষ্মে রুমান (রা) বলেন, তখন নবী (সা) আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর [আয়েশা (রা)] পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাফিল করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করি আর কারো না, আপনারও না।

**৩৮৩৮** حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ : إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنِينِ وَتَقُولُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلِيكٍ وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِنَهَى نَزَلَ فِيهَا -

**৩৮৩৮** ইয়াহুইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশ পড়তেন এবং বলতেন এবং বলতেন। ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আয়েশা (রা) অন্যদের চাহিতে বেশি জানতেন। কেননা এ আয়াত তারই ব্যাপারে নাফিল হয়েছিল।

**৩৮৩৯** حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبَتْ أَسْبُ حَسَانٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَأَنْسَبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفَاعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَقَالَتْ عَائِشَةَ إِسْتَأْنَسَ النَّبِيُّ (ص) فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسِيبِي قَالَ لَأَسْلَكْنَكَ مِنْهُمْ كَمَا شُلِّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ فِرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَاماً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبَتْ حَسَانٌ وَكَانَ مِنْ كَثَرِ عَلَيْهَا -

**৩৮৩৯** উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... হিশামের পিতা [উরওয়া (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সম্মুখে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালি দিতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন, তাঁকে গালি দিও না। কেননা তিনি রাসুলল্লাহ (সা)-এর পক্ষ অবলম্বন করে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দাবাদ করার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তুমি কুরাইশদের নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করলে আমার বংশকে কি করে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনভাবে পৃথক করে রাখব যেমনভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে রাখা হয়। মুহাম্মদ (র) বলেছেন, উসমান ইব্ন ফারকাদ (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হিশাম (রা)-কে তাঁর পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালি দিয়েছি। কেননা তিনি ছিলেন আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ রট্টানকারীদের অন্যতম।

**٢٨٤٠** حَدَّثَنِي بِشْرٌ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضَّحْكِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعِنْهَا حَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ يُشَبِّهُ شِعْرًا يُشَبِّهُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ :

حَسَانٌ رَّزَانٌ مَاتَنْ بِرِيشَةٍ \* وَتُصْبِحُ غَرْثًا مِنْ لَحْوِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لِكَيْنَكَ لَسْتَ كَذَالِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقَلَّتْ لَهَا لِمْ تَأْذِنِي لَهُ أَنْ يُدْخُلَ عَلَيْكَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ قَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِي ، فَقَالَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْافِعُ أَوْ يَهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

**٣٨٤٠** বিশ্র ইবন খালিদ (র) ..... মাসরক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্সান ইবন সাবিত (রা) তাঁকে তাঁর নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর প্রশংসনা করে বলছেন, “তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশ্ত খান না অর্থাৎ গীবত করেন না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু আপনি তো একুপ নন। মাসরক (র) বলেছেন যে, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম যে, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন, “তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।” আয়েশা (রা) বলেন, অঙ্গতু থেকে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্সান ইবন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের সাথে মুকাবিলা করতেন অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করতেন।

٢١٩٩ . بَابُ غَزَوةِ الْحَدِيبِيَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُقْبِضِينَ إِذِيَّا يَعْنِيكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... الْآيةِ -

২১৯৯. অনুচ্ছেদ : হৃদায়বিয়ার যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী : মু'মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন (১৮)..... (১৮)

**٢٨٤١** حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَامَ الْحَدِيبِيَّةِ ، فَاصَابَنَا مَطْرًّا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) الصَّبَبَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَلَّتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ

وَيُفْضِلُ اللَّهُ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِنَ كَافِرٍ بِالْكُوْكِبِ وَأَمَا مَنْ قَالَ مُطْرِنًا بِنَجْمٍ كَذَّا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكِبِ كَافِرٌ بِنِ -

**৩৮৪১** খালিদ ইবন মাখলাদ (র) ..... যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (এ বৃষ্টির কারণে) আমার কতিপয় বাস্তা আমার প্রতি ঈমান এনে মু'মিন হয়েছে, আবার কেউ কেউ আমাকে অমান্য করে কাফের হয়েছে। যারা বলেছে, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর করুণা এবং আল্লাহর রিযিক প্রদানের পূর্বাভাস হিসাবে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং নক্ষত্রের প্রভাব অঙ্গীকারকারী (কাফের)। আর যারা বলেছে যে অনুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আমাকে অঙ্গীকারকারী কাফের।

**৩৮৪২** حَدَّثَنَا هُدَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَرْبَعَ عُمَرَ كَلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حَتَّىٰ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ -

**৩৮৪২** হৃদ্বা ইবন খালিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি উমরা পালন করেছেন। তিনি হজ্জের সাথে যে উমরাটি পালন করেছিলেন সেটি ব্যতীত সবকটিই যিলকাদাহ মাসে পালন করেছেন। হৃদায়বিয়ার নামক স্থানে তিনি যে উমরাটি পালন করেছিলেন তা ছিল যিলকাদাহ মাসে। হৃদায়বিয়ার পরবর্তী বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন, সেটি ছিল যিলকাদাহ মাসে এবং হনায়নের যুদ্ধলক্ষ সম্পদ যে জিস্রানা নামক স্থানে বন্টন করেছিলেন, সেখান থেকে যে উমরাটি করা হয়েছিল তাও ছিল যিলকাদাহ মাসে। আর তিনি হজ্জের সাথে একটি উমরা পালন করেন।

**৩৮৪৩** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْتَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ أَحْرِمْ -

**৩৮৪৩** সাইদ ইবন রাবী (র) ..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা করেছিলাম। এ সময় তাঁর সাহাবীগণ ইহুরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহুরাম বাঁধিনি।

**৩৮৪৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعَدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتَحْ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحًا وَتَحْنُ نَعْدُ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرَّضِيَّوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَذَّا مَعَ النَّبِيِّ

(ص) أربع عشرة مائة والحاديبيه بشر فتركتها فلم تترك شيئاً فيها قطرة فبلغ ذلك النبي (ص) فأتاها مجلس على شفريها ثم دعا باناء من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعها ثم صبه فيها فتركتها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ماشتنا نحن وركابنا -

**৩৮৪৪** উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র) ..... বারআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কে তোমরা মৌল বিজয় বলে মনে করছ। অথচ মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। কিন্তু হৃদায়বিয়ার দিনে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানকে আমরা মৌল বিজয় বলে মনে করি। সে সময় আমরা চৌদ্দশ সাহাবী নবী (সা) -এর সঙ্গে ছিলাম। হৃদায়বিয়া একটি কৃপ। আমরা তা' থেকে পানি উঠাতে উঠাতে তার মধ্যে এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখিনি। আর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি এসে সে কৃপের পাড়ে বসলেন। এরপর এক পাত্র পানি আনিয়ে ওয়ূ করলেন এবং কৃপি করলেন। পরিশেষে দোয়া করে অবশিষ্ট পানি কৃপের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ পর্যন্ত কৃপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। এরপর আমরা আমাদের নিজেদের ও আরোহী পশুর জন্য প্রচুর পানি কৃপ থেকে বের করলাম।

**৩৮৪৫** حَدَّثَنِيْ فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَعْيَنٍ أَبُو عَلَى الْحَرَانِيْ حَدَّثَنَا زَهْرَيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْبَرَادُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَوْمَ الْحَدِيبِيَّةِ الْفَأْ وَأَرْبِعَمَائِةِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَرَلُوا عَلَى بِيرٍ فَتَرَجُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَأَتَى الْبِيرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفَرِيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّتُوْنِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِنَاهَا فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوكُمَا سَاعَةً فَارْفُوا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحِلُوا -

**৩৮৪৫** ফাযল ইবন ইয়াকুব (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বারা ইবন আধিব (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, হৃদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন তাঁরা চৌদ্দশ কিংবা তার চেয়েও অধিক লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন তারা একটি কৃপের পার্শ্বে অবতরণ করেন এবং তা থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকেন। (এতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে যায়) তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে এ সংবাদ জানালেন। তখন তিনি কৃপটির কাছে এসে এর পাড়ে বসলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে এই কৃপের এক বালতি পানি নিয়ে আস। তখন তা নিয়ে দেয়া হলো। তিনি এতে থুথু ফেললেন এবং দোয়া করলেন। এরপর তিনি বললেন, এ থেকে কিছুক্ষণের জন্য তোমরা পানি উঠানো বন্ধ রাখ। এরপর সকলেই নিজেদের ও আরোহী জীবসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সংগ্রহ করলেন এবং পরে চলে গোলেন।

**৩৮৪৬** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطَشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحَدِيبِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) يَبْيَنُ يَدِيهِ رَكْوَةً فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءً فَتَوَضَّأَ بِهِ وَلَا نَشْرُبُ أَلَا مَا فِي رَكْوَتَكَ

قَالَ فَوْضَعَ النَّبِيُّ (ص) يَدَهُ فِي الرُّكُوْفِ فَجَعَلَ الْمَاءَ يَغُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعَيْنَيْنِ قَالَ فَشَرِّبَتَا فَقَلَّتْ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَنِي؟ قَالَ لَوْ كُنْتُ مِائَةً أَلْفٍ لِكَفَانَا كُنْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً۔

**٣٨٤٦** ইউসুফ ইবন ঈসা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ার দিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় রাসূলগ্রাহ (সা)-এর নিকট একটি চর্মপাত্র ভর্তি পানি ছিল মাঝ। তিনি তা দিয়ে ওয় করলেন। তখন লোকেরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বললেন, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আপনার চর্মপাত্রের পানি ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কোন পানি নেই যার দ্বারা আমরা ওয় করব এবং যা আমরা পান করব। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) তাঁর মুবারক হাতখানা ঐ চর্ম পাত্রে রাখলেন। অমনি তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যস্থল থেকে ঘরনাধারার মত পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল। জাবির (রা) বলেন, আমরা সে পানি পান করলাম এবং তা দিয়ে ওয় করলাম। [সালিম (র) বলেন] আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন কত জন লোক ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও এ পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম তখন পনেরশ লোক মাঝ।<sup>۱</sup>

**٣٨٤٧** حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُبَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ بْلَغَنِيْ أَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً الَّذِينَ بَأْيَمُوا النَّبِيَّ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ أَبُو دَاؤِدٍ حَدَّثَنَا قَرْرَةُ عَنْ قَنَادَةَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤِدٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ

**٣٨٤٧** সালত ইবন মুহাম্মদ (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাইদ ইবন মুসার্যিব (রা)-কে বললাম, আমি শুনতে পেয়েছি যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলতেন, তারা (হৃদায়বিয়ার যুক্তে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা) চৌক্ষণ্য ছিল। সাইদ (রা) আমাকে বললেন, জাবির (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হৃদায়বিয়ার যুক্তে যারা নবী (সা)-এর হাতে বায়আত এহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনেরশ। আবু দাউদ কুররা (র)-এর মাধ্যমে কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) (অন্য সনদে) শু'বা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. হৃদায়বিয়ার যুক্তে রাসূলগ্রাহ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌক্ষণ্য, কোন হাদীসে পনেরশ আবাব কোন হাদীসে তেরশ'র কথা উল্লেখ আছে। আসলে সংখ্যা কত, এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কিরমানী (র) বলেছেন, যারা বৃক্ষ, যুবক ও কিশোর সকলকে গণনা করেছেন, তারা বলেছেন পনেরশ, আর যারা বৃক্ষ ও যুবকদেরকে গণনা করেননি তারা বলেছেন চৌক্ষণ্য, আর যারা তথ্য বৃক্ষদেরকে গণনা করেছেন, তারা বলেছেন তেরশ। মূলত এ কথার মধ্যে কোন সংঘাত নেই। এর জবাবে আল্লামা নববী (র) বলেছেন, সাহাবাদের সংখ্যা চৌক্ষণ্য'র কিছু বেশি ছিল। কেউ ভগ্নাংশ সহ পনেরশ উল্লেখ করেছেন। আবাব কেউ ডগ্রাংশ বাদ দিয়ে চৌক্ষণ্য বর্ণনা করেছেন। আর যারা তেরশ উল্লেখ করেছেন, মূলত তাদের সংখ্যা আনা ছিল না।

**৩৪৮** حَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفِيَّانَ قَالَ عَمْرُو سَمِعَتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنْتُمْ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ \* تَابِعَةً الْأَعْمَشِ سَمِعَ سَالِمًا جَابِرًا الْأَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْءَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَفْقَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ الْأَلْفًا وَأَلْفَيْمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمْ ثُمَّ مُهَاجِرَتْ -

**৩৪৮** আলী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হৃদায়বিয়ার যুক্তের দিন আমাদেরকে বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌক্ষিক। আজ আমি যদি দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে বৃক্ষ-স্থানটি দেখিয়ে দিতাম। আমাশ (র) হাদীসটি সালিম (রা)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে সুফর্যান (র)-এর অনুলুপ্ত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হৃদায়বিয়ার সঙ্গের দিন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল চৌক্ষিক। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয় (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আবু আউফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, গাছের নিচে বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল তেরশ। সৈন্যদের মধ্যে আসলাম গোত্রের সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল মুহাজিরগণের মোট সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ।

**৩৪৯** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يَقْبِضُ الصَّالِحَاتِ الْأَوَّلَ فَالْآخِلُ، وَتَبَقَّى حَفَّةً كَحْفَالَةِ التَّفْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا -

**৩৪৮ ৭** ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ..... কায়েস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হৃদায়বিয়ার সঙ্গের দিন বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণকারী সাহাবী মিরদাস আসলামীকে বলতে শুনেছেন যে, পুণ্যবান লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর অবশিষ্ট থাকবে খেজুর ও যবের ছালের মত কতিপয় নিষ্পত্তিরের লোক, যাদের কোন পরওয়া আল্লাহ করবেন না।

**৩৫০** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الرَّزْفِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَخْرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بَنِي الْحَلِيفَةِ قَلَدَ الْمَهْنَى وَأَشْفَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لَا يَخْسِى كَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ سُفِيَّانَ حَتَّىٰ سَمِعْتَهُ يَقُولُ لَا أَحْفَظُ مِنَ الرَّزْفِيِّ الْإِشْعَارَ فَالْتَّقْلِيدَ فَلَا أَدْرِي يَعْنِي مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالْتَّقْلِيدِ أَوِ الْحَدِيثِ كُلَّهُ -

**৩৫০** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, হৃদায়বিয়ার বছর নবী (সা) এক হাজারেরও অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে

মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছে তিনি কুরবানীর পশ্চর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, (কুরবানীর পশ্চর) কুজ কাটলেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ হাদীস সুফিয়ান থেকে কতবার শনেছি তার সংখ্যা আমি নির্ণয় করতে পারছি না। পরিশেষে তাঁকে বলতে শনেছি, যুহুরী থেকে কুরবানীর পশ্চর গলায় কিলাদা বাধা এবং ইশআর করার কথা আমার স্মরণ নেই। রাবী আলী ইবন আবদুল্লাহ বলেন, সুফিয়ান এ কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। তিনি কি এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, যুহুরী থেকে ইশআর ও কিলাদা কথা তাঁর স্মরণ নেই, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলতে চেয়েছেন।

**٢٨٥١** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ وَرَقَاءَ عَنْ أَبِي نَجِيبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عَجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَأَهُ وَقَمَلَهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِنُكَ هَوَامِكَ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحَدِيثِيَّةِ . لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِتْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُطْعِمَ فَرِقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ أَوْ يُهْدِي شَاءَ أَوْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -

**৩৮৫১** হাসান ইবন খালাফ (র) ..... কাব ইবন উজরা (বা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (তার মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে ঝরে পড়ছে। তখন তিনি বললেন, কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হৃদায়বিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর মাথা মুগিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। তখন সাহাবিগণ মঙ্গা প্রবেশ করার জন্য খুবই উদ্যোগ হয়ে উঠেছিলেন। হৃদায়বিয়াতেই তাদেরকে হালাল হয়ে যেতে হবে এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে বর্ণন করেননি। তাই আল্লাহ ফিদইয়ার হৃকুম নাফিল করলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়ানোর অথবা একটি বকরী কুরবানী করার অথবা তিন দিন রোধা পালন করার নির্দেশ দিলেন।

**٢٨٥٢** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ عَمِّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ فَلَحِقْتُ عُمَرَ امْرَأَةً شَابَةً فَقَاتَلَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَلَكَ نَوْجِيَ وَتَرَكَ صَبِيَّةً صِفَارَاً وَاللَّهُ مَا يَنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلَا هُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلُوهُمُ الْخَبْيَعُ وَأَنَا بِنْتُ حُفَافٍ بْنِ أَيْمَانَ الْفِقَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحَدِيثِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَوَقَّفَ مَعْهَا عَمِّي وَلَمْ يَغْضِ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحِبًا بِنْسَبَ قَرِيبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرَ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَامِمًا طَعَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيابًا ثُمَّ نَوَّلَهَا بِخَطَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ افْتَادِيهِ فَلَمْ يَقْنِي حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخِتَرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْرَتْ لَهَا قَالَ عُمَرُ : ثَكِلْتَ أَمْكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى هَذِهِ وَآخَاهَا قَدْ حَاصِرا

حِمْنَةٌ زَمَانًا فَأَفْتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحَنَا نَسْتَقْنِي سَهْمَانَهُمَا فِيهِ -

**৩৮৪১** ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইবন খাতাব (রা)-এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহর ক্ষম, তাদের আহারের জন্য পাকানোর মত কোন বকরীর খুরাও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল উট, বকরী। পোকা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে অর্থে আমি হলাম খুফাফ ইবন আয়মা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী (সা)-এর সঙ্গে হৃদায়বিয়ার যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর (রা) তাকে অতিক্রম না করে পার্শ্বে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তাঁরা তো আমার খুব নিকটেরই মানুষ। এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বক্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উটের পৃষ্ঠে উঠিয়ে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি তাকে খুব বেশি দিলেন। উমর (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক।<sup>১</sup> আল্লাহর ক্ষম, আমি দেখেছি এ মহিলার আবো ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে তা জয়ও করেছিলেন। এরপর ঐ দুর্গ থেকে অর্জিত তাদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলক্ষ সম্পদের দাবি করি (এবং কিছু অংশ আমরা নিজেরা গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ তাদেরকে দেই।)

**৩৮৫৩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارٍ أَبُو عَمْرُو الْفَزَارِيِّ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَاتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ لَمْ أَقْتُلْهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفَهَا قَالَ مَحْمُودٌ لَمْ اسْتِنْهَا بَعْدَ -

**৩৮৫৪** মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... মুসায়িব (ইবন হ্যন) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (যে বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল) আমি সে বৃক্ষটি দেখেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন সেখানে আসলাম তখন আর তা চিনতে পারলাম না। মাহমুদ (র) বলেন, (মুসায়িব ইবন হ্যন বলেছেন) পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

**৩৮৫৪** حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِيقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصْلِلُونَ قَلْتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ

১. এটি একটি প্রবাদ বাক্য। এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

(ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، قَالَ فَلَمَّا حَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نُسِيَّنَا هَا فَلَمْ تَنْذِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ص) لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنَّكُمْ فَانْتُمْ أَعْلَمُ -

**৩৮৫৪** মাহমূদ (র) ..... তারিক ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে যাওয়ার পথে নামায়রত এক কাওমের নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাদেরকে বললাম, এ জায়গাটি কিরূপ নামায়ের স্থান? তারা বললেন, এটা সেই বৃক্ষ যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) (সাহাবীদের থেকে) বায়আতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন। এর পর আমি সাঈদ ইবন মুসায়িব (র)-এর কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন সাঈদ (ইবন মুসায়িব) (র) বললেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বৃক্ষটির নিচে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন! মুসায়িব (রা) বলেছেন, পরবর্তী বছর আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আমরা আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করতে পারলাম না। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সাঈদ (র) বললেন, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবিগণ (এখানে উপস্থিত হয়ে বায়আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও) তা চিনতে পারলেন না আর তোমরা তা চিনে ফেলেছে; তাহলে তোমরা কি তাদের চেয়েও অধিক বিজ্ঞ?

**৩৮৫৫** حدَثَنَا مُوسَىٰ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَثَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ بَائِعَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَّتْ عَلَيْنَا -

**৩৮৫৫** مুসা (র) ..... মুসায়িব (রা) থেকে বর্ণিত, বৃক্ষের নিচে যাঁরা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর আমরা আবার সে গাছের স্থানে উপস্থিত হলে আমরা গাছটিকে চিনতে পারলাম না। গাছটি আমাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল।

**৩৮৫৬** حدَثَنَا قَبِيْصَةَ حَدَثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِّكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا -

**৩৮৫৬** কাবীসা (র) ..... তারিক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইবন মুসায়িব (রা)-এর কাছে সে গাছটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বৃক্ষের নিচে বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

**৩৮৫৭** حدَثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ أَبْيَ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَلِ أَبِي أَوْفَىٰ

**৩৮৫৭** আদাম ইবন আবু ইয়াস (র) ..... আমর ইবন মুররা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

বৃক্ষের নিচে বায়আতকারী সাহাৰী আবদুল্লাহ ইবন আবু আউফাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বৰ্ণনা করেছেন, কোন কওম নবী (সা)-এর কাছে সাদ্কার অৰ্থ নিয়ে আসলে তিনি তাদেৱ জন্যে দোয়া করে বলতেন, “হে আল্লাহ! আপনি তাদেৱ প্ৰতি রহমত বৰ্ষণ কৰুন।” এ সময় আমাৱ পিতা তাঁৰ কাছে সাদ্কার অৰ্থ নিয়ে আসলে তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! আপনি আবু আউফার বংশধৰদেৱ প্ৰতি রহমত বৰ্ষণ কৰুন।”

**৩৮৫৮** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَمِيرٍ قَالَ لِمَنْ كَانَ يَوْمَ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعِبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ أَبْنُ رَزِيدٍ عَلَى مَا يُبَايِعُ أَبْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسُ؟ قَيْلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا يُبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحَدِيبَيَّةَ۔

**৩৮৫৯** **ইসমাইল** (র) ..... আব্বাদ ইবন তামীম (র) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, হাররার ঘটনার দিন যখন লোকজন আবদুল্লাহ ইবন হানযালা (রা)-এর হাতে বায়আত গ্ৰহণ কৰেছিলেন, তখন ইবন যায়দ (রা) জিজ্ঞাসা কৰলেন, ইবন হানযালা (রা) লোকদেৱকে কিসেৱ উপৰ বায়আত গ্ৰহণ কৰছেন? তখন তাঁকে বলা হল, মৃত্যুৰ উপৰ বায়আত গ্ৰহণ কৰেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এৱে এ ব্যাপারে আমি আৱ কাৰো হাতে বায়আত গ্ৰহণ কৰিব না। তিনি হৃদায়বিয়াৰ সক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এৱে সাথে অংশগ্ৰহণ কৰেছিলেন।

**৩৮৬০** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيَّاْسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُلُّنَا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَصْرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَطَلُّ فِيهِ۔

**৩৮৬১** **ইয়াহইয়া ইবন ইয়ালা মুহারিবী** (র) ..... ইয়াস ইবন সালামা ইবন আকওয়া (র) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে অংশগ্ৰহণকাৰী আমাৱ পিতা আমাৱ নিকট বৰ্ণনা কৰেছেন। তিনি বলেন, আমৱা নবী (সা)-এৱে সঙ্গে জুম'আব, নামায আদায় কৰে যখন বাড়ি কিৱতাম তখনও প্ৰাচীৱেৰ নিচে ছায়া পড়ত না, যাৰ ছায়ায় বসে আৱাম কৰা যায়।

**৩৮৬২** حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عَبْدٍ قَالَ قَلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَبِيَعُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ الْحَدِيبَيَّةَ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ -

**৩৮৬৩** **কুতায়বা ইবন সাঈদ** (র) ..... ইয়ায়ীদ ইবন আবু উবাইদ (র) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামা ইবন আকওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা কৰলাম, হৃদায়বিয়াৰ দিন আপনাৱা কিসেৱ উপৰ রাসূলুল্লাহ (সা)-এৱে হাতে বায়আত কৰেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুৰ উপৰ।

**৩৮৬৪** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ

بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَلَّتْ طُوئِي لَكَ صَحِيفَتْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَبَأَيْعَثَتْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَّثْنَا بَعْدَهُ -

**৩৮৬১** আহমাদ ইবন আশকা (র) ..... মুসায়িব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বারা ইবন আধিব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বললাম, আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং বৃক্ষের নিচে তাঁর হাতে বায়আতও করেছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা, তুমি তো জান না, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইতিকালের পর আমরা কি করেছি।

**৩৮৬২** حدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَأَيَّعَ النَّبِيَّ (ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ -

**৩৮৬২** ইসহাক (র) ..... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইবন দাহহাক (রা) তাকে জানিয়েছেন, তিনি গাছের নিচে নবী (সা)-এর হাতে বায়আত করেছেন।

**৩৮৬২** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُطَمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قَالَ الْحَدِيْبِيَّةَ قَالَ أَصْنَابَةَ هَنِئْنَا مُرِيْنَا فَمَا لَنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ، قَالَ شَعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثَتْ بِهَذَا كَيْفَيَةً عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَعَنْ أَنَسٍ وَآمَّا هَنِئْنَا مُرِيْنَا فَعَنْ عِكْرِمَةَ -

**৩৮৬৩** আহমাদ ইবন ইসহাক (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, “নিচয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়”। তিনি বলেন : এ আয়াতিতে —  
فَتَحْنَا مُبِينًا— বলে হৃদায়বিয়ার সঙ্কিকেই বোঝানো হয়েছে। (আয়াতটি নাফিল হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবিগণ বললেন, (আপনার জন্য তো) এটা খুশী ও আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা’আলা নাফিল করলেন, “এটা এ জন্য যে, তিনি মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীগণকে দাখিল করবেন জানাতে।” উ’বা (রা) বলেন, এরপর আমি কৃষ্ণ পৌছলাম এবং কাতাদা থেকে বর্ণিত হাদীসটির সবটুকু বর্ণনা করলাম, এরপর কৃষ্ণ থেকে ফিরে

১. ৬ হিজরী মোতাবেক ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (সা) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাত্তিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে উমরা করতে বাধা দিবে, এ আশংকায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হৃদায়বিয়ায় শিক্ষিয় স্থাপন করেন। এরপর আল্লাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে সক্ষি হয়। সক্ষির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও রাসূলুল্লাহ (সা) শাস্তির খাতিরে তা মেনে নিয়েছিলেন। সক্ষির শর্তানুযায়ী উমরা না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সুরাটি অবজীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সক্ষিকে আল্লাহ স্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝ যাচ্ছে যে, কেবল জাহিরী বিজয়ই প্রকৃত বিজয় নয়। বরং জাহিরের বিপরীত অবস্থাতেও বিজয় নিহিত থাকে কখনো।

সে কাতাদাকে সবকিছু জানালে তিনি বললেন, এর অর্থ হৃদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত বায়আতে  
রিদওয়ান) আয়াতখানা আনাস থেকে বর্ণিত। আর মৈন্তি মৈন্তি কথাটি ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত।

**২৮৬৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَجْزَاهُ بْنِ زَاهِيرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ  
وَكَانَ مِنْ شَهِيدِ الشَّجَرَةِ قَالَ إِنِّي لَوْقَدْ تَحْتَ الْقَدْرِ لِحَقْوَمِ الْحُمْرِ إِذْ نَادَى مَنَادِي رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنْ  
رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَنْهَاكُمْ عَنْ لَحْوَمِ الْحُمْرِ وَعَنْ مَجْزَاهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ أَهْبَانُ  
بْنُ أَوْسٍ وَكَانَ اِشْتَكِيَ رُكْبَتِهِ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً۔

**৩৮৬৪** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... মাজ্যা ইবন যাহির আসলামী (র)-এর পিতা “যিনি রাসূলুল্লাহ  
(সা)-এর হাতে হৃদায়বিয়ার গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন” তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন,  
একদা আমি ডেকচিতে করে গাধার গোশত পাকাতে ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ  
থেকে তাঁর মুনাদী (ঘোষক আবু তালিহ) ঘোষণা দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদেরকে গাধার  
গোশত থেতে নিষেধ করেছেন। (অন্য এক সনদে) মাজ্যা (র) অপর এক ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ বৃক্ষের  
নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী উহবান ইবন আউস (রা) থেকে এ হাদীসটি  
বর্ণনা করেছেন। তাঁর [উহবান ইবন আউস (রা)]-এর হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি নামায  
আদায় করার সময় হাঁটুর নিচে বালিশ রাখতেন।

**২৮৬৫** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ  
عَنْ سُوْفَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابَهُ أَتَوْا بِسُوْفَيْدِ فَأَكَلُوهُ \*  
تَابَعَهُ مَعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ -

**৩৮৬৫** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী  
সাহাবী সুওয়াইদ ইবন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের জন্য ছাতু আনা  
হত। তাঁরা পানিতে শুলিয়ে তা খেয়ে নিতেন। মুআয় (র) শুবা (র) থেকে ইবন আবু আদী (র) বর্ণিত  
হাদীসের অনুকরণ বর্ণনা করেছেন।

**২৮৬৬** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا شَادَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَتْ عَائِدَةُ بْنَ عَمْرِي  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يَنْقُضُ الْوَتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتُ مِنْ  
أَوْلَى لِفَلَأَ تَوْتِرْ مِنْ أَخْرِيهِ -

**৩৮৬৬** মুহাম্মদ বিন হাতিম ইবন বায়ী' (র) ..... আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, গাছের  
নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী নবী (সা)-এর সাহাবী আয়েয় ইবন আমর (রা)-কে

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বিতর নামায কি দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে? তিনি বললেন, রাতের প্রথম ভাগে একবার বিত্র আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার রাতের শেষে আর আদায় করবে না।

**২৮৬৭** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَكْتُكَ أُمُّكَ يَا عُمَرْ نَزَّتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثَلَاثَ مَرَأَتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرْ فَخَرَّكَتْ بَعْرِيَ لَمْ تَقْدُمْتُ أَمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزَلَ فِي قُرْآنٍ فَمَا نَشِيبُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِنِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَى الْلَّيْلَةِ سُورَةً لَهِ أَحَبُّ إِلَيْيِ مَا طَلَعَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَمْ قَرَأْ : إِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا -

**৩৮৬৭** آবادুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) ..... আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোন এক সফরে রাত্রিকালে চলছিলেন। এ সফরে উমর (রা)-ও তাঁর সাথে চলছিলেন। এক সময় উমর ইবন খাতাব (রা) তাঁকে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন উত্তর করলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তবুও তিনি তাকে কোন জবাব দিলেন না। এরপর আবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারও তার কোন উত্তর দিলেন না। তখন উমর ইবন খাতাব (রা) নিজেকে লঙ্ঘ করে মনে মনে বললেন, হে উমর! তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক। তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনবার পীড়াপীড়ি করলে। কিন্তু কোনবারই তিনি তোমাকে উত্তর দেননি। উমর (রা) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে তাড়া দিয়ে মুসলমানদের সামনে চলে যাই। কারণ আমি আশংকা করছিলাম যে, হয়তো আমার সম্পর্কে কুরআন শরীফের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে। এ কথা বলে আমি বেশি দেরি করিনি এমতাবস্থায় শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি চীৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, আমার সম্পর্কে হয়তো কুরআন নায়িল হয়েছে। এ মনে করে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা নায়িল হয়েছে যা আমার কাছে সূর্য উদিত পৃথিবী থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি আন্ত ফের্ত করলেন।

**২৮৬৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّزْفِيَّ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَبَيْتَنِي مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ الْمُسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكِيمِ يَزِيدَ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ أَخْرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فِي بِضَعْ عَشْرَةِ مَائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا آتَى ذَا الْحَلِيفَةَ قَدَّ الْمَهْدَى وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمُرِهِ وَبَعْثَ عَيْنَاهُ لَهُ مِنْ خُرَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ (ص) حَتَّى كَانَ يَغْدِيرُ الْأَشْطَاطَ

أَتَاهُ عَيْنَهُ قَالَ إِنْ قَرِيشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِينَ ، وَهُمْ مُقَاطِلُوكَ وَصَانُوكَ عَنِ الْبَيْتِ  
وَمَا يَعْوَكَ فَقَالَ أَشِيرُوكَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىٰ أَنْ تَرْفَعَ أَنْ أَمْلَىٰ إِلَيْهِمْ وَذَرَارِيَ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرِينُونَ أَنْ  
يَصُنُّونَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ قَدْ قَطَعَ عَيْنَاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْأَتْرَكَامَ مَحْرُوبِينَ ،  
قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلًا حَدًّا وَلَا حَرْبًا أَحَدٌ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا  
عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ، قَالَ أَمْضُوا عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ -

**৩৮৬৮** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও মারওয়ান ইবন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তারা একে অন্যের চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেন, হৃদায়বিয়ার বছর নবী করীম(সা) এক হাজারের অধিক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তারা শুল ছলায়ফা পৌছে কুরবানীর পশ্চ গলায় কিলাদা বাঁধলেন, ইশ'আর করলেন।<sup>১</sup> সেখান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, এবং খুয়াআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। পরে নবী (সা) নিজেও সেদিকে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে গাদীরূপ আশ্রাত নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রেরিত গোয়েন্দা এসে তাঁকে বলল, কুরাইশরা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে এসে আশ্রাত নামক স্থানে জমায়েত হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বাযতুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দিবে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও এবং বল, যারা আমাদেরকে বাযতুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দেয়ার ইচ্ছা করছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্তানিদের উপর ঝাপিয়ে পড়ব? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন, যিনি মুশরিকদের থেকে একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। আর যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তাহলে আমরা তাদের পরিবার এবং অর্থ-সম্পদ থেকে বিরত থাকব এবং তাদেরকে তাদের পরিবার ও অর্থ সম্পদ থেকে বিছিন্ন করে দেব। তখন আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আপনি তো বাযতুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, কাউকে হত্যা করা এবং কারো সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তো এখানে আসেননি। তাই বাযতুল্লাহর দিকে অগ্রসর হোন। যে আমাদেরকে তা থেকে বাধা দিবে আমরা তার সাথে লড়াই করব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (ঠিক আছে) চলো আল্লাহর নামে।

**৩৮৬৯** حَدَثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَثَنِي أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزَبِيرِ  
أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ وَالْمِسْوَدَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي عُمَرَ  
الْحَدِيثِيَّةِ ، فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَهْلَ بْنَ عَمْرِي يَوْمَ الْحَدِيثِيَّةِ  
عَلَىٰ قَضِيَّةِ الْمُدْدَةِ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سَهْلُ بْنُ عَمْرِي أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيَكَ مِنْ أَحَدًا وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ الْأَ

১. কুরবানীর পশ জর্ম করতঃ প্রবাহিত রক্ত দারা তা কুরবানীর পশ হিসেবে চিহ্নিত করাকে ইশ'আর বলা হয়।

رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا وَخَلَقْتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَبْلَى سَهِيلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَأَعْضُوْهُ فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبْلَى سَهِيلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِلَّا ذَلِكَ كَاتِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَرَدَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَا جَنَدِ بْنَ سَهِيلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سَهِيلٍ ابْنِ عَمْرِي، وَمَنْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَحَدُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَهُ فِي تِلْكَ الْمُدْدَةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ أُمُّ كُلُّنُّمْ بِنْتُ عَقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعِيطٍ مِّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَهِيَ عَاقِبَةُ جَاءَهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَيْ يَرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَرْفَةُ بْنُ الْزُّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهِذِهِ الْأَيْةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ وَعَنْ عَمَّهُ قَالَ بَلَغْنَا حِينَ أَمْرَ اللَّهُ رَسُولُهُ (ص) أَنْ يُرْدَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَلَا يَنْقُضُ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَهُ بِطْوَلِهِ -

**৩৮৬৯** ইসহাক (র) ..... উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ান ইবন হাকাম এবং মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) উভয়ের থেকে হৃদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উমরা আদায় করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের থেকে উরওয়া (রা) আমার (মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব) নিকট যা বর্ণনা করছেন তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সুহায়ল ইবন আমরকে হৃদায়বিয়ার দিন সক্ষিনামায় যা লিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহায়ল ইবন আমরের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিল এই ৪ আমাদের থেকে যদি কেউ আপনার কাছে চলে আসে তবে সে আপনার দীনে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে এবং তার ও আমাদের মধ্যে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। এ শর্ত মেনে না নিলে সুহায়ল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সক্ষি করতেই অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করে। এ শর্তটিকে মু'মিনগণ অপছন্দ করলেন এবং এতে তারা অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হলেন ও এর বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করলেন। কিন্তু যখন সুহায়ল এ শর্ত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছুঁকি সম্পাদনে অঙ্গীকৃতি জানাল তখন এ শর্তের উপরই রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সক্ষিপ্ত লেখালেন। এবং আবু জানদাল ইবন সুহায়ল (রা)-কে এ মুহূর্তেই তার পিতা সুহায়ল ইবন আমরের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সক্ষির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্যে যারাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে চলে আসতেন, মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন। এ সময় কিছুসংখ্যক মুসলিম মহিলা হিজরত করে চলে আসেন। উদ্দেশ্যে কুলহুম বিন্ত উকবা ইবন আবু মু'আইত (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি হিজরতকারিণী একজন যুবতী মহিলা। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে পৌছলে তার পরিবারের লোকেরা নবী (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। এসময় আল্লাহু পাক মু'মিন মহিলাদের সম্পর্কে যা নায়িল করার তা নায়িল করলেন। বর্ণনাকারী ইবন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, নবী (সা)-এর সহধর্মী আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হিজরতকারিণী মু'মিন মহিলাদেরকে

পরীক্ষা করতেন। আয়াতটি হল এই : হে নবী! মু'মিন মহিলাগণ যখন আপনার নিকট আসে ..... [শেষ পর্যন্ত (৬০ & ১২)]। (অন্য সনদে) ইব্ন শিহাব (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ বিবরণও পৌছেছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুশরিক স্বামীর তরফ থেকে হিজরতকারী মুসলমান স্ত্রীকে দেওয়া মুহারানা মুশরিক স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবু বাসীর (রা)-এর ঘটনা সহলিত হাদীসও আমাদের নিকট পৌছেছে। এরপর তিনি আবু বাসীর (রা)-এর ঘটনা সহলিত হাদীসটি বিজ্ঞারিতভাবে বর্ণনা করলেন।

**২৮৭** حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَدِرًا فِي الْفِتْنَةِ، فَقَالَ أَنِّي صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُمَا كَمَا صَنَعْتُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَهْلُ بِعُمْرَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَانَ أَهْلُ بِعُمْرَةِ عَامِ الْحُدَيْبِيَّةِ.

**৩৮৭০** কুতায়বা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার যমানায় (হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের মক্কা আক্রমণের সময়) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমরা পালন করার নিয়তে রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি আমাকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা যা করেছিলাম এ ক্ষেত্রেও আমরা তাই করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু হৃদায়বিয়ার বছর উমরার ইহুরাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন তাই তিনিও উমরার ইহুরাম বেঁধে যাত্রা করলেন।

**২৮৭১** حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ أَهْلٍ وَقَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِيْ وَبَيْنِهِ لَفَعْلَتْ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ (ص) هِبَّ سَأَنْتُ كُفَّارُ قُرْيَشٍ بَيْنَهُ وَتَلَاهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

**৩৮৭১** মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার বছর তিনি (উমরার) ইহুরাম বেঁধে বললেন, যদি আমার আর তার (যিয়ারতে বায়তুল্লাহর) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ কাফিররা বায়তুল্লাহর যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) যা করেছিলেন আমিও ঠিক তাই করব। এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন, “তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

**২৮৭২** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقْمَتَ الْعَامَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَحَالَ كُفَّارُ قُرْيَشٍ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ (ص) هَدَيَاةً وَحَلْقَ وَقَصْرَ أَصْنَابَهُ ، وَقَالَ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَإِنْ خَلَّ بَيْنِيْ وَبَيْنِ الْبَيْتِ طَفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِيْ وَبَيْنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ

الله (ص) فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أُرِيَ شَانَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرِتِي  
فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَيْنَا وَاحِدًا حَتَّىٰ حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا۔

**৩৮৭২** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা ও মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন ছেলে তাঁকে [আবদুল্লাহ (রা)-কে] লক্ষ্য করে বলেন, এ বছর আপনি মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখলেই উত্তম হত। কারণ আমি আশংকা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ শরীফ যেতে পারবেন না। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথে কুরাইশ কাফেররা বায়তুল্লাহর ধিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) তাঁর কুরবানীর পশ্চালে যবেহ করে মাথা কামিয়ে ফেললেন। সাহাবিগণ চুল ছাঁটলেন। (এরপর তিনি বললেন) আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার জন্য উমরার আদায় করা আমি ওয়াজিব করে নিয়েছি। যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছেন আমি তাই করব। এরপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলে বললেন, আমি হজ্জ এবং উমরার বিষয়টি একই মনে করি। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার হজ্জকেও উমরার সাথে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। এরপর তিনি উভয়ের জন্য একই তওয়াফ এবং একই সায়ী করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম খুলে ফেললেন।<sup>১</sup>

**৩৮৭৩** حدَثَنِي شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النُّضْرُ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَدَرُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ عُمَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَىٰ فَرَسِلَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِيَ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُولَ اللَّهِ (ص) يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَأْيَعَهُ عِنْدَ اللَّهِ تُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرْسِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلْتَمُ لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّىٰ بَأْيَعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَهُوَ الَّذِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرَةِ ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِثُونَ بِالنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْظُرْ مَا شَانَ النَّاسُ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَوَجَدُوهُمْ يُبَايِعُونَ فَبَأْيَعَ تُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَأْيَعَ -

**৩৮৭৩** শুজা' ইবন ওয়ালীদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে থাকে যে, ইবন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তবে (মূল ১. হানাফী মতে হজ্জ ও উমরার ইহরাম একত্রে বাধা হলে হজ্জ ও উমরার জন্য আলাদা আলাদাভাবে তওয়াফ ও সায়ী করতে হয়।

ঘটনা ছিল এই যে) হৃদায়বিয়ার দিন উমর (রা) (তাঁর পুত্র) আবদুল্লাহ (রা)-কে এক আনসারী সাহাবার কাছে রাখা তাঁর ঘোড়াটি আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি এর উপর আরোহণ করে লড়াই করতে পারেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) বৃক্ষের কাছে (লোকদের) বায়আত গ্রহণ করছিলেন। বিষয়টি উমর (রা) জানতেন না। আবদুল্লাহ (রা) তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে পরে ঘোড়াটি আনার জন্য গেলেন এবং ঘোড়াটি নিয়ে উমর (রা)-এর কাছে আসলেন। এ সময় উমর (রা) যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিলেন। তখন আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা) তাঁর [আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)] সাথে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই লোকেরা এ কথা বলাবলি করছে যে, ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (অন্য সনদে) হিশাম ইব্ন আম্বার (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হৃদায়বিয়ার সঙ্গিক দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে যে লোকজন ছিলেন তারা সকলেই ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। এক সময় তাঁরা নবী (সা)-কে ঘিরে দাঁড়ালে উমর (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, হে আবদুল্লাহ! দেখতো মানুষের কি হয়েছে? তাঁরা এভাবে ভিড় করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ইব্ন উমর (রা) দেখতে পেলেন যে, তাঁরা বায়আত গ্রহণ করছেন। তাই তিনিও বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর উমর (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন। তিনিও রওয়ানা করে এসে বায়আত গ্রহণ করলেন।

٢٨٧٤

حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعْمَى حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدِيثِهِ إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فَطَفَنَا مَعَهُ وَصَلَّى مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكُنْتُ نَسْتَرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ۔

৩৮৭৪ ইব্ন নুমাইর (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যখন উমরাতুল কায়া আদায় করেন; তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে তওয়াফ করলাম। তিনি নামায আদায় করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করলেন। মকাবাসীদের কেউ যাতে কোন কিছুর দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে না পারে সেজন্য সর্বদা আমরা তাঁকে আড়াল করে রাখতাম।

٢٨٧٥

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْطَحْقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ لِمَا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حَنْيفٍ مِنْ صَفَّيْنَ أَتَيْنَاهُ سَتْخِرْبَهُ فَقَالَ أَتَهُمُوا السَّرْأَى فَلَقْدَ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطَعْتُ أَنْ أَرْدِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ وَمَا وَضَعَنَا أَسْتِيافَنَا عَلَى عَوَاقِنَنَا لِأَمْرٍ يُقْطِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَنَا بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ مَا نَسْدَدُ مِنْهَا خُصْمًا إِلْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمًا مَا نَذَرَ كَيْفَ تَأْتِي لَهُ

**৩৮৭৫** হাসান ইব্ন ইসহাক (র) ..... আবু হাসীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ওয়াইল (র) বলেছেন যে, সাহল ইব্ন হুলাইফ (রা) যখন সিফ্ফীন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আমরা তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, নিজেদের মতামতকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে। আবু জানদাল (রা)-এর ঘটনার দিন আমি আমাকে (আল্লাহর পথে) দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারলে উপেক্ষা করতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর কোন দৃশ্যাধ্য কাজের জন্য আমরা যখন তরবারি হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধের পূর্বে আমরা যত যুদ্ধ করেছি তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি সমস্যা সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু কোন সমাধানের পথ আমাদের জানা নেই।

**৩৮৭৬** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ يَلْيَى عَنْ كَعْبٍ  
ابْنِ عَجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أتَى عَلَى النَّبِيِّ (ص) رَمَضَانَ الْحَدِيبِيَّةَ وَالْقَمْلُ يَنْتَأْثِرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ  
أَيُّ ذِيْكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ اسْنُكْ نَسِيْكَةَ قَالَ  
أَيُّوبُ : لَا أَذْرِي بِإِيْهِ هَذَا بَدَا -

**৩৮৭৬** সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... কাব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ার সঙ্কিকালে নবী (সা) আমার কাছে আসলেন। সে সময় আমার মাথার চুল থেকে উকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমণ্ডলে পড়ছিল। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার মাথার এ উকুন তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল। আর এ জন্য তিনি দিন রোধা পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াও অথবা একটি পশু কুরবানী কর। আইয়ুব (র) বলেন, এ তিনটির থেকে কোন্টির কথা আগে বলেছিলেন তা আমি জানি না।

**৩৮৭৭** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيهِ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
بْنِ أَبِيهِ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالْحَدِيبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا  
الْمُشْرِكُونَ قَالَ وَكَانَتْ لِيْ وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَيُّ ذِيْكَ  
هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قَلْتُ نَعَمْ ، قَالَ وَأَنْزَلْتِ هَذِهِ الْأَيْةَ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذْيَى مِنْ رَأْسِهِ فَدِيْةَ مِنْ  
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ سُكْرٍ -

**৩৮৭৭** মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম আবু আবদুল্লাহ (র) ..... কাব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ায় অবস্থানকালে মুহরিম অবস্থায় আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে আটকে রেখেছিল। কাব ইব্ন উজরা (রা) বলেন, আমার কান পর্যন্ত মাথায় বাবরী চুল

ছিল। (মাথার চুল থেকে) উকুনগুলো আমার মুখমণ্ডলের উপর ঝরে পড়ছিল। এ সময় নবী (সা) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মাথার এ উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যা। কাব ইব্ন উজরা (রা) বলেন, এরপর আয়ত নাযিল হল, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় ক্রেশ থাকে তবে রোয়া কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদইয়া আদায় করবে। (২ : ১৯৬)

## ٢٢٠٠ . بَابُ قِصَّةِ عَكْلٍ وَعَرْيَنَةٍ

২২০০. অনুচ্ছেদ : উক্ল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা

**٣٨٧٨** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَزِيعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عَكْلٍ وَعَرْيَنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ ، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُنْ أَهْلَ ضَرَبٍ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ ، وَاسْتَخْمَمُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِنَوْدِ دَارَاعَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرِبُوا مِنِ الْبَانِيَةِ وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، وَقَتَّلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ (ص) وَاسْتَأْفُوا الْذَوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَبَعَثَ الْطَّلَبَ فِي أَثَارِهِمْ فَأَمْرَبَاهُمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعُوا أَيْدِيهِمْ وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ \* قَالَ فَتَادَةَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْثُثُ عَلَى الصَّدْقَةِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُتَلَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبْيَانُ وَحَمَادٌ عَنْ فَتَادَةَ مِنْ عَرْيَنَةَ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَبْيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنْسٍ قَدِيمَ فَقَرَرُوا مِنْ عَكْلٍ

**৩৮৭৮** আবদুল আলা ইব্ন হাশাদ (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রা) তাদেরকে বলেছিল, উক্ল এবং উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী (সা)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তারা নবী (সা)-কে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা দুঃখপানে অভ্যন্ত লোক, আমরা কৃষক নই। তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের নিজেদের জন্য অনুকূল বলে মনে করল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে একজন রাখালসহ কতগুলো উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং ঐগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা যেতে যেতে হাররা নামক স্থানে পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যায়। এবং নবী (সা)-এর রাখাল (ইয়াসার)-কে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। নবী (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের অনুসন্ধানে তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন। (তাদের পাকড়াও করে আনা হলে) তিনি তাদের প্রতি কঠিন দণ্ডাদেশ প্রদান করলেন। সাহাবীগণ সৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চক্ষু উৎপাতিত করে দিলেন এবং তাদের হাত কেটে দিলেন। এরপর হাররা এলাকার এক প্রান্তে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তাদের এ অবস্থায়ই তারা মরে গেল। কাতাদা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর নবী (সা) প্রায়ই লোকজনকে সাদকা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মুসলী থেকে বিরত রাখতেন। শুবা, আবান এবং হাশাদ (র) কাতাদা (র)

থেকে উরায়না গোত্রের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাসীর ও আইয়ুব (র) আবু কিলাবা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ল গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম (সা)-এর কাছে এসেছিল।

٢٨٧٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرَ أَبْوَ عُمَرَ الْحَوْضَى حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبْيُوبُ وَالْحَجَاجُ الصَّوَافُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْوَ رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَّابَةِ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ أَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا مَا تَقَوْلُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَمَةِ فَقَالُوا حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَضَى بِهَا الْخَلْفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ أَبْوَ قِلَّابَةَ خَلَفَ سَرِيرَهُ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعْيَدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعَرَبَيْنِ قَالَ أَبْوَ قِلَّابَةَ أَيْاً حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَهْبَيْنَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ أَبْوَ قِلَّابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ ذَكَرَ الْقَصَّةَ

৩৮৭৯] মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) ..... উমর ইব্ন আবদুল আয়ীয (র) থেকে বর্ণিত যে, একদিন তিনি লোকদের কাছে কাসামাত সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা এ কাসামা সম্পর্কে কি বল? তাঁরা বললেন, এটা সত্য এবং হক। আপনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খলীফাগণ সকলেই কাসামাতের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আবু কিলাবা (র) উমর ইব্ন আবদুল আয়ীয (র)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আস্বাসা ইব্ন সাইদ (র) বললেন, উরায়না গোত্র সম্পর্কে আনাস (রা)-এর হাদীসটি কোথায় এবং কে জান? তখন আবু কিলাবা (র) বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমার কাছেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল আয়ীয ইব্ন সুহায়ব (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) উরায়না গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। আর আবু কিলাবা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে উক্ল গোত্রের কথা উল্লেখ করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠١ . بَابُ غَرْوَةِ ذَاتِ الْقَرْدِ فِي الْفَرْوَةِ الَّتِي أَغْارُوا عَلَى لِقَاعِ التَّبِيِّ (ص) قَبْلَ خَيْبَرِ بِثَلَاثٍ

২২০১. অনুচ্ছেদ : যাতুল কারাদের যুদ্ধ। খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশর্রিকরা নবী (স) -এর দুষ্টবঙ্গী উটগুলো ঝুঁট করে নেয়ার সময়ে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে

٢٨٧٧

حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عَبْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعَ يَقُولُ حَرَجَتُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ بِالْأَوْلَى وَكَانَتْ لِقَاعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) تَرْعَى بِذِي قَرْدِ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِيَقُولُ

১. কোন জনপদে কোন নিহত ব্যক্তির লাশ এবং হত্যার আলামত পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারীকে নির্দিষ্ট করা না গেলে তখন ঐ জনপদের মধ্য থেকে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার জন্য যে শপথ নেয়া হয়ে থাকে তাকে কাসামা বলা হয়।

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَخْذَتْ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَلْتُ مَنْ أَخْذَهَا قَالَ غَطْفَانُ قَالَ فَصَرَخَتْ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسْمَعْتَ مَا بَيْنَ لَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ، لَمْ اندَفَعْتْ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَذْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخْنَوْا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بَيْنِي وَكَتَتْ رَأْمِيهَا وَأَقُولُ : أَنَا ابْنُ الْأَكْنَوْعِ الْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضْعَ وَأَرْتَجَرْ حَتَّى اسْتِنْقَذَ الْلِقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَبَتْ مِنْهُمْ ثَلَاثَيْنِ بُرْدَةً، قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) وَالنَّاسُ فَقَلَتْ يَا نَبِيُّ اللَّهِ قَدْ حَمِيتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْنَوْعِ مَلَكْتَ فَاسْجِعْ قَالَ لَمْ رَجَعْنَا وَيَرْبُغْنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ -

**৩৮৮০** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি ফজরের নামায়ের আয়ানের পূর্বে (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুষ্প্রবত্তী উটগুলোকে যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। সালমা (রা) বলেন, তখন আমার সাথে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুষ্প্রবত্তী উটগুলো লুঁচিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ওগুলো লুঁচন করেছে? সে বললো, গাতফানের লোকজন। তিনি বলেন, তখন আমি ইয়া সাবাহা বলে তিনবার উচ্চস্থরে চীৎকার দিলাম। আর মদীনার উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী সকল অধিবাসীর কানে আমার এ চীৎকার শুনিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুতপদে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের (শক্তদের) কাছে পৌছে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে আরম্ভ করেছিল। আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ, তাই তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর বলছিলাম, আমি হলাম আকওয়া-এর পুত্র, আজকের দিনটি তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এভাবে শেষ পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং সে সঙ্গে তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর নবী (সা) ও অন্যান্য লোক সেখানে পৌছলে আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কাফেলাটি পিপাসার্ত ছিলো, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি (তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে) সক্ষম হয়েছ, এখন একটু শান্ত হও। সালমা (রা) বলেন, এরপর আমরা (মদীনার দিকে) ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসালেন এবং এ অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

## ২২০২ . بَابُ غَزْوَةِ خَيْرٍ

২২০২. অনুচ্ছেদ ৪ : খায়বারের যুদ্ধ

**২৮৮১** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحِيَّى بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَوْدَةَ بْنَ النُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ خَيْرٍ حَتَّى إِذَا كَتَنَا بِالصَّهْبَاءِ وَهُنَّ مِنْ أَذْنَى خَيْرٍ صَلَّى الْعَصْرَ لَمْ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوْقِ فَأَمْرَرَهُ فَتَرَى فَأَكَلَ وَأَكْلَنَا لَمْ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضَيْضَنَ

وَعَصْنِيَّتْنَا مُهْمَلٌ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

**৩৮৮১** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... সুওয়াইদ ইবন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (সুওয়াইদ ইবন নুমান) খায়বারের বছর নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। [সুওয়াইদ (রা) বলেন] যখন আমরা খায়বারের ঢালু এলাকার 'সাহ্বা' নামক স্থানে পৌছলাম, তখন নবী (সা) আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর সাথে করে আনা খাবার পরিবেশন করতে হৃত্ম দিলেন। কিন্তু ছাতু ব্যঙ্গীত আর কিছুই দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই তিনি ছাতুগুলোকে শুল্কে বললেন। ছাতুগুলোকে শুলানো হলো। এরপর (তা থেকে) তিনিও খেলেন, আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠে পড়লেন এবং কুল্লি করলাম। আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি নতুন ওয়ু না করেই নামায আদায় করলেন।

**৩৮৮২** حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ حَدَثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْنَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) إِلَى خَيْرِ فَسَرْتَنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِيَا عَامِرِيَا لَا شُنِعْنَعَا مِنْ هُنْيَاهِتْ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْنُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا \* وَلَا تَصْدِقْنَا وَلَا مُلْتَبِّنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا أَبْقَيْنَا \* وَتَبِّئْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَنَا

وَالْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* إِنَّا إِذَا صَبَّيْنَا أَبَيْنَا

وَبِالصِّبَّاجِ عَوْلَى عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْنَعَ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَأْتِيَ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْنَتْنَا بِهِ، فَأَتَيْنَا خَيْرَ فَحَاصِرَتْنَاهُ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةً شَدِيدَةً ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَّمَّلَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتَحَّمَّلَهَا عَلَيْهِمْ أَوْفَقُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِنُونَ؟ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ، قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْأَنْتَسِيَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَفَرِيقُوهَا وَأَكْسِرُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا، فَتَنَاهَى بِهِ سَاقِ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذَبَابَ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَلَّوْا قَالَ سَلَمَةُ رَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ أَخْذَ بِيَدِي قَالَ مَالِك؟ قَلْتُ لَهُ ذَاكَ أَبِي وَأَمِي رَأَمْوًا أَنْ عَامِرًا حَبَطَ عَمَلَهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأْجَرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنِ

اَصْبَعَيْهِ اَنَّ لَجَاهَدُ مُجَاهِدٌ قَلْ عَرَبِيٌّ مُشَابِهًا مِثْلُهُ حَدَّثَنَا فَتَيْيَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ نَسَابِهَا -

৩৮৮২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... সালমা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় কাফেলার জনৈক ব্যক্তি আমির (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, হে আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে গোটা কাফেলা হাঁকিয়ে চললেন। সঙ্গীতে তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আপনার তওফীক না হলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না, সাদৃকা দিতাম না আর নামায আদায় করতাম না। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন আপনার জন্য সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকবো। আর আমরা যখন শক্তির মুকাবিলায় যাব তখন আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং আমাদের উপর 'সাকিনা' (শান্তি) বর্ষণ করুন। আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) সজোর আওয়াজে ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি। আর এ কারণে তারা টীৎকার দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লক্ষ্য জমা করে। (কবিতাগুলো শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, আমির ইবনুল আকওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বললো : হে আল্লাহর নবী! তার জন্য (শাহাদত) নিশ্চিত হয়ে গেলো। (আহ) আমাদেরকে যদি তার কাছ থেকে আরো উপকার হাসিল করার সুযোগ দিতেন! এরপর আমরা এসে খায়বার পৌছিলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। অবশেষে এক পর্যায়ে আমাদেরকে কঠিন ক্ষুধার জ্বালাও বরণ করতে হলো। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সক্ষ্যায় মুসলমানগণ (রান্নাবান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। (তা দেখে) নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : এ সব কিসের আগুন? তোমরা কি পাকাচ্ছ? তারা জানালেন, গোশত পাকাচ্ছ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের গোশত? লোকজন উত্তর করলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নবী (সা) বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গোশতগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধূয়ে নেই তাতে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন, তা ও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুক্তের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমির ইবনুল আকওয়া (রা)-এর তরবারীখানা ছিলো খাটো, তা দিয়ে তিনি জনৈক ইহুদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারীর তীক্ষ্ণ ভাগ ঘূরে গিয়ে তাঁর নিজের ঠিক হাঁটুতে লেগে পড়ে। তিনি এ আঘাতের কারণে মারা যান। সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন : তারপর সব লোক খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করলে এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কি খবর? আমি বললাম : আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। লোকজন ধারণা করছে যে, (বীয় হস্তের আঘাতে মারা যাওয়ার কারণে) আমির (রা)-এর আমল বাতিল হয়ে গিয়েছে। নবী (সা) বললেন, এ কথা যে বলেছে সে ভুল বলেছে। নবী (সা) তাঁর দু'টি আঙুল একত্রিত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বরং আমিরের রয়েছে দ্বিতীয় সওয়াব। অবশ্যই সে একজন কর্মতৎপর ব্যক্তি ও আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ। তাঁর মত গুণসম্পন্ন আরবী খুব কমই আছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوَّافِلِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

৩৮৮৩

الله (ص) أَتَى خَيْرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغَرِّبْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِسَاحِنِهِمْ وَمَكَائِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) خَرَبَتِ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةً قَبْوِمَ فَسَاءَ صَبَّاحُ الْمُنْذَرِينَ -

**৩৮৮৩** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিতে খায়বারে পৌছলেন। আর তাঁর নিয়ম ছিলো, তিনি যদি (কোন অভিযানে) কোন গোত্রের এলাকায় রাত্রিকালে গিয়ে পৌছতেন, তা হলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতেন না (বরং অপেক্ষা করতেন)। ভোর হলে ইহুদীরা তাদের কৃষি সরঞ্জামাদি ও টুকরি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো, আর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন (সৈন্য) দেখতে পেলো, তখন তারা (ভীত হয়ে) বলতে লাগলো, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। তখন নবী (সা) বললেন, খায়বার ধ্রংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছি তখন সেই সতর্কত গোত্রের রাত পোহায় অঙ্গভাবে।

**২৮৮৪** أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ أَبْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحْنَا خَيْرٌ بُكْرَةً فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاجِدِ فَلَمَّا بَصَرُوا بِالنَّبِيِّ (ص) قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ خَرَبَتِ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةً قَبْوِمَ فَسَاءَ صَبَّاحَ الْمُنْذَرِينَ فَأَصَبَّنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَنَادَى مَنَادِي النَّبِيِّ (ص) إِنَّ اللَّهَ رَسُولُهُ يَنْهَاكُنُّمْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَأَنَّهَا رِجْسٌ -

**৩৮৮৪** সাদাকা ইবন ফায়ল (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রত্যুষে খায়বার এলাকায় গিয়ে পৌছলাম। তখন সেখানকার অধিবাসীরা কৃষি সরঞ্জামাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন নবী (সা)-কে দেখতে পেলো তখন বলতে শুরু করলো, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। নবী (সা)(এ কথা শুনে) আল্লাহ, আকবার ধ্রনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্রংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের এলাকায় গিয়ে পৌছি, তখন সেই সতর্কত গোত্রের রাত পোহায় অঙ্গভাবে। [আনাস (রা) বলেন] এ যুদ্ধে আমরা (গনীমত হিসেবে) গাধার গোশত লাভ করেছিলাম (আর তা পাকানোও হচ্ছিল)। এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) তোমাদিগকে গাধার গোশত থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা তা নাপাক।

**২৮৮৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ وَأَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَاءَهُ جَاءَ فَقَالَ أَكْلُ الْحُمُرَ فَسَكَّتَ ثُمَّ أَتَاهُ السَّلَامَ فَقَالَ أَكْلُ الْحُمُرَ

فَسَكَتْ لَمْ أَتَاهُ السَّالِةَ فَقَالَ أَفَنِتِ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيَا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لَعْنَمِ الْحُمُرِ الْأَمْلَى فَأَكْفَنَتِ الْقُوَّرُ وَإِنَّهَا لَتَقُودُ بِالْحُمُرِ -

**৩৮৮৫** আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে একজন আগস্তুক এসে বললো, (গনীমতের) গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ রইলেন। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসে বললো, গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখনো চুপ থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো, গৃহপালিত গাধাগুলো খতম করে দেওয়া হচ্ছে। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে হকুম দিলেন, সে লোকজনের সামনে গিয়ে ঘোষণা দিলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণা পুনে) ডেকচিশুলো উল্টিয়ে দেয়া হলো। অথচ ডেকচিশুলোতে গাধার গোশ্ত তখন টগবগ করে ফুটছিল।

**৩৮৮৬** حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) الصُّبُّحُ قَرِيبًا مِنْ خَيْرٍ يُغْلِسُ لَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةً قَوْمًا صَبَّاحَ الْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسْعَفُونَ فِي السِّكِّينِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ (ص) الْمُقَاتَلَةَ وَسَبَّيَ الدُّرْيَةَ وَكَانَ فِي السَّبَّيِ صَفَّيَةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ لَمْ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ عِنْقَهَا حَدَّاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْرٍ ثَابِتٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ قَلْتَ لِأَنْسٍ مَا أَصْنَقَهَا فَحَرَكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ -

**৩৮৮৭** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রত্যুষে সামান্য অঙ্ককার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহ আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বনি হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছি তখনই সতর্কৃত সেই গোত্রের সকাল হয় অগুভ রূপ নিয়ে। এ সময়ে খায়বার অধিবাসীরা (ভয়ে) বিভিন্ন অলি-গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরঞ্জ করলো। নবী (সা) তাদের মধ্যকার যুক্তে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন। আর শিশু (ও মহিলা)-দেরকে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়া [বিন্ত ইইয়াই (রা)] প্রথমে তিনি দাহইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নবী (সা)-এর অংশে বন্দিত হন। নবী (সা) তাঁকে আযাদ করত এই আযাদীকে মোহর ধার্য করেন (এবং বিবাহ করে নেন)। আবদুল আয়ীয় ইবনু সুহায়ব (র) সাবিত (র)-কে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, নবী (সা) তাঁর [সাফিয়া (রা)-এর] মোহর কি ধার্য করেছিলেন? তখন সাবিত (র) 'হ্যাঁ'-সূচক ইঙ্গিত করে মাথা নাড়লেন।

**৩৮৮৮** حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَسٍ يَقُولُ سَبَّيَ النَّبِيُّ (ص) صَفَّيَةُ فَاعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ مَا أَصْنَقَهَا نَفْسَهَا فَاعْتَقَهَا -

৩৮৮৭ আদম (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খায়বারের যুদ্ধে) নবী (সা) সাফিয়া (রা)-কে (প্রথমত) বন্দী করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবিত (র) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী (সা) তাঁর মোহর কত ধার্য করেছিলেন? আনাস (রা) বললেন : হ্যাঁ সাফিয়া (রা)-কেই মোহর ধার্য করেছিলেন এবং তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

৩৮৮৮ **حَدَّثَنَا فَتِيَّةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِنَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَلُوا فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى عَسْكُرِهِ وَمَالِ الْأَخْرَقِنَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَادَّةً وَلَا فَادَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ قَتَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَ الْيَوْمِ أَحَدًا كَمَا أَجْزَأَ فَلَمَّا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَاتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّا صَاحِبَهُ قَاتَلَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَاتَلَ فَجَرَحَ الرَّجُلُ جَرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذَبَابَةٌ بَيْنَ ثَدَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقُتِلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَاتَلَ أَشْهَدَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَاتَلَ وَمَا ذَاكَ؟ قَاتَلَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنِّي أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسَ ذَلِكَ فَقَتَلَ أَنَّالَّكُمْ بِهِ فَخَرَجَتْ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرَحَ جَرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذَبَابَةٌ بَيْنَ ثَدَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقُتِلَ نَفْسَهُ . قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ۔**

৩৮৮৮ কুতায়বা (র) ..... সাহুল ইবন সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুশারিকরা মুখোমুখি হলেন। পরম্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। (দিনের শেষে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন আর অন্যরাও (মুশারিকরা) তাদের ছাউনিতে ফিরে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে তার তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শক্ত সৈন্যকেই রেহাই দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। (সাহাবাগণের মধ্যে তার আলোচনা উঠল) তাদের কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের মধ্যে আর অন্য কেউ এমনটি করতে সক্ষম হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কিন্তু সে তো জাহানামী। (সকলের কাছে কথাটি আচর্য মনে হলো) সাহাবীগণের একজন বললেন, (ব্যাপারটি) দেখার জন্য আমি তার সঙ্গী হব। সাহুল ইবন সাদ সাইদী (রা) বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির সাথে বের হলেন, লোকটি যখন থেমে যেতো তিনিও তার সাথে থেমে যেতেন, আর যখন লোকটি দ্রুত চলতো তিনিও তার সাথে দ্রুত চলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময়ে লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাণ হলো এবং (যন্ত্রণা সহ করতে না পেরে) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই সে (এক পর্যায়ে) তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণ ভাগ বুকের বরাবরে রাখল। এরপর সে

তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আঘাত্যা করলো। এ অবস্থা দেখে অনুসরণকারী সাহাবী রাসূলগ্লাহ (সা)-এর কাছে ছুটে এসে বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলগ্লাহ (সা) বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, একটু পূর্বে আপনি যে লোকটির ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী, আর তার সম্পর্কে একপ কথা সকলের কাছে আশ্র্যকর অনুভূত হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি লোকটির অনুসরণ করে ব্যাপারটি দেখবো। কাজেই আমি ব্যাপারটির অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর (এক সময়ে দেখলাম) লোকটি মারাওকভাবে আঘাতপ্রাণ হলো এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো, তাই সে মিজের তরবারির হাতলের দিক মাটিতে বসিয়ে এর তীক্ষ্ণ ভাগ নিজের বুকের বরাবরে রাখলো। এরপর তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আঘাত্যা করলো। এ সময় রাসূলগ্লাহ (সা) বললেন, অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, যা দেখে অন্যরা তাকে জাহান্নামীই মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেইরূপই মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী।

**২৮৮৯** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِرَجُلٍ مِّنْ مَعْهُ يَدْعُ إِلَيْهِ الْأَسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّىٰ كُتُرْتُ بِهِ الْجِرَاحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَمَّا الْجِرَاحَةِ فَأَهْمَى بِيَدِهِ إِلَىٰ كَيْنَاتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْنَهُمَا فَنَحَرَبَاهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدِقَ اللَّهُ حَدِيقَتِكَ اشْتَرَقَ فَلَمَّا قُتِلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فَلَانُ فَانِّي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَنَّ اللَّهَ يُؤْتِ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ شَبِيبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيْبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَيْرٌ وَقَالَ ابْنُ الْمَبَارِكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) \* تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الرَّزِيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهَدَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَيْرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

**৩৮৮৯** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রাসূলগ্লাহ (সা) তখন তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যে মুসলমান বলে দাবি করত, তার সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমন কি তার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রাসূলগ্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যতবাণীর উপর) সন্দেহের উপক্রম হল। (কিন্তু তারপরেই দেখা গেল) লোকটি

আঘাতের যত্নগায় অসহ্য হয়ে তৃণীরের ভিতর হাত চুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে 'তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে চুকিয়ে আঘাতহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলমান দ্রুত ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আঘাত আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আঘাতহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও, এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ব্যক্তিত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আঘাত (কখনো কখনো) ফাসিক ব্যক্তি দ্বারাও দীনের সাহায্য করে থাকেন। মা'মার (র)) যুহুরী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় শুআয়ব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। শা'বি'ব (র) ..... আবু হুরায়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার যুক্তে অংশগ্রহণ করলাম .....। (আবদুল্লাহ) ইবন মুবারাক হাদীসটি ইউনুস-যুহুরী-সাঈদ [ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)] সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ (র) যুহুরী (র) থেকে ইবন মুবারাক (রা)-এর মতোই বর্ণনা করেছেন। আর যুবায়দী (র) হাদীসটি যুহুরী, আবদুর রহমান ইবন কাআব, উবায়দুল্লাহ ইবন কাআব (র) নবী (সা)-এর সাথে খায়বারে অংশগ্রহণকারী জনেক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (যুবায়দী আরো বলেন) যুহুরী (র) এ হাদীসটিতে আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ এবং সাঈদ (ইবনুল মুসাইয়্যাব) (র) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৩৮৯০** حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَيْرًا وَقَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْرَفَ النَّاسَ عَلَى وَادِ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَرْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَذَعُونَ أَصْمَ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَذَعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعْكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَسَمِعْنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لِيَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ لَا أَدْلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ كَثِيرٍ الْجَنَّةِ، قُلْتُ بَلِّي يَا رَسُولُ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأَمِّي قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

**৩৮৯০** মূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খায়বার যুক্তের জন্য বের হলেন কিংবা রাতী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খায়বার অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন সাথী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌছে এই বলে উচ্চেত্বে তাকবীর দিতে শুরু করলে—আঘাত আকবার, আঘাত আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (আঘাত মহান, আঘাত মহান, আঘাত ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। কারণ তোমরা এমন কোন সন্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সন্তাকে যিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। [আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাওয়ারীর পেছনে ছিলাম; তিনি আমাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত ইল্লাবিল্লাহ' বলতে শুনে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স। আরি বললাম, আমি হায়ির ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেবো কि যা

জাগ্নাতের ভাগ্নারসমূহের মধ্যে একটি ভাগ্নার? আমি বললাম, হ্যায়! ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কথটি হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

**৩৮৭১** حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ أَبْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ أَئْرَ ضَرْبَةً فِي سَاقِ سَلَّمَةَ فَقَلَّتْ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هَذِهِ ضَرْبَةُ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْرِ النَّاسِ أُصِيبَ سَلَّمَةَ فَأَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَّتْ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَاثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ۔

**৩৮৯১** মাঝী ইবন ইবরাহীম (র) ..... ইয়ায়ীদ ইবন আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালমা (ইবন আকওয়া) (রা)-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এটি খায়বার যুদ্ধে প্রাণ আঘাত। (যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে আঘাতটি মারার পর) লোকজন বলাবলি শুরু করে দিল যে, সালমা মারা যাবে। কিন্তু এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতস্থানটিতে তিনবার ফুঁ দিয়ে দেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি এতে কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

**৩৮৭২** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوْنَ فِي بَعْضِ مَغَارَبِهِ فَأَقْتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَيْهِ عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَانَدَةً وَلَا فَادَةً إِلَّا اتَّبَعَهُمْ فَضَرَبَهُمْ بِسِيفِهِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجْرًا أَحَدُهُمْ مَا أَجْرًا فَلَمَّا فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَا تَبْتَغِنَهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كَنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سِيفِهِ بِالْأَرْضِ وَذَبَابَةٌ بَيْنَ ثَنَيَّيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَفْسَهُ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعِمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَنْبُوُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَنْبُوُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

**৩৮৯২** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... সাহল (ইবন সাদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরম্পরার মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। (শেষে) সকলেই নিজ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে গেলো। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকের কোন একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শক্তিকেই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দেয়নি বরং সবাইকেই তাড়া করে তার তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। তখন (তার ব্যাপারে) বলা হলো! হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি আজ যে পরিমাণ আমল করেছে অন্য কেউ আজ সে পরিমাণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে ব্যক্তি তো জাহান্নামী। তারা বললো, তা হলে আমাদের মধ্যে আর

কে জাহান্নামী হতে পারবে যদি এ ব্যক্তিই জাহান্নামী হয়? তখন কাফেলার মধ্য থেকে একজন বললো, অবশ্যই আমি তাকে অনুসরণ করে দেখবো (যে, তার পরিণাম কি ঘটে) (তিনি বলেন) লোকটি যখন দ্রুত চলতো আর ধীরে চলতো সর্বাবস্থাই আমি তার সাথে থাকতাম। পরিশেষে, লোকটি আঘাতপ্রাণ হলে আর (আঘাতের যন্ত্রণায়) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করে তার তরবারির বাট মাটিতে স্থাপন করলো এবং ধারালো ভাগ নিজের বুকের বরাবর রেখে এর উপর সজোরে ঝুকে পড়ে আঘাতভ্য করলো। তখন (অনুসরণকারী) সাহাবী নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিচয়ই আপনি আঘাতভ্য রাসূল। তখন তিনি (নবী (সা)) জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তিনি তখন নবী (সা)-কে সব ঘটনা জানালেন। তখন মুবারিজ (সা) বললেন, কেউ কেউ (দৃশ্যত) জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে আর লোকজন তাকে অনুরূপই মনে করে থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীর মত আমল করে থাকে আর লোকজনও তাকে তাই মনে করে অথচ সে জান্নাতী।

**٢٨٩٣** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَانُوكُمْ السَّاعَةُ يَهُودُ خَيْرٌ -

**৩৮৯০** مুহাম্মাদ ইবন সাঈদ খুয়াঙ্গি (র) ..... আবু ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জ্যুমার দিনে আনাস (রা) লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের (মাথায়) তায়ালিসা চাদর। তখন তিনি বললেন, এ মুহূর্তে এদেরকে যেন খায়বারের ইহুদীদের মতো দেখাচ্ছে।

**٢٨٩٤** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عَبِيدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي خَيْرٍ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَلَمَّا  
بَيْهُ فَلَمَّا بَيْتَنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فَتَحَتْ قَالَ لَأَعْطِنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا أَوْ لِيَأْخُذَنَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ عَلَيْهِ فَتَحْنُنُ نَرْجُومَا فَقِيلَ هَذَا عَلَىٰ فَاعْطِهِ فَفَتَحَ عَلَيْهِ -

**৩৮৯৪** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার দরমন আলী (রা) নবী (সা)-এর থেকে খায়বার অভিযানে পেছনে ছিলেন। [নবী (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে এসে পড়লে] আলী (রা) বলেন, নবী (সা)-এর সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে) আমি পেছনে বসে থাকবো! সুতরাং তিনি গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। [সালমা (রা) বলেন] খায়বার বিজিত হওয়ার পূর্ব রাতে তিনি [নবী (সা)] বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন ব্যক্তির হাতে আশা অর্পণ করবো অথবা তিনি বলেছেন, আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তি আশা গ্রহণ করবে যাকে

১. 'তায়ালিস' শব্দটি 'তায়ালিসান' শব্দের বহুবচন। মূল শব্দটি ফারসী। পরবর্তীতে এটি সামান্য বিকৃত হয়ে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এটি এক প্রকার চাদরের নাম। খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায় এ চাদর অধিক ব্যবহার করত। তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে এ চাদর ব্যবহার করতে আনাস (রা) কখনো দেখেননি। তাই তিনি যখন বসরায় আসলেন আর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের গায়ে এ চাদর দেখে খায়বারের ইহুদীদের তুলনা দিয়ে নিজ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন। আর তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হবে। কাজেই আমরা সবাই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। তখন বলা হলো, ইনি তো আলী। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হলো।

**২৮৯৫** حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ لَا يُغْطِيْنَ هَذِهِ الرَّأْيَةُ غَدَّاً رَجُلًا يَقْتَحِمُ اللَّهَ عَلَى يَدِيهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَتَوَكَّلُونَ لِيَلْتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَّاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) كُلُّهُمْ يَرْجُوُ أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ أَيْنَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنِي ، قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي عَيْنِيْهِ وَدَعَاهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْهٌ فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ فَقَالَ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَإِنَّهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ أَنْفَدَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدِيَ اللَّهُ يُكَلِّبُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ الشَّعْمِ -

**৩৮৯৫** কৃতায়বা ইব্ন সাইদ (র) ..... সাহল ইব্ন সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধে একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ খায়বারে বিজয় দান করবেন এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন আর সেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। সাহল (রা) বলেন, (ঘোষণাটি শুনে) মুসলমানগণ এ জন্মনা-কল্পনার মধ্যেই রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে অর্পণ করা হবে এ ঝাণ্ডা। সকাল হলো, সবাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই মনে মনে এ ঝাণ্ডা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বললেন, তাকে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দাও। সে মতে তাঁকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। ফলে চোখ একপ সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, যেন কথনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তাঁর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের ঘারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান করো (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে) ইসলামী বিধানে ওদের উপর যেসব হক বর্তায় সেসব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দিও। কারণ আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হেদায়েত দেন তা হলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উন্নত।

٢٨٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَقَارِ بْنُ دَاؤْدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَوْدَثَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطْلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْرًا فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالٌ صَفِيفٌ بِنْ حَيْيَ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرْوَسًا فَاصْفَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَنَا سُدُّ الصَّهْبَاءِ حَتَّى بَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعِ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي أَذْنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِمَةً عَلَى صَفِيفٍ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْوِي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضْعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيفَةَ رِجْلِهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرَكَ.

৩৮৯৬ আবদুল গাফ্ফর ইবন দাউদ ও আহমদ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারে এসে পৌছলাম। এরপর যখন আল্লাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইহুদী দলপতি) হয়াঙ্গ ইবন আখতাবের কন্যা সাফিয়া (রা)-এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হলো। তাঁর স্বামী (কেনানা ইবনুর রাবী এ যুদ্ধে) নিহত হয়। সে ছিল নববধূ। নবী (সা) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে (খায়বার থেকে) রওয়ানা হন। এরপর আমরা যখন সান্দুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছলাম তখন সাফিয়া (রা) তাঁর মাসিক ঝুঁতুস্বাব থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে বাসরঘরে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরপর একটি ছেট দ্রষ্টব্যখানে (খেজুর-ঘি ও ছাতু মেশানো এক প্রকার) হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সাফিয়া (রা)-এর সাথে বিয়ের ওয়ালীম। তাঁরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম, আমি নবী (সা)-কে তাঁর পেছনে (সাওয়ারীর পিঠে) সাফিয়া (রা)-এর জন্য একটি চাদর বিছাতে দেখেছি। এরপর তিনি তাঁর সাওয়ারীর ওপর হাঁটুব্য মেলে বসতেন আর সাফিয়া (রা) নবী (সা)-এর হাঁটুর উপর পা রেখে সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

২৮৯৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ يَحْبَى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوَيْلِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَلَى صَفِيفَةِ بِنْ حَيْيٍ بِطَرِيقِ خَيْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ

৩৮৯৭ ইসমাইল (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে সাফিয়া (রা) বিন্তে হয়াঙ্গ-এর কাছে তিন দিন অবস্থান করে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেছেন। আর সাফিয়া (রা) ছিলেন সে সব মহিলাদের একজন যাদের জন্য পর্দাৰ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।<sup>১)</sup>

১. পর্দাৰ ব্যবস্থার কারণে বোঝা গেলো যে, নবী (সা) তাঁকে উচ্চুল মু'মিনীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা মিলকে ইয়ামীন বা ক্রাতদাসী হিসেবে গ্রহণ করে থাকলে তাঁর মৌলিক সতর ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গের জন্য পর্দাৰ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতো না।

**۳۸۹۸** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَّسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَقَامَ النَّبِيُّ (ص) بَيْنَ خَيْرِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ يَتَنَاهُ عَلَيْهِ بِصَفَّيَةٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَةٍ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَبْرٍ وَلَا لَهْرٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمْرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسَطَ فَالْقَسْطَ عَلَيْهَا الشَّرُّ وَالْأَقْطَ وَالسُّمْنُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِنَّهُ أَمْهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينَهُ قَالُوا إِنَّ حَجَبَهَا فَهِيَ أَحَدَى أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينَهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَ الْعِجَابَ .

**۳۸۹۸** সাইদ ইবন আবু মারয়াম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী এক জায়গায় তিনি দিন অবস্থান করেছিলেন আর এ সময় তিনি সাফিয়া (রা)-এর সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। আমি মুসলিমানগণকে তাঁর ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত দিলাম। অবশ্য এ ওয়ালীমাতে গোশত কুটির ব্যবস্থা ছিল না, কেবল এতটুকু ছিল যে, তিনি বিলাল (রা)-কে দস্তরখান বিছাতে বললেন। দস্তরখান বিছানো হলো। এরপর তাতে কিছু খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হলো। এ অবস্থা দেখে মুসলিমগণ পরম্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, তিনি [সাফিয়া (রা)] কি উস্থাহাতুল মু'মিনীনেরই একজন, না ক্রীতদাসীদের একজন? তাঁরা (আরো) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি উস্থাহাতুল মু'মিনীনেরই একজন বোঝা যাবে। আর পর্দার ব্যবস্থা না করলে ক্রীতদাসী হিসেবেই বুঝতে হবে। এরপর যখন তিনি [নবী (সা)] রওয়ানা হলেন তখন তিনি নিজের পেছনে সাফিয়া (রা)-এর জন্য বসার জায়গা করে দিয়ে পর্দা টানিয়ে দিলেন।

**۳۸۹۹** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ مَلَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُفْلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُلُّ مُحَاصِرٍ خَيْرٌ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِحِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَّتُ لَأَخْذَهُ فَأَلْتَقَتُ فَادِنَ النَّبِيُّ (ص) فَاسْتَحْيَتْ .

**۳۹۰۹** আবুল ওয়ালীদ ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে রাখলাম, এমন সময়ে একটি ধলে নিষ্কেপ করলো। তাতে ছিলো কিছু চর্বি। আমি সেটি কুড়িয়ে নেয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসলাম, হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম নবী (সা) (আমার দিকে তাকিয়ে আছেন) তাই আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম।

**۳۹۰۰** حَدَّثَنِي عَبْدِ الدَّمْرَقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ أَكْلِ النَّوْمِ وَعَنْ لَحْومِ الْحُمْرِ الْأَمْلَيَّةِ \* نَهَى عَنْ أَكْلِ النَّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ وَلَحْومُ الْحُمْرِ الْأَمْلَيَّةِ عَنْ سَالِمِ .

৩৯০০ উবাইদ ইবন ইসমাইল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) রসুন ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি রসুন খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি 'কেবল নাফি' থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা)] থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯.১ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ مُتْعَنَّةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرٍ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَةِ۔

৩৯০১ ইয়াহুইয়া ইবন কায়আ (র) ..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুতআ (মেয়াদী বিয়ে) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।<sup>১</sup>

৩৯.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَةِ۔

৩৯০২ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯.৩ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْيُودٍ حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَةِ۔

৩৯০৩ ইসহাক ইবন নাসর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯.৪ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَرَحْصَنَ فِي الْخَيْلِ۔

৩৯০৪ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

১. মৃত্যা বা মেয়াদী বিয়ে বলতে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করাকে বোঝায়। ইসলামের প্রাথমিককালে এ প্রকারের বিয়ে বৈধ থাকলেও খায়বার যুদ্ধের সময় তা হারাম করে দেয়া হয়। এরপর অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয়ের সময় কেবল তিন দিনের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এ তিন দিন পর আবার তা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষিত হয়।

**۲۹.۵** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَنَا مَجَاهِدَةً يَوْمَ خَيْرٍ ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قَالَ وَيَغْضُبُهَا نَضْجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) لَا تَأْكُلُوا مِنْ لَحْوِ الْحُمْرَ شَيْئًا وَآهْرِيقُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثَ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لَمْ تُخْمَسْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ لِإِنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَنَرَةَ -

**۳۹۰۵** سাঈদ ইবন সুলায়মান (র) ..... ইবন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) খায়বার যুক্তে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর তখন আমাদের ডেকচিশুলোতে (গাধার গোশ্ত) টগবগ করে ফুটছিলো। রাবী বলেন, কোন কোন ডেকচির গোশ্ত পাকানো হয়ে গিয়েছিল এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ঘোষণাকারী এসে ঘোষণা দিলেন, তোমরা (গহপালিত) গাধার গোশ্ত থেকে সামান্য পরিমাণও খাবে না এবং তা ঢেলে দেবে। ইবন আবী আওফা (রা) বলেন, ঘোষণা শুনে আমরা পরম্পর বলাবলি করলাম যে, যেহেতু গাধাশুলো থেকে খুমুছ (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা হয়নি এ কারণেই তিনি সেগুলো থেতে নিষেধ করেছেন। আর কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, না, তিনি চিরদিনের জন্যই গাধার গোশ্ত থেতে নিষেধ করেছেন। কেননা গাধা অপবিত্র জিনিস থেয়ে থাকে।

**۲۹.۶** حَدَّثَنَا حَاجُّ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَدَى بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَاصَابُوا حُمْرًا فَطَبَّخُوهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) أَكْفُوا الْقُدُورَ -

**۳۹۰۶** হাজাজ ইবন মিনহাল (র) ..... বারাআ এবং আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুক্তে) তাঁরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। (খাবারের জন্য তাঁরা) গাধার গোশ্ত পেলেন। তাঁরা তা রান্না করলেন। এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, ডেকচিশুলো সব উল্টিয়ে ফেল।

**۲۹.۷** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدَى بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفُوا الْقُدُورَ -

**۳۹۰۷** ইসহাক (র) ..... আদী ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, (তিনি বলেন) আমি বারাআ এবং ইবন আবু আওফা (রা)-কে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খায়বারের দিন তাঁরা গাধার গোশ্ত পাকানোর জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, এমন সময়ে নবী (সা) বলেন, ডেকচিশুলো উল্টিয়ে ফেল।

**۲۹.۸** حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ -

**۳۹۰۸** মুসলিম (র) ..... বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে খায়বারে অভিযানে অঞ্চলগ্রহণ করেছিলাম .....। পরে তিনি উপরোক্ষাধিত বর্ণনার অনুকরণ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَنَا النَّبِيُّ (ص) فِي غَزْوَةِ خَيْرٍ أَنْ تُلْقِيَ الْحُمْرُ الْأَهْلِيَّةُ نِسْنِيَّةً وَنَضِيْجَةً لَمْ يَأْمُرْنَا بِإِكْلِهِ بَعْدَ -

৩৯০৯ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ..... বারআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় নবী (সা) আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না করা সকল প্রকারের গৃহপালিত গাধার গোশ্ত ঢেলে দিতে হ্রস্ব করেছেন। এরপরে আর কখনো তা খেতে অনুমতি দেননি।

٣٩١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا أَدْرِي أَنَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذَهَّبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمِ خَيْرِ لَحْمِ الْأَهْلِيَّةِ -

৩৯১০ মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন (র) ..... ইবন আবুরাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঠিক জানি না যে, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মাল-সামান আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো, কাজেই এর গোশ্ত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং লোকজনের চলাচল কষ্টকর হয়ে পড়বে, এ জন্য কি রাসূলুল্লাহ (সা) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না-খায়বারের দিনে এর গোশ্ত (আমাদের জন্য) স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।

٣٩١١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَانِدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ خَيْرِ لَحْمِ الْأَهْلِيَّةِ سَهْمَيْنَ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمَيْنَ قَالَ فَسَرَّهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسُ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ -

৩৯১১ হাসান ইবন ইসহাক (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক ঘোড়ার জন্য এক অংশ হিসেবে (গনীমতের) সম্পদ বন্টন করেছেন। বর্ণনাকারী [উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (রা)] বলেন, নাফি হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে তার জন্য তিনি অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, তার জন্য এক অংশ।

٣٩١٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا السَّلِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِيهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنْ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَلَّتَا أَعْطِينَا بَنِي الْمُطَلِّبِ مِنْ خُمْسِ حَبَّبِ وَتَرَكْتَنَا وَتَحْنَ بِعَنْزَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ ، فَقَالَ إِنَّمَا يَنْوَهُ أَشِيمٌ وَيَنْوَهُ الْمُطَلِّبُ شَنِيًّا وَاحِدًا قَالَ جُبَيْرٌ فَلَمْ يَقُسِّمِ النَّبِيُّ (ص) لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا -

৩৯১২) ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... জুবায়র ইবন মুতসীম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইবন আফ্ফান (রা) নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খায়বারের প্রাণ খুমুস থেকে বনী মুজালিবকে অংশ দিয়েছেন, আমাদেরকে দেননি। অথচ আপনার সাথে বৎশের দিক থেকে আমরা এবং বনী মুজালিব একই পর্যায়ের। তখন নবী (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে বনী হাশিম এবং বনী মুজালিব সম-র্যাদার অধিকারী। যুবায়র (রা) বলেন, নবী (সা) বনী আবদে শাম্স ও বনী নাওফিলকে (খায়বার যুদ্ধের খুমুস থেকে) কিছুই দেননি।

৩৯১৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرْيَدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَقْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ (ص) وَنَحْنُ بِالْيَمِنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِ لِي وَأَنَا أَصْفَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْأُخْرَ أَبُو رُهْبَرَ إِمَّا قَالَ بِضَعْ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ وَخَمْسِينَ أَوِ التَّلَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِيِّنَا فَرَكِبْنَا سَفِينَتَهُ فَالْقَاتِنُونَ سَفِينَتَهُ إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِيهِ طَالِبٍ فَاقْتَلْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ (ص) حِينَ افْتَحَ خَيْرَ وَكَانَ أَنَّاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْمِهْرَةِ وَدَخَلْنَا أَسْمَاءَ بْنَتِ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِنْ قَدِيمِ مَعْنَا عَلَى حَفْصَةَ نَوْجَ النَّبِيِّ (ص) زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عَمْرًا عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءَ عِنْدَهَا فَقَالَ عَمْرٌ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مِنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءَ بْنَتِ عُمَيْسٍ قَالَ عَمْرٌ الْحَبَشِيَّهُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّهُ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءَ نَعَمْ قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْمِهْرَهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنْكُمْ فَغَضِيَّتْ وَقَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يُطْعِمُ جَائِنَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنْتُمْ فِي دَارِ لَوْ فِي أَرْضِ الْبَعْدَاءِ الْبَعْضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَأَيْمَنِ اللَّهِ لَا أَطْعُمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُحَافَ وَسَادَذَكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) وَأَسَانَهُ وَوَاللَّهِ لَا أَكْنِبُ وَلَا أَرْبِعُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عَمْرًا قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتَ لَهُ ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَنِسَاءَ بِأَحَقَّ بِمِنْكُمْ وَلَهُ وَلَا صَاحِبِهِ مِهْرَهُ وَاحِدَهُ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لِيَسْتَعِدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي قَالَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ (ص) إِنِّي لَا عَرِفُ أَصْوَاتَ رَفْقَةِ الْأَشْعَرِيَّيْنِ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ

أَصْنَوْتُهُمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَّلْنَا بِالنُّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ  
الْغُنْوَفَ أَلَمْ يَأْتِ أَصْنَابِيْ يَأْمُرُونِكُمْ أَنْ تَنْتَرُهُمْ -

**৩৯১৩** মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে নবী (সা)-এর হিজরতের খবর পৌছলো। তাই আমি ও আমার দু'ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহুম এবং আমাদের কাউমের আরো মোট বায়ান কি তিক্ষান কিংবা আরো কিছু লোকজনসহ আমরা হিজরতের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু' ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়া দেশের (বাদশাহ) নাঞ্জাশীর নিকট পৌছিয়ে দিল। সেখানে আমরা জাফর ইবন আবু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সাথেই আমরা রয়ে গেলাম। অবশ্যে নবী (সা)-এর খায়বার বিজয়কালে সকলে (হাবশা থেকে) প্রত্যাবর্তন করে এসে তাঁর সঙ্গে একত্রিত হলাম। এ সময়ে মুসলমানদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ জাহাজযোগে আগমনকারীদেরকে বললো, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অঞ্চলগামী। আমাদের সাথে আগমনকারী আসমা বিনত উমায়স একবার নবী (সা)-এর সহধর্মীণি হাফসার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অবশ্য তিনিও (তাঁর স্বামী জাফরসহ) নাঞ্জাশী বাদশাহর দেশের হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। আসমা (রা) হাফসার কাছেই ছিলেন। এ সময়ে উমর (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। উমর (রা) আসমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? হাফসা (রা) বললেন, তিনি আসমা বিনত উমায়স (রা)। উমর (রা) বললেন, ইনিই কি হাবশা দেশে হিজরতকারীণি আসমা? ইনিই কি সমুদ্র ভ্রমণকারিগী? আসমা (রা) বললেন, হ্যাঁ! তখন উমর (রা) বললেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে আগে আছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশি ঘনিষ্ঠ। এতে আসমা (রা) রেগে গেলেন এবং বললেন, কখনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের আহারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের মধ্যকার অবুরু লোকদেরকে সদুপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় অথবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বহুদূর এবং সর্বদা শক্ত করলিত—হাবশা দেশে। আল্লাহও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই ছিলো আমাদের এ কুরবানী। আল্লাহর কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানি পান করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো, তবে দেখানো হতো। অচিরেই আমি নবী (সা)-কে এসব কথা বলবো। এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। তবে আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলবো না, ঘুরিয়ে কিংবা এর উপর বাড়িয়েও কিছু বলবো না। এরপর যখন নবী (সা) আসলেন, তখন আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! উমর (রা) এসব কথা বলেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাঁকে কি উত্তর দিয়েছো? আসমা (রা) বললেনঃ আমি তাঁকে এক্রপ এক্রপ বলেছি। নবী (সা) বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের তুলনায় উমর (রা) আমার বেশি ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ উমর (রা) এবং তাঁর সাথীদের তো মাত্র একটিই হিজরত লাভ হয়েছে, আর তোমরা যারা জাহাজে আরোহণকারী ছিলে তাদের দু'টি হিজরত অর্জিত হয়েছে। আসমা (রা) বলেন, এ

ঘটনার পর আমি আবু মূসা (রা) এবং জাহাজযোগে আগমনকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা দলে দলে এসে আমার নিকট থেকে এ হাদীসখানা শুনতেন। আর নবী (সা) তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন এ কথাটি তাদের কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তাঁদের কাছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস এত প্রিয় ছিল না। আবু বুরদা (রা) বলেন যে, আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবু মূসা [আশ্বারী (রা)]-কে দেখেছি, তিনি বারবারই আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। আবু বুরদা (রা) আবু মূসা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, আশ্বারী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ থেকেই চিনতে পারি। এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশ্বারীদের একজন। যখন তিনি কোন দল কিংবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোন শক্র মুকাবিলায় আসতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার বক্তুরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর।

**৩১১৪** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غَيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرْيَدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بُرْيَدَةِ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى قَالَ فَدِمْنَا عَلَى السَّنَّى (ص) بَعْدَ أَنْ افْتَنَحَ خَيْرٌ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهُدْ الْفَتْحَ غَيْرَنَا -

**৩১১৪** ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার জয় করার পরে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌছলাম। তিনি আমাদের জন্য গনীমতের মাল বন্টন করেছেন। আমাদেরকে ছাড়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কারণে জন্য তিনি (খায়বারের গনীমতের মাল) বন্টন করেননি।

**৩১১৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي تَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى أَبْنِ مُطْبِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَنَحَ خَيْرٌ وَلَمْ تَفْتَنْ ذَهَبًا وَلَا فَضْلًا إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْأَبْلَى وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى وَادِي الْفَرْقَى وَمَعَهُ عَبْدُهُ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِذْعُمٌ أَهْذَاهُ لَهُ أَحَدُ بْنِ الصَّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَالَى رَحْلِهِ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الرَّبِيعَ فَقَالَ النَّاسُ هَذِهِ لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَلِّي وَالَّذِي نَفَسْنَا بِيَدِهِ إِنَّ الشَّهَادَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْرٍ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِيبْنَا الْمُقَاسِمِ لِتَشْتَغِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ (ص) بِشْرَاكٍ أَوْ شِرَاكِينَ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كَفَتْ أَصَبَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ-

**৩১১৫** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে

আমরা বিজয় লাভ করেছি কিন্তু গনীমত হিসেবে আমরা সোনা, রূপা কিছুই লাভ করিনি। আমরা যা পেয়েছিলাম তা ছিল গুরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্ৰী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষ করে) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থান পর্যন্ত ফিরে আসলাম। তাঁর [নবী (সা)] সঙ্গে ছিল মিদআম নামক একটি গোলাম। বনী যুবায়ুর-এর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল আর ঐ মুহূর্তে এক অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়লো। ফলে গোলামটি মারা গেল। এ অবস্থা দেখে লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, কি আনন্দদায়ক তার এ শাহাদত! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাই নাকি? সেই মহান সন্তার কসম, তাঁর হাতে আমার প্রাণ, বন্টনের আগে খায়বার যুদ্ধলক্ষ গনীমত থেকে সে যে চান্দরখানা তুলে নিয়েছিল সেটি আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দণ্ড করবে। নবী (সা) থেকে এ কথাটি শোনার পর আরেক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বললো, এ জিনিসটি আমি বন্টনের আগেই নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।

**৩৯১৬** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبِبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَمَا وَاللَّهِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ أَخْرَ النَّاسِ بِيَانًا لَهُمْ شَاءَ مَا فُتِّحَ عَلَى قَرْيَةِ الْأَقْسَمَتِ هَذِهِ كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) خَيْرًا وَلَكِنِي أَتْرُكُهَا خَرَانَةً لَهُمْ يَقْسِمُونَهَا -

**৩৯১৬** সাইদ ইবন আবু মারিয়াম (র) ..... উমর ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মনে রেখো! সেই সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি পরবর্তী বংশধরদের নিঃশ্ব ও রিঝ-হস্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত তা হলে আমি আমার সমুদয় বিজিত এলাকা সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা তাদের জন্য গচ্ছিত আমানত হিসাবে রেখে যাচ্ছি যেন পরবর্তী বংশধরগণ তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে পারে।

**৩৯১৭** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكْثَلِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْلَا أَخْرَ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِّحَ عَلَيْهِمْ قَرْيَةُ الْأَقْسَمَتِ هَذِهِ كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) خَيْرًا -

**৩৯১৭** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরবর্তী মুসলমানদের উপর আমার আশংকা না থাকলে আমি তাদের (মুজাহিদগণের) বিজিত এলাকাগুলো তাদের মধ্যে সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন।

**৩৯১৮** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَنْ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنِبَّسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ (ص) فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ يَغْضُنُ بْنِي سَعِيدِ بْنِ

العاشرِ لا تُعْطِهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ ، فَقَالَ وَأَعْجَبَاهُ لِوَيْرَ تَدْلِيٌّ مِنْ قَدْوَمِ الضَّائِنِ ، وَيُذَكَّرُ عَنِ الرَّبِيعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِيَ ، قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَانَا عَلَى سَرِيرَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِيمَ أَبَانَ وَأَصْحَابَهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِخَيْرٍ بَعْدَ مَا افْتَتَهَا وَإِنْ حُزْمَ حَلَبِمْ لَلِيفَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمْ لَهُمْ قَاتِلَ أَبَانَ وَأَنْتَ بِهِذَا يَا وَيْرَ تَدْلِيَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَا أَبَانَ إِجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ -

**৩৯১৮** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আমবাসা ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে (খায়বার যুদ্ধের গন্নীমতের) অংশ চাইলেন। তখন বন্দু সাঈদ ইবন আস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, না, তাকে (খায়বারের গন্নীমতের অংশ) দিবেন না। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ লোক তো ইবন কাওকালের হত্যাকারী (কাজেই তাকে না দেওয়া হোক)। কথাটি শুনে সে ব্যক্তি বললো, বাঃ! 'দান পাহাড় থেকে নেমে আসা অস্তুত বিড়ালের কথায় আশ্চর্য বোধ করছি। যুবায়দী-যুহুরী-আমবাসা ইবন সাঈদ (র)-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাঈদ ইবন আস (রা) সম্পর্কে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবান [ইবন সাঈদ (রা)]-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল মদীনা থেকে নাজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) যখন খায়বার বিজয় করে সেখানে অবস্থানরত ছিলেন তখন আবান (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ সেখানে এসে তাঁর [নবী (সা)-এর] সাথে মিলিত হলেন। তাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম ছিল খেজুরের ছালের বানানো। (অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন বড়ই নিঃস্ব) আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। তখন আবান (রা) বললেন, আরে বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে নেমে আসছ বরং তুমিই না পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন, হে আবান, বসো। নবী (সা) তাদেরকে (আবান ও তাঁর সঙ্গীদেরকে) অংশ দিলেন না।

**৩৯১৯** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَدِّيْ أَنْ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ وَقَالَ أَبَانُ لِبْرِيْ هُرَيْرَةَ وَأَعْجَبًا لَكَ وَيْرَ تَدْلِيَّا مِنْ قَدْوَمِ ضَانِ يَنْفَعِي عَلَى إِمْرَا أَكْرَمَةَ اللَّهِ بَيْدِيْ ، وَمَنْهُ أَنْ يَهْبِتَنِي بِيَدِهِ -

১. উচ্চদের যুক্তে আবান ইবন সাঈদ কাফের ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে নুমান ইবন কাওকাল (রা)-কে শহীদ করেন। এরপর তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। বিতর্কের মুহূর্তে আবু হুরায়রা (রা) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'দান' আরবের দাওস এলাকার একটি পাহাড়ের নাম। আবু হুরায়রা (রা)-এর গোত্র সেখানেই বাস করতো। এ জন্যই আবান (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে তাঁর উপনামের অর্থ ও ঐ পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে বলেছেন, বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে এসেছে।

৩৯১৯] مুসা ইবন ইস্মাঈল (র) ..... আমর ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাইদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদা [সাইদ ইবন আমর ইবন সাইদ ইবনুল আস (রা)] আমাকে জানিয়েছেন যে, আবান ইবন সাইদ (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে সালাম দিলেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ লোক তো ইবন কাওকাল (রা)-এর হত্যাকারী! তখন আবান (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আশ্চর্য! দান পাহাড়ের ঢাল থেকে অক্ষম নেমে আসা বুলো বিড়াল! সে এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে আমাকে দোষারোপ করছে যাকে আল্লাহ আমার হাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন (শাহাদত দান করেছেন)। আর তাঁর হাত দ্বারা অপমানিত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

٢٩٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْيَثْمَةُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَوْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَنْتَ النَّبِيِّ (ص) أَرْسَلَتْ إِلَيْ أَبِيهِ بَكْرٍ شَتَّالَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُصْبٍ خَيْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَنْ تُؤْتَ ثِيمَةً مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَأْكُلُ أَلْ مُحَمَّدٌ (ص) فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنَّمَا وَاللَّهُ لَا أَغْيِرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَنْ حَالِهَا إِنَّمَا كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَا عَمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَبَلَى أَبُو بَكْرٍ إِنْ يَدْفَعَ إِلَيْ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِيهِ بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكْلِمْهُ حَتَّى تُؤْفَقَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُؤْفِقَتْ دَفَقَنَا زَوْجُهَا عَلَى لَيْلَةِ وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلَوْرَ مِنَ النَّاسِ وَجَهٌ حَيَاةً فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُؤْفَقَتْ اسْتَنْكَرَ عَلَى وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَّمَسَ مُصَالَحةً أَبِيهِ بَكْرٍ وَمَبَايِعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَبْاِعُ بِلَكَ الأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْ أَبِيهِ بَكْرٍ إِنَّمَا وَلَمْ يَأْتَنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَّةً لِيَخْضُرَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَهُدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتُهُمْ أَنْ يَفْعُلُوا بِي وَاللَّهُ لَا يُتَبَّعُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلَى، فَقَالَ إِنَّمَا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ تَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَافَةُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَلَكُلُّكَ اسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُلُّكَ نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِيهِ بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَحَبُّ إِلَيْيَ أَنْ أَصِلَّ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنَّمَا لَمْ أَلِ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَصْنَعُ فِيهَا إِلَّا صَنَعَتْهُ، فَقَالَ عَلَى لَأَبِيهِ بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْتَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظَّهَرَ رَقِّيَ عَلَى الْمِبْرَ فَتَشَهَّدَ وَنَكَرَ شَانَ عَلَى وَتَخَلَّفَ

১. কেননা উদ্দের যুক্তে তিনি কাফের ছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি যদি ইবন কাওকাল (রা)-এর হাতে নিহত হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি পরকালে আল্লাহর আয়াবের উপযুক্ত হতেন এবং চিরকাল সাহিত থাকতেন।

عَنِ الْبَيْعَةِ وَعَذْرَةٍ بِالَّذِي اعْتَدَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلَىٰ فَعَظُمْ حَقٌّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَىٰ  
الَّذِي صَنَعَ تَفَاسِيْةً عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَزَىٰ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ تَصْبِيْةً،  
وَاسْتَبَدَ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسْرُ بِذِلِّكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصْبَتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَلِيِّ  
قُرْبَيْنَا، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفَ۔

**৩৯২০** ইয়াহুইয়া ইব্ল বুকায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি মদীনা ও ফাদকে অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খায়বারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্টাংশ থেকে মিরাসী স্বতু চেয়ে পাঠালেন। তখন আবু বকর (রা) উভয়ের বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন, আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস হয় না, আমরা যা রেখে যাবো তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য মুহাম্মদ (সা)-এর বৎসরগণ এ সম্পত্তি কেবল ভোগ করতে পারেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদ্কা তাঁর জীবদ্ধশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে সামান্যতমও পরিবর্তন করবো না। এ ব্যাপারে তিনি যে নীতিতে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেই নীতিতেই কাজ করবো। এ কথা বলে আবু বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে এ সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করতে অঙ্গীকার করলেন। এতে ফাতিমা (রা) (মানবোচিত কারণে) আবু বকর (রা)-এর উপর নারাজ হয়ে গেলেন এবং তাঁর থেকে নিষ্পত্ত হয়ে রইলেন। পরে তাঁর ওফাতের পর তিনি ছয় মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এরপর তিনি ইত্তিকাল করলে তাঁর স্বামী আলী (রা) রাতের বেলা তাঁর দাফন কার্য শেষ করে নেন। আবু বকর (রা)-কেও এ সংবাদ দেননি। এবং তিনি তার জানায়ার নামায আদায় করে নেন। ১. ফাতিমা (রা) জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের মনে আলী (রা)-এর বেশ সম্মান ও প্রভাব ছিল। এরপর যখন ফাতিমা (রা) ইত্তিকাল করলেন, তখন আলী (রা) লোকজনের চেহারায় অসম্ভুটির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবু বকর (রা)-এর সাথে সমরোতা ও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। [ফাতিমা (রা)-এর অসুস্থতা ও অন্যান্য] ব্যক্ততার দরুণ এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণের অবসর হয়নি। তাই তিনি আবু বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। তবে অন্য কেউ যেন আপনার সঙ্গে না আসে। কারণ আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে উমর (রা)-ও উপস্থিত হোক—তিনি তা পছন্দ  
 ১. ওফাতের পূর্বে ফাতিমা (রা)-এর ওয়াসিয়াত ছিল যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই যেনে তার কাফন-দাফন শেষ করা হয়, কারণ লোকজন ডাকাডাকি করলে তাতে পর্মার ব্যাধাত ঘটনের আশংকা আছে। সেমতে আলী (রা) রাতের ডিতরই সব কাজ সেরে নিয়েছেন। আর সংবাদ তো নিশ্চয়ই আবু বকর (রা) পর্যন্ত পৌছে যাবে এ ধারণায় তিনি নিজে গিয়ে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশ্য এ ছয় মাস যাবত তিনি আবু বকর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ না করায় মুসলমানদের মনে একটি উদয় হলেও যেহেতু তিনি রোগে শয়্যাশয়ী রাসূল তনয়ার খিদমতে ব্যস্ত থাকতেন, সেহেতু লোকজন তাঁর প্রতি কোন অসম্ভুটি প্রকাশ করেনি। কিন্তু ফাতিমা (রা)-এর ওফাত হওয়ার পর সেই কারণ অবশিষ্ট না থাকায় আলী (রা) পরবর্তীকালে মানুষের চেহারায় অসম্ভুটির ভাব দেখতে পেয়েছেন।

করেননি। (বিষয়টি শোনার পর) উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবু বকর (রা) বললেন, তাঁরা আমার সাথে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশংকা করছ আল্লাহর কসম, আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবু বকর (রা) তাঁদের কাছে গেলেন। আলী (রা) তাশাহুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত আছি। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার সাথে হিংসা রাখি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজের মতের প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্ত্বায় হিসেবে খিলাফতের কাজে (পরামর্শ দেওয়াতে) আমাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। এ কথায় আবু বকর (রা)-এর চোখ-যুগল থেকে অক্ষ ঝরতে লাগলো। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরঙ্গ করলেন তখন বললেন, সেই সভার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিকটাত্ত্বায় অপেক্ষাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়বর্গ বেশি প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে কোন কসুর করিনি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে করতে দেখেছি। তারপর আলী (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন : যুহরের পর আপনার হাতে বায়আত গ্রহণের ওয়াদা রইল। যুহরের নামায আদায়ের পর আবু বকর (রা) মিস্ত্রে বসে তাশাহুদ পাঠ করলেন, তারপর আলী (রা)-এর বর্তমান অবস্থা এবং বায়আত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর (আবু বকরের) কাছে পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর আলী (রা) দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং আবু বকর (রা)-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি বিলম্বজনিত যা কিছু করেছেন তা আবু বকর (রা)-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর এ সম্মানের অবৈকার করার মনোবৃত্তি নিয়ে করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শও দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি [আবু বকর (রা)] আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিকভাবে ব্যথা পেয়েছিলাম। (উভয়ের এ আলোচনা শেষে) মুসলমানগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর আলী (রা) আমর বিল মারুফ (অর্থাৎ বায়আত গ্রহণ)-এর দিকে ফিরে এসেছেন দেখে সব মুসলমান আবার তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

[২১১] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَرَمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمَّارٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا فُتُحَتْ خَيْرُ قُلُّنَا الْأَنَّ نَشْبِعُ مِنِ التَّفَرِّقِ

[৩৯২১] মুহাম্মদ ইবন বাশুর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় হওয়ার পর আমরা (পরম্পর) বললাম, এখন আমরা পরিত্ত হয়ে খেজুর থেতে পারবো।

[২১২] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَةُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عَمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا نَشْبِعُنَا حَتَّىٰ فَتَحَنَّا خَيْرًا

**৩৯২২** হাসান (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তৃষ্ণি সহকারে থেতে পাইনি।

## ٢٢٠٣ . بَابِ إِسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ (ص) عَلَى أَهْلِ خَيْرٍ

২২০৩. অনুজ্ঞেদ : খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ

**٣٩٢٣** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرٍ فَجَاءَهُ بَشِّرٌ جَنِيبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كُلُّ ثَمْرٍ خَيْرٌ لِمَكَذَّا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِينِ وَالصَّاعِينِ بِالسَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِالْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ (ص) بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْرٍ ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ مِثْلَهُ

**৩৯২৩** ইসমাইল (র) ..... আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার অধিবাসীদের জন্য (সাওয়াদ ইবন গায়িয়া নামক) এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এরপর এক সময়ে তিনি (প্রশাসক) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উন্নত জাতের কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, খায়বারের সব খেজুরই কি একপ ইয়ে থাকে? প্রশাসক উন্নত করলেন, জী না, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে আমরা একপ খেজুরের এক সা' সাধারণ খেজুরের দু' সা'-এর বিনিময়ে কিংবা এ প্রকারের খেজুরের দু' সা' সাধারণ খেজুরের তিন সা'র বিনিময়ে সংগ্রহ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, একপ করো না। দিরহামের বিনিময়ে সব খেজুর বিক্রয় করে ফেলবে। তারপর দিরহাম দিয়ে উন্নত খেজুর খরিদ করবে।<sup>১</sup>

আবদুল আয়ীয় ইবন মুহাম্মদ (র) ..... সাইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সাইদ ও আবু হুরায়রা (রা) তাঁকে বলেছেন, নবী (সা) আনসারদের বনী আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে খায়বার পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে খায়বার অধিবাসীদের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করে দিয়েছেন। অন্য সনদে আবদুল মাজীদ-আবু সালিহ সাম্মান (র)-আবু হুরায়রা ও আবু সাইদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## ٢٢٠٤ . بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ (ص) أَهْلِ خَيْرٍ

২২০৪. অনুজ্ঞেদ : নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান

১. কেননা খেজুরের বিনিময়ে খেজুরের বেচা-কেনা যদি ক্রেতা বিক্রেতার উভয় দিক থেকে সম পরিমাণের না হয় তা হলে বর্ধিত অংশ সুদের পর্যায়ে চলে যায়। দিরহামের মাধ্যমে বিনিময় করলে আর এ আশংকা থাকে না।

٣٩٢٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوبِرِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطُوا الشَّبِيْعَ (ص) خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْلَمُوهُمْ وَيَزْعُوْهُمْ وَلَمْ شَطَرْ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ -

৩৯২৪ مূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের কৃষিভূমি সেখানকার অধিবাসী ইহুদীদেরকে এ চুক্তিতে প্রদান করেছিলেন যে, তারা ভূমি চাষ করবে এবং ফসল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে। বিনিময়ে তার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে।

২২০৫ . بَابُ السَّأَةِ الَّتِيْ سَمِعْتُ لِلنَّبِيِّ (ص) بِخَيْرِ رَوَاهُ عُرْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ (ص)

২২০৫. অনুচ্ছেদ : খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা)-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর (হাদিয়া পাঠানোর) বর্ণনা। উরওয়া (রা) আমেশা (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

٣٩٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا التَّبِيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فُتُحَتْ خَيْرُ أَهْدِيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) شَاءَ فِيهَا سُمٌّ -

৩৯২৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন খায়বার বিজয় হয়ে গেলো তখন (ইহুদীদের পক্ষ থেকে) একটি বকরী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাদিয়া দেওয়া হয়। সেই বকরীটি বিষ মেশানো ছিলো।

২২০৬ . بَابُ غَنْوَةِ زَيْنِ بْنِ حَارِثَةِ

২২০৬. অনুচ্ছেদ : যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান

٣٩٢৬ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَقِيَّانُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عَمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِيْ إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَإِيمَانِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلِّإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ

১. খায়বার যুক্তে যখন ইহুদীদের জন্য মুসলমানদের আনুগত্য স্থীকার বাতীত অন্য কোন পথ বাকী রইল না তখন তারা ঘৃণ্য ব্যর্থ্যত্বে লিপ্ত হয়। ইহুদী হারিসের কল্যাও সালাম ইবন মুশফিয়ের স্তু যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হাদিয়া পাঠালো। রাসূলুল্লাহ (সা) বকরীটির গোশত খেলেও বিষ তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি বটে, কিন্তু তার সাহাবী বারআ ইবন মাঝুর (রা) বিষক্রিয়ার ফলে শহীদ হন। যত্যব্যক্তকারী মহিলা ধরা পড়ার পর প্রথমে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বারআ (রা) মারা গেলেন তখন ‘কিসাস’ হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়। তবে মাঝুর (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ মহিলা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ জন্য তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। (কাসতুলানী)

إِلَىٰ وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَ النَّاسُ إِلَىٰ بَعْدَهُ۔

**৩৯২৬** মুসাদাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উসামা (ইবন যায়িদ) (রা)-কে (নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত) একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। লোকজন তাঁর আমীর নিযুক্ত হওয়ার উপর সমালোচনা শুরু করলে তিনি [নবী (সা)] বলেন, আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করছো, অবশ্য ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম, তিনি (উসামার পিতা যায়িদ ইবন হারিসা) ছিলেন আমীর হওয়ার জন্য যথাযোগ্য এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইবন যায়িদ) আমার নিকট বেশি প্রিয় ব্যক্তি।

### ٢٢٠٧ . بَابُ عُمْرَةِ الْفَضَاءِ ذِكْرُهُ أَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

২২০৭. অনুচ্ছেদ : উমরাতুল কায়ার বর্ণনা। আনাস (রা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন

**৩৯২৭** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اغْتَمَ النَّبِيُّ (ص) فِي نَزْلَةِ الْقَعْدَةِ فَأَبْلَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً حَتَّىٰ قَاضَاهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُقْيِمُوهُمْ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَانَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا تُقْرِبُوهُمْ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعَنَا شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعِلْمِي أَمْ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَلَىٰ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبْدًا فَأَخْذَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُخْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ السَّلَاحُ إِلَّا السَّيْفُ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَعَّهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْنَاحَهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْيِمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلُوكَمْ وَمَضَى الْأَجْلُ أَتَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ أَخْرُجْ عَنَا فَقَدْ مَضَى الْأَجْلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) فَتَبَعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادِي بِأَعْمَمَ يَا عَمَّ يَا فَتَنَادَاهَا عَلَىٰ فَأَخْذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونِكَ ابْنَةَ عَمِكَ حَمَّلَتْهَا فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلَىٰ زَيْدٍ وَجَعْفَرٍ قَالَ عَلَىٰ أَنَا أَخْذُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِيِّ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِيِّ وَخَالَتْهَا تَحْتَيْ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِيْ فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ (ص) لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعِلْمِي أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخَلْقِيْ وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخْوَنِيْ وَمَوْلَانِيْ قَالَ عَلَىٰ لَا تَتَرَوَّجْ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ ابْنَهَا أَخِيْ مِنْ الرَّضَاعَةِ۔

**৩৯২৮** উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যিলকা'দা

মাসে উমরা আদায় করার ইচ্ছায় মক্কা অভিযুক্তে রওয়ানা করেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্থীকৃতি জানালো। অবশেষে তিনি তাদের সঙ্গে এ কথার উপর সঞ্চি-চুক্তি সম্পাদন করেন যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে এসে) তিনি মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। মুসলিমগণ সঞ্চিপত্র লেখার সময় এভাবে লিখেছিলেন, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ আমাদের সঙ্গে এ চুক্তি সম্পাদন করছেন। ফলে তারা (কথাটির উপর আপত্তি উঠিয়ে) বললো, আমরা তো এ কথা (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) স্বীকার করিনি। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকারই করতাম তা হলে মক্কা প্রবেশে ঘোটেই বাধা দিতাম না। বরং আপনি তো মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (উভয়টিই)। তারপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ শুব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা) উত্তর করলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো এ কথা মুছতে পারবো না। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নিজেই চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন। তিনি (আক্ষরিকভাবে) লিখতে জানতেন না, তবুও তিনি (তার এক মুজিয়া হিসেবে) লিখে দিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দিয়েছে যে, তিনি কোম্ববন্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অন্ত নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কার অধিবাসীদের কেউ তাঁর সাথে যেতে চাইলেও তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় (পুনরায়) অবস্থান করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেবেন না। (পরবর্তী বছর সঞ্চি অনুসারে) যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম হলো তখন মূল্যরিকরা আলীর কাছে এসে বললো, আপনার সাথী [রাসূলুল্লাহ (সা)]-কে বলুন যে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে চলে যান। নবী (সা) সে মতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময়ে হাময়া (রা)-এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তার পেছনে ছুটলো। আলী (রা) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতিমা (রা)-কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা (রা) বাচ্চাটিকে তুলে নিলেন। (কাফেলা মদীনা পৌছার পর) বাচ্চাটি নিয়ে আলী, যাযিদ (ইব্ন হারিসা) ও জা'ফর [ইব্ন আবু তলিব (রা)]-এর মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, আমি তাকে (প্রথমে) কোলে নিয়েছি এবং সে আমার চাচার কন্যা (তাই সে আমার কাছে থাকবে) ! জা'ফর দাবি করলেন, সে আমার চাচার কন্যা এবং তার খালা হলো আমার স্ত্রী। যাযিদ ইব্ন হারিসা (রা) বললেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা (অর্থাৎ সবাই নিজ নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজের কাছে রাখার অধিকার পেশ করলো)। তখন নবী (সা) মেয়েটিকে তার খালার জন্য (অর্থাৎ জা'ফরের পক্ষে) ফায়সালা দিয়ে বললেন (আদর ও লালন-পালনের ব্যাপারে) খালা মায়ের সম্পর্যায়ের। এরপর তিনি আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা'ফর (রা)-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণে আমার মতো। আর যাযিদ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ঈমানী ভাই ও আয়াদকৃত গোলাম। আলী (রা) [নবী (সা)-কে] বললেন, আপনি হাময়ার মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি [নবী (সা)] উত্তরে বললেন, সে আমার দুধ-ভাই (হাময়া)-এর মেয়ে।

٣٩٢٨

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرِيجُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سُرِيجُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ أَبْنُ سَلِيمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ سَلِيمَانٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ

مُعْتَرِّفًا فَحَالْ كُفَّارٌ قُرِيشٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَذِهِ وَخَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُ  
الْعَامَ الْمُقْبِلِ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سَيْوِفًا وَلَا يُقْتِمُ بِهَا إِلَّا مَا أَحْبَبُوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ  
فَدَخَلُوهَا كَمَا كَانَ صَالِحُهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ -

**৩৯২৮** মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও মুহাম্মদ ইবন হসাইন ইবন ইবরাহীম (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে  
বর্ণিত, উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) (মক্কা অভিযুক্ত) রওয়ানা করলে কুরায়শী কাফেররা  
তাঁর এবং বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কাফেই তিনি ইস্টারিয়া নামক স্থানেই কুরুবানীর জন্ম  
যবেহ করলেন এবং মাথা মুণ্ড করলেন (হালাল হয়ে গেলেন), আর তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি  
সম্পাদন করলেন যে, আগামী বছর তিনি উমরা পালনের জন্য আসবেন। কিন্তু তরবারি ব্যক্তিত অন্য  
কোন অন্ত সাথে আনবেন না। এবং অক্ষয়াবাসীরা হে-ক'দিন ইচ্ছ করবে এর বেশি দিন তিনি সেখানে  
অবস্থান করবেন না। সে মতে রাসূলুল্লাহ (সা) (প্রবর্তী বছর উমরা পালন করতে আসলে) সম্পাদিত  
চুক্তিনামা অনুসারে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি দিন অবস্থান করলে মক্কাবাসীরা তাঁকে  
চলে যেতে বলল। তাই তিনি (মক্কা থেকে) চলে গেলেন।

**৩৯২৯** حَدَثَنِي عَمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا جَرِيدٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مَجَادِدٍ قَالَ يَخْلُتُ أَنَا وَعَرْوَةُ أَبْنَا  
الرَّبِيعِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبَدَ اللَّهَ بْنَ عَمْرَ وَضْنِي اللَّهُ عَنْهُمَا جَالَسَ إِلَى حَجَرَةِ عَائِشَةَ فَمَّا قَالَ كُمْ أَعْتَمَرَ  
النَّبِيُّ (ص) قَالَ أَرْبِعَانِي مُسْمِعًا إِسْتِيَانَ عَائِشَةَ قَالَ عَرْوَةُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْكُمْ مَا يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّبِيًّا (ص) أَعْتَمَرَ أَرْبِعَ عَمَرَ فَقَاتَتْ مَا أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) أَعْمَرَهُ الْأَنْوَافُ شَاهِدَهُ وَهُوَ  
أَعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ -

**৩৯৩০** উসমান ইবন আবু শায়খ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং  
উরওয়া ইবন যুবায়ির (রা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই দেখলাম আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আয়েশা  
(রা)-এর হজরার কিনারেই বসে আছেন। উরওয়া (রা) তাঁকে জিজেস করলেন, নবী (সা) ক'টি  
উমরা আদায় করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, চারটি। এ সময় আমরা (ঘরের ভিতরে) আয়েশা  
(রা)-এর মিসওয়াক কুরার আওয়ায় তন্তে পেলাম। উরওয়া (রা) বললেন, হে উস্তুল মু'মিন! আবু  
আবদুর রহমান ইবন উমর (রা)। কি বলছেন, তা আপনি শনেছেন কি যে, নবী (সা) চারটি উমরা  
করেছেন? আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, নবী (সা) যে কয়টি উমরা আদায় করেছিলেন তার সবটিতেই  
তিনি (ইবন উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। [তাই ইবন উমর (রা) ঠিকই বলবেন] তবে তিনি রজু মাসে  
কখনো উমরা আদায় করেননি।

**৩৯৩১** حَدَثَنَا عَلَيْهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا سَقِيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَيْلَةِ سَمِيعٍ أَبْنِي أَبِي يَعْقُولِ لَمَّا  
أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَرَرْنَاهُ مِنْ عَلْمَانَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَوْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) -

**৩৯৩০** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরাতুল কায়া আদায় করছিলেন তখন আমরা তাঁকে মুশরিক ও তাদের যুবকদের থেকে (তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে) আড়াল করে রেখেছিলাম যেন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট বা আঘাত দিতে না পারে।

**৩৯৩১** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدِيمٌ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَفَدًّا وَمَنْهُمْ حُمَىٰ يَتَرَبَّ وَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الْثَلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ . وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَبْقَاءَ عَلَيْهِمْ \* وَزَادَ ابْنُ سَلَمةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِيمَ النَّبِيُّ (ص) لِعَامِهِ الَّذِي إِسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِبَرِيِّ الْمُشْرِكِينَ قُوتُهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبْلِ فَعَيْقَعَانَ -

**৩৯৩১** সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... ইব্ন আবুরাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ (উমরাতুল কায়া আদায়ের উদ্দেশ্যে মৃক্ষ) আগমন করলে মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, তোমাদের সামনে এমন একদল লোক আসছে, ইয়াসরিবের জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এজন্য নবী (সা) সাহাবীগণকে প্রথম তিনি সাওত বা চক্রের দেহ হেলিয়ে দুলিয়ে চলার জন্য এবং দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকভাবে চলতে নির্দেশ দেন। অবশ্য তিনি তাঁদেরকে সবকটি চক্রেই হেলে দুলে চলার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি তাঁর অনুভূতিই কেবল তাঁকে এ হৃক্ষম দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। অন্য এক সনদে ইব্ন সালমা (র) আইয়ুব ও সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আবুরাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সক্ষি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের পরবর্তী বছর যখন নবী (সা) (মৃক্ষায়) আগমন করলেন তখন মুশরিকরা যেন সাহাবীদের দৈহিক-বল অবলোকন করতে পারে এজন্য তিনি তাঁদের বলেছেন, তোমরা হেলেদুলে তাওয়াফ করো। এ সময় মুশরিকরা কুআয়কিআন পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখছিল।<sup>১</sup>

**৩৯৩২** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ سُفِّيَّانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ (ص) بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ لِبَرِيِّ الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُ -

১. ইয়াসরিব মদীনার পুরাতন নাম। এ এলাকায় দীর্ঘদিন পূর্ব থেকেই এক প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব লেগে থাকত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর সোয়ার বরকতে সেটি মদীনা থেকে দূর হয়ে গেল। মুশরিকরা এ জ্বরের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিল মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে রমল করার আদেশ দিলেন যেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য অবলোকন করে মুশরিকরা হতভাব হয়ে পড়ে। আর যেহেতু তারা কুআয়কিআন পর্যট থেকেই মুসলমানদের দিকে তাকিয়েছিল আর সেখান থেকে দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটি দেখা যেতো না, এ কারণে তিনি সাহাবাদেরকে এ স্থান স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

**৩৯৩২** মুহাম্মদ (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা ও মারওয়া-এর মধ্যখানে এ জন্যই নবী (সা) 'সায়ী' করেছিলেন, যেন মুশরিকদেরকে তাঁর শৈর্য-বীর্য অবলোকন করাতে পারেন।

**৩৯৩৩** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ تَزَوَّجُ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنِيَّ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرَفَ \* وَزَادَ أَبْنُ اسْتَحْقَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي نَجِيبٍ وَأَبْنَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ تَزَوَّجُ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ -

**৩৯৩৪** মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছেন এবং (ইহরাম খোলার পরে) হালাল অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। মায়মূনা (রা) (মক্কার নিকটেই) সারিফ নামক স্থানে ইত্তিকাল করেছেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] অপর একটি সনদে ইবন ইসহাক-ইবন আবু নাজীহ ও আবান ইবন সালিহ-আতা ও মুজাহিদ (র)-ইবন আবাস (রা) থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) উমরাতুল কাষা আদায়ের সফরে মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন।

## ٢٢٠٨ . بَابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةٍ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ

### ২২০৮. অনুচ্ছেদ ৪ সিরিয়ায় সংঘটিত মৃত্যুর যুদ্ধের বর্ণনা

**৩৯৩৫** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِي عَنْ أَبْنِ أَبِي مَلَائِلٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ أَبْنَ عَمْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ فَعَدَتْ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دِيْرَهِ -

**৩৯৩৬** আহমদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, সেদিন (মৃত্যুর যুদ্ধের দিন) তিনি শাহাদত প্রাপ্ত জাফর ইবন আবু তালিব (রা)-এর লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। (তিনি বলেন) আমি জাফর (রা)-এর দেহে তখন বর্ণণা ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন গুণেছি। আর তন্মধ্যে কোনটাই তাঁর পচার্দি দিকে ছিল না।

**৩৯৩৭** أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ رَسُولٍ (ص) فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةٍ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعَفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعَفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ فَالْتَّمَسْتَنَا جَعَفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضَعْفٍ وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَّةٍ -

**৩৯৩৮** আহমদ ইবন আবু বাকর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, যদি যায়েদ

(রা) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবন আবু তালিব (রা) সেনাপতি হবে। যদি জাফর (রা)-ও শহীদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) সেনাপতি হবে। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)। বলেন, এ যুক্তে তাদের সাথে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবন আবু তালিব (রা)-কে তালাশ করলে তাকে শহীদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে তরবারী ও বর্ণার নব্রইটিরও অধিক আঘাতের চক্ষ দেখতে পেয়েছি।

**۲۹۳۶** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعْفَرًا وَابْنِ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِمْ خَبْرُهُمْ ، فَقَالَ أَخْذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصْبَبَ ، ثُمَّ أَخْذَ جَعْفَرًا فَأَصْبَبَ ثُمَّ أَخْذَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَأَصْبَبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذَرَّفَانِ حَتَّى أَخْذَ الرَّأْيَةَ سَيِّفُ مِنْ سَيِّوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ .

**۲۹۳۶** [আহমদ ইবন উয়াকিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর নিকট (মৃতার) যুক্তক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে যায়িদ, জাফর ও ইবন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়িদ (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে শহীদ করা হয়। তখন জাফর (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হল, তাকেও শহীদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা হাতে নিল। এবার তাকেও শহীদ করে দেয়া হল। এ সময়ে তাঁর দু'চোখ থেকে অক্ষধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন) অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে। ফলত আল্লাহ তাদের উপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।

**۲۹۳۷** حَدَّثَنَا قَتْبَيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدَ قَالَ أَخْبَرْتِنِي عُمَرَ قَاتَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةِ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرْنَ ، قَاتَلَتْ عَائِشَةَ وَآتَتْ أَطْلَعَ مِنْ صَانِرِ الْبَابِ ، يَعْنِي مِنْ شَقِ الْبَابِ ، فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي نِسَاءُ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرَ بَعْدَهُ مَنْ فَامَرَهُ أَنْ يَنْهَا مِنْ قَاتَلَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَاتَلَ فَذَهَبَتْهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطْعَنْهُ قَاتَلَ فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْتَنَا فَزَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ عَائِشَةَ فَقَتَلَتْ أَرْغَمَ اللَّهَ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ .

১. ইতিপূর্বের হাদীসে যেহেতু কেবল তরবারি ও বর্ণার আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল এ জন্য পঞ্জাশটি আঘাতের কথা বলা হয়েছে। আর বক্ষমাণ হাদীসে বর্ণা ও তীরের আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছে, তাই নব্রইটিরও অধিক সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। কিংবা পূর্ব হাদীসে কেবল সম্মুখের দিকে অবস্থিত আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল। আর বর্তমান হাদীসে সম্মুখ-পচাত নির্বিশেষে সময় দেহের আঘাতগুলো গণনা হয়েছে। তাই সংখ্যার পরিমাণে উভয় হাদীসের মধ্যে ডিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

**৩৯৩৭** **কুতায়বা** (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাইদ ইব্ন হারিসা, জাফর ইব্ন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ (সা) বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোকের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলাম, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাফর (রা)-এর পরিবারের মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] মেয়েদেরকে বারণ করার জন্য লোকটিকে হকুম করলেন। লোকটি ফিরে গেলো। তারপর আবার এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শোনেনি। আয়েশা (রা) বলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পুনঃ হকুম করলেন। লোকটি সেখানে গেল কিন্তু পুনরায় এসে বলল, আল্লাহর কসম তারা আমার কথা মানছে না। আয়েশা (রা) বলেন, (তারপর) সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেছিলেন, তা হলে তাদের মুখের উপর মাটি ছুঁড়ে মার। আয়েশা (রা) বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ তোমার নাককে অপমানিত করুক। আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে যে কাজ করতে বলেছেন তাতে তুমি সক্ষম নও অথচ তুমি তাঁকে বিরক্ত করা পরিত্যাগ করছ না।

**৩৯৩৮** حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلَىٰ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي حَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَا أَبْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ -

**৩৯৩৯** **মুহাম্মদ** ইব্ন আবু বকর (র) ..... আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ)-কে সালাম দিতেন তখনই তিনি বলতেন, তোমার প্রতি সালাম, হে দু'ভানাওয়ালা পুত্র।

**৩৯৪১** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِيْ يَوْمٌ مُؤْتَمَةً تِسْعَةً أَسْيَافٍ فَمَا بَقَى فِي يَدِيْ إِلَّا صَفِيفَةً يَمَانِيَّةً -

**৩৯৪২** **আবু নুআইম** (র) ..... কায়স ইব্ন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মৃতার যুক্তে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। পরিশেষে আমার হাতে একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

**৩৯৪৩** حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ دُقَ فِي يَدِيْ يَوْمٌ مُؤْتَمَةً تِسْعَةً أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِي يَدِيْ صَفِيفَةً لَيْ يَمَانِيَّةً -

**৩৯৪০** **মুহাম্মদ** ইব্ন মুসান্না (র) ..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মৃতার যুক্তে আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। (পরিশেষে) আমার হাতে আমার একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারি টিকেছিল।

১. মৃতার শাড়াইয়ে জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর দুটি হাতই কেটে যাওয়ার কারণে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে দুটি পাখা দান করেছেন যেগুলোর সাহায্যে তিনি জান্মাতের মধ্যে উড়ে বেড়ান। এবং এ কারণেই জাফরকে তাইয়ার উপাধি দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ঐ দিকে ইরিত করেই তাঁর ছেলেকে দু'পাখাওয়ালার পুত্র বলে ডাকতেন। (কাসজুলানী, শরহে বুখারী)

٣٩٤١ حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنُ مَيْسِرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَغْمَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أَخْتَهُ عُمَرَةً تَبْكِي وَاجْبَلَةً وَأَكْذَابًا وَكَذَابًا تَعْدِدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِيْ أَنْتَ كَذَلِكَ۔

٣٩٤٢ ইমরান ইবন মায়সারা (র) ..... নু'মান ইবন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) (কোন কারণে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বোন 'আমরা [বিনত রাওয়াহা (রা)] হায়, হায় পাহাড়ের মতো আমার ভাই, হায়রে অমুকের মত, তমুকের মত ইত্যাদি শুণ উল্লেখ করে কান্নাকাটি শুরু করল। এরপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যেসব কথা বলে কান্নাকাটি করেছিলে সেসব কথা সম্পর্কে আমাকে (বিদ্রূপাত্মকভাবে) জিজ্ঞাসা করে বলা হয়েছে, তুমি কি সত্যই এরূপ!

٣٩٤٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْرُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَغْمَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ۔

٣٩٤٤ কৃতায়বা (র) ..... নু'মান ইবন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বেশ্ট হয়ে পড়লেন ..... যেভাবে উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। (তারপর তিনি বলেছেন) এরপর তিনি [আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)] যখন (মৃতার লড়াইয়ে) শহীদ হন তখন তাঁর বোন মোটেই কান্নাকাটি করেনি।

## ۲۲۰۹ . بَابُ بَعْثَتِ النَّبِيِّ (ص) أَسَمَّةُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةٍ

২২০৯. অনুচ্ছেদ : জুহায়ন গোত্রের শাখা 'হুরুকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর উসামা ইবন যায়িদ (রা)-কে প্রেরণ করা

٣٩٤٤ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو طَبِيَّبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَمَّةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعْثَتِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الْحُرُقَاتِ فَصَبَّحَتِنَا الْقَوْمُ فَهَزَّمَنَاهُمْ وَلَحِقَتْ أَنَا وَدَجْلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيَّنَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَفَ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنَتْ بِرَمْحِيْ حَتَّى قَتَلَتْهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ يَا أَسَمَّةَ أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ كَانَ مَتَعْوِدًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَعْنَتْ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ۔

৩৯৪৫ আমর ইবন মুহাম্মদ (র) ..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হুরকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা প্রত্যুষে গোত্রটির উপর আক্রমণ করি এবং তাদেরকে পরাজিত করে দেই। এ সময়ে আনসারদের এক ব্যক্তি ও আমি তাদের (হুরকাদের)

একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে বলে উঠলো 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ' এ বাক্য শুনে আনসারী তার অন্তর্গত সামলে নিলেন। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্ণ দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। আমরা ঘৰ্মীনা প্রত্যাবর্তন করার পর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, হে উসামা! 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, সে তো আত্মরক্ষার জন্য কলেমা পড়েছিল। এর পরেও তিনি এ কথাটি 'হে উসামা! লা ইলাহা ইলাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ' বারবার বলতে থাকলেন। এতে আমার মন চাঞ্চিল যে, হায় যদি সেই দিনটির পূর্বে আমি ইসলামই গ্রহণ না করতাম! (তা হলে কতই ভাল হত, আমাকে রাসূলল্লাহ (সা)-এর এহেন অনুত্তপ্রে কারণ হতে হত না।)<sup>১</sup>

[৩৯৪৪] حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتَمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعَ يَقُولُ : غَرَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَعْبَثُ مِنَ الْبَعْوَثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامِيْهُ \* وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غَيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعَ يَقُولُ : غَرَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَعْبَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً أَسَامِيْهُ .

**[৩৯৪৪]** কুতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তিনি যেসব অভিযান (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে) পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবু বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন, আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) অপর একটি হাদীসে তাঁর পিতা ইয়ায়ীদ ইবন আবী উবায়দা (রা)-এর মাধ্যমে সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আর তিনি (বিভিন্ন দিকে) যেসব সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এর নয়টি সেনাদলে অংশ নিয়েছি। এ সব সেনাদলে একবার আবু বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন।

[৩৯৪৫] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِيمِ الضَّحَّاكَ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَرَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَرَّوْتُ مَعَ أَبْنِ حَارِثَةِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا -

**[৩৯৪৫]** আবু আসিম দাহহাক ইবন মাখলাদ (র) ..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যায়দি ইবন হারিসা (রা)-এর সাথেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। নবী (সা) তাঁকে (যায়দিকে) আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

১. রাসূলল্লাহ (সা) এ ঘটনায় দার্শণভাবে ব্যাখ্যিত হয়েছেন দেখে তিনি অনুত্তপ্রে আভিশয়ে এ কথা বলেছেন। নতুনা পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ যে খারাপ করে ফেলেছেন এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম কুরবুরী (র) বর্ণনা করেছেন : এরপর রাসূল (সা) তাঁকে নিঃহত ব্যক্তির দিয়াত (রক্তপণ) আদায়ের জন্য আদেশ দিয়েছেন।

**۳۹۴۶** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعِدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلْمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَّاتٍ، فَذَكَرَ خَيْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرْدِ قَالَ ، يَزِيدُ وَتَسْبِيتُ بَقِيَّتِهِمْ -

**۳۹۴۶** مুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুক্তে অংশ নিয়েছি। এতে তিনি খায়বার, হুদায়বিয়া, হুনায়ন ও যিকারাদের যুক্তের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী ইয়ায়ীদ (র) বলেন, অবশিষ্ট যুক্তগুলোর নাম আমি ভুলে গিয়েছি।

**۲۲۱۰ . بَابُ غَنْوَةِ الْفَتْحِ وَمَا بَعْدَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَمَةِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةِ يُخْبِرُهُمْ بِغَنْوَةِ النَّبِيِّ (ص)**

۲۲۱۰. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের অভিযান এবং নবী (সা)-এর অভিযান প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস করে মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইবন আবু বালতা "আর লোক প্রেরণ

**۳۹۴۷** حَدَّثَنَا قَتْبَيَةُ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلَيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَا وَالْزَّبِيرُ وَالْمِقَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى رَوْضَةَ خَاعِرٍ ، فَإِنْ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادِي بِنَا خَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظُّعِينَةِ قَتَلَ أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، قَالَتْ مَا مَعِي الْكِتَابُ فَقَتَلَنَا لَتَخْرِجَنَ الْكِتَابَ أَوْ لَتَقْتِلَنَا الْكِتَابَ ، قَالَ فَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَمَةِ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَى إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرْيَشٍ يَقُولُ لَنْفَتْ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مِنْ مَعْكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمِلُونَ أَهْلِنِيمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَاحْبِبْتَ إِذْ فَاتَقَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنَّ أَتْخِذَ عِنْهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي ، وَلَمْ أَفْعَلْهُ إِرْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضَا بِالْكُفَّارِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقْتُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبَ عَنِّي مَا دُنَّا الْمُتَافِقِ ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِدَرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ اطْلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِدَرًا قَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَرَّتْ لَنْمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُشْخِنُوا عَنْكُمْ وَعَنْكُمْ أُولَئِكَ تَقْرَنُ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءُ السَّيْلِ -

**৩৯৪৭** কৃতায়বা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলে পাঠালেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে রাওয়ায়ে খাখ নামক স্থানে চলে যাও, সেখানে সাওয়ারীর পিঠে হাওদায় আরোহিণী জনৈক মহিলার কাছে একখানা পত্র আছে। তোমরা ঐ পত্রটি সেই মহিলা থেকে কেড়ে আনবে। আলী (রা) বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম। আর আমাদের অশ্বগুলো আমাদেরকে নিয়ে খুব দ্রুত ছুটে চললো। অবশেষে আমরা রাওয়ায়ে খাখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। গিয়েই আমরা হাওদায় আরোহিণী মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা (তাকে) বললাম, পত্রটি বের কর। সে উত্তর দিল : আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম অবশ্যই তোমাকে পত্রটি বের করতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে তালাশ করব। রাবী বলেন, মহিলাটি তখন তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেল এটি হাতিব ইবন আবু বালতা'আ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি এতে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহীত কিছু গোপন তৎপরতার সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে হাতিব! এ কি কাজ করেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অনুগ্রহ পূর্বক) আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি কুরাইশদের ব্রগোত্তীয় কেউ ছিলাম না বরং তাদের বন্ধু অর্থাৎ তাদের মিত্র গোত্রের একজন ছিলাম। আপনার সঙ্গে যেসব মুহাজির আছেন কুরাইশ গোত্রে তাদের অনেক আস্থায়-স্বজন রয়েছেন। যারা এদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের হিফাজত করছে। আর কুরাইশ গোত্রে যখন আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই তাই আমি ভাবলাম যদি আমি তাদের কোন উপকার করে দেই তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হিফাজতে এগিয়ে আসবে। কখনো আমি আমার দীন পরিত্যাগ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করার জন্য এ কাজ করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, সে (হাতিব) তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দেখ, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জান না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বদরে অংশগ্রহণকারীরদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন : হে মু'মিনগণ! আমার শক্তি ও তোমাদের শক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে (বিদেশ থেকে) বহিকার করেছে এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাক তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত আছি। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ কাজ করে সে তো বিচ্যুত হয়ে যায় সরল পথ থেকে (৬০ : ১)।

## ٢٢١١ . بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

২২১। অনুচ্ছেদ ৪ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি রম্যান মাসে সংষ্ঠিত হয়েছে

**٣٤٨** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْبَيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسِيْبَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَيْدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قَدِيدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَرْلَ مُقْطِرًا حَتَّى اِنْسَلَخَ الشَّهْرُ۔

**৩৪৮** আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রম্যান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন। বর্ণনাকারী যুহরী (র) বলেন, আমি সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কেও অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। আরেকটি সূত্র দিয়ে তিনি উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস বলেছেন, (মক্কা অভিযুক্ত রওয়ানা হয়ে) রাসূলুল্লাহ (সা) রোয়া পালন করছিলেন। অবশেষে তিনি যখন কুদায়দ এবং উস্ফান নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনাটির কাছে পৌছেন তখন তিনি ইফ্তার করেন। এরপর রম্যান মাস খতম হওয়া পর্যন্ত তিনি আর রোয়া পালন করেননি।

**٣٤٩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشْرَةُ أَلْفٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينِ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةِ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيُصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَيْدَ وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ أَفْطَرَ ، وَأَفْطَرُوا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْأَخْرُ فَالْأَخْرُ۔

**৩৪৯** মাহমুদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) রম্যান মাসে মদীনা থেকে (মক্কা অভিযানে) রওয়ানা হন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সাহাবী। তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনা চলে আসার সাড়ে আট বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ রোয়া অবস্থায়ই মক্কা অভিযুক্ত রওয়ানা হন। অবশেষে তিনি যখন উস্ফান ও কুদায়দ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনার নিকট পৌছলেন তখন তিনি ও সঙ্গী মুসলিমগণ ইফ্তার করলেন। যুহরী (র) বলেছেন ৪ (উস্মাতের জীবনযাত্রা) ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাজকর্মের শেষেকাল আমলটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গণ্য করা হয়। (কেননা শেষেকাল আমল এর পূর্ববর্তী আমলকে রহিত করে দেয়)।

٣٩٥٠ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) فِي رَمَضَانَ إِلَى حَتَّىنِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمُ، وَمُفْطَرٌ فَلَمَّا إِسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّومَ أَفْطِرُوا \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ، وَقَالَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

٣٩٥١ آইয়াশ ইবন ওয়ালীদ (র) ..... ইবন আবুস রামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রম্যান মাসে হনায়নের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সঙ্গী মুসলিমদের অবস্থা ছিল তিনি ভিন্ন। কেউ ছিলেন রোয়াদার। আবার কেউ রোয়াবিহীন অবস্থায়। তাই তিনি যখন সওয়ারীর উপর বসলেন তখন তিনি একপাত্র দুধ কিংবা পানি আনতে বললেন। তারপর তিনি পাত্রটি হাতের উপর কিংবা সওয়ারীর উপর রেখে (সমবেত) লোকজনের দিকে তাকালেন। এ অবস্থা দেখে রোয়াবিহীন লোকেরা রোয়াদার লোকদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা রোয়া ভেঙ্গে ফেল। আবদুর রায়হাক, মামার, আইয়ুব, ইকরিমা (র) সূত্রে ইবন আবুস রামান থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা)- অভিযানে বের হয়েছিলেন। এভাবে হাস্তান ইবন যায়িদ আইয়ুব ইকরিমা (র) ইবন আবুস রামান সূত্রে নবী (সা) থেকেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

٣٩٥٢ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَافِسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَ بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّىٰ قَدِيمَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي السُّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ -

٣٩٥৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন আবুস রামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রম্যান মাসে রোয়া অবস্থায় (মক্কা অভিযুক্ত) সফর করেছেন। অবশেষে তিনি উসফান নামক স্থানে উপনীত হলে একপাত্র পানি দিতে বললেন। তারপর দিনের বেলাই তিনি সে পানি পান করলেন যেন তিনি লোকজনকে তাঁর রোয়াবিহীন অবস্থা দেখাতে পারেন। এরপর মক্কা পৌছা পর্যন্ত তিনি আর রোয়া পালন করেননি। বর্ণনাকারী বলেছেন, পরবর্তীকালে ইবন আবুস রামান (রা) বলতেন সফরে কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) রোয়া পালন করতেন আবার কোন কোন সময় তিনি রোয়াবিহীন অবস্থায়ও ছিলেন। তাই সফরে (তোমাদের) যার ইচ্ছা সে রোয়া পালন করতে পার আর যার ইচ্ছা সে রোয়াবিহীন অবস্থায়ও থাকতে পার। (সফর শেষে আবাসে তা আদায় করে নেবে)।

## ٢٢١٢. بَابُ أَيْنَ رَكِّزَ النَّبِيُّ (ص) الرَّأْيَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ

২২১২. অনুচ্ছেদ ৪ মক্কা বিজয়ের দিনে নবী (সা) কোথায় বাগ স্থাপন করেছিলেন

**٢٩٥٢** حَدَثَنَا عَبْدُ الدِّينِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَامَ الْفَتْحِ قَبَلَهُ ذَلِكَ قُرْيَشًا خَرَجَ أَبُو سَفِيَّانَ بْنَ حَرَبٍ وَحَكِيمَ بْنَ حَزَامَ وَبَدْيَلَ بْنَ وَرْقَاءَ يَتَمَسَّسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَاقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّىٰ آتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانَ كَانَهَا نِيرَانُ عَرَفةَ، فَقَالَ أَبُو سَفِيَّانَ مَا هَذِهِ لَكَانَهَا نِيرَانُ عَرَفةَ، فَقَالَ بَدْيَلَ بْنَ وَرْقَاءَ نِيرَانُ بَنِي عَمْرُو فَقَالَ أَبُو سَفِيَّانَ عَمْرُو أَقْلُ مِنْ ذَلِكَ، فَرَأَهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَادْرَكُوهُمْ فَأَخْنَوْهُمْ فَاتَّوَابُوهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَسْلَمَ أَبُو سَفِيَّانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ أَبَا سَفِيَّانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ، حَتَّىٰ يَنْتَظِرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمَرُّ مَعَ النَّبِيِّ (ص) ثُمَّ تَمَرُّ كَتِيَّةً كَتِيَّةً عَلَى أَبِي سَفِيَّانَ فَعَرَبَتِ كَتِيَّةً قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَذِهِ غِفارٌ قَالَ مَا لِي وَلِغِفارٍ، ثُمَّ مَرَّ جُهِنَّمَةَ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ سَعْدٌ بْنُ هَذِئِمٍ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ سَلِيمٌ فَقَالَ مِثْلَهُ حَتَّىٰ، أَقْبَلَتِ كَتِيَّةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ هُوَ لَأَمِ الْأَئْمَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ الرَّأْيَةِ فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سَفِيَّانَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمُ شَتَّحَلُ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سَفِيَّانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الدِّمَارِ، ثُمَّ جَاءَتِ كَتِيَّةٌ وَهِيَ أَقْلُ الْكَتَابِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ وَرَأْيَةُ النَّبِيِّ (ص) مَعَ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَامِ، فَلَمَّا مَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أَبِي سَفِيَّانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكَسِّي فِيهِ الْكَعْبَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُرْكَ زَرِيَّةَ بِالْحَجَّنِ قَالَ عُرُوهَةُ فَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيرٍ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَاهُنَا أَمْرُكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُرْكَ الرَّأْيَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَنِدِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَذَا وَيَخْلُلُ النَّبِيِّ (ص) مِنْ كُذَا فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَنِدِ رَجُلُانِ حَبِيبُ بْنِ الْأَشْعَرِ وَكَرْذُ بْنُ جَابِرِ الْفَهْرِيِّ -

**৩৯৫২** উবাইদ ইবন ইসমাঈল (র) ..... হিশামের পিতা [উরওয়া ইবন যুবাইর (রা)] থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) (মক্কা অভিযুক্তে) রওয়ানা করেছেন। এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌছলে আবু সুফিয়ান ইবন হারব, হাকীম ইবন হিয়াম এবং বুদায়ল ইবন ওয়ারকা বাস্তুগ্রাহ (সা)-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বেরিয়ে এলো। তারা রাতের বেলা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে (মক্কার

অদুরে) মারম্য জাহরান নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌছলে আরাফার ময়দানে প্রজুলিত আলোর মত অসংখ্য আগুন দেখতে পেল। আবৃ সুফিয়ান (আশ্চর্যবিত হয়ে) বলে উঠল, এ সব কিসের আলো? ঠিক যেন আরাফার ময়দানে প্রজুলিত আলোর মত (অসংখ্য বিস্তৃত)। বুদায়ল ইব্ন ওয়ারকা উন্নত করল, এগুলো আমর গোত্রের (চুলার) আলো। আবৃ সুফিয়ান বলল, আমর গোত্রের লোক সংখ্যা এ অপেক্ষা অনেক কম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কয়েকজন সামরিক প্রহরী তাদেরকে দেখে ফেলল এবং কাছে গিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিয়ে এলো। এ সময় আবৃ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] যখন (সেনাবাহিনী সহ মক্কা নগরীর দিকে) রওয়ানা হলেন তখন আববাস (রা)-কে বললেন, আবৃ সুফিয়ানকে পথের একটি সংকীর্ণ জায়গায় (পাহাড়ের কোণে) দাঁড় করাবে, যেন সে মুসলমানদের সমগ্র সেনাদলটি দেখতে পায়। তাই আববাস (রা) তাকে যথাস্থানে থামিয়ে রাখলেন। আর নবী (সা)-এর সাথে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আলাদা আলাদাভাবে খণ্ডল হয়ে আবৃ সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যেতে লাগল। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করে গেল। আবৃ সুফিয়ান বললেন, হে আববাস (রা), এরা কারা? আববাস (রা) বললেন, এরা গিফার গোত্রের লোক। আবৃ সুফিয়ান বললেন, আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিশ্বাস ছিল না। এরপর জুহায়না গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে গেলেন, আবৃ সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সাদ ইব্ন হ্যায়ম গোত্র অতিক্রম করল, তখনো আবৃ সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সুলায়ম গোত্র অতিক্রম করলেও আবৃ সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। অবশেষে একটি বিরাট বাহিনী তার সামনে এলো যে, এত বিরাট বাহিনী এ সময় তিনি আর দেখেননি। তাই (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? আববাস (রা) উন্নত দিলেন, এরাই (মদীনার) আনসারবৃন্দ। সাদ ইব্ন উবাদা (রা) তাঁদের দলপতি। তাঁর হাতেই রয়েছে তাঁদের পতাকা। (অতিক্রমকালে) সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, হে আবৃ সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন, আজকের দিন কা'বার অভ্যন্তরে রক্তপাত হালাল হওয়ার দিন। আবৃ সুফিয়ান বললেন, হে আববাস! আজ হারাম ও তার অধিবাসীদের প্রতি তোমাদের করমণ প্রদর্শনেরও কত উন্নত দিন। তারপর আরেকটি সেনাদল আসল। সংখ্যাগত দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে ছোট দল। আর এদের মধ্যেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ। যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর হাতে ছিল নবী (সা)-এর ঝাওঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবৃ সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবৃ সুফিয়ান বললেন, সাদ ইব্ন উবাদা কি বলেছে আপনি তা কি জানেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে কি বলেছে? আবৃ সুফিয়ান বললেন, সে এ রকম এ রকম বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সাদ ঠিক বলেনি বরং আজ এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ কা'বাকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আজকের দিনে কা'বাকে গিলাফে আজ্ঞাদিত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, (মক্কা নগরীতে পৌছে) রাসূলুল্লাহ (সা) হাজুন নামক স্থানে তাঁর পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী উরওয়া নাফি' জুবায়র ইব্ন মুত্তাম আববাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-কে (মক্কা বিজয়ের পর একদা) বললেন, হে আবৃ আবদুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে এ জায়গায়ই পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উরওয়া (রা) আরো বলেন, সে

দিন রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবন ওয়ালীদকে মক্কার উচু এলাকা কাদার দিক থেকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নবী (সা) (নিম্ন এলাকা) কুদার দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন খালিদ ইবন ওয়ালীদের অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্য থেকে হ্বায়শ ইবনুল আশআর এবং করয ইবন জাবির ফিহ্ৰী (রা) —এ দু'জন শহীদ হয়েছিলেন।

[ ۳۹۵۲ ]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قَرْةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُفْلِيْقَلَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ فَتَحَ مَكَّةَ عَلَىٰ نَاقَةٍ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرْجِعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعْتُ

**[ ۳۹۵۳ ]** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' করে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছেন। বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইবন কুররা (র) বলেন, যদি আমার চতুর্ষার্ষে লোকজন জমায়েত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তা হলে আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম।

[ ۳۹۵۴ ]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلَىٰ ابْنِ حُسْنَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زِيدٍ أَنَّهُ قَالَ رَبِّنَا الْفَتْحُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ السَّبْطَىٰ (ص) وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلًا مِنْ مَنْزِلِ ثُمَّ قَالَ لَأَيْرَثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرُ وَلَأَيْرَثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنُ قَبْلَ لِلْزُهْرِيِّ وَمَنْ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ قَالَ وَرِثَةُ عَقِيلٍ وَطَالِبٍ \* قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّةِ وَلَمْ يَقُلْ يُونِسُ حَجَّتَهُ ، وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ .

**[ ۳۹۵۵ ]** সুলায়মান ইবন আবদুর রহমান (র) ..... উসামা ইবন যায়দি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের কালে [বিজয়ের একদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে] বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? নবী (সা) বললেন, আকীল কী আমাদের জন্য কোন বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গিয়েছে? এরপর তিনি বললেন, মুমিন ব্যক্তি কাফেরের ওয়ারিশ হয় না, আর কাফেরও মু'মিন ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না। (পরবর্তীকালে) যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আবু তালিবের ওয়ারিশ কে হয়েছিল? তিনি বলেছেন, আকীল এবং তালিব তার ওয়ারিশ হয়েছিল। মায়ার (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন কথাটি । আবু তালিবের মৃত্যুকালে তার পুত্র আকীল কাফের অবস্থায় ছিল। এ দিকে আবু তালিবেরও ইমান ফাহগের সৌভাগ্য হয়নি। এ জন্য আকীল তার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন আর আলী এবং জাফর মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁরা উত্তরাধিকার থেকে বাস্তিত রায়ে গেছেন। কিন্তু আকীল পরবর্তীকালে সমুদয় সম্পদ জমা-জমি বিক্রয় করে ফেলে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এ জন্যই রাসূল (সা) উপরোক্ত উক্তি করেছেন।

(উসামা ইবন যায়িদ) রাসূল (সা)-কে তার হজ্জের সফরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু ইউনুস (র) তাঁর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সময় বা হজ্জের সফর কোনটিরই উল্লেখ করেননি।

**৩৯৫৫** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ حَدَّثَنَا شُعْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْزِلَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسِمُوا عَلَى الْكُفَرِ -

**৩৯৫৫** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইন্শাআল্লাহ ‘খাইফ’ হবে আমাদের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরীর উপর পরম্পরে শপথ গ্রহণ করেছিল।

**৩৯৫৬** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ أَرَدْ حَتَّىنَ مَنْزِلَنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفٍ بَنِي كِتَانَةَ حَيْثُ تَقَاسِمُوا عَلَى الْكُفَرِ -

**৩৯৫৬** মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হন্যায়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন, বনী কিনানার খাইফ নামক স্থানেই হবে আমাদের আগামী কালের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরের উপর পরম্পরে শপথ গ্রহণ করেছিল।

**৩৯৫৭** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَّاعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفِرَةِ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَبْنُ خَطَّلٍ مُتَعَلِّقٌ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَفْتَلُهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ (ص) فِيمَا نُرِيَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِيَوْمِئِدِ مُحْرِمًا -

**৩৯৫৭** ইয়াহৈয়া ইবন কায়আ (র) ..... আলাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মাথায় লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি সবেমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী (সা) বললেন, তাকে হত্যা কর। ২ ইয়াম মালিক (র) বলেছেন, আমাদের ধারণামতে সেদিন নবী (সা) ইহুরাম অবস্থায় ছিলেন না। তবে আল্লাহ আমাদের চেয়ে ভাল জানেন।

১. হিজরতের পূর্বে একবার কাফেররা সমিলিতভাবে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ‘খাইফ’ নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিল এবং তারা নবী (সা), বনু হাশিম ও বনু মুসলিমকে মক্কা থেকে বহিকার করে খাইফ এলাকায় নির্বাসন দেয়ার ফয়সালা করেছিল। পরিশেষে সকলে এ ফয়সালা মুতাবিক কাজ করে যাবে এ কথার উপর তারা পরম্পরে শপথ করে একটি চুক্তিনামা ও স্বাক্ষর করেছিলেন। এটিই খাইফের দণ্ডবেজ নাম প্রসিদ্ধ। নবী (সা) এবিকেই ইশারা করেছিলেন।

২. জাহালিয়াতের যুগে ইবন খাতালের নাম ছিল আবদুল উয়ায়া। সে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার মুরতাদ হয়ে যায় এবং অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দুটি গায়িকা বাদী ছিল, এদের মাধ্যমে সে নবী (সা) এবং মুসলমানদের কুৎসাজনিত গান শনিয়ে মানুষের মধ্যে বিদ্রোহ হত্তাত। এ জনাই নবী (সা) যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি তাকে হত্যাব নির্দেশ দেন। ফলে যমশয় ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে হত্যা করা হয়। আর গায়িকা বাদীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে নবী (সা)-এর আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। অপরজন ইসলাম গ্রহণের কারণে মৃত্যি পেয়েছিল।

**۳۹۵۸** حَدَّثَنَا صَدِيقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي نَجِيْرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ (ص) مَكَّةَ يَوْمَ النَّفْعِ وَخَلَقَ الْبَيْتَ سَيْئَةً وَثَلَاثَةَ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُنْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

**۳۹۵۸** [সাদাকা ইবন ফাযল (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বায়তুল্লাহর চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে (বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং) প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর (মুখে) বলতে থাকলেন, হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে বাতিলের আর উজ্জ্বল ও পুনরুন্মুক্ত ঘটবে না।

**۳۹۵۹** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبْيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمَّا قَدِمْ مَكَّةَ أَبِي أَنَّ يَنْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَلْهَمَ فَأَمْرَبَهَا فَأَخْرَجَتْ فَأَخْرَجَ صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَاتَّهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمُوا بِهَا قُطُّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُحْلِ فِيهِ \* تَابَعَهُ مَعْنَى عَبْرَةٍ عَنْ أَبْيُوبَ وَقَالَ وَهَيْبَ حَدَّثَنَا أَبْيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

**۳۹۶۰** [ইসহাক (র) ..... ইবন আব্রাহাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা) মক্কায় আগমন করার পর তৎক্ষণাত বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখলেন, কারণ সে সময় বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি এগুলোকে বের করে ফেলার জন্য আদেশ দিলেন। প্রতিমাগুলো বের করা হল। তখন (এগুলোর সাথে) ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর মৃত্তি বেরিয়ে আসল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তীর। তখন নবী (সা) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে ধৰ্ম করুক। তারা অবশ্যই জানত যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাইল (আ) কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজ করেননি। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহ আকবার ধরনি দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে নামায আদায় করেননি। মাঝার (র) আইয়ুব (র) সূত্রে এবং ওহায়ব (র) আইয়ুব (র)-এর মাধ্যমে ইকবামা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

**۲۲۱۳** . بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَقَالَ النَّبِيُّ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَقْبَلَ يَعْمَلُ الْفَتْحَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاجِلِهِ مُرْدِفًا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعْنَى عَلْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَّةِ هَنَّى أَنَّا خَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَاتِي بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعْهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبَلَالٌ وَمُعْمَانُ بْنُ مُلْكَةَ فَمَكَثَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسَ فَكَانَ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَوْلَى مَنْ دَخَلَ فَوْجَهَ بِلَالَ وَدَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ مَسْكُونُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي مَسْكُونُ فِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَسَبَّطَ أَنْ أَسَامَةَ كَمْ مَسْكُونُ مِنْ سَجْدَةٍ

২২১৩. অনুছেদ ৪ মক্কা নগরীর উচু এলাকার দিক দিয়ে নবী (সা) প্রবেশের বর্ণনা। লায়স (রা) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইব্ন যায়িদকে নিজের পেছনে বসিয়ে মক্কা নগরীর উচু এলাকার দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল এবং বায়জুল্লাহর চাবি প্রক্ষক উসমান ইব্ন তালহা। অবশেষে তিনি [নবী (সা)] মসজিদে হারামের সামনে সওয়ারী ধারালেন এবং উসমান ইব্ন তালহাকে চাবি এনে (দরজা খোলার) আদেশ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) (কা'বার অভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ, বিলাল এবং উসমান ইব্ন তালহা (রা)। সেখানে তিনি দিবসের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করে (নামায তাকবীর ও অন্যান্য দোয়া করার পর) বের হয়ে এলেন। তখন অন্যান্য লোক (কা'বার তিতেরে প্রবেশের জন্য) দ্রুত ছুটে এলো। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) প্রথমেই প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রাসূলুল্লাহ (সা) কোন জায়গায় নামায আদায় করেছেন? তখন বিলাল তাকে তাঁর নামাযের জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কত রাকাত আদায় করেছিলেন বিলাল (রা)-কে আমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

৩৯৬০ حَدَّثَنَا الْهَيْمَنُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ الَّتِي يَأْعُلُسِي مَكَّةَ + تَابَعَهُ أَبُو أَسَامَةَ وَوَهَبَيْ

فِي كَدَاءِ-

৩৯৬০ হায়সাম ইব্ন খারিজা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উচু এলাকা 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। আবু উসামা এবং ওহায়ব (র) 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনায় হাব্স ইব্ন মায়সারা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

৩৯৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيَّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ-

৩৯৬১ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র) ..... হিশামের পিতা থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উচু এলাকা অর্থাৎ 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

## ٢٢١٤ . بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ (ص) يَعْمَلُ الْفَتْحَ

২২১৪. অনুষ্ঠেদ ৪ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল

**٣٩٦١** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرْنَا أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ (ص) يُصْلِيَ الضُّحَى غَيْرَ أُمَّ هَانِيٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكْعَاتٍ ، قَالَتْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَّى أَخْفَفُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُمْرِنُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ -

**৩৯৬২** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... ইবন আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী (সা)-কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখেছে—এ কথাটি একমাত্র উচ্চে হানী (রা) ছাড়া অন্য কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) তাঁর বাড়িতে গোসল করেছিলেন, এরপর তিনি আট রাকাত নামায আদায় করেছেন। উচ্চে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে এ নামায অপেক্ষা হালকাভাবে অন্য কোন নামায আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি ঝুঁকু, সিজ্দা পুরোপুরিই আদায় করেছিলেন।

## ٢٢١٥ . بَابُ

২২১৫. অনুষ্ঠেদ

**٣٩٦٢** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَ اللَّهِمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي -

**৩৯৬৩** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) তাঁর 'নামাযের ঝুঁকু' ও সিজ্দায় পড়তেন, সুবহানাকা আল্লাহহ্যা রাকবানা ওয়া বিহামদিকাল্লাহ্যা ইগফির শী অর্থাৎ অতি পবিত্র হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

**٣٩٦٤** حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَادَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَنَ مَعَنَا وَنَاهَا أَبْنَاءُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ أَنَّهُ مِنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمَ ، وَدَعَانِي مَعْهُمْ ، قَالَ وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِي يَوْمَنِ إِلَيْرِيهِمْ مِنِّي ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ - أَأَنْصَرَ اللَّهُ وَالْفَتْحَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

أَمْرَنَا أَنْ نَحْمِدَ اللَّهَ سُتْتَغْفِرَةً إِذَا نُصْرَنَا وَفَتْحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِيْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَّاكَ تَقُولُ ؟ قَلْتُ لَا : قَالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قَلْتُ هُوَ أَجْلُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَعْلَمُهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ فَتْحٌ مَكَّةَ فَذَلِكَ عَلَمَةُ أَجْلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ، قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ -

**৩৯৬৪** আবু নুমান (র) ..... ইবন আবু বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, উমর (রা) তাঁর (পরামর্শ মজলিসে) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ান সাহাবাদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি এ তরুণকে কেন আমাদের সাথে মজলিসে শামিল করেন। তার মত সন্তান তো আমাদেরও আছে। তখন উমর (রা) বললেন, ইবন আবু বাস (রা) এই সব মানুষের একজন যাদের (মর্যাদা ও জানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। ইবন আবু বাস বললেন, একদিন তিনি (উমর) তাঁদেরকে পরামর্শ মজলিসে আহবান করলেন এবং তাঁদের সাথে তিনি আমাকেও ডাকলেন। তিনি (ইবন আবু বাস) বললেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি তাঁদেরকে আমার ইল্মের গভীরতা দেখানোর জন্যই ডেকেছিলেন। উমর বললেন, সেই নাস যে দখলুন ফি، এভাবে দেন ল্লাহ আওয়াজ। যখন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এখানে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে তখন যেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর কেউ কেউ বললেন, আমরা অবগত নই। আবার কেউ কেউ কোন উন্নতি করেননি। এ সময় উমর (রা) আমাকে বললেন, ওহে ইবন আবু বাস! তুমি কি এ রকমই মনে কর? আমি বললাম, জী, না। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি রকম মনে কর? আমি বললাম, এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সংবাদ। আল্লাহ তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। “যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে” অর্থাৎ মক্কা বিজয়। সেটিই হবে আপনার ওফাতের পূর্বাভাস। সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাঁদের করুলকারী। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, এ সূরা থেকে তুমি যা যা উপলব্ধি করেছ আমি এটি ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করিনি।

**৩৯৬৫** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحِيلَ حَدَّثَنَا الْيَتُّونُ عَنْ أَبِي شُرَيْبِ الْعَنْوَى أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْيَعُ الْبَعْثَةَ إِلَى مَكَّةَ إِذْنَ لِيْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحْدَثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتَهُ أَذْنَائِي وَوَعَاهُ قَلْبِي وَابْصَرْتَهُ عَيْنَائِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمْدُ اللَّهِ وَأَنْتَ عَلَيْهِ تُمْ قَالَ : إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحِرِّمْهَا النَّاسُ ، لَا يَحْلُّ لِأَمْرِي بِيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقَتَالِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِيهَا فَقُولُوا لَهُ أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ

يَا أَنَّ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَنِّي لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حَرْمَتْهَا الْيَوْمَ كَحَرْمَتْهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَتَعِيْفُ الشَّاهِدَ  
الْغَائِبِ فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيفٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمَرٌ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيفٍ إِنَّ الْحَرْمَ لَا يُعْنِدُ  
عَاصِيًّا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ۔

**৩৯৬৫** সাইদ ইবন শুরাহ্বীল (র) ..... আবু শুরায়হিল আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (মদ্দিনার  
শাসনকর্তা) আমর ইবন সাইদ যে সময় মক্কা অভিযুক্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন তখন আবু  
শুরায়হিল আদাবী (রা) তাকে বলেছিলেন, হে আমাদের আমির! আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন,  
আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি বাণী শোনাবো, যেটি তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন  
বলেছিলেন। সেই বাণীটি আমার দু'কান শুনেছে। আমার দ্বন্দ্য তা হিফাজত করে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ  
(সা) যখন সে কথাটি বলেছিলেন তখন আমার দু'চোখ তাকে অবলোকন করেছে। প্রথমে তিনি [নবী  
(সা)] আল্লাহর প্রশংসন করেন এবং সানা পাঠ করেন। এর পর তিনি বলেন, আল্লাহ নিজে মক্কাকে হারাম  
ঘোষণা দিয়েছেন। কোন মানুষ এ ঘোষণা দেয়নি। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের  
উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে (অন্যায়ভাবে) সেখানে রক্তপাত করা কিংবা এখানকার গাছপালা কর্তৃন  
করা কিছুতেই হালাল নয়। আর আল্লাহর রাসূলের সে স্থানে লড়াইয়ের কথা বলে যদি কেউ নিজের  
জন্যও সুযোগ করে নিতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে)  
অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য কোন অনুমতি দেননি। আর আমার ক্ষেত্রেও তা একদিনের কিছু  
নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই কেবল অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেদিনই তা পুনরায় সেরূপ হারাম হয়ে  
গেছে যেরূপে তা একদিন পূর্বে হারাম ছিল। উপস্থিত লোকজন (এ কথাটি) অনুপস্থিত লোকদের কাছে  
পৌছিয়ে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন) পরবর্তী সময়ে আবু শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে,  
(হাদীসটি শোনার পর) আমর ইবন সাইদ আপনাকে কি উক্তর করেছিলেন? তিনি বললেন, আমর  
আমাকে বললেন, হে আবু শুরায়হ! হাদীসটির বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি। (কথা  
ঠিক) কিন্তু, হারামে মক্কা কোন অপরাধী বা খুন থেকে পলায়নকারী কিংবা কোন চোর বা বিপর্যয়  
সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় না।

**৩৯৬৬** حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ حَدَّثَنَا السَّلِيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِكَثِيرٍ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرْمٌ بَيْعَ الْخَفْرِ۔

**৩৯৬৭** কুতায়বা (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি  
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কায় অবস্থানকালে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ্দের  
বেচাকেনা হারাম ঘোষণা করেছেন।

## ২২১৬ . بَابُ مَقَامُ النَّبِيِّ (ص) بِعَكْكَةِ زَمَنِ الْفَتْحِ

২২১৬. অনুছেদ : মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (সা)-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান

٣٩٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْمَنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشْرًا نَفْصُرُ الصَّلَاةَ۔

৩৯৬৭ আবু নুআয়ম ও কাবীসা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে (মকাব) দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামাযের কসর করতাম।

٣٩٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ (ص) بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصْلِي رَكْعَتِينَ.

৩৯৬৮ আবদান (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মকাব বিজয়ের সময়ে) নবী (সা) মকাব উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, এ সময়ে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করতেন।

٣٩٦٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْمَنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشَرَةَ نَفْصُرَ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَفْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا تِسْعَ عَشَرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَقْمَنَا۔

৩৯৬৯ আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মকাব বিজয়ের সময়ে) সফরে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে উনিশ দিন (মকাব) অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামাযে কসর করেছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত কসর করতাম। এর চাইতে অধিক দিন অবস্থান করলে আমরা পূর্ণ নামায আদায় করতাম। (অর্থাৎ চার রাকাত আদায় করতাম)।

২২১৭ . بَابُ وَقَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ئَعْلَمٍ  
بْنِ صَعْيَدٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ مَسَحَ رَجْهَةَ عَامِ الْفَتْحِ

২২১৭. অনুজ্ঞেদ : লায়স ইবন সাদ (র)। বলেছেন, ইউনুস আমার কাছে ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাবা ইবন সুআইর (রা) আমাকে (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন, আর মকাব বিজয়ের বছর নবী (সা) তাঁর মুখ্যমণ্ডল মাসাহ করে দিয়েছিলেন।<sup>১</sup>

১. আনাস (রা) এবং ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসসময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থানের মেয়াদ বর্ণনায় পার্থক্য দেখা গেলেও হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, মূলত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি বিদ্যায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান মেয়াদ এবং ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে মকাব বিজয়ের সফরে তাঁর অবস্থান মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. লায়স ইবন সাদের উপরোক্ত সনদের মাধ্যমে এখানে কোন হাদীস বর্ণনা করা উচ্ছেশ্য নয়, কেবল এ কথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, এ সনদ থেকে বোধ যায়, আবদুল্লাহ ইবন সালাবা নবী (সা)-এর সুব্যত শান্ত করেছেন এবং মকাব বিজয়ের সময় তিনি নবী (সা)-এর সাথে ছিলেন।

٢٩٧٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ عَنْ سُنْتِينَ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ أَبْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ وَذَعْمَ أَبْوَ جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَذْرَكَ النَّبِيُّ (ص) وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ -

৩৯৭০ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... যুহুরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সুনাইন আবু জামিলা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহুরী (র) বলেন, আমরা (সাইদ) ইব্ন মুসায়িব (র)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আবু জামিলা<sup>১</sup> (রা) দাবি করেন যে তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তিনি নবী (সা)-এর সাথে মক্কা বিজয়ের বছর (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়েছিলেন।

٢٩٧١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي قِلَابةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَبْوَ قِلَابةَ أَلَا طَقَاهُ فَتَسَاءَلَهُ فَقَالَ مَلْقِيَّةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَا يَعْلَمُ مَمْرُرَ النَّاسِ وَكَانَ يَمْرُرُنَا الرُّكَبَانُ فَنَسَالَهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ ، أَوْحَى اللَّهُ كَذَا فَكَنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَانَنَا يُغْرَى فِي صَدَرِيِّ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ أَتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ أَنْظَهَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَارَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِيِّ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْنَكُمْ وَاللَّهُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ (ص) حَقًا فَقَالَ حَصَلُوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَحَصَلُوا كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيْلُوَّذُنَّ أَحَدُكُمْ وَلِيُؤْكُمُ الْأَخْرَكُمْ قُرَآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرِ قُرَآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَلْتَقَى مِنَ الرُّكَبَانِ فَقَدِمْوْنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّا أَبْنُ سَبِّتٍ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةٍ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَمِيِّ أَلَا تُنْطِلُّنَّ عَنِّي أَسْتَ قَارِئَكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَبِيْصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْفَمِيْصِ -

৩৯৭১ দুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আমর ইব্ন সালিমা (র) থেকে বর্ণিত, আইযুব (র) বলেছেন, আবু কিলাবা আমাকে বললেন, তুমি আমর ইব্ন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না কেন? আবু কিলাবা (র) বলেন, এরপর আমি আমর ইব্ন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা (আমাদের গোত্র) পথিকদের যাতায়াত পথের পাশে একটি ঝরনার নিকট বাস করতাম। আমাদের পাশ ঘেষে অতিক্রম করে যেতো অনেক কাফেলা। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, (মক্কার) জোকজনের কি অবস্থা? মক্কার লোকজনের কি অবস্থা? আর ঐ লোকটিরই কি অবস্থা? তারা বলত, সে ব্যক্তি তো দাবি করেন যে, আল্লাহু তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি ওই অবর্তীর

১. আবু জামিলা সাহাবী কি সাহাবী নন—এ বিষয়টি মুহাদ্দিসীনের কাছে বিতর্কিত বিষয়। ইব্ন মান্দাহ, আবু নুআয়ম প্রমুখ ইমাম তাঁকে সাহাবীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখনে উল্লিখিত সনদ দিয়ে ইমাম বুখারী (র) তাঁর সাহাবী হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।

করেছেন। (কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বললেন) তাঁর কাছে আল্লাহ এ রকম ওহী নায়িল করেছেন। (আমর ইব্ন সালিমা বললেন) তখন (পথিকদের মুখ থেকে শনে) আমি সে বাণিগুলো মুখস্থ করে ফেলতাম যেন তা আজ আমার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। সমগ্র আরববাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সা) বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাঁকে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের সঙ্গে (প্রথমে) বোঝাপড়া করতে দাও। কেননা তিনি যদি তাদের উপর বিজয় লাভ করেন তাহলে তিনি সত্য সত্যই নবী। এরপর যদ্বা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করল। আমাদের কাওমের ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি সত্য নবীর দরবার থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায এবং অমুক সময় অমুক নামায আদায় করবে। এভাবে নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের একজন আধ্যান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশি মুখস্থ করেছে সে নামাযের ইমামতি করবে। (এরপর নামায আদায় করার সময় হল) সবাই এ রকম একজন লোককে খুঁজতে লাগল। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্থকারী অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে শনে (কুরআন) মুখস্থ করতাম। কাজেই সকলে আমাকেই (নামায আদায়ের জন্য) তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনে আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সিংজ্দায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। (ফলে পেছনের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ত) তখন গোত্রের জনৈক মহিলা বলল, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করে দাও না কেন? তাই সবাই মিলে কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, কখনো অন্য কিছুতে এত আনন্দিত হইনি।

٢٩٧٢ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَقَالَ الْبَيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ كَانَ عَنْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَاصِي عَهْدَ إِلَيْهِ سَعْدَ أَنْ يَقْنِصَ ابْنَ وَلِيَدَةَ زَمْعَةَ، وَقَالَ عَنْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَكَّةَ فِي الْفَطْحِ أَخْذَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِي ابْنَ وَلِيَدَةَ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصِي هَذَا ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيْهِ ابْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَيْ ابْنِ وَلِيَدَةِ زَمْعَةِ فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسُ بِعَتَبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَاصِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُؤْلَكُ هُوَ أَخْوُنَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) احْتَجِبْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَّ عَنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِي، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَاتَلَتْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِتَعَاهِرُ السَّجَرُ . وَتَنَّ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصْبِحُ بِذَلِكَ—

৩৯৭২ [আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আয়েশা (রা) স্ত্রী নবী (সা) থেকে বর্ণিত]। অন্য সনদে লায়েস (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তরা ইবন আবু ওয়াকাস (রা) তার ভাই সাদ [ইবন আবু ওয়াকাস (রা)]-কে ওয়াসিয়াত করে গিয়েছিল যে, সে যেন যামআর বাঁদীর সন্তানটি তাঁর নিজের কাছে নিয়ে নেয়। উত্তরা বলেছিল, পুত্রটি আমার ঔরসজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা বিজয়কালে সেখানে আগমন করলেন (সাদ ইবন আবু ওয়াকাসও তাঁর সাথে মক্কায় আসেন। সুযোগ পেয়ে) তখন তিনি যামআর বাঁদীর সন্তানটি রাসূল (সা)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। তাঁর সাথে আবদ ইবন যামআর (যামআর পুত্র)ও আসলেন। সাদ ইবন আবু ওয়াকাস দাবি উথাপন করে বললেন, সন্তানটি তো আমার ভাতিজা। আমার ভাই আমাকে বলে গিয়েছেন যে, এ সন্তান তার ঔরসজ্ঞাত কিন্তু আবদ ইবন যামআর তার দাবি পেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ আমার ভাই, এ যামআর সন্তান, তাঁর বিছানায় এর জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন যামআর ক্রীতদাসীর সন্তানের প্রতি নয়র দিয়ে দেখলেন যে, সন্তানটি দৈহিক আকৃতিগত দিক থেকে উত্তরা ইবন আবু ওয়াকাসের সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবদ ইবন যামআর! সন্তানটি তুমি নিয়ে যাও। সে তোমার ভাই। কেননা সে তার (তোমার পিতা যামআর) বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সন্তানটির দৈহিক আকৃতি উত্তরা ইবন আবু ওয়াকাসের আকৃতির সাদৃশ্য দেখার কারণে (তাঁর স্ত্রী) সাওদা বিনতে যামআর (রা)-কে বললেন, হে সাওদা! তুমি তার (বিতর্কিত সন্তানটির) থেকে পর্দা করবে। ইবন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সন্তানের (আইনগত) পিতৃত্ব দ্বারা প্রাপ্ত। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। ইবন শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর নিয়ম ছিল যে তিনি এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

٣٩٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُوئِسُ عَنِ الرَّهْبَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزَعَ قَوْمُهَا إِلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَمَّهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَنْكَلَمْنِي فِي حَدَّ مِنْ حُنُودِ اللَّهِ قَالَ أَسَامَةُ إِسْتَغْفِرِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَطِيبًا فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا مَوْأِهِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدَ فَإِنَّمَا أَهْلُكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقُوا فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقُوا فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَبْدِئُ لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدَهَا ثُمَّ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسِنَتْ تَوْبَتْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَائِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

৩৯৭৩ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ..... উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায় (মক্কা) বিজয় অভিযানের সময়ে জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে গেল এবং উসামা ইবন যায়িদ (রা)-এর কাছে এসে (উক্ত মহিলার ব্যাপারে)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। উরওয়া (রা) বলেন, উসামা (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যখনি কথা বললেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত একটি হকুম (বাদ) প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সঙ্গী হলে রাসূলুল্লাহ (সা) খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা পাঠ করে বললেন, “আম্মা বাদ” তোমাদের পূর্ববর্তী উপত্ররা এ কারণে ধৰ্ষস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার অভিজ্ঞত শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তার উপর শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই মহিলাটির হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হল। অবশ্য পরবর্তীকালে সে উত্তম তওবার অধিকারিণী হয়েছিল এবং (বানু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তির সঙ্গে) তার বিয়ে হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর সে আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমি তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে পেশ করতাম।

٢٩٧٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَهْبَرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنِكَ بِأَخِي لِتَبَاعِيْهِ عَلَى الْهِجْرَةِ ، قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَبَاعِيْهُ قَالَ أَبْيَابِعَةً عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْأَيْمَانِ وَالْجَهَادِ ، فَلَقِيْتُ أَبَا مَعْدِنَ بَعْدَ وَكَانَ أَكْبَرُهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعَ .

৩৯৭৪ আমর ইবন খালিদ (র) ..... মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুক্তা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি আমার ভাইকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যেন আপনি তার কাছ থেকে হিজরত করার ব্যাপারে বায়আত প্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হিজরতকারিগণ (মুক্তা বিজয়ের পূর্বে মুক্তা থেকে মদীনায় হিজরতকারিগণ) হিজরতের সমুদয় মর্যাদা ও বরকত পেয়ে গেছেন। (এখন আর হিজরতের অবকাশ নেই) আমি বললাম, তা হলে কোন বিষয়ের উপর আপনি তার কাছ থেকে বায়আত প্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে বায়আত প্রহণ করবো ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। [বর্ণনাকারী আবু উসমান (রা) বলেছেন] পরে আমি আবু মাবাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন তাঁদের দু'ভাইয়ের মধ্যে বড়। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) ঠিকই বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سَلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ

مجاشع بن مسعود قال إنطلقت بأبي معبد إلى النبي (ص) ليبيعه على الهجرة، قال مضت الهجرة بلهبها أبا يحيى على الإسلام والجهاد فلقيت أبي معبد، فسألته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد.

**۳۹۷۵** مুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) ..... মুজাশি' ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মা'বাদ (রা) (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে গোলাম, যেন তিনি তাঁর কাছ থেকে হিজরতের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন। তখন তিনি [নবী (সা)] বললেন, হিজরতের মর্যাদা (মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার) হিজরতকারীদের দ্বারা সমান্ত হয়ে গেছে। আমি তাঁর কাছ থেকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বায়আত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবু উসমান নাহদী (র) বলেন] এরপরে আমি আবু মা'বাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) সত্যই বলেছেন। অন্য সনদে খালিদ (র) আবু উসমান (র)-এর মাধ্যমে মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর ভাই মুজালিদ (রা)-কে নিয়ে এসেছিলেন।

**۳۹۷۶** حدثنا محمد بن بشير حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر رضي الله عنهما أين أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلقا فاعرض نفسك فإن وجدت شيئاً ولا رجعت \* وقال النضر أخبرنا شعبة أخبرنا أبو بشر سمعت مجاهداً قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله (ص) مثلك.

**۳۹۷۶** مুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আমি সিরিয়া দেশে হিজরত করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন আছে জিহাদের। সুতরাং যাও, নিজ অন্তরের সাথে বোঝাপড়া করে দেখ, যদি জিহাদের সাহস খুঁজে পাও (তবে ভাল, গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ কর)। অন্যথায় হিজরতের ইচ্ছা থেকে ফিরে আস।

অন্য সনদে নাফর ইবন শুমাইল (র)। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি ইবন উমর (রা)-কে (এ কথা) বললে তিনি উত্তর করলেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, অথবা তিনি বলেছেন : رَأَيْتُمْ لِمَنْ يَرِيدُ الْجَهَادَ إِذَا دَعَاهُ اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ

**۳۹۷۷** حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمري الأفزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جابر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ

الْفَتْحِ

**۳۹۷۷** ইসহাক ইবন ইয়ায়ীদ (র) ..... মুজাহিদ ইবন জাবৰ আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলতেন : মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই।

**۳۹۷۸** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَرِيزَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْذَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ قَالَ دَعْتُ عَائِشَةَ مَعَ عَيْبِدٍ بْنِ عَمِيرٍ فَسَأَلَهَا عَنِ الْمِحْرَةِ ، فَقَالَتْ لَا مِحْرَةُ الْيَوْمِ ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفْرُّ أَهْدَمَ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص) مَخَافَةً أَنْ يَفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَلَكِنْ جِهَادًا وَنِيَّةً۔

**۳۹۷۸** ইসহাক ইবন ইয়ায়ীদ (র) ..... ‘আতা ইবন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইবন উমায়র (র) সহ আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে সময় উবায়দ (র) তাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বে মু’মিন ব্যক্তির এ অবস্থা ছিল যে, সে তার দীনকে ফিত্নার হাত থেকে হিফাজত করতে হলে তাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে (মদীনার দিকে) পালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে (মঙ্গা বিজয়ের পর) আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন মু’মিন যেখানে যেভাবে চায় আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। তবে বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের সওয়াবের নিয়াত রাখা যেতে পারে।

**۳۹۷۹** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَبْوُ عَاصِمٍ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَامَ يَوْمَ الْفِتْحِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمْ تَحْلِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا تَحْلِ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ ، وَلَمْ تَحْلِ لِي قَطُّ أَسَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ ، لَا يَقْرَرُ صَدِيدَهَا وَلَا يَعْضُدُ شَوْكَهَا ، وَلَا يُخْتَلِّ خَلَامَهَا وَلَا تَحْلِ لَقْطَتَهَا إِلَّا لِمُتَشَدِّدٍ ، فَقَالَ الْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْآخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ لَابِدُّ مِنْهُ لِلْقِيَمِ وَالْبَيْوتِ ، فَسَكَّتْ ثُمَّ قَالَ إِلَّا الْآخِرَ ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ \* وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَثِيلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

**۳۹۷۹** ইসহাক (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মঙ্গা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঝুঁত্বার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, যেদিন আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকেই তিনি মঙ্গা নগরীকে সম্মান দান করেছেন। তাই আল্লাহ কর্তৃক এ সম্মান প্রদানের কারণে এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বেকার কারো জন্য তা (কখনো) হালাল করা হয়নি, আমার পরবর্তী কারো জন্যও তা হালাল করা হবে না। আর আমার জন্যও মাত্র একদিনের সামান্য অংশের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। এখানে অবস্থিত শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের কাঁটাতেও কান্তে ব্যবহারে করা যাবে না। ঘাস কাটা যাবে না। রাস্তায় পড়ে থাকা কোন জিনিসকে মালিকের হাতে পৌছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হারানো প্রাণি সংবাদ প্রচারকারী ব্যক্তিত অন্য কেউ তুলতে পারবে না। এ ঘোষণা শুনে আক্রাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়থির ঘাস ব্যক্তিত।

কেননা ইয়খির ঘাস আমাদের কর্মকার ও বাড়ির (ঘরের ছাউনির) কাজে প্রয়োজন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, ইয়খির ব্যতীত। ইয়খির ঘাস কাটা জায়েয়। অন্য সনদে ইব্ন জুবায়ের (র) ..... ইব্ন আবুবাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তাহাড়া এ হাদীস আবু হুরায়রা (রা) ও নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢١٨ . بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى : وَيَقْمَ حَتَّىْنِ إِذْ أَعْجَبْتُمْ كُلَّرُكُمْ فَلَمْ تُفْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا  
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ لَمْ فَلَيْتُمْ مُدَبِّرِينَ ، لَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ إِلَى قَوْلِ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২২১৮. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ এবং হনায়নের যুক্তের দিনে যখন তোমাদেরকে (মুসলমানদিগকে) উৎকৃষ্ট করেছিল তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল শেষে তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং (তাদের সাহায্যার্থে) এমন এক সৈন্যবাহিনী নাযিল করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদিগকে শাস্তি প্রদান করেছেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল। এরপরও (মু'মিনদিগের মধ্যে) যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করবেন তার ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমাপরায়ণও হতে পারেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ : ২৫-২৭)

٣٩٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ رَأَيْتُ بَيْنَ عَنْدِ اللَّهِ أَبْنَى  
أَبْنَى أَوْفَى ضَرَبَةً قَالَ ضَرَبَتْهَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ حَتَّىْنِ قَلَّتْ شَهْدَتْ حَتَّىْنَا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ -

৩৯৮০ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র) ..... ইসমাইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফা (রা)-এর হাতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। (আঘাতের ব্যাপারে) তিনি বলেছেন, হনাইনের (যুক্তের) দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে থাকা অবস্থায় আমাকে এ আঘাত করা হয়েছিল। আমি বললাম, আপনি কি হনাইন যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, এর পূর্বের যুদ্ধগুলোতেও অংশগ্রহণ করেছি।

٣٩٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ أَبِي إِسْنَحٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ  
رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَتَوْلَيْتَ يَوْمَ حَتَّىْنِ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ لَمْ يُؤْلِمْ ، وَلَكِنْ  
عَجِلَ سَرَعَانَ الْقَوْمَ ، فَرَشَقْتُهُمْ مَوَازِنَ وَأَبْوْسُفَيَّانَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْذَ بِرَأْسِ بَقْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، يَقُولُ أَنَا  
النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

**৩৯৮১** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বারা ইবন আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু উমর! হনাইনের যুদ্ধের দিন আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন কি ? তখন তিনি বলেন যে, আমি তো নিজেই নবী (সা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিছি যে, তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে মুজাহিদদের অথবা তৌরে যোদ্ধাগণ (গনীমত কুড়ানোর কাজে) তাড়াহুড়া করলে হাওয়ায়িন গোত্রের লোকেরা তাঁদের প্রতি তৌর নিষ্কেপ করতে থাকে। এ সময় আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদা খচরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেছিলেন, আমি যে আল্লাহর নবী তাতে কোন মিথ্যা নেই, আমি তো (কুরাইশ নেতা) মুসালিবের সভান।

**৩৯৮২** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَبْلَ لِبْرَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْلَئِمَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ حَنْتِينَ، فَقَالَ أَمَّا النَّبِيُّ (ص) فَلَا كَانُوا رُمَاءً فَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔

**৩৯৮২** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, আমি শুনলাম যে, বারা ইবন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি নবী (সা)-এর সঙ্গে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন ? তিনি বললেন, কিন্তু নবী (সা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি। তবে তারা (হাওয়ায়িন গোত্রের লোকেরা) ছিল দৃশ্য তৌরন্দাজ, [এ কারণে তারা তৌর বর্ষণ আরম্ভ করলে সবাইকে পেছনে হেঁটে যেতে হয়েছে তবে নবী (সা) পেছনে হটেননি]। তিনি (অটলভাবে দাঁড়িয়ে) বলেছিলেন, আমি যে আল্লাহর নবী এতে কোন মিথ্যা নেই। আমি (তো কুরাইশ নেতা) আবদুল মুসালিবের সভান।

**৩৯৮৩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ سَمِيعِ الْبَرَاءِ وَسَائِلَهُ رَجُلٌ مِّنْ قَبْيَسٍ أَفْرَدَتْمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَوْمَ حَنْتِينَ، فَقَالَ لِكِنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَمْ يَقْرُئْ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاءً وَأَنَا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ إِنْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَامِ فَاسْتَقْبَلْنَا بِالسَّهَامِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَلَى بَقْلَتِي الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفِيَّانَ أَخِذَ بِزِمَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ ، قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزَمَيرٌ نَزَّلَ النَّبِيُّ (ص) عَنْ بَقْلَتِي۔

**৩৯৮৩** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারআ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁকে কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, হনায়ন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন ? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান নি। তবে হাওয়ায়িন গোত্রের লোকেরা ছিল সুদৃশ্য তৌরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চালালাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। আমরা গনীমত তুলতে শুরু করলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা (অতর্কিতভাবে) তাদের তৌরন্দাজ বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলাম। তখন আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচরটির পিঠে আরোহণ অবস্থায় দেখেছি। আর আবু সুফিয়ান (রা) তাঁর খচরের লাগাম ধরেছিলেন, তিনি বলছিলেন, আমি আল্লাহর নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই। বর্ণনাকারী ইসরাইল এবং যুহাইর (র) বলেছেন যে, তখন নবী (সা) তাঁর খচরটির (পিঠ থেকে) নীচে অবতরণ করেছিলেন।

**২৯৮৪** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْلَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ حِ وَحَدَّثَنِي أَسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شَهَابٍ وَزَعْمَ عَرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمَسْوُدَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَانَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلَوْهُ أَنْ يَرْدُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبَبِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعِيَ مِنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثَ إِلَيَّ أَصْدِقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا السَّبَيْ وَإِمَّا الْمَالِ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْتِيَّ بِكُمْ وَكَانَ انتَظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِضَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةَ حِينَ قَلَّ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) غَيْرُ رَادِ إِلَيْهِمُ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبَيْنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُنَا ثَانِيَنِ وَأَنَّيْ قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَرْدَ إِلَيْهِ سَبَبِهِمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعُلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهِ إِيَاهُ مِنْ أَوْلِ مَلِ يُقْبِلُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَلَيَفْعُلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَبِيتَنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّا لَا نَنْدِرُ مِنْ أَذْنِ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ لَمْ يَأْتِنَ فَأَرْجِعُنَا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عَرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَرْفَعْهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَبِيَّوْا وَأَنِّيْ هَذَا الَّذِي بَلَغْنِي عَنْ سَبِيْ هَوَانِ-

**৩৯৮৪** سাঈদ ইব্ন উফাইর ও ইসহাক (র) ..... মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাওয়ায়িন গোত্রের প্রতিনিধিগণ যখন ইসলাম কর্বল করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এলো এবং তাদের (যুদ্ধ লুষ্টিত) সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেওয়ার প্রার্থনা জানালো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, আমার সঙ্গে যারা আছে (সাহাবাগণ) তাদের অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাছ। সত্য কথাই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কাজেই তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের জন্য (পথেই) অপেক্ষা করছিলাম। বন্ধুত রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে (জি'রানা জায়গায়) দশ রাতেরও অধিক সময় পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) হাওয়ায়িন গোত্রের প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে এ দুটির মধ্যে একটির বেশি ফেরত দিতে সম্ভব নন তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করতে চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন, আশ্চ বায়াদু, তোমাদের

(হাওয়ায়িন গোত্রের মুসলিম) ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। অতএব তোমাদের মধ্যে যে আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে রাখ করে নেবে সে (তার অংশের বন্দীকে) ফেরত দাও। আর তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের অধিকারকে অবশিষ্ট রেখে তা এভাবে ফেরত দিতে চাইবে যে, ফাইয়ের সম্পদ থেকে (আগামীতে) আস্থাহু আমাকে সর্বপ্রথম যা দান করবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করবো, তবে সেও তাই করো। তখন সকল লোক উত্তর করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রথম সিদ্ধান্ত খুশিমনে রাখ করলাম। রাসূলাল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কে খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে আর কে খুশিমনে অনুমতি দেয়নি আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মধ্যকার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ কর। তাঁরা আমার কাছে বিষয়টি পেশ করবে। সবাই ফিরে গেল। পরে তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের সাথে (আলাদা আলাদাভাবে) আলাপ করে রাসূলাল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে জানালো যে, সবাই তাঁর (প্রথম) সিদ্ধান্তকেই খুশি মনে মেনে নিয়েছে এবং (ফেরত দেয়া) অনুমতি দিয়েছে। [ইমাম ইব্ন শিহাব যুহরী (র) বলেন] হাওয়ায়িন গোত্রের বন্দীদের বিষয়ে এ হাদীসটিই আমি অবহিত হয়েছি।

**৩৯৮৫** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثْنِي  
مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا  
فَقَلَّتِنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ (ص) عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذْرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتَكَافٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (ص)  
بِوَفَاقِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ وَرِوَاهُ جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ  
أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

**৩৯৮৫** আবু নুমান (র) ..... নাফি' (সাথতিয়ানী) (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! .....। হাদীসটি অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কালে উমর (রা) নবী (সা)-কে জাহিলিয়াতের যুগে মানত করা তাঁর একটি ইতিকাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী (সা) তাঁকে সেটি পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন হাদীসটি হাশ্বাদ-আইযুব-নাফে (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জারীর ইব্ন হাযিম এবং হাশ্বাদ ইব্ন সালামা (র)-ও এ হাদীসটি আইযুব, নাফে (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৩৯৮৬** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوشْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحٍ عَنْ أَبِي  
مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا نَفَقَتِنَا كَانَتْ  
لِلْمُسْلِمِينَ جَوَلَةً فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَّارْجَلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ  
২৫ —

بِالسَّيْفِ فَقَطَعَتُ الدَّرَعَ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلْنِي  
فَلَحِقْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ السَّنَبِيُّ (ص) فَقَالَ مَنْ قُتِلَ  
قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبَةٌ، فَقَلَّتْ مَنْ يَشَهَّدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ قَالَ السَّنَبِيُّ (ص) مِثْلُهُ، فَقَمْتُ فَقُلْتُ مَنْ  
يَشَهَّدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ السَّنَبِيُّ (ص) مِثْلُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ  
صَدِيقٌ وَسَلَبَةٌ عِنْدِي فَأَرْضَيْهِ مِنِّي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَاهَا اللَّهُ أَذَا لَا يَغْمِدُ إِلَى أَسْدٍ، مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يُقَاتَلُ عَنْ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص) فَيُعْطِيكَ سَلَبَةً، فَقَالَ السَّنَبِيُّ (ص) صَدِيقٌ فَاعْطِيهِ فَاعْطَانِي فَابْتَعَتْ بِهِ مَخْرَفَا فِي بَنِي  
سَلَمَةَ فَانْهَى لَأَوْلَ مَالِ تَائِثَتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَقَالَ اللَّهُتُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعْيَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحٍ  
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ نَظَرَتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  
يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخْرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَادِيهِ لِيَقْتُلَهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَقَعَ بِهِ  
لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبُ بِهِ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخْذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفَتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ  
فَقَتَلَتُهُ وَأَنْهَمْتُهُ مَعْهُمْ فَإِذَا يَعْرِبُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ مَا شَاءَ النَّاسُ؟ قَالَ  
أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَقَامَ بَيْنَهُ عَلَىٰ قَتْلِ تَائِثَتُهُ فَلَهُ  
سَلَبَةٌ فَقَمْتُ لِأَلْتَمِسْ بَيْنَهُ عَلَىٰ قَتْلِي فَلَمْ أَرْ أَحَدًا يَشْهَدُنِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَأَ إِلَيَّ فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ  
(ص) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلُسَانِهِ سِلَاحٌ هَذَا الْقَتْلَ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي فَأَرْضَيْهِ مِنِّي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا  
يُنْطِهِ أُصْبَيْهِ مِنْ قُرْبَشِ وَيَدِعَ أَسْدًا، مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يُقَاتَلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)  
فَأَدَأَهُ إِلَىٰ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوْلَ مَالِ تَائِثَتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

**৩৯৮৬** আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কলেন, হুনায়নের বছর  
আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা যখন (যুক্তের জন্য) শক্রদের মুখোমুখি  
হলাম তখন মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। এ সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম  
সে মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে পরাভূত করে ফেলেছে। তাই আমি কাফের লোকটির পক্ষাং দিকে গিয়ে  
তরবারি দিয়ে তার কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী শক শিরার উপর আঘাত হানলাম এবং লোকটির পরিহিত  
লৌহ বর্মটি কেটে ফেললাম। এ সময় সে আমার উপর আক্রমণ করে বসলো এবং আমাকে এত জোরে  
চাপ দিয়ে জড়িয়ে ধরল যে, আমি আমার মৃত্যুর গঞ্জ অনুভব করতে লাগলাম। এরপর লোকটিই মৃত্যুর  
কোলে ঢলে পড়লো আর আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর ইবনুল খাস্তাব (রা)]-এর কাছে গিয়ে  
জিভেস করলাম, লোকজনের (মুসলিমদের) কি হলো, (যে সবাই বিশৃংখল হয়ে গেলো)? তিনি বললেন,  
মহান ও শক্তিশালী আল্লাহ্ ইচ্ছা। এরপর সবাই (আবার) ফিরে এলো (এবং মুশরিকদের উপর হামলা

চালিয়ে যুদ্ধে জয়ী হলো) যুদ্ধের পর নবী (সা) (এক স্থানে) বসলেন এবং ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে তাঁকে তার (নিহত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সব সম্পদ প্রদান করা হবে। এ ঘোষণা শুনে আমি (দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ করে) বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? (কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। আবু কাতাদা (রা) বলেন ৪ (তারপর) আবার নবী (সা) অনুরূপ ঘোষণা দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? কিন্তু (এবারও কোন সাড়া না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। নবী (সা) তারপর অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানলাম। এ সময়ে এক ব্যক্তি বললো, আবু কাতাদা (রা) ঠিকই বলেছেন, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো আমার কাছে আছে। সুতরাং সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাঁকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, না, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তার যুদ্ধলক্ষ দ্রব্যাদি তোমাকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ (সা) করতে পারেন না। নবী (সা) বললেন, আবু বকর (রা) ঠিকই বলছে। সুতরাং এসব দ্রব্য তুমি তাঁকে (আবু কাতাদা) দিয়ে দাও। আবু কাতাদা (রা) বলেন। তখন সে আমাকে পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো দিয়ে দিল। এ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি বনী সালিমার এলাকায় একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কৃত করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

অপর সনদে লাইস (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হ্যাইন যুদ্ধের দিন আমি দেখতে পেলাম যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের সাথে লড়াই করছে। অপর এক মুশরিক মুসলিম ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছে। আমি আক্রমণকারীর উপর ঝাপিয়ে পড়লাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য তার হাত উঠাল। আমি তার হাতের উপর আঘাত করলাম এবং তা কেটে ফেললাম। সে আমাকে ধরে সজোরে চাপ দিল। এমনকি আমি (মৃত্যুর) ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিল ও সে দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেললাম। মুসলিমগণ পালাতে লাগলেন। আমিও তাঁদের সাথে পালালাম। হঠাতে লোকদের মাঝে উমর ইবনুল খাস্তা (রা)-কে দেখতে পেয়ে আমি তাকে বললাম, লোকজনের অবস্থা কি? তিনি বললেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “যে মুসলিম ব্যক্তি (শক্রদলের) কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ সে-ই পাবে। আমি যে একজনকে হত্যা করেছি সে ব্যাপারে আমি দাঁড়িয়ে সাক্ষী ঝুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কাউকে পেলাম না। তখন আমি বসে পড়লাম। এরপর আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তাঁর সঙ্গীদের একজন বললেন, উল্লিখিত নিহত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত) হাতিয়ার আমার কাছে আছে। তা আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, না, তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তাকে না দিয়ে এ কুরায়শী

দুর্বল ব্যক্তিকে তিনি [নবী (সা)] দিতে পারেন না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাকে তা দিয়ে দিলেন। আমি এর দ্বারা একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম করুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল, যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

## ۲۲۱۹ . بَابُ غَزَّةِ أَوْطَاسٍ

২২১৯. অনুচ্ছেদ ৪ আওতাসের যুক্তি

**৩৯৮৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جِيشِ إِلَيْ أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرِيدَ بْنَ الصِّمَةِ فَقُتِلَ دُرِيدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ، قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعْدَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرَمَى أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمًا بِسَهْمٍ فَأَبْلَغَتْهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيَ إِلَيْهِ فَقَلَّتْ يَا عَمَّ مَنْ رَمَكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلُ الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدَتْ لَهُ فَلَحَقَتْهُ فَلَمَّا رَأَنِي وَلِي فَأَتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقْوِلَ لَهُ الْأَسْتِحْيَى أَلَا تَلْبَطْ ، فَكَفَ فَأَخْلَقْنَا ضَرِبَتِنَا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَتْهُ ، ثُمَّ قَلَّتْ لِأَبِي عَامِرٍ قَتْلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ ، قَالَ فَأَنْزَعْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَرَاهُ مِنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ يَا ابْنَ أَخِي : أَفْرِيَ النَّبِيَّ (ص) السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ أَسْتَغْفِرْنِي ، وَاسْتَخْلَفْنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَتَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظُهُورِهِ وَجَنِينِهِ فَأَخْبَرَتْهُ بِخَبْرِنَا وَبِحَرْبِ أَبِي عَامِرٍ ، وَقَالَ قُلْ لَهُ أَسْتَغْفِرْنِي فَدَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدِيهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِي أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بِيَاضِ إِبْطِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ ، فَقَلَّتْ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ دَنْبَهُ وَادْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخِلًا كَرِيمًا ، قَالَ أَبُو بُرَدَةَ أَخْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى -

**৩৯৮৮** مুহাম্মদ ইবন আলা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধ থেকে নবী (সা) অবসর হওয়ার পর তিনি আবু আমির (রা)-কে একটি সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের প্রতি পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি (আবু আমির) দুরায়দ ইবন মিশ্যার সাথে মুকাবিলা করলে দুরায়দ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সহযোগী যোদ্ধাদেরকেও প্রাজিত করেন। আবু মূসা (রা) বলেন, নবী (সা) আবু আমির (রা)-এর সাথে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবু আমির (রা)-এর হাঁটুতে একটি তীর নিষ্কিত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি নিষ্কেপ করে তার হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবু মূসা

(রা)-কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, এই ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি এ কথা বলতে বলতে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করলো। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পশ্চাদ্বাবন করলাম, (পালাচ্ছে কেন,) বেহায়া দাঁড়াও না, দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেলো। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরম্পরকে আক্রমণ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবৃ আমির (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে, এবার তুমি আমার হাঁটু থেকে) তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্তান থেকে কিছু পানিও বেরিয়ে আসলো। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! (আমি হয়তো বাঁচবো না) তাই তুমি নবী (সা)-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবৃ আমির (রা) তাঁর স্থলে আমাকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর ইস্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নবী (সা)-এর বাড়ি প্রবেশ করলাম। তিনি তখন পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (নামেমাত্র) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তাঁর পিঠে এবং পার্শ্বদেশে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবৃ আমির (রা)-এর সৎবাদ জানালাম। (তাঁকে এ কথাও বললাম যে) তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) বলে গিয়েছেন, তাঁকে [নবী (সা)-কে] আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। এ কথা শুনে নবী (সা) পানি আনতে বললেন এবং ওয় করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় বান্দা আবৃ আমিরকে মাগফিরাত দান করো। [নবী (সা) দোয়ার মুহূর্তে হাতদ্বয় এত উপরে তুললেন যে] আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভাংশ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললাম : আমার জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! 'আবদুল্লাহ ইব্ন কায়সের শুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবৃ বুরদা (রা) বলেন, দু'টি দোয়ার একটি ছিল আবৃ আমির (রা)-এর জন্য আর অপরটি ছিলো আবৃ মূসা (আশআরী) (রা)-এর জন্য।

٢٢٢. بَابُ غَزْوَةِ الطَّابِينِ فِي شَوَّالٍ سَنَةِ ثَمَانِيَّةِ مُؤْسَى بْنِ عَقْبَةِ

২২২০. অনুজ্ঞেদ : তারেকের যুদ্ধ। মূসা ইব্ন 'উকবা (রা)-এর মতে এ যুদ্ধ অষ্টম ইজরার শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে

٣٩٨٨ حدثنا الحميدى سمع سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضى الله عنها دخل على النبي ص وعندى مختبئ فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله

أَرَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، فَعَلَيْكُمْ بِإِبْنَةِ غِيلَانَ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبَرُ بِسَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ  
(ص) لَا يَدْخُلُنَّ هُؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ ابْنُ عَبِيَّةَ وَقَالَ بْنُ جَرِيجَ الْمُخْنَثُ هَبَّتْ -

**۳۹۸۸** তুমাইদী (র) ..... উষ্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে নবী (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শনলাম, সে (হিজড়া ব্যক্তি) আবদুল্লাহ ইব্ন আবু উমাইয়া (রা)-কে বলছে, হে আবদুল্লাহ! কি বলো, আগামীকাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গায়লানের কন্যাকে অবশ্যই তুমি লুকে নেবে। কেননা সে (এতই স্থলদেহ ও কোমল যে), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উষ্মে সালামা (রা) বলেন] তখন নবী (সা) বললেন ঃ এদেরকে (হিজড়াদেরকে) তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে দিও না। ইব্ন উয়াইনা (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জুরায়াজ (রা) বলেছেন, হিজড়া লোকটির নাম ছিলো হীত।

**۳۹۸۹** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مِشَامِ بِهِذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ -

**۳۹۸۹** মাহমুদ (র) ..... হিশাম (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুকরণ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এ হাদীসে এতটুকু বৃক্ষি করেছেন যে, সেদিন তিনি [নবী (সা)] তায়িক অবরোধ করা অবস্থায় ছিলেন।

**۳۹۹۰** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانَ عَنْ عَمْرِي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الطَّائِفَ ، فَلَمْ يَلْمِزْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّمَا قَاتِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَنَقْلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْلَ فَقَالَ أَغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدُوا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّمَا قَاتِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَعْجِبُهُمْ فَضْحِكُ التَّبِيُّ (ص) وَقَالَ سُفِيَّانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمْ \* قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ الْخَبَرِ كَلَّهُ -

**۳۹۹۰** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ুল্লাহ (সা) তায়েফ অবরোধ করলেন। (এবং দীর্ঘ পনেরোরও অধিক দিন পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে গেলেন) কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইন্শা আল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মদীনার দিকে) ফিরে যাবো। কথাটি সাহাবীদের মনে ভারী অনুভূত হলো। তাঁরা বললেন, আমরা চলে যাবো, তায়েফ বিজয় করবো না! বর্ণনাকারী একবার কাফিলুন শদের স্থলে নাকফুলো (অর্থাৎ আমরা 'যুদ্ধবিহীন ফিরে যাবো') বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। তাঁরা (পরদিন) সকালে লড়াই করতে গেলেন, এতে তাঁদের অনেকেই আহত হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ইন্শা আল্লাহ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাবো। তখন সাহাবাদের কাছে কথাটি মনঃপূত হলো। এ অবস্থা দেখে নবী (সা) হেসে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান

(র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুচকি হাসি হেসেছেন। হমায়নী (র) বলেন, সুফিয়ান আমাদিগকে এ হাদীসের পূর্ণ সূত্রটিতে ‘খবর’ শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ কোথাও ‘আন’ শব্দ প্রয়োগ করেন নি)।

**৩৯৯১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُطَمَانَ قَالَ سَمِعْتُ  
سَعْدًا ، وَهُوَ أَوْلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَبَا بَكْرَةَ ، وَكَانَ تَسْوُرُ حِصْنِ الطَّائِفِ فِي أَنَّاسٍ ،  
فَجَاءَ إِلَيَّ النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَلَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ مَنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَيْمَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَرَامٌ  
وَقَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَوْ أَبِي عُطَمَانَ النَّهَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا  
بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ عَاصِمٌ قَلْتُ لَقَدْ شَهِدْتُ عِنْدَكَ رَجُلًا حَسْبَكَ بِهِمَا قَالَ أَجَلُ ، أَمْ أَحَدُهُمَا فَأَوْلَ  
مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَا الْأُخْرُ فَنَزَلَ إِلَيَّ النَّبِيِّ (ص) ثَالِثَ ثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ -

**৩৯৯২** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু উসমান [নাহদী (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাদীসটি শুনেছি সাঁদ থেকে, যিনি আল্লাহর পথে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবু বকর (রা) থেকেও শুনেছি যিনি (তায়েফ অবরোধকালে) সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনসহ তায়েফের পাঁচিলের উপর চড়ে নবী (সা)-এর কাছে এসেছিলেন। তারা দু'জনই বলেছেন, আমরা নবী (সা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জাল্লাত হারাম। হিশাম (র) বলেন, মা'মার (র) আমাদের কাছে আসিম-আবুল আলিয়া (র) অথবা আবু উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি সাঁদ এবং আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি শুনেছি। আসিম (র) বলেন, আমি (আবুল আলিয়া অথবা আবু উসমান) (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নিক্ষয় আপনাকে হাদীসটি এমন দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন যাঁদেরকে আপনি আপনার নিচয়তার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তিনি উভয়ে বললেন, অবশ্যই, কেননা তাদের একজন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর অপর জন হলেন যিনি তায়েফের (নগরপাঁচিল টপকিয়ে) এসে নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎকারী তেইশ জনের একজন।

**৩৯৯৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَدَةَ عَنْ أَبِي مُؤْسِى  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاتَّى النَّبِيِّ  
(ص) أَغْرَابِيُّ فَقَالَ أَلَا تَشْجِرِيْ مَا وَعَدْتِيْ ، فَقَالَ لَهُ أَبْشِرُ ، فَقَالَ قَدْ أَخْرَتَ عَلَىْ مِنْ أَبْشِرُ ، فَأَقْبَلَ  
عَلَىْ أَبِي مُؤْسِى وَبِلَالِ كَهْيَنَةِ الْفَصْبَانِ ، فَقَالَ رَدَ الْبُشْرِيُّ ، فَأَقْبَلَ أَنْتَمَا ، قَالَ أَقْبَلْنَا ، لَمْ دَعَا بِقَدْحِ

فِيهِ مَاءٌ، فَقُسِّلَ يَدِيهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَعْنَى فِيهِ، ثُمَّ قَالَ اشْرِبَا مِنْهُ، وَأَفْرَغَا عَلَى وُجُوهِكُمْ وَنَحْرُكُمْ وَابْشِرَا فَلَمَّا أَقْدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتِّرِ أَنْ أَفْضِلًا لِمَكْمَأَ فَأَفْضَلَاهَا مِنْهُ طَافِقَةً۔

**۳۹۹۲** مুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বিলাল (রা)-সহ মুক্তা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন, আমি তাঁর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে নবী (সা)-এর কাছে এক বেদুইন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথাটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি আবু মূসা ও বিলাল (রা)-এর দিকে ফিরে সক্রোধে বললেন, শোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি পানি ভরে একটি পাত্র আনতে বললেন। (পানি আনা হলো) তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধূয়ে কুণ্ঠি করলেন। তারপর [আবু মূসা ও বিলাল (রা)-কে] বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে যথা নির্দেশ কাজ করলেন। এমন সময় উল্লেখ সালামা (রা) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মাঝের জন্যও কিছু অবশিষ্ট রেখে দিও। অতএব তাঁরা এ থেকে অবশিষ্ট কিছু উল্লেখ সালামা (রা)-এর জন্য রেখে দিলেন।

**۳۹۹۳** حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ صَفَوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِي أَرِي رَسُولَ اللَّهِ (ص) حِينَ يَنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَ فَبَيْنَ النَّبِيِّ (ص) بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ تَوْبِigْ قَدْ أَظَلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَائِشٌ مِنْ أَصْنَاحِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جِبَّةٌ مُتَضَعِّفٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ فِي جِبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَعَّفَ بِالسَّطِيبِ، فَأَشَارَ عُمْرَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ (ص) مُحَمَّرُ الْوَجْهِ يَعْطُ كَذَلِكَ سَاعَةً لِمَ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَنِّفَا فَالْتَّعَسَ الرَّجُلُ فَأَتَى بِهِ، فَقَالَ أَمَا الطَّيِّبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، وَأَمَا الْجِبَّةُ فَانْتَزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرِكَ، كَمَا تَصْنَعْ فِي حَجَّكَ۔

**۳۹۹۴** ইয়াকুব ইবন ইব্রাহিম (র) ..... সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ালা (রা) (অনেক সময়) বলতেন যে, আহা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে যদি তাঁকে দেখতে পেতাম। ইয়া'লা (রা) বলেন, এরই মধ্যে একদা নবী (সা) জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর (মাথার) উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। আর সেখানে তাঁর সঙ্গে সাহাবীদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক বেদুইন আসলো। তাঁর গায়ে খুশবু মাখানো ছিলো এবং পরনে ছিলো একটি জোক্রা। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি

সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন যে গায়ে খুশবু মাথানোর পর জোবা পরিধান করা অবস্থায় উমরা আদায়ের জন্য ইহুম বেঁধেছে? [প্রশ্নকারীর জবাব দেয়ার পূর্বেই উমর (রা) দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারায় ওহী অবর্তীর হওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে] তাই উমর (রা) হাত দিয়ে ইশারা করে ইয়া'লা (রা)-কে আসতে বললেন। ইয়া'লা (রা) এলে উমর (রা) তাঁর মাথাটি (ছায়ার নিচে) ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি (ইয়া'লা) দেখতে পেলেন যে, নবী (সা)-এর চেহারা লাল বর্ণ হয়ে রয়েছে। আর ভিতরে খাস দ্রুত যাতায়াত করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। তখন তিনি (ইয়া'লা) দেখতে পেলেন যে, নবী (সা) বললেন, সে লোকটি কোথায়, কিছুক্ষণ আগে যে আগাকে 'উমরার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। এরপর লোকটিকে খুঁজে আনা হলে তিনি বললেন : তোমার গায়ে যে খুশবু রয়েছে তা তুমি তিনবার খুঁয়ে ফেল এবং জোবাটি খুলে ফেল। তারপর হজ্জ আদায়ে যা কিছু করে থাক উমরাতেও সেগুলোই পালন কর।

**٣٩٩٤** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهِبَّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيدٍ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا آفَاهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) يَوْمَ حَنْيَنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَانُوكُمْ وَجَدُوا أَذْلَمْ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَّبُوهُمْ فَقَالَ : يَا مَعْشِرَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أَجِدُ كُمْ ضُلُلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بْنُ ، وَكُنْتُمْ مُنَقْرِقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللَّهُ بْنُ ، وَعَالَهُ فَاغْنَاهُ كُمُ اللَّهُ بْنُ ، كُلُّمَا قَالَ شَيْئًا ، قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ ، قَالَ لَسُوْشِيشُمْ قَلْتُمْ جِئْتُنَا كَذَا وَكَذَا ، رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ كُلُّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ ، قَالَ لَسُوْشِيشُمْ قَلْتُمْ جِئْتُنَا كَذَا وَكَذَا ، أَتَرْضَيْتُمْ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَغْيِ ، وَتَذَهَّبُونَ بِالثَّبِيْرِ (ص) إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ ، لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَسُوْلَكَ النَّاسُ وَادِيَا وَشِيعَبَا لَسْلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِيعَبَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ بِثَارُ إِنْكُمْ سَتَقْفُونَ بَعْدِي أُمَّةٌ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَقُوَنِي عَلَى الْحَوْضِ .

**৩৯৯৪** মূসা ইব্ন ইস্মাইল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হনায়নের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বট্টন করে দিলেন যাদের হন্দয়কে ইমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই তিনি দেননি। ফলে তারা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তারা তা পান নি। অথবা তিনি বলেছেন : তারা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তারা তা পান নি। কাজেই নবী (সা) তাদেরকে সশোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে গুমরাহীর মধ্যে লিঙ্গ পাইনি, যার পরে আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরম্পর বিচ্ছিন্ন, যার পর আল্লাহ

আমার মাধ্যমে তোমাদের পরম্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে রিক্তহস্ত, যার পরে আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলতেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন : আল্লাহর রাসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে গেলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন (যেগুলোকে আমরা বিদ্রিত করেছি এবং আপনাকে সাহায্য করেছি) কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সম্মত নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হলো (নবী) দেহসংযুক্ত গেঞ্জি আর অন্যান্য লোক হল উপরের জামা। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দীনের উপর টিকে থাকবে) অবশেষে তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

**৩৯৫** حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَانِيْنَ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ (ص) يُعْطِي رِجَالًا الْمائَةَ مِنَ الْأَبْلِ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) يُعْطِي قُرِيشًا ، وَيَتَرَكُنَا وَسَيُوقَنُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ، قَالَ أَنَّسٌ فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِمَقَاتِلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قَبْيَةٍ مِنْ أَدَمَ، وَلَمْ يَذْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا جَمَعُوهُمْ قَامَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا حَدِيثُ بَلْقَنِيْ عَنْكُمْ، فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَا رُؤْسَاوْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَا نَاسٌ مِنَ حَدِيثَةِ أَسْتَانِهِمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) يُعْطِي قُرِيشًا وَيَتَرَكُنَا وَسَيُوقَنُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَإِنِّي أَعْطِي رِجَالًا حَدِيثِيْنَ عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَالَّهُمْ أَمَا تَرَضَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ ، وَيَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ (ص) إِلَى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقِبُونَ بِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِيَنَا ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ص) فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنَّسٌ فَلَمْ يَسْبِرُوا -

আল্লাহ তার রাসূল (সা)-কে হাওয়ায়িন গোত্রের সম্পদ থেকে গনীমত হিসেবে যতটুকু দান করতে চেয়েছেন দান করলেন, তখন নবী (সা) কতিপয় লোককে এক একশ' করে উট দান করতে লাগলেন। (এ অবস্থা দেখে) আনসারদের কিছুসংখ্যক লোক বলে ফেললেন, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। আনাস (রা) বলেন, তাদের এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বর্ণনা করা হলে তিনি আনসারদের কাছে সংবাদ পাঠালেন এবং তাদেরকে একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে জমায়েত করলেন। এবং তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেননি। এরপর তাঁরা সবাই জমায়েত হলে নবী (সা) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কাছ থেকে কি কথা আমার নিকট পৌছলো? আনসারদের বিজ্ঞ উলামাবৃন্দ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তো কিছু বলেনি, তবে আমাদের কতিপয় কমবয়সী লোকেরা বলেছে যে, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারিগুলো থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। তখন নবী (সা) বললেন, আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে (গনীমতের মাল) দিচ্ছি যারা সবেমাত্র কুফ্র ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আর তা এ জন্যে যেন তাদের মনকে আমি দ্বিমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ফিরে যাবে ধন-সম্পদ নিয়ে আর তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে (আল্লাহর) নবীকে সঙ্গে নিয়ে? আল্লাহর কসম, তোমরা যে জিনিস নিয়ে ফিরে যাবে তা অনেক উত্তম ঐ ধন-সম্পদ অপেক্ষা, যা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এতে সন্তুষ্ট থাকলাম। নবী (সা) তাদের বললেন, অচিরেই তোমরা (নিজেদের উপর) অন্যদের প্রাধান্য প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকবে। অতএব, আমার মৃত্যুর পর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা সবর করে থাকবে। আমি হাউজে কাউসারের নিকট থাকব। আনাস (রা) বলেন, কিন্তু তাঁরা (আনসাররা) সবর করেননি।

٣٩٩٦ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي الستيّاح عن أنس قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله (ص) غنائم بين قريش فقضيت الأنصار قال النبي (ص) أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله (ص) قالوا بلـى و قال أو سلـك الناس وأديـا أو شـعبـا ، لـسلـكـتـ وـادـيـ الأنصـارـ أو شـعـبـهـ .

৩৯৯৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আনাস (ইব্ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুক্ত বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের মধ্যে গনীমতের মাল বটন করে দিলেন; এতে আনসারগণ নাখোশ হয়ে গেলেন। তখন নবী (সা) বলেছেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন পার্থিব সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ফিরবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, অবশ্যই

(সন্তুষ্ট থাকবো)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি লোকজন কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করবো।

**۳۹۹۷** حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنَى أَنَّبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَنْتَنَ، إِنَّقْلِيْ مَوَازِينَ وَمَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشَرَةً أَلْفَيْ وَالظَّلَقَاءَ فَادْبَرُوا، قَالَ يَا مَعْشِرَ الْأَنْصَارِ، قَالُوا لَبِّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَدِيْكَ، لَبِّيكَ وَتَحْنُ بَيْنَ يَدِيْكَ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَانهَزَّ الْمُشْرِكُونَ، فَأَعْطَى الظَّلَقَاءَ وَالْمَهَاجِرِينَ، وَلَمْ يَعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلْتُمْهُمْ فِي قَبْيَةٍ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعْيرِ، وَيَتَذَهَّبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا، وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَا خَرَّتْ شِعْبُ الْأَنْصَارِ۔

**۳۹۹۷** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃনায়নের দিন নবী (সা) হাওয়ায়িন গোত্রের মুখোমুখি হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং (মুক্তি বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী) নও-মুসলিমগণ। যুক্তে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে। এ মুহূর্তে তিনি [নবী (সা)] বললেন, ওহে আনসার সকল! তাঁরা জওয়াব দিলেন, আমরা হায়ির, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত! (অবস্থা আরো তীব্র আকার ধারণ করলে) নবী (সা) তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন আর বলতে থাকলেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিকরাই পরাজিত হলো। (যুদ্ধশেষে) তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গনীমতের সম্পূর্ণ সম্পদ) বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভিতর একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন তো বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা চলে যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। এরপর নবী (সা) আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে গমন করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে গমন করে তা হলে আমি আমার জন্য আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করবো।

**۳۹۹۸** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمِيعَ النَّبِيِّ (ص) نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ قَرِيشًا حَدَّيْتُ عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصَيْبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجِيزَهُمْ وَأَتَأْلَفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى بَيْتِكُمْ، قَالُوا بَلِّي، قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا، وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسْلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ لَوْ شِعْبُ الْأَنْصَارِ۔

**۳۹۹۸** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)

আনসারদের লোকজনকে জরায়েত করে বললেন, কুরাইশরা অতি সম্প্রতিকালের জাহিলিয়াত বর্জনকারী (নও-মুসলিম) এবং দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, অন্যান্য লোক পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। তারা বললেন, অবশ্যই (সন্তুষ্ট থাকবো)। তিনি আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে যায়, তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথ অথবা তিনি বলেছেন, আনসারদের উপত্যকা দিয়েই অতিক্রম করে যাবো।

**٣٩٩٩** حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفِيَّاً عَنْ أَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) قِسْمَةَ حَتَّىْنَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ -

**৩৯৯৯** কাবীসা (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) হনায়নের গনীমত বট্টন করে দিলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে ফেলল যে, এই বট্টনের ব্যাপারে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নি। কথাটি শুনে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ, মুসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

**٤٠٠٠** حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَقْرَئُ حَتَّىْنَ أَثْرَ النَّبِيِّ (ص) نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مَائَةً مِّنَ الْأَيْلِ وَأَعْطَى عَيْنَيْنَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى نَاسًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدُ بِهِذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللَّهِ ، فَقَلَّتْ لِأَخْبِرِنَ النَّبِيِّ (ص) قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ -

**৪০০০** কুতায়বা ইবন সাসিদ (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হনায়নের দিন নবী (সা) কোন কোন লোককে (গনীমতের মাল) বেশি বেশি করে দিয়েছিলেন। যেমন আকরা'কে একশ' উট দিয়েছিলেন। 'উয়ায়নাকে অনুরূপ (একশ' উট) দিয়েছিলেন। এভাবে আরো কয়েকজনকে দিয়েছেন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, এ বট্টন পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখা হয়নি। (নবী বলেন) আমি বললাম, অবশ্যই আমি নবী (সা)-কে এ কথা জানিয়ে দিব। এরপর [নবী (সা) কথাটি শুনে] বললেন, আল্লাহ মুসা (আ)-এর উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

٤٠١ حدثنا محمد بن بشير حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت موازن وغطافان وغيرهما ينعمهم وزرار لهم ومع النبي (ص) عشرة آلاف من الطلقاء فادبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا مبشر الأنصار، قالوا ليك يا رسول الله أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال يا مبشر الأنصار، قالوا ليك يا رسول الله أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله رسوله فأنهز المشركون فاصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطى الأنصار شيئاً، فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرتنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة، فقال يا مبشر الأنصار ما حديث بلغنى، فسكتوا فقال يا مبشر الأنصار لا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا، وتدعون برسول الله (ص) تحوزته إلى بيوتكم، قالوا بكلى فقال النبي (ص) أو سلك الناس وأدباً وسلكت الأنصار شيئاً لأخذت شعب الأنصار، قال هشام قلت يا آبا حمزة وانت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنه.

8001 মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হনায়নের দিন হাওয়ায়িন, গাতফান ইত্যাদি গোত্র নিজেদের গৃহপালিত চতুর্পদ প্রাণী ও সন্তান-সন্ততিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে এলো। আর নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিল দশ হাজার তুলাকা<sup>১</sup> সৈনিক। যুদ্ধে তারা সবাই তাঁর পাশ থেকে পিছনে সরে গেল। ফলে তিনি একাকী রয়ে যান। সেই সংকট মুহূর্তে তিনি আলাদা আলাদাভাবে দু'টি ডাক দিয়েছিলেন, তিনি ডান দিক ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল। তাঁরা সবাই উন্নত করলেন, আমরা হায়ির ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি সুসংবাদ নিন, আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। এরপর তিনি বাম দিকে ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল! তাঁরা সবাই উন্নরে বললেন, আমরা হায়ির ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সুসংবাদ নিন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। নবী (সা) তাঁর সাদা রঙের খচরটির পিঠে ছিলেন। (অবস্থা আরো তীব্র হলে) তিনি নিচে নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিক দলই পরাজিত হলো। সে যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গণীমত হস্তগত হলো। তিনি [নবী (সা)] সেসব সম্পদ মুহাজির এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে ।

১. 'তুলাকা' শব্দটি 'তালীক'-এর বহু বচন। এর অর্থ হলো মুক্তিপ্রাণ। মুক্তি বিজয়ের দিন রাসূলাল্লাহ (সা) মুক্তিপ্রাণদের কয়েকজন ব্যক্তি অবশিষ্ট সবাইকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তুলাকা শব্দ দিয়ে সে সব ক্ষমাপ্রাপ্তদেরকে বুঝানো হয়েছে। হনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিপ্রাণদের সংখ্যা আলোচ্য হানীসে দশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত দশ হাজার ছিলো আনসার ও মুহাজিরদের সৈনিক সংখ্যা। আর 'তুলাকা'দের সংখ্যা ছিলো এর এক-দশমাংশেরও অনেক কম। এ জন্য ইবন হাজার আসকালামী ও অন্যান্য হানীসবিদদের মতানুসারে এখানে 'তুলাকা' শব্দের পূর্বে একটি 'ওয়া' হুরফ উহ্য আছে। অর্থাৎ দশ হাজার আনসার ও মুহাজির এবং মুক্তিপ্রাণ লোকজন।

দিলেন। আর আনসারদেরকে তার কিছুই দেননি। তখন আনসারদের (কেউ কেউ) বললেন, কঠিন মুহূর্ত আসলে আমাদেরকে ডাকা হয় আর গনীমত অন্যদেরকে দেওয়া হয়। কথাটি নবী (সা) পর্যন্ত পৌছে গেলো। তাই তিনি তাদেরকে একটি তাঁবুতে জমায়েত করে বললেন, হে আনসারগণ! একি কথা আমার কাছে পৌছলো? তাঁরা চুপ করে থাকলেন। তিনি বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি খুশি থাকবে না যে, লোকজন দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা (বাড়ি) ফিরে যাবে আল্লাহর রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে? তাঁরা বললেন : অবশ্যই। তখন নবী (সা) বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করে নেবো। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু হাময়া (আনাস ইবন মালিক) আপনি কি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকতাম বা কখন? (যে আমি তখন সেখানে থাকবো না)।

## ٢٢٢١ . بَابُ السُّرِّيَّةِ الَّتِي قِبْلَ نَجْدٍ

২২২১. অনুচ্ছেদ : নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান

٤٠٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعَمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَرِيْةُ قِبْلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا إِلَيْنِي عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَفِقْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ بَعِيرًا -

৪০০২ আবু নু'মান (র) ..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাজদের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমিও ছিলাম। (এ যুদ্ধে প্রাণ গনীমতের অংশে) আমাদের সবার ভাগে বারোটি করে উট পৌছল। উপরন্তু আমাদেরকে একটি করে উট বেশি দেওয়া হলো। কাজেই আমরা সকলে তেরোটি করে উট নিয়ে ফিরে আসলাম।

## ٢٢٢٢ . بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ (ص) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيْمَةِ

২২২২. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কর্তৃক খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে জাযিমার দিকে প্রেরণ

٤٠٠٣ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِي نَعِيمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ السَّرْهَرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ (ص) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَيْسِيِّ بَنِي جَذِيْمَةِ ، فَدَعَاهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَيَفْعَلُ إِلَيْ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ أَسِيرِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ أَمْرَ خَالِدٍ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ أَسِيرِهِ ، فَقَلَّتُ وَاللَّهُ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِيِّ ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِيِّ أَسِيرِهِ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَذَكَرْنَا هُوَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ

(ص) يَدْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرْتَبَنِ -

**৪০০৩** মাহমুদ (ইবন গায়লান) ও নুয়াইম (র) ..... সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে বনী জাযিমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে পৌঁছে) খালিদ (রা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তারা দাওয়াত করুল করেছিল) কিন্তু আমরা ইসলাম করুল করলাম, এ কথাটি বুঝিয়ে বলতে পারছিলো না। তাই তারা বলতে শাগলো, আমরা স্বর্ধম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বর্ধম ত্যাগ করলাম। খালিদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন। এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপন্দ করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমাদের সবাই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না। আর আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না (কারণ ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত)। অবশেষে আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। নবী (সা) তখন দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তার দায় থেকে মুক্ত (আমি এর সাথে জড়িত নই)। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।

٢٢٢٣. بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّافَةِ السَّهْبِيِّ . وَلَقَمَةُ بْنِ مُجَزِّيِ الْمَذْجِبِ .  
وَقَالَ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ

২২২৩. অনুচ্ছেদ ৪: আবদুল্লাহ ইবন হ্যাফা সাহমী এবং আলকামা ইবন মুজাযিল মুদালিজীর সৈন্যবাহিনী, যাকে আনসারদের সৈন্যবাহিনীও বলা হয়

**৪** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ ابْنُ عَبْيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ (ص) سَرِيَّةً فَاسْتَغْفِرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَرْفَاهُ أَنْ يُطْبِعُوهُ فَفَضَّبَ قَالَ أَلِيْسَ أَمْرَكُمُ النَّبِيِّ (ص) أَنْ تُطْبِعُونِي ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَاجْمِعُوهُ لِيْ حَطَبًا فَجَمَعُوهُ فَقَالَ أَوْقِدُوهُ نَارًا فَأَوْقَدُوهُ فَقَالَ لَا دُخُولُهَا فَهُمُوا وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَتَسِّكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَنَّا إِلَى النَّبِيِّ (ص) مِنَ النَّارِ ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَدَّتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضْبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ لَا دُخُولُهَا مَا حَرَجُوكُمْ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاغِيَةِ فِي الْمَعْرُوفِ -

**৪০০৪** মুসাদ্দাদ (র) ..... আলী (ইবন আবু তালিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অভিযানে নবী (সা) একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এবং আনসারদের এক ব্যক্তিকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি তাদেরকে তাঁর (সেনাপতির) আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (পরে কোন কারণে) আমীর তুক্ষ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নবী (সা) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি?

তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করো। তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁরা আগুন লাগলেন। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা সকলে এ আগুনে ঝাপিয়ে পড়ো। (আদেশ মতো) তাঁরা ঝাপ দেয়ার সংকল্পও করে ফেললেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন বাধা দিয়ে বলতে শাগলেন, আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে গিয়ে নবী (সা)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। (অথচ এখানে সেই আগুনেই ঝাপ দেয়ারই আদেশ) এভাবে জুলতে জুলতে অবশেষে আগুন নিতে গেলো এবং তার ক্রোধও থেমে গেলো। এরপর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে ঝাপ দিত তা হলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আর এ আগুন থেকে বের হতে পারতো না। কেননা আনুগত্য কেবল সৎ কাজের।

#### ٢٢٢٤. بَابُ بَعْثَ أَبْنِ مُوسَى وَمَعَاذِي إِلَيَّ الْيَمِنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২২৪. অনুজ্ঞেদ : বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মূসা আশ'আরী (রা) এবং মু'আয ইব্ন জাবল (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

٤٠٥ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبْوَ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَا مُوسَى وَمَعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَيَّ الْيَمِنِ، قَالَ وَبَعْثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمِنُ مِخْلَفَانِ، كُلُّمْ قَالَ يَسِيرًا وَلَا تُعْسِيرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنْفِرًا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَخْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مَعَادُ، فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرًا عَلَى بَعْتِهِ حَتَّى اتَّهَى إِلَيْهِ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجَلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عَنْقِهِ فَقَالَ لَهُ مَعَادُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَيْمَ هَذَا؟ قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جَيَءَ بِهِ لِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ قَالَ مَا أَنْزَلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمْرَرَهُ فَقُتِلَ كُمْ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ أَنْتَفَوْقُهُ تَقْرُئًا، قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مَعَادُ؟ قَالَ أَنَّمَا أَوْلَ اللَّيْلَ فَأَقْوَمُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزِيَّ مِنَ النَّوْمِ فَأَغْرِيَ مَا كَبَّ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمِي -

৪০০৫ মূসা (রা) ..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আবু মূসা এবং মু'আয ইব্ন জাবল (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালে ইয়ামানে দু'টি প্রদেশ ছিলো। তিনি তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে বলে দিলেন, তোমরা (এলাকাবাসীদের সাথে) কোমল আচরণ করবে, কঠিন আচরণ করবে না। এলাকাবাসীদের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে, অনীহা সৃষ্টি হতে দেবে না। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজ নিজ শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আবু বুরদা (রা) বললেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ এলাকায় সফর করতেন এবং অন্যজনের কাছাকাছি স্থানে পৌছে যেতেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের সালাম বিনিময় করতেন। এভাবে

মু'আয় (রা) একবার তাঁর এলাকায় এমন স্থানে সফর করছিলেন, যে স্থানটি তাঁর সাথী আবু মূসা (রা)-এর এলাকার নিকটবর্তী ছিল। সুযোগ পেয়ে তিনি খচরের পিঠে চড়ে (আবু মূসার এলাকায়) পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে আবু মূসা (রা) বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। আরো দেখলেন, পাশে এক লোককে তাঁর গলার সাথে উভয় হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মু'আয় (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবদুল্লাহ! ইহল কায়স (আবু মূসা)। এ লোকটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয় (রা) বললেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করবো না। আবু মূসা (রা) বললেন, এ উদ্দেশ্যেই তাকে এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং আপনি অবতরণ করুন। তিনি বললেন, না তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামবো না। ফলে আবু মূসা (রা) হকুম করলেন এবং লোকটিকে হত্যা করা হলো। এরপর মু'আয় (রা) অবতরণ করলেন। মু'আয় (রা) বললেন, ওহে 'আবদুল্লাহ! আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি (রাত-দিনের সব সময়ই) কিছুক্ষণ পরপর কিছু অংশ করে তিলাওয়াত করে থাকি। তিনি বললেন, আর আপনি কিভাবে তিলাওয়াত করেন, হে মু'আয়? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়ার পর আমি উঠে পড়ি। এরপর আমাকে যতটুকু তাওফীক দান করেন তিলাওয়াত করতে থাকি। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি আমার নিদ্রার অংশকেও সাওয়াবের বিষয় বলে মনে করি, যেভাবে আমি আমার তিলাওয়াতকে সাওয়াবের বিষয় বলে মনে করে থাকি।

٤٠٠ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ إِلَيْهِ أَيْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةِ تُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبَيْعُ وَالْمِزْدُ فَقَلَّتْ لِابْنِ بُرْدَةِ مَا الْبَيْعُ؟ قَالَ نَبِيُّذُ الْعَسْلِ وَالْمِزْدُ نَبِيُّذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ .

৪০০৬ ইসহাক (র) ..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁকে (আবু মূসাকে গভর্নর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। তখন তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কতিপয় শরাব সম্পর্কে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এগুলো কি কি? আবু মূসা (রা) বললেন, তা হল বিত্ট ও মিয়র শরাব। বর্ণনাকারী সাইদ (র) বলেন, (কথার ফাঁকে) আমি আবু বুরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিত্ট কি? তিনি বললেন, বিত্ট হলো মধু থেকে গ্যাজানো রস আর মিয়র হলো যবের গ্যাজানো রস। (সাইদ বলেন) তখন নবী (সা) বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বন্ধুই হারাম। হাদীসটি জারীর এবং আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী (র)-এর মাধ্যমে আবু বুরদা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ (ص) جَدَهُ أَبَا مُوسَى وَمَعَادًا إِلَيْهِ أَيْمَانٌ فَقَالَ يَسِيرًا وَلَا تَنْفِرًا وَلَا تَطَاوِيْمًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيُّ

اللَّهُ أَنْ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيرِ الْمِزْدُ، وَشَرَابٌ مِّنَ الْعَسَلِ الْبَيْثُ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْتَلَقَ، فَقَالَ مَعَاذُ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَمْ رَاحِلَةً، وَأَنْقُوفَةً تَفَوَّقَا، قَالَ أَمَا أَنَا فَأَنَا مُؤْمِنٌ وَأَقْوَمُ، فَأَخْسِبُ نَوْمَتِي، كَمَا أَحْسِبُ قَوْمَتِي، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَ يَتَّزَارُ أَرَانِ، فَزَارَ مَعَاذَ أَبَا مُؤْسِى، فَإِذَا رَجُلٌ مُّوْتَقُ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَ، فَقَالَ مَعَاذَ لِأَصْرِيْنَ عَنْ قَدِيرِيْ وَوَهْبٌ عَنْ شَعْبَةَ، وَقَالَ وَكِبْعَ وَالنَّصْرُ وَأَبُو دَاؤِدَ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ -

৪০০৭] মুসলিম (র) ..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার দাদা আবু মূসা ও মু'আয় (রা)-কে নবী (সা) (গর্ভন্ত হিসেবে) ইয়ামানে পাঠালেন। এ সময় তিনি (উপদেশব্রহ্মপ) বলে দিয়েছিলেন, তোমরা লোকজনের সাথে কোমল আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা আসতে দিবে না এবং একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মূসা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদের এলাকায় মিঘ্র নামের এক প্রকার শরাব যব থেকে তৈরি করা হয় আর বিত্ত নামের এক প্রকার শরাব মধু থেকে তৈরি করা হয় (অতএব এগুলোর হৃকুম কি?)। নবী (সা) বললেন, নেশা উৎপাদনকারী সকল বস্তুই হারাম। এরপর দু'জনেই চলে গেলেন। মু'আয় আবু মূসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি উত্তর দিলেন, দাঁড়িয়ে, বসে, সাওয়ারীর পিঠে সাওয়ার অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তিলাওয়াত করি। তিনি বললেন, তবে আমি রাতের প্রথমদিকে ঘুমিয়ে পড়ি তারপর (শেষ ভাগে তিলাওয়াতের জন্য নামাযে) দাঁড়িয়ে যাই। এ রকমে আমি আমার নিদ্রার সময়কেও সাওয়াবের অন্তর্ভুক্ত মনে করি যেভাবে আমি আমার নামাযে দাঁড়ানোকে সাওয়াবের বিষয় মনে করে থাকি। এরপর (প্রত্যক্ষেই নিজ নিজ শাসন এলাকায় কার্যপরিচালনার জন্য) তাঁবু খাটালেন। এবং পরম্পরের সাক্ষাৎ বজায় রেখে চললেন। (সে অতে এক সময়) মু'আয় (রা) আবু মূসা (রা)-এর সাক্ষাতে এসে দেখলেন, সেখানে এক ব্যক্তি হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? আবু মূসা (রা) বললেন, লোকটি ইহুদী ছিলো, ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয় (রা) বললেন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেবো। শ'বা (ইবনুল হাজ্জাজ) থেকে আফাদী এবং ওয়াহাব অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর ওকী (র) নয়র ও আবু দাউদ (র) এ হাদীসের সমন্বে শুবা (র)—সাইদ-সাইদের পিতা-সাইদের দাদা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জারীর ইব্ন আবদুল হামিদ (র) শায়বানী (র)-এর মাধ্যমে আবু বুরদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠٨ حدَثَنِي عَبَاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ عَائِنَةَ حَدَثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

طَارِقُ بْنُ شَهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَجَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُنْبِحًا لَا يُبْطِحُ، فَقَالَ أَحْجَجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ كَيْفَ قَلْتَ؟ قَالَ قَلْتُ: لَيْكَ اهْلًا كَاهْلَكَ، قَالَ فَهَلْ سَقْتَ مَعَكَ هَذِيَا؟ قَلْتُ لَمْ أَسْقُ، قَالَ فَطَفَتْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ، فَقَعْدَتْ حَتَّى مَسْطَطَتْ لِي أُمْرَأً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ وَمَكَثْتَنَا بِذَلِكَ حَتَّى أَسْتَخْلِفَ عَمَرً.

**৪০৮** আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ (র) ..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ (সা) আমাকে আমার গোত্রের এলাকায় (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠালেন। (আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর বিদায় হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করার জন্য আসলাম) রাসূলগ্রাহ (সা) আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করার সময় আমি তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কাইস, তুমি ইহুম বেঁধেছ কি? আমি বললাম, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলগ্রাহ! তিনি বললেন, (তালবিয়া) কিরণে বলেছিলে? আমি উন্নত দিলাম, আমি তালবিয়া এক্সপ বলেছি যে, হে আল্লাহ! আমি হায়ির হয়েছি এবং আপনার [নবী (সা)-এর] ইহুমের মতো ইহুম বাঁধলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কি তোমার সঙ্গে কুরবানীর পশ্চ এনেছ? আমি জবাব দিলাম, আনিনি। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী আদায় করো, তারপর হালাল হয়ে যাও। আমি সে রকমই করলাম। এমন কি বনী কাইসের জনৈক মহিলা আমার চুল পর্যন্ত আঁচড়িয়ে দিয়েছিলো। আমি উমর (ইবন খাতাব) (রা)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত এ রকম আমলকেই অব্যাহত রেখেছি।

**৪০.৯** **حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْطَحْقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِمَعَاذَ بْنَ جَبَلَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْهُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِيَلٍ، فَإِنْهُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِنَّكَ وَكَرَامُ أَمْوَالِهِمْ، وَأَتْقَنْ دُعْوَةَ الْمُظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَنَّهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : طَوَّعْتُ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لَفْظَ طَغْتُ وَطَغْتُ وَأَطَعْتُ.**

**৪০০৯** হিবান (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ (সা) মু'আয ইবন জাবালকে (গভর্নর বানিয়ে) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন, অচিরেই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের কাছে যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌছবে তখন তাদেরকে এ দাওয়াত দেবে

তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ' ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, এরপর তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের (মুসলমানদের) সম্পদশালীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে (তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করার সময়) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে, কেননা মজলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দার আড়াল থাকে না। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র)। বলেন, **আলামাত** এবং **সমার্থবোধক** শব্দ, **ট্রুঁট**, **ট্রাউন্ট**, **ট্রাউন্ট**-এর অর্থ একই।

٤١٠ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ وأتَّخذ الله إبراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرأت عين أم إبراهيم زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي ص بعث معاذ إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال وأتَّخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرأت عين أم إبراهيم

**৪০১০** সুলায়মান ইবন হারব (র).....আমর ইবন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয (ইবন জাবাল) (রা) ইয়ামানে পৌছার পর লোকজনকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করতে গিয়ে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ ইবরাহীমকে বক্তৃ বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন কাওমের এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মু'আয (ইবন মু'আয বাসরী), শু'বা-হাবীব-সাইদ (র)-আমর (রা) থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণন্য করেছেন যে, নবী (সা) মু'আয (ইবন জাবাল) (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। (সেখানে পৌছে) মু'আয (রা) ফজরের নামাযে সূরা নিসা তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি (তিলাওয়াত করতে করতে) পাঠ করলেন তখন তাঁর পেছন থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে, উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

٢٢٥. بَابٌ بَعْثَتْ عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَحْمَةً اللَّهِ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ  
قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২২৫. অনুচ্ছেদ ৪ হাজার তুল বিদা-এর পূর্বে ‘আশী ইবন আবু তালিব এবং খালিদ ইবন ওয়ালিদ (আ)-কে ইয়ামানে প্রেরণ

٤.١١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شُرِيكُ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنُ إِسْحَاقَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ لَمْ يَمْ بَعْثَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانًا ، فَقَالَ مِنْ أَصْحَابِ خَالِدٍ ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِبَ مَعَكَ فَلْيَعْقِبْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَبَ مَعَهُ ، قَالَ فَقَنِيتُ أَوْاقِ نَوَاتٍ عَدَدِ -

8011 آহমাদ ইবন উসমান (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ (সা) আমাদেরকে খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর সঙ্গে ইয়ামানে পাঠালেন। বারা (রা) বলেন, তারপর কিছু দিন পরেই তিনি খালিদ (রা)-এর স্থলে আলী (রা)-কে পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন যে, খালিদ (রা)-এর সাথীদেরকে বলবে, তাদের মধ্যে যে তোমার সাথে (ইয়ামানের দিকে) যেতে ইচ্ছা করে সে যেন তোমার সাথে চলে যায়, আর যে (মদীনায়) ফিরে যেতে চায় সে যেন ফিরে যায়। (রাবী বলেন) তখন আমি আলী (রা)-এর সাথে ইয়ামানগামীদের মধ্যে থাকতাম। ফলে আমি গন্মীত হিসেবে অনেক পরিমাণ আওকিয়া লাভ করলাম।

٤.١٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ سُوَيْدٍ بْنِ مَنْجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ (ص) عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لِيَقْبِضَ الْخَمْسَ ، وَكُنْتُ أَتَبْغِضُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ اغْتَسَلَ ، فَقَلَّتُ لِخَالِدٍ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بُرِيَّةَ أَتَبْغِضُ عَلَيْهَا؟ فَقَلَّتْ نَعَمْ ، قَالَ لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -

8012 মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে খুমুস (গন্মতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসার জন্য খালিদ (রা)-এর কাছে পাঠালেন। (রাবী বুরায়দা বলেন, কোন কারণে) আমি আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ ছিলাম, আর তিনি গোসলও করেছেন। (রাবী বলেন) তাই আমি খালিদ (রা)-কে বললাম, আপনি কি তার দিকে দেখেছেন না! এরপর আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলে আমি তার কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, হে বুরায়দা! তুমি কি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি উভয় করলাম, জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার উপর অসন্তুষ্ট থেকো না। কারণ খুমসের ভিতরে তার প্রাপ্য অধিকার এ অপেক্ষাও বেশি রয়েছে।

٤.١٣ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْدَاعِ بْنِ شَبَرْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

১. বুরায়দা (রা) আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল : তিনি দেখেছেন যে, আলী কয়েদীদের মধ্য থেকে একজন বাঁদীকে নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। এবং আলীর শেষ রাতের গোসল এবং বাঁদীর চুল থেকে পানির ফেঁটা টপকানো দেখে তিনি উভয়ের একত্রে রাত্রি যাপনেরও সন্দেহ করলেন। অথচ এখনো নবী (সা) সেই গন্মত মুজাহিদদের মধ্যে বটন করে দেননি। পরে বিষয়টি রাসূল (সা)-কে জানানো হলে তিনি বুরায়দাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আলীকে গন্মত বটন করে দেয়ার হকুমও দেয়া হয়েছিল।

نَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعْثَ عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنَ الْيَمِنِ بِذِئْنِيَّةِ فِي الْأَيَّمِرِ مَقْرُونَظَ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عَيْنَتَهُ بْنَ بَنْدرٍ وَأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَزَيْدَ الْخَيلِ وَالرَّأْبِعُ إِمَّا عَلْقَمَةً وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفْقِيلِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ كُنَّا نَعْنَ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هُؤُلَاءِ ، قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَلَا تَأْمُنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مِنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِيَنِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاهِرُ الْجَبَّةِ ، كَثُرَ الْلَّحْيَةِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ ، مُشْمَرُ الْأَزَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقُولُ اللَّهُ أَلَا أَنْتَ أَحَقُّ أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْ يُتَقَيَّلَ اللَّهُ ، قَالَ نَمْ وَلَيَ الرَّجُلُ ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عَنْقَهُ ؟ قَالَ لَا ، لَعَلَّهُ أَنْ يُكُونَ يُصَلَّى ، فَقَالَ خَالِدٌ وَكُمْ مِنْ مُصْلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنِّي لَمْ أُفْعِرْ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشْقَى بُطُونَهُمْ ، قَالَ نَمْ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقْفَ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِيِّ هَذَا قَوْمٌ يَتَلَوَّنُ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَأَظُنُّهُ قَالَ لَنِّي أَذْرَكُهُمْ لَا قُلْتُهُمْ قُتْلُ ثُمُودَ .

**৪০১৩** কুতায়বা (র) ..... আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলগ্রাহ (সা)-এর কাছে সিল্ম বৃক্ষের পাতা দ্বারা পরিশোধিত এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে সামান্য কিছু তাজা স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত খনিজ মাটিও পরিষ্কার করা হয়নি। আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (সা) চার ব্যক্তির মধ্যে স্বর্ণখণ্ডটি বন্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়ায়না ইবন বাদর, আকরা ইবন হারিস, যায়দ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামা কিংবা আমির ইবন তুফাইল (রা)। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এ স্বর্ণের ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি নবী (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই নবী (সা) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমান অধিবাসীদের আস্ত্রাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উচু কপালধারী, তার দাঢ়ি ছিল অতিশয় ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গী ছিল উপরের দিকে উঠান। সে বলল, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আল্লাহকে ভয় করুন। নবী (সা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হকদার নই? আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন, লোকটি (এ কথা বলে) চলে যেতে লাগলে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? রাসূলগ্রাহ (সা) বললেন : না, হতে পারে সে নামায আদায় করে। (বাহ্যত মুসলমান)। খালিদ (রা) বললেন, অনেক নামায আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন

কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্গব ঘটবে যারা শ্রতিমধুর কষ্টে আল্লাহ'র কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহ'র বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিষ্কেপকৃত জন্মের দেহ থেকে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে হাতে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সামৃদ্ধ জাতির মত হত্যা করে দেবো।

**৪০১৪** حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرٌ أَمْرَ النَّبِيِّ (ص) عَلَيْهِ أَنْ يَقُيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسْعَائِتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) بِمَا أَهْلَكَتْ يَا عَلِيًّا؟ قَالَ بِمَا أَهْلَ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَأَهْمَدَ وَأَمْكَثَ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْمَدَ لَهُ عَلِيًّا هَذِيَا -

**৪০১৪** মাঝী ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে তাঁর কৃত ইহুদামের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন বকর ইব্ন জুরায়জ—আতা (র)—জাবির (রা) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেছেন : আলী ইব্ন আবু তালিব (ইয়ামানে ছিলেন এরপর তিনি তাঁর) আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মকায়) আসলেন। তখন নবী (সা) তাকে বললেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহুদাম বেঁধেছ? তিনি উত্তর করলেন, নবী যেটির ইহুদাম বেঁধেছেন (আমিও সেটির ইহুদাম বেঁধেছি)। নবী (সা) বললেন, তা হলে তুমি কুরবানীর পশ্চ পাঠিয়ে দাও এবং এখন যেভাবে আছ সেভাবে ইহুদাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। বর্ণনাকারী [জাবির (রা)] বলেন, সে সময় আলী (রা) নবী (সা)-এর জন্য কুরবানীর পশ্চ পাঠিয়েছিলেন।

**৪০১৫** حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفَضْلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوَيْلِ حَدَّثَنَا بَكْرٌ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيِّ (ص) أَهْلَ بِعُمْرَةِ وَحْجَةٍ فَقَالَ أَهْلُ النَّبِيِّ (ص) بِالْحِجَّةِ وَاهْلَلَنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِئِي فَلِيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) مَدْيَ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمِنِ حَاجَأَ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) بِمَا أَهْلَلْتَ فَإِنْ مَعَنَا أَهْلَكَ فَقَالَ أَهْلَلْتَ بِمَا أَهْلَلْ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَأَمْسِكْ فَإِنْ مَعَنَا هَذِيَا -

**৪০১৫** মুসাদ্দাদ (র) ..... বকর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হল, আনাস (রা) লোকদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) হজ্জ এবং উমরার জন্য ইহুদাম বেঁধেছিলেন। তখন ইব্ন উমর (রা) বললেন, নবী (সা) হজ্জের জন্য ইহুদাম বেঁধেছেন, তাঁর সাথে

আমরাও হজ্জের জন্য ইহুরাম বাঁধি। যখন আমরা মক্কায় উপনীত হই তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পণ্ড নেই সে যেন তার হজ্জের ইহুরাম উমরার ইহুরামে পরিণত করে ফেলে। অবশ্য নবী (সা)-এর সঙ্গে কুরবানীর পণ্ড ছিল। এরপর আলী ইবন আবু তালিব (রা) হজ্জের উদ্দেশ্যে ইয়ামান থেকে আসলেন। নবী (সা) (তাঁকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের ইহুরাম বেঁধেছ? কারণ আমাদের সাথে তোমার স্ত্রী (ফাতিমা) রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, নবী (সা) যেটির ইহুরাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহুরাম বেঁধেছি। নবী (সা) বললেন, তাহলে এ অবস্থায়ই থাক, কারণ আমাদের কাছে কুরবানীর জন্ম আছে।

## ٢٢٢٦. بَابُ غَزْوَةِ نَبِيِّ الْخَلْصَةِ

২২২৬. অনুজ্ঞেদ : যুদ্ধ খালাসার যুদ্ধ

**٤٠١٦** حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بَيْانٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ نُورُ الْخَلْصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ قَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) أَلَا تَرِينُنِي مِنْ نَبِيِّ الْخَلْصَةِ فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَّخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَنَا مِنْ وَجْدَنَاهُ عِنْدَهُ فَاتَّتِ النَّبِيُّ (ص) فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَاهُ لَنَا وَلَاحْمَسَ.

**৪০১৬** মুসাদ্দাদ (র) ..... জারীর (ইবন আবদুল্লাহ বাজালী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে একটি (নকল তীর্থ) ঘর ছিল যাকে 'যুদ্ধ খালাসা', ইয়ামানী কা'বা এবং সিরীয় কা'বা বলা হত। নবী (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যুদ্ধ-খালাসার পেরেশানী থেকে আমাকে শক্তি দেবে না! এ কথা শুনে আমি একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ছুটে চললাম। আর এ ঘরটি ভেঙে টুকরা টুকরা করে দিলাম এবং সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদের হত্যা করে ফেললাম। তারপর নবী (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালে তিনি আমাদের জন্য এবং (আমাদের গোত্র) আহমাসের জন্য দোয়া করলেন।

**٤٠١٧** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُكْتَلِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِيْ جَرِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ (ص) أَلَا تَرِينُنِي مِنْ نَبِيِّ الْخَلْصَةِ ، وَكَانَ بَيْتًا فِي خَطْمٍ ، يُسَمِّي الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَئْتُ لَعَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدَرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدَرِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ نَبِيِّهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) جَاءَكُمْ مَا جِئْتُمْ حَتَّى تَرْكُنُهَا جَمْلُ أَحْرَبٍ ، قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَاتٍ .

**৪০১৭** মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র) ..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জারীর (রা) আমাকে

বলেছেন যে, নবী (সা) তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বত্তি দেবে নাৎ যুল খালাসা ছিল খাসআম গোত্রের একটি (বানোয়াট তীর্থ) ঘর, যাকে বলা হত ইয়ামনী কা'বা। এ কথা শনে আমি আহ্মাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চললাম। তাঁদের সকলেই অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী ছিল। আর আমি তখন ঘোড়ার পিঠে শক্তভাবে বসতে পারছিলাম না। কাজেই নবী (সা) আমার বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকের উপর তার আঙ্গুলগুলোর ছাপ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। (এ অবস্থায়) তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! একে (ঘোড়ার পিঠে) শক্তভাবে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েত দানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। এরপর জারীর (রা) সেখানে গেলেন এবং ঘরটি ভেঙ্গে দিয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি [জারীর (রা)] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে দৃত পাঠালেন। তখন জারীরের দৃত [রাসূল (সা)-কে] বলল, সেই মহান সন্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি ঘরটিকে খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত কাল উটের মত রেখে আপনার কাছে এসেছি। রাবী বলেন, তখন নবী (সা) আহ্মাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

**٤٠١٨** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرٍ  
 قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلَا تُرِيَحُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ، فَقَلَّتْ بَلِي، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَعَامَةً  
 فَأَرِسْ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكَنْتُ لَا أَتَبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَضَرَبَ يَدَهُ  
 عَلَى صَدَرِيْ حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ يَدِهِ فِي صَدَرِيْ وَقَالَ اللَّهُمَّ شَيْتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ  
 فَرِسِيْ بَعْدَ قَالَ وَكَانَ نَوْ الْخَصَّةِ بَيْتَنَا بِالْيَمَنِ لِخَطْمٍ وَبِجَلَّةٍ فِيهِ نُصْبٌ تَعْبِدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ قَالَ فَاتَّاهَا  
 فَحَرَقَهَا بِالثَّارِ وَكَسَرَهَا، قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، فَقَيْلَ لَهُ أَنْ  
 رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَامَنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عَنْكَ، قَالَ فَبَيْتَنَا مُوَيَّضَرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ  
 جَرِيرٌ، فَقَالَ لَكَسِرَنَا وَلَتَشَهَّدَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لَا يَرِبَّنَ عَنْكَ، قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهَدَ ثُمَّ بَعْثَ جَرِيرٌ  
 رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكَنِّي أَبَا أَرْطَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ (ص) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 وَالَّذِي بَعَثْتَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَائِنَهَا جَمْلًا أَجْرَبَ قَالَ فَبَرِئَكَ النَّبِيُّ (ص) عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ  
 وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَاثِ.

**৪০১৮** ইউসুফ ইবন মুসা (র) ..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসার পেরেশানী থেকে স্বত্তি দেবে না? আমি বললাম: অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের) আহ্মাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অশ্ব পরিচালনায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি তখনো ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম

না। তাই ব্যাপারটি নবী (সা)-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! একে স্থির হয়ে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েতদানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। জারীর (রা) বলেন : এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তিনি আরো বলেছেন যে, যুল খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি (তীর্থ) ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি স্থাপিত ছিল। লোকেরা এগুলোর পূজা করত এবং এ ঘরটিকে বলা হত কাঁবা। রাবী বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জুলিয়ে দিলেন আর এর ভিটামাটিও চুরমার করে দিলেন। রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর (রা) ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করত; তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনি যদি তোমাকে পাকড়াও করার সুযোগ পান তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী বলেন, এরপর একদা সে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে লিঙ্গ ছিল, সেই মুহূর্তে জারীর (রা) সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, তীরগুলো ভেসে ফেল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেসে ফেলল এবং (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ কথার) সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর (রা) আবু আরতাত নামক আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী (সা)-এর খেদমতে পাঠালেন খোশখবরী শোনানোর জন্য। লোকটি নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সন্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে ঠিক খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের মত কালো করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শনে নবী (সা) আহমাস গোত্রে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের সার্বিক কল্যাণ ও বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

٢٢٢٧. بَابُ غَرْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَهِيَ غَرْوَةُ لَخْرٍ وَجَذَامٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ أَبْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ عَرْوَةَ هِيَ بِلَادُ بَلْرَمٍ وَعَذْرَةَ وَبَنْيِ الْقَيْنِ

২২২৭. অনুষ্ঠেদ : যাতুস সালাসিল যুদ্ধ। ইসমাইল ইব্ন আবু খালিদ (র)-এর মতে এটি শাখম ও জুয়াম গোত্রের বিঝন্দে সংঘটিত যুদ্ধ। ইব্নে ইসহাক (র) ইয়ায়ীদ (র)-এর মাধ্যমে উরওরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাতুস সালাসিল হল বালী, উয়রা এবং বনিল কায়ল গোত্রসমূহের স্থাপিত শহর

৪০১৯  حدثنا إسحاق أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله (ص) بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل ، قال فأتته فقلت أى الناس أحب إليك ؟ قال عائشة قلت من الرجال ، قال أبوها ، قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكن مخافة أن يجعلنى في آخرهم .

৪০১৯ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমর ইবনুল আস (রা)-

কে (সেনাপতি নিযুক্ত করে) যাতুস সালাসিল বাহিনীর বিরুক্তে পাঠিয়েছেন। আমর ইবনুল আস বলেন : (যুদ্ধ শেষ করে) আমি নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে কোন্‌লোকটি অধিকতর প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা (রা)। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার (আয়েশার) পিতা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমর (রা)। এভাবে তিনি (আমার প্রশ্নের জবাবে) একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম বললেন। আমি চূপ হয়ে গেলাম এ আশংকায় যে, আমাকে না তিনি সকলের শেষে স্থাপন করে বসেন।

## ٢٢٢٨. بَابُ ذِهَابِ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ

২২২৮. অনুচ্ছেদ ৪: জারীর (রা)-এর ইয়ামান গমন

**٤٠٢٠** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ  
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعَ وَذَا عَمْرِو فَجَعَلْتُ أَحَدَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  
(ص) فَقَالَ لَهُ نُوْعَمْ وَلَيْنُ كَانَ الَّذِي تَذَكَّرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ، لَقَدْ مَرَ عَلَى أَجْلِهِ مُنْذُ ثَلَاثَ ، وَأَقْبَلَ مَعْنَى  
حَتَّى إِذَا كَنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قَبْلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَا هُمْ ، فَقَالُوا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ  
(ص) وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرَ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، فَقَالَ أَخْيَرُ صَاحِبِكَ إِنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعْنًا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ ، وَرَجَعَ إِلَيْ الْيَمَنِ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ أَفَلَا جِئْتَ بِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي نُوْ  
عَمْرِو يَا جَرِيرُ إِنْ بِكَ عَلَىٰ كَرَامَةٍ ، وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا إِنَّكُمْ مُغْشَرُ الْعَرَبِ لَنْ تَرَأَوْلَا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ  
أَمِيرٌ تَأْمَرْتُمْ فِي أَخْرَ ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيِّفِ ، كَانُوا مُلُوكًا ، يَغْضِبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ ، وَيَرْضَوْنَ رِضاً  
الْمَلُوكِ .

**৪০২০** আবদুল্লাহ ইব্ন আবু শায়বা আবসী (র) ..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম। এ সময়ে একদা যুকালা ও যু'আমর নামে ইয়ামানের দু' ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস শোনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) এমন সময়ে যু'আমর রাবী জারীর (রা)-কে বললেন, তুম যা বর্ণনা করছ তা যদি তোমার সাথীরই [নবী (সা)-এর] কথা হয়ে থাকে তা হলে মনে রেখো যে, তিনি দিন আগে তিনি ইস্তিকাল করে গেছেন। (জারীর বলেন, কথাটি শুনে আমি মদীনা অভিমুখে ছুটলাম) তারা দু'জনেও আমার সাথে সম্মুখের দিকে চললেন। অবশেষে আমরা একটি রাস্তার ধারে পৌছলে মদীনার দিক থেকে আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেছে। মুসল-মানদের সম্মতিক্রমে আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জন (আমাকে) বলল,

(তুমি মনীনায় পোছলে) তোমার সাথী (আবু বকর) (রা)-কে বলবে যে, আমরা কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিলাম। সম্ভবত আবার আসব ইনশাআল্লাহ্, এ কথা বলে তারা দু'জনে ইয়ামানের দিকে ফিরে গেল। এরপর আমি আবু বকর (রা)-কে তাদের কথা জানালাম। তিনি (আমাকে) বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না কেন? পরে আরেক সময় (যুদ্ধামরের সাথে সাক্ষাৎ হলে) তিনি আমাকে বললেন, হে জারী! তুমি আমার চেয়ে অধিক সম্মানী। তবুও আমি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীর মারা গেলে অপরজনকে (পরামর্শের মাধ্যমে) আমীর বানিয়ে নেবে। আর তা যদি তরবারির জোরে ফায়সালা হয় তা হলে তোমাদের আমীরগণ (জাগতিক) অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতোই হয়ে যাবে। তারা রাজাসুলভ ক্রোধ, রাজাসুলভ সম্মতি প্রকাশ করবে। (খলীফা ও খিলাফত আর অবশিষ্ট থাকবে না)

**٢٢٢٩. بَابُ غَزْوَةِ سِينِ الْبَحْرِ وَمَمْ يَتَلَقَّفُنَ عِبْرًا لِقُرْيَشٍ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عَبْدِهَا**

২২২৯. অনুচ্ছেদ : সীফুল বাহরের যুদ্ধ। এ যুক্তে মুসলমানগণ কুরাইশের একটি কাকেলার প্রতীকায় ছিল এবং তাদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবায়দা (রা)

**٤٠٢٩** حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعْثَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَعْثًا قَبْلَ السَّاحِلِ، وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عَبْدِهَا بْنَ الْجَرَاحَ وَمُمْ ثَلَاثَةَ، فَخَرَجْنَا فَكُنَّا بِعَضِ الْطَّرِيقِ فَنِيَ الرِّزَادُ فَأَمَرَ أَبُو عَبْدِهَا بِإِرْزَادِ الْجَيْشِ فَجَمِيعَ فَكَانَ مِنْ وَدَى تَمْرَ فَكَانَ يَقُولُنَا كُلُّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنَّى، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبَنَا إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقَلَّتْ مَا تَغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةً فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقَدْمَا حِينَ فَنَّتْ، لَمْ اتَّهِنْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حَوْتُ مِثْلُ الظَّرِيبِ فَأَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، لَمْ أَمَرْ أَبُو عَبْدِهَا بِضَلِيعِينِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصِيبًا لَمْ أَمَرْ بِرَاحِلَةٍ فَرَحِلَتْ لَمْ مَرَّ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تَصِنِعُهُمَا.

**৪০২১** ইসমাইল (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) সম্মুদ্র সৈকতের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ'। (তন্মধ্যে আমিও ছিলাম) আমরা যুক্তের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এক রাত্তা দিয়ে পথ চলছিলাম, তখন আমাদের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল, তাই আবু উবায়দা (রা) আদেশ দিলেন সমগ্র সেনাদলের অবশিষ্ট পাথেয় একত্রিত করতে। অতএব সব একত্রিত করা হল। দেখা গেল মাত্র দু'থলে খেজুর রয়েছে। এরপর তিনি অল্প অল্প করে আমাদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতে লাগলেন। পরিশেষে তাও শেষ হয়ে গেল এবং কেবল তখন একটি মাত্র খেজুর

আমাদের মিলত। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি জাবির (রা)-কে বললাম, একটি করে খেজুর খেয়ে আপনাদের কতটুকু ক্ষুধা নিবারণ হত? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, একটি খেজুর পাওয়াও বক্ষ হয়ে গেলে আমরা একটির কদরও অনুভব করতে লাগলাম। এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তখন আমরা পাহাড়ের মত বড় একটি মাছ পেয়ে গেলাম। সমগ্র বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত তা খেল। তারপর আবু উবায়দা (রা) মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় আনতে হৃকুম দিলেন। (দু'টি হাড় আনা হলে) সেগুলো দাঁড় করান হল। এরপর তিনি একটি সাওয়ারী তৈয়ার করতে বললেন। সাওয়ারী তৈয়ার হল এবং হাড় দু'টির নিচে দিয়ে সাওয়ারীটি অতিক্রম করান হল। কিন্তু হাড় দু'টিতে কোন স্পর্শ লাগল না।

٤٢٣ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ  
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعْثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثَلَاثَمَائَةً رَاكِبًا مِنْ أَهْلِ  
قُرْيَشٍ فَاقْمَنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ أَكَنَا الْخَبَطَ ، فَسَمِعَنِي ذَلِكَ الْجَيْشُ  
جَيْشُ الْخَبَطِ ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ ، فَأَكَلَنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، وَادْهَنَنَا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّىٰ  
ئَابَتِ الْيَنْتَا أَجْسَامَنَا فَأَخَذَ أَبُو عَبْيَدَةَ ضِلِّعًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَيْهِ أَطْوَلَ رَجْلٍ مَعَهُ قَالَ سُفِيَّانُ  
مَرْءَةٌ ضِلِّعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ وَأَخَذَ رَجْلًا وَبَعْيَرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرٌ ، وَكَانَ رَجْلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ  
جَرَائِيرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَرَائِيرَ ، ثُمَّ أَنْجَى أَبَا عَبْيَدَةَ نَهَاءَهُ وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو  
صَالِحٍ أَنَّ قَيْسَ ابْنَ سَعْدٍ قَالَ لِإِبْرِيْزِيْ كَنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاءُوا ، قَالَ نَحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاءُوا  
قَالَ نَحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاءُوا ، قَالَ نَحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاءُوا ، قَالَ نَحَرْ قَالَ  
مُهِمَّتْ .

৪০২২ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের তিনশ' সাওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশের একটি কাফেলার উপর সুযোগমত আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে অবস্থান করলাম। (ইতিমধ্যে রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল) আমরা ভীষণ ক্ষুধার শিকার হয়ে গেলাম। অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণায় গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে থাকলাম। এ জন্যই এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে জায়গুল খাবাত অর্থাৎ পাতাওয়ালা সেনাদল। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আমর নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা থেকে খেলাম। এর চর্বি শরীরের লাগলাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের ন্যায় হষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। এরপর আবু উবায়দা (রা) আম্বরটির শরীর থেকে একটি পাঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথীদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন। সুফয়ান (রা) আরেক বর্ণনায় বলেছেন, আবু উবায়দা (রা)

আমরটির পাংজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন। এবং (ঐ) লোকটিকে উত্তের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে অতিক্রম করালেন। জাবির (রা) বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন। এরপর আবু উবায়দা (রা) তাকে (উট যবেহ করতে) নিষেধ করলেন। আমর ইব্ন দীনার (রা) বলতেন, আবু সালিহ (র) আমাদের জানিয়েছেন যে, কায়স ইব্ন সা'দ (রা) (অভিযান থেকে ফিরে এসে) তাঁর পিতার কাছে বর্ণনা করেছিলেন যে, সেনাদলে আমিও ছিলাম, এক সময়ে সমগ্র সেনাদল ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, (কথাটি শোনামাত্র কায়সের পিতা) সা'দ বললেন, এমতাবস্থায় তুমি উট যবেহ করে দিতে। কায়স বললেন, (হ্যাঁ) আমি উট যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেল। এবারো তার পিতা বললেন, তুম যবেহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ বললেন, এবারো উট যবেহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ করেছি। তিনি বললেন, এরপরও আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ (রা) বললেন, উট যবেহ করতে। তখন কায়স ইব্ন সা'দ (রা) বললেন, এবার আমাকে (যবেহ করতে) নিষেধ করা হয়েছে।

٤٠٢٣ حَدَّثَنَا مُسَيْدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِنِ جُرَيْجَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلًا غَرَوْنَا جِيشَ الْخَبَطِ وَأَمْرَ عَلَيْنَا أَبُو عَبِيدَةَ فَجَعَنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُونَتَانِ مِنْهُ لِيَقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ . فَأَكَلَنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ . فَأَخَذَ أَبُو عَبِيدَةَ عَظِيمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْبَرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ ، قَالَ أَبُو عَبِيدَةَ كُلُّوا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ كُلُّوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْعَمْنَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَاتَّاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلُهُ .

৪০২৩ মুসাদ্দাদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জায়শূল খাবাতের যুক্তে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর আবু উবায়দা (রা)-কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পথে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামের একটি মরা মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দিল। এত বড় মাছ আমরা আর কখনো দেখিনি। এরপর মাছটি থেকে আমরা অর্ধ মাস আহার করলাম। একবার আবু উবায়দা (রা) মাছটির একটি হাড় তুলে ধরলেন আর সাওয়ারীর পিঠে চড়ে একজন হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করল (হাড়ে স্পর্শও লাগেনি)। (ইব্ন জুরায়জ বলেন) আবু যুবায়র (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির (রা) থেকে শুনেছেন, জাবির (রা) বলেনঃ ঐ সময় আবু উবায়দা (রা) বললেনঃ তোমরা মাছটি আহার কর। এরপর আমরা মদীনা ফিরে আসলে নবী (সা)-কে বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, খাও। এটি তোমাদের জন্য রিয়্ক, আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরকেও স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। একজন মাছটির কিছু অংশ নবী (সা)-কে এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

## ২২৩. بَابُ حَجَّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْمِيرٍ

২২৩০. অনুচ্ছেদ : হিজরতের নবম বছর লোকজনসহ আবু বকর (রা)-এর হজ্জ পালন

**৪০২৪** حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاؤِدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فَلْيَحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ الصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فِي رَفْطِ يَوْمَنَ فِي النَّاسِ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطْفُونَ بِالْبَيْتِ عَرْبَيَانَ -

**৪০২৪** সুলায়মান ইবন দাউদ আবু রাবী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী যে হজ্জ অনুষ্ঠানে নবী (সা) আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করেছিলেন সেই হজ্জের সময় আবু বকর (রা) তাঁকে [আবু হুরায়রা (রা)-কে] একটি ছোট দলসহ লোকজনের মধ্যে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, আগামী বছর কোন মুশর্রিক হজ্জ করতে পারবে না। আর উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না।

**৪০২৫** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءً حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْرُ سُورَةٍ نَزَّلَتْ كَامِلَةً سُورَةً بِرَاءَةً وَأَخْرُ سُورَةً نَزَّلَتْ خَاتِمَةً سُورَةً النِّسَاءِ يَسْتَقْتُونَكُمْ قُلِ اللَّهُ يَفْتَكِمُ فِي الْكَلَّاَةِ -

**৪০২৫** আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) ..... বারা (ইবন আয়ির) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল সূরা বারাআত। আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তি কল্পে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল সূরা নিসার এ আয়াত ৪ ইয়াসতাফতুন্নাকা কুলিল্লাহ ইযুফ্তীকুম ফিল কালালা। অর্থাৎ “লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ সমাধান জানাচ্ছেন, (কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ হবে)। (৪ : ১৭৬)

## ২২৩১. بَابُ وَفْدٍ بَنِي تَمِيرٍ

২২৩১. অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের প্রতিনিধি দল

**৪০২৬** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُقِيَّانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى نَفْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيرٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْبِلُوا الْبُشْرِيُّ يَا بَنِي تَمِيرٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطَنَا فَرِيًّا ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفْرٌ مِنْ الْيَمِنِ قَالَ اقْبِلُوا الْبُشْرِيُّ إِذْ لَمْ يَقْبِلُهَا بَنُو تَمِيرٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ -

**৪০২৬** আবু নুআইম (র) ..... ইমরান ইবন হসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামীমের

একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন : হে বনী তামীম ! খোশ-খবরী গ্রহণ কর । তারা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি খোশ-খবরী দিয়ে থাকেন, এবার আমাদেরকে কিছু (অর্থ-সম্পদ) দিন । কথাটি শুনে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেল । এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল আসলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবরী গ্রহণ করলোই না তখন তোমরা সেটি গ্রহণ কর । তারা বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ !

٢٢٣٢ . بَأْبُ قَالَ أَبْنُ إِسْلَمَ غَنْوَةَ عَيْنَتَةَ بْنُ حِمْنَةَ بْنُ حَذِيفَةَ بْنُ بَدْرِ بْنِي  
الْعَفَّيْرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ بَعْنَةَ الشَّيْبِ (ص) إِلَيْهِمْ ، فَأَغَارَ وَاصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا فَمَسَبَّى  
مِنْهُمْ نِسَاءً

২২৩২. অনুজ্ঞে : বনী তামীমের উপগোত্র বনী আশ্বরের বিকলকে উয়াইনা ইবন হিস্ন ইবন হ্য-ইফা ইবন বদরের যুক্ত । ইবন ইসহাক (র) বলেন, নবী (সা) উয়াইনা (রা)-কে এদের বিকলকে যুক্তের জন্য পাঠিয়েছেন । তারপর তিনি রাতের শেষ ভাগে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন ।

٤.٢٧ حدَثَنِي زُهيرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْدَ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَزَالُ أَحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثَ سَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَقُولُ لَهَا فِيهِمْ ، هُمْ أَشَدُّ أُمُّتِي عَلَى الدِّجَالِ ، وَكَانَتْ فِيهِمْ سَيِّئَةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتَقْتُهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ ، فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ ، أَوْ قَوْمِي -

৪০২৭ যুহাইর ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনী তামীমের পক্ষে তিনটি কথা বলেছেন । এগুলো শুনার পর থেকেই আমি বনী তামীমকে ভালবাসতে থাকি । (তিনি বলেছেন) তারা আমার উদ্ধতের মধ্যে দজ্জালের বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি কঠোর থাকবে । তাদের গোত্রের একটি বাঁদী আয়োশা (রা)-এর কাছে ছিল । রাসূল (সা) বললেন, একে আয়াদ করে দাও, কারণ সে ইসমাইল (আ)-এর বংশধর । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেন, এটি একটি কাওমের সাদকা বা তিনি বলেন, এটি আমার কাওমের সাদকা ।

٤.٢٨ حدَثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي مَلِيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى الشَّيْبِ (ص) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرُ الْقَعْدَ  
بْنَ مَعْبُدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ عُمَرُ بْلَ أَمِيرُ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خَلَافَيْنِ ، قَالَ عُمَرُ مَا

أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَتَمَارِيَا حَتَّىٰ ارْتَقَعَتْ أَصْنَوَاتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ : يَائِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِيِ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّىٰ انْقَضَتْ -

৪০২৮ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনী তামীর গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নবী (সা)-এর দরবারে আসল। (তাঁরা তাদের একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রার্থনা জানালে) আবু বকর (রা) প্রস্তাব দিলেন, কাঁকা ইব্ন মা'বাদ ইব্ন যারারা (রা)-কে এদের আশীর নিযুক্ত করে দিন। উমর (রা) বললেন, বরং আকরা ইব্ন হাবিস (রা)-কে আশীর বানিয়ে দিন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও। উমর (রা) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমি কখনো করি না। এর উপর দু'জনের বাক-বিতও চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উচ্চতর হল। ফলে এ সম্পর্কে এ আয়াত নথিল হল, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ এবং তার রাসূলের সামনে তোমরা কোন ব্যাপারে অগ্রগতি হয়ে না। বরং আল্লাহকে ডয় করো, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কর্তৃত্বরের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব উঁচু করো না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চত্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চত্বের কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অঙ্গাতসারে। (৪৯ : ১-২)

## ٢٢٣٣. بَابُ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ

### ২২৩৩. অনুচ্ছেদ : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল

٤٠٢٩ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقْدِيُّ حَدَّثَنَا قَرْةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَلَّتْ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ لَيْ جَرَّةً يُتَبَدِّلُ لَيْ نَبِدِلَا فَأَشْرِبُهُ حَلْوًا فِي جَرَّ إِنْ أَكْتَرْتُ مِنْهُ فَجَاءَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطْلَطْتُ الْجَلْوَسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَصِحَ فَقَالَ قَدِيمٌ وَفَدْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرِ حَرَابِيَا وَلَا نَدَامِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرٍّ وَإِنَّا لَا نَنْصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرْمَ حَدَّثَنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ نَخْلَنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْهُ مِنْ وَرَاءِ نَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبِيعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبِيعِ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ هَلْ تَذَرُونَ مَا الْأَيْمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الرِّزْكَةِ ، وَصَنْوُمُ رَمَضَانَ ، وَإِنْ تُنْطِلُوا مِنَ الْمَفَاتِمِ الْخَمْسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبِيعِ مَا أَنْتُبَذَ فِي الدَّبَابِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَتْمِ وَالْمَرْفَقِ -

৪০২৯ ইসহাক (র) ..... আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমি ইব্ন আবাস (রা)-কে বললাম : আমার একটি কলসী আছে। তাতে আমার জন্য (খেজুর ভিজিয়ে) নাবীয় তৈরী করা হয় এবং পানি মিঠা হয়ে সারলে আমি তা আরেকটি পাত্রে (ছোট গ্রাসে) ঢেলে পান করি। কিন্তু কখনো যদি ঐ পানি বেশি পরিমাণ পান করে লোকজনের সাথে বসে যাই এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে বসে থাকি

তখন আমার আশংকা হয় যে, (মেশার দোষে) আমি (লোকসমূহে) অপমানিত হব। তখন ইব্ন আবুআস (রা) বললেন, আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলগ্রাহ (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি বললেন, কাওমের জন্য খোশ-আমদেদ। যাদের আগমন না ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হয়েছে, না অপমানিত অবস্থায়। তারা আর করল, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুদার গোত্রের মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এ জন্য আমরা আপনার কাছে আশুহরুল হরাম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ব্যতীত অন্য সময়ে আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলে দিন, যেগুলোর উপর আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। আর যাঁরা আমাদের পেছনে (বাড়িতে) রয়ে গেছে তাদেরকে এর দাওয়াত দেব। রাসূলগ্রাহ (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছি। (আমি তোমাদেরকে) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হল: আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রম্যানের রোষা পালন করা এবং গনীমতের মালের এক-পক্ষমাংশ (বায়তুল মালে) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস—লাউয়ের পাত্র, কাঠের তৈরী নাকীর নামক পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুখাফ্ফাত নামক তৈল মাখানো পাত্রে নাবীয় তৈরী করা থেকে নিষেধ করছি।

٤٢٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَقَدْ عَنْ عَبْدِ الْفَقِيرِ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعِهِ وَقَدْ حَانَتْ بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ كُفَّارٌ مُضَرِّ فَلَسْتَنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعْرَنَا بِأَشْيَاءِ تَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُوْ إِلَيْهَا مِنْ وَرَاءَ نَا ، قَالَ أَمْرُكُمْ بِإِرْبَعَ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْأَيْمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَدْ وَاحِدَةٌ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزُّكَّةِ ، وَإِنْ تُؤْدِوْ لِلَّهِ خَمْسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَابِ وَالثَّقِيرِ وَالْحَتْنِ وَالْمَرْفَتِ .

৪০৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইব্ন আবুআস (রা) থেকে শনেছি, তিনি বলেছেন—আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আমরা অর্থাৎ এই ছোট দল রাবীআর গোত্র। আমাদের এবং আপনার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে মুদার গোত্রের মুশরিকরা। কাজেই আমরা নিষিদ্ধ মাসগুলো ছাড়া অন্য সময়ে আপনার কাছে আসতে পারি না। এ জন্য আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে দিন যেগুলোর উপর আমরা আমল করতে থাকব এবং যারা আমাদের পেছনে রয়েছে তাদেরকেও সেই দিকে আহবান জানাব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় আদায় করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। (বিষয়গুলো হল) আল্লাহর উপর ঈমান আনা অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া। কথাটি বলে তিনি আঙুলের সাহায্যে

এক গুণেছেন। আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং তোমরা যে গনীমত লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য (বায়তুল মালে) জমা দেওয়া। আর আমি তোমাদেরকে স্লাউয়ের পাত্র, নাকীর নামক খোদাইকৃত কাঠের পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুষ্যাফ্ফাত নামক তৈল মাখানো পাত্র ব্যবহার থেকে নিষেধ করছি।

٤٣١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضْرَبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِيرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى أَبْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمَسْوُرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا أَفْرَا عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنَ جَمِيعِهَا وَسَلَّمَهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تُصْلِّيَهَا وَقَدْ بَلَّغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) نَهَى عَنْهَا قَالَ أَبُونَ عَبَّاسٍ وَكَتَنَ أَضْرِبُ مَعَ عَمْرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلَتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلْنَاهُ فَقَالَتْ سَلَّمَةُ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَبِّنِي إِلَى أَمْ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَنْهَا عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ لَمْ دَخَلْ عَلَى وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ ، فَقَلَّتْ قَوْمٌ إِلَى جَنَبِهِ فَقُولَيْ تَقُولُ أَمْ سَلَمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْتُكَ تَنْهَايَ عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَارْكَأْكَ تُصْلِّيَهُمَا ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخْرِي ، فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخْرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا إِنْصَرَفَ قَالَ يَا بْنَتِ أَبِي أَمِيَّةَ سَأَلْتُ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَنَّاسٌ مِنْ عَبْدِ الْفَقِيرِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَفَقْلَوْنِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهَرِ فَهُمَا هَاتَانِ -

৪৩১ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান ও বকর ইব্ন মুদার (র) ..... বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আয়াদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস, আবদুর রহমান ইব্ন আয়হার এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) (এ তিনজনে) আমাকে আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। এবং তাঁকে আসরের পরের দু'রাকাত নামায আদায় করবে। কারণ আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনি নাকি এই দু'রাকাত নামায আদায় করেন অথচ নবী (সা) এ দু'রাকাত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন—এ হাদীসও আমাদের কাছে পৌছেছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমর (রা) সহ এ দু'রাকাত নামায আদায়কারী লোকদেরকে প্রহার করতাম। কুরায়ব (র) বলেন, আমি তাঁর [আয়েশা (রা)] কাছে গোলাম এবং তারা আমাকে যে ব্যাপারে পাঠিয়েছেন তা জানালাম। তিনি বললেন, বিষয়টি উল্লেখ সালমা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস কর। এরপর আমি তাঁদেরকে [আয়েশা (রা)-এর জবাবের কথা] জানালে তাঁরা আবার আমাকে উল্লেখ সালমা (রা)-এর কাছে পাঠালেন এবং আয়েশা (রা)-এর কাছে যা বলতে বলেছিলেন সেসব কথা তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। তখন উল্লেখ সালমা (রা) বললেন,

আমি নবী (সা) থেকে শুনেছি যে, তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একদিন তিনি আসরের নামায আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আমার কাছে ছিল আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা। তখন নবী (সা) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। আমি তা দেখে খাদীমা-কে পাঠিয়ে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, “উম্মে সালমা (রা) আপনাকে এ কথা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে এ দু'রাকাত আদায় করা থেকে নিষেধ করতে শুনি নি? অথচ দেখতে পাচ্ছি আপনি সেই দু' রাকাত আদায় করছেন।” এরপর যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে যাবে। খাদীমা গিয়ে (সেভাবে কথাটি) বলল। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। খাদীমা পেছনের দিকে সরে গেল। এরপর নামায সেরে তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! (উম্মে সালমা) তুমি আমাকে আসরের পরের দু'রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করছ। আসলে আজ আবদুল কায়স গোত্র থেকে তাদের কয়েকজন লোক আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাঁরা আমাকে ব্যক্ত রাখার কারণে যুহরের পরের দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ আমার হয়নি। আর সেই দু'রাকাত হল এ দু'রাকাত নামায।

٤٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمُلْكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوْلُ جُمْعَةٍ جَمِيعُتْ بَعْدَ جُمْعَةٍ جَمِيعُتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ جُواشِلِي مِنَ الْبَحْرِيْنِ -

৪০৩২ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ জুফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ল্লাহ (সা)-এর মসজিদে জুম'আর নামায জারী করার পরে সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায জারী করা হয়েছিল তা হল বাহরাইনের জুয়াসা এলাকার আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদ।

২২৩৪. بَابُ وَقْدِ بَنِي حَنْيَةَ وَحَدِيثِ ثَمَامَةَ بْنِ أَكَالِ

২২৩৪. অনুজ্ঞেদ : বনী হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইব্ন উসাল (রা)-এর ঘটনা

٤٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا السَّلِيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ (ص) خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرِجْلٍ مِنْ بَنِي حَنْيَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَكَالِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيِّ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِيْ خَيْرٌ، يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَقْتُلَنِي تَقْتُلَنِي ذَادَمُ، وَإِنْ تَتْغِيْمَ، تَتْغِيْمَ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ، حَتَّى কানَ الْفَدُّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟ قَالَ عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تَتْغِيْمَ، تَتْغِيْمَ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتَّى কানَ بَعْدَ الْفَدُّ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ ، فَقَالَ أَطْلِقْنَا ثَمَامَةً فَانْطَلَقَ

إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ، أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلْدِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ بَلْدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلْدُكَ أَحَبُّ الْبَلَادِ إِلَيْهِ، وَإِنْ خَيْلَكَ أَخْذَتْنِي، وَإِنَّا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكْثُهُ قَالَ لَهُ قَاتِلُ صَبَّوْتَ، قَالَ لَا: وَلِكُنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَا وَاللَّهُ لَا تَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٌ حَتَّى يَأْتِيْنَ فِيهَا النُّبُيُّ (ص). -

৪০৩৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একদল অশ্বরোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে গিয়ে) তারা সুমামা ইবন উসাল নামক বনু হালীফার এক ব্যক্তিকে ধরে আনলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী (সা) তার কাছে এসে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। (কারণ আপনি মানুষের উপর কখনো জুলুম করেন না বরং অনুগ্রহ করে থাকেন) যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ দান করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি আপনি (এর বিনিময়ে) অর্থ সম্পদ চান তা হলে যতটা খুশী দাবি করুন। নবী (সা) তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল। নবী (সা) আবার তাকে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা (গতকাল) আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি। নবী (সা) বললেন, তোমরা সুমামার বক্ষন ছেড়ে দাও। এবার (মুক্তি পেয়ে) সুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গেল এবং গোসল করল। এরপর ফিরে এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। (তিনি আরো বললেন) হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে আমার কাছে যামীনের বুকে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপচন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোন দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহর কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী

সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি উমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলাম। তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ করার হৃকুম করেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে (দুনিয়া ও আখিরাতের) সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং উমরা আদায়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কায় আসলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি নিজের দীন ছেড়ে দিয়ে অন্য দীন গ্রহণ করেছ? তিনি উত্তর করলেন, না, (বেদীন হয়নি! কুফর শিরুক তো কোন দীনই নয়) বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম! নবী (সা)-এর বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে ইমামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না।

**٤٠٣** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسْنَى حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنُ جَبَّابٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسِيلَمَةُ الْكَذَابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ شَيْئَةً وَقَدَّمَهَا فِي بَشِّرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعْهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قِطْعَةً جَرِيدَةً حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسِيلَمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتُنِي هُذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُمْ وَلَنْ تَعْلَمُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيهِ وَلَنْ أَدْبِرَ لِيَقْرَئُكُمُ اللَّهُ وَلَنِي لَأَرَكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِبِّيكُ عَنِّي ثُمَّ إِنْصَرَفَ عَنِّي قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَتْ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدِي سِوَارِيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَنْتِي شَانِهِمَا ، فَأَوْحَى إِلِيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْتَخِمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، كَذَاهِبِيْنِ يَخْرُجَا بَعْدِيْ ، أَحَدِهِمَا الْعَنْسِيُّ ، وَالْأَخْرُ مُسِيلَمَةُ۔

**৪০৩৪** আবুল ইয়ামান (র) ..... ইবন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একবার মিথ্যক মুসায়লামা (মদীনায়) এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সা) যদি আমাকে তাঁর পরবর্তীতে (হৃলাভিষিক্ত) নিয়োগ করে যায় তা হলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাবো। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সাবিত ইবন কায়স ইবন সাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসায়লামা তার সাথীদের মধ্যে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি তার কাছে গিয়ে পৌছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ তুচ্ছ ডালটি ও চাও তবে এটিও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা লংঘিত হতে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ধ্রংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাছি যেমনটি আমাকে (ব্ল্যান্ডেগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এরপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইবন আবুবাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি “আমি তোমাকে তেমনই দেখতে

পাঞ্চিয়েমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিল” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবু হুরায়রা (রা) আমাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমাছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু'হাতে স্বর্ণের দু'টি খাড়ু। খাড়ু দু'টি আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল (পুরুষের জন্য স্বর্ণের খাড়ু অবৈধ) তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি নির্দেশ দেয়া হল, খাড়ু দু'টির উপর ফুঁ দাও। আমি সে দু'টির উপর ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। এরপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) বলে যারা আমার পরে বের হবে। এদের একজন ‘আনসী আর অপরজন মুসায়লামা।

**٤٠٣٥** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كُفَّى سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبَرَا عَلَىٰ، فَأَوْجَحَى إِلَيَّ أَنِ انفَخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوْلَاهُمَا الْكَذَابَيْنِ، الَّذِيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبَا صِنْعَاءَ، وَصَاحِبَا الْيَمَامَةَ۔

**৪০৩৫** ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমার নিকট যমীনের সমুদয় সম্পদ উপস্থাপন করা হলো এবং আমার হাতে দু'টি সোনার খাড়ু রাখা হলো। ফলে আমার মনে ব্যাপারটি গুরুতর অনুভূত হলে আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, এগুলোর উপর ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, খাড়ু দু'টি উধাও হয়ে গেল। এরপর আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাবাদী (নবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সানআ শহরের অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামা শহরের অধিবাসী (মুসায়লামাতুল কায়্যাব)।

**٤٠٣٦** حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِيًّا بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءَ الْعَطَّارِيَّ يَقُولُ: كُلُّنَا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ الْقِيَنَاهُ وَآخْذَنَا الْأُخْرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا، جَمَعْنَا جِنْوَهَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جَنَّثَنَا بِالشَّاءَ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طَفَنَاهُ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَجَبٍ قُلْنَا مُنْصِلُ الْأَسْنَةِ فَلَا نَدْعُ رَمْحًا فِيهِ حَدِيدَهُ وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَهُ إِلَّا نَزَعْنَاهُ فَالْقِيَنَاهُ شَهْرُ رَجَبٍ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءَ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ بُعْثَتِ السَّبِيْلِ (ص) غَلَّمَا أَرْغَى الْأَيْلَلِ عَلَىٰ أَهْلِي فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَزْنَا إِلَيْهِ السَّارِ إِلَى مُسْتَلِمَةَ الْكَذَابِ۔

**৪০৩৬** সালত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবু রাজা উত্তরিদী (র) বলেন যে, (ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে) আমরা একটি পাথরের পূজা করতাম। যখন এ অপেক্ষা উন্নত কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিষ্কপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম আর কখনো যদি আমরা কোন পাথর না পেতাম তা হলে কিছু

মাটি একত্রিত করে স্তুপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বকরী এনে সেই স্তুপের উপর দোহন করতাম (যেনে কৃত্রিমভাবে তা পাথরের মত দেখায়) তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। আর রজব মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা তীর থেকে ফলা বিছিন্ন করার মাস। কাজেই আমরা রজব মাসে তীক্ষ্ণতা যুক্ত সব কঢ়ি তীর ও বর্ণ থেকে এর তীক্ষ্ণ অংশ খুলে আলাদা করে রেখে দিতাম। রাবী (মাহদী) (র) বলেন, আমি আবু রাজা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) নবুয়ত প্রাণিকালে আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক। আমি আমাদের উট চরাতাম। তারপর যখন আমরা শুনলাম যে, তিনি [নবী (সা)] নিজের কাওমের উপর অভিযান চালিয়েছেন (এবং একে জয় করে ফেলছেন) তখন আমরা পালিয়ে এলাম জাহানামের দিকে অর্থাৎ মিথ্যাবাদী (নবী) মুসায়লামার দিকে।

## ٢٢٣٥. بَابُ قِصَّةِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسَرِيِّ

২২৩৫. অনুজ্ঞেদ : আসওয়াদ আনসীর ঘটনা

**٤٠٣٧** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِهِ بْنِ نَشِيفِطِ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ أَخْرَى سَمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنَ عَتْبَةَ قَالَ بَلَّغَنَا أَنَّ مُسْتَلِمَةَ الْكَذَابَ قَدِيمَ الْمَدِينَةِ ، فَنَزَلَ فِي دَارِ بَنْتِ الْحَارِثِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كَرْبَلَةِ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ فَاتَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَاسٍ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَضِيبٌ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسْتَلِمَةَ إِنِّي شَيْطَنَتُ بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ، ثُمَّ جَعَلْتَنَا لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتَكُهُ ، وَإِنِّي لَأَرَكُ الَّذِي أَرِيتُ فِيهِ مَا أَرِيتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيِّجِيْبِكَ عَنِّي ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ (ص) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَفِيقِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدِيْ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنْتُ لِيْ فَنَفَخْتُهُمَا فَطَلَّا رَاوِلَتُهُمَا كَذَابِيْنِ يَخْرُجَانِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسَرِيُّ الَّذِي قُتِلَ فَيُرْفَزُ بِالْيَمِنِ وَالْآخَرُ مُسْتَلِمَةَ -

৪০৩৭ সাইদ ইবন মুহাম্মদ জারমী (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উত্বা (র) বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌছে যে, [রাসূল (সা)-এর যামানায়] মিথ্যাবাদী মুসায়লামা একবার মদীনায় এসে হারিসের কন্যার ঘরে অবস্থান করেছিল। হারিস ইবন কুরায়ের কন্যা তথা আবদুল্লাহ ইবন আমিরের মা ছিল তার (মুসায়লামার) স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে আসলেন। তখন তার সঙ্গে ছিলেন সাবিত ইবন কায়স ইবন শাশ্বাস (রা); তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খতীব বলা হত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। তিনি তার কাছে গিয়ে তার সাথে কথাবার্তা

রাখলেন। মুসায়লামা তাকে [রাসূলুল্লাহ (সা)-কে] বলল, আপনি ইচ্ছা করলে আমার এবং আপনার মাঝে কর্তৃত্বের বাধা এভাবে তুলে দিতে পারেন যে, আপনার পরে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। নবী (সা) তাকে বললেন, তুমি যদি এ ডালটিও আমার কাছে চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্পন্ধযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত ইব্ন কায়স এখানে রইল সে আমার পক্ষ থেকে তোমার জবাব দেবে। এ কথা বলে নবী (সা) (স্বেক্ষণ থেকে) চলে গেলেন। উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখিত স্পন্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, [আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক] আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাছিলাম এমতাবস্থায় আমাকে দেখানো হলো যে, আমার দু'টি সোনার খাড়ু রাখা হয়েছে। এতে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং তা অপছন্দ করলাম। তখন আমাকে (ফুঁ দিতে) বলা হল। আমি এ দু'টির উপর ফুঁ দিলে সে দু'টি উড়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) আবির্ভূত হবে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এ দু'জনের একজন হল আসওয়াদ আল আনসী, যাকে ফায়রুয় নামক এক ব্যক্তি ইয়ামান এলাকায় হত্যা করেছে আর অপর জন হল মুসায়লামা।

## ٢٢٣٦. بَابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ

### ২২৩৬. অনুচ্ছেদ : নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা

**٤٠٢٨** حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ صَلَةِ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) يُرِيدُانَ أَنْ يُلَأْعَنَا هُمْ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَغْفِلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتِ نَبِيًّا فَلَاعْنَاهُ لَا تُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِيبَنَا مِنْ بَعْدِنَا ، قَالَ أَنَا نُعْطِيكُ مَا سَأَلْتُنَا وَأَبْعَثُ مَعَنِّا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثُ مَعَنِّا أَلَا أَمِينًا ، فَقَالَ لَابْعَثُنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقُّ أَمِينٍ حَقُّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرِفْ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عَبْيَةَ بْنَ الْجَرَاحَ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذَا حَقُّ أَمِينٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ ۔

**৪০৩৮** আব্বাস ইব্ন হসায়ন (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান এলাকার দু'জন সরদার আকিব এবং সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে মুবাহালা<sup>১</sup> করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হ্যায়ফা (রা) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল, এক্ষণ করো না। কারণ আল্লাহর কসম, তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সাথে মুবাহালা করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে

১. সত্য উদঘাটনের নিমিত্তে অনন্য উপায় হচ্ছে দু'পক্ষের পরম্পরাকে বদদোয়া করা।

বলল যে, আপনি আমাদের কাছ থেকে যা চাবেন আপনাকে আমরা তা-ই দেবো । তবে এর জন্য আপনি আমাদের সাথে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন । আমানতদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না । তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই একজন পুরা আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো, এ দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ আগ্রহ প্রকাশ করলেন । তখন তিনি বললেন, হে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ তুমি উঠে দাঁড়াও । তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : এ হচ্ছে এই উদ্ঘাতের আমানতদার ।

**৪.৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْطَحْقَ عَنْ صَلَةَ بْنِ رَفِيرَ عَنْ حُذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَهْلُ تَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالُوا إِبْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا ، فَقَالَ لَا يَبْعَثُنِي إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقُّ أَمِينِ ، فَاسْتَشْرِفْ لَهُ النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبَا عَبْيَدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ -

**৪০৩৯** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান অধিবাসীরা নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এলাকার জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তি পাঠিয়ে দিন । তিনি বললেন : তোমাদের কাছে আমি একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো যিনি সত্যই আমানতদার । কথাটি শুনে লোকজন সবাই আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলো । নবী (সা) তখন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে পাঠালেন ।

**৪.৪** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قِلَابَةَ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ كُلُّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عَبْيَدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ -

**৪০৪০** আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ইবন আবদুল মালিক) (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রত্যেক উদ্ঘাতের একজন আমানতদার রয়েছে । আর এ উদ্ঘাতের সেই আমানতদার হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ।

## ২২৩৭. بَابُ قِصَّةِ مَعَانَ وَالْبَحْرَيْنِ

২২৩৭. অনুজ্ঞেদ : ওমান ও বাহরাইনের ঘটনা

**৪.৫** حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً سَمِعَ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوْقَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذَذَا وَهَذَذَا وَهَذَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدِمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ هُنْ قَدِمْ عَلَى أَبِيهِ بَكْرٍ أَمْرَ مَنَادِيَ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) دِينَ أَوْ عِدَّةَ قَلْبَاتِنِيِّ، قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لَوْقَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ

أَعْطَيْتُكُمْ كَذَا وَمَكَذَا لِكَذَا ثَلَاثًا ، قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِنِي  
ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الْأُولَى فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ  
تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلْ عَنِّي ، فَقَالَ أَقْلَتَ أَبْخَلَ عَنِّي ، وَأَيْ دَاءٍ  
أَنْوَ مِنَ الْبَخْلِ ، قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعْتَكَ مِنْ مَرْءَةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِكَ وَعَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى قَالَ  
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ حِينَئِذٍ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ عَدْهَا فَعَدَتْهَا خَمْسَيْمَاهٍ قَالَ حَذْ دِيلَهَا  
مَرْتَبَتِينَ -

4081 | কৃতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :  
রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, বাহরায়নের অর্থ সম্পদ (জিয়িয়া) আসলে তোমাকে এতো পরিমাণ  
এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ শব্দটি) তিনবার বললেন। এরপর বাহরায়ন  
থেকে আর কোন অর্থ সম্পদ আসেনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। এরপর আবু  
বাকরের যুগে যখন সেই অর্থ সম্পদ আসলো তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে  
ঘোষণা করল : নবী (সা)-এর কাছে যার ঝণ প্রাপ্য রয়েছে কিংবা কোন ওয়াদা অপূরণ রয়ে গেছে সে  
যেনো আমার কাছে আসে (এবং তা নিয়ে নেয়) জাবির (রা) বলেন : আমি আবু বাকর (রা)-এর কাছে  
এসে তাঁকে জানালাম যে, নবী (সা) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরায়ন থেকে অর্থ-সম্পদ আসে তা  
হলে তোমাকে আমি এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ কথাটি) তিনবার বললেন।  
জাবির (রা) বলেন : তখন আবু বাকর (রা) আমাকে অর্থ সম্পদ দিলেন। জাবির (রা) বলেন, এর  
কিছুদিন পর আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এবং তার কাছে মাল চাইলাম। কিন্তু  
তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার আসি, তিনি আমাকে কিছুই  
দেননি। এরপর আমি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এলাম। তখনো তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। কাজেই  
আমি তাঁকে বললাম : আমি আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে দেননি। তারপর (আবার)  
এসেছিলাম তখনো দেননি। এরপরেও এসেছিলাম তখনো আমাকে আপনি দেননি। কাজেই এখন  
হয়তো আপনি আমাকে সম্পদ দিবেন নয়তো আমি মনে করব : আপনি আমার ব্যাপারে কৃপণতা  
অবলম্বন করেছেন। তখন তিনি বললেন : এ কি বলছ তুমি 'আমার ব্যাপারে কৃপণতা করছেন'। (তিনি  
বললেন) কৃপণতা থেকে মারাত্মক ব্যাধি আর কি হতে পারে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (এরপর  
তিনি বললেন) যতবারই আমি তোমাকে সম্পদ দেয়া থেকে বিরত রয়েছি ততবারই আমার ইচ্ছা ছিলো  
যে, (অন্য কোথাও থেকে) তোমাকে দেবো। আমর [ইব্ন দীনার (র)] মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র)-এর  
মাধ্যমে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর কাছে  
আসলে তিনি আমাকে বললেন, এ (আশরাফী)গুলো গুণে, আমি এগুলো গুণে দেখলাম এখানে পাঁচ শ' (আশরাফী)  
রয়েছে। তিনি বললেন, (ওখান থেকে) এ পরিমাণ আরো দু'বার তুলে নাও।

۲۲۲۸. بَابُ قُدُّومِ الْأَشْعَرِيَّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ (ص) هُمْ مِنِّي  
وَأَنَا مِنْهُمْ

২২৩৮. অনুলোদ : আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন। নবী (সা) থেকে আবু মূসা আশ'আরী  
(রা) বর্ণনা করেছেন যে, আশ'আরীগণ আমার আর আমি তাদের

٤٠٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْنَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْنَاقِ عَنْ الْأَسْوَدِ أَبْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَآخِرِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَّنَنَا حِينَئِا مَا نَرَى أَبْنُ مَسْعُودٍ وَأَمْمَةً لَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كُلَّ رِبْعٍ دُخُولِهِمْ وَلَزُومِهِمْ لَهُ -

৪০৪২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ এবং ইসহাক ইবন নাসর (র) ..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে  
বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এসে অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এ  
সময়ে তাঁর [নবী (সা)] খিদমতে ইবন মাসউদ (রা) ও তাঁর আশ্চর্য অধিক আসাযাওয়া ও ঘনিষ্ঠতার  
কারণে আমরা তাঁদেরকে তাঁর [নবী (সা)-এর] পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম।

٤٠٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامَ عَنْ أَبِيهِ قَلَبَةَ عَنْ زَهْدِمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَىٰ  
أَكْرَمَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَأَنَا جَلْوَسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى دَجَاجًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ ، فَدَعَاهُ إِلَى  
الْفَدَاءِ ، فَقَالَ أَنِّي رَأَيْتَهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدِرْتُهُ قَالَ هَلْمُ فَأَتَيْتَ النَّبِيَّ (ص) يَأْكُلُهُ قَالَ أَنِّي حَلَّفْتُ لَا  
أَكُلُهُ قَالَ هَلْمُ أَخْبَرْتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَنَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ (ص) فَنَرَ مِنَ الْأَشْعَرِيَّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَيْتُ أَنْ يَحْمِلَنَا  
فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَّفْتُ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا هَلْمُ لَمْ يَلْبِسْ النَّبِيَّ (ص) أَنْ أَتَيْتَ بِنَهْبِ إِبْلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ نَوْدٍ فَلَمَّا  
قَبَضْنَاهَا قَلَّتَا تَفَقَّلَنَا النَّبِيَّ (ص) يَمِينَهُ لَا تَقْلِعْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، فَأَتَيْتَهُ فَقْلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَلَّفْتُ أَنْ لَا  
تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْنَا قَالَ أَجْلٌ وَلَكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ  
مِنْهَا -

৪০৪৩ আবু নুআইম (র) ..... যাহুদাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মূসা (রা) এ এলাকায়  
এসে জারম গোত্রের লোকদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। একদা আমরা তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এ সময়ে  
তিনি মুরগীর গোশ্ত দিয়ে দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি  
তাকে খানা খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি মুরগীটিকে একটি (খারাপ) জিনিস খেতে দেবেছি। এ  
জন্য খেতে আমার অরূচি লাগছে। তিনি বললেন, এসো। কেননা আমি নবী (সা)-কে মুরগী খেতে  
দেবেছি। সে বলল, আমি শপথ করে ফেলছি যে, এটি খাবো না। তিনি বললেন, এসে পড়। তোমার

শপথ সম্বন্ধে আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমরা আশ'আরীদের একটি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর কাছে সাওয়ারী চেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাওয়ারী দিতে অঙ্গীকার করলেন। এরপর আমরা (পুনরায়) তাঁর কাছে সাওয়ারী চাইলাম। তিনি তখন শপথ করে ফেললেন যে, আমাদেরকে তিনি সাওয়ারী দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই নবী (সা)-এর কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হল। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি করে উট দেয়ার আদেশ দিলেন। উটগুলো হাতে নেয়ার পর আমরা পরম্পর বললাম, আমরা নবী (সা)-কে তাঁর শপথ থেকে অমনোযোগী করে ফেলছি (এবং উট নিয়ে যাচ্ছি) এমন অবস্থায় কখনো আমরা কামিয়াব হতে পারবো না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শপথ করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দেবেন না। এখন তো আপনি আমাদের সাওয়ারী দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তবে আমার নিয়ম হল, আমি যদি কোন ব্যাপারে শপথ করি আর এর বিপরীত কোনটিকে এ অপেক্ষা উত্তম মনে করি তাহলে (শপথকৃত ব্যাপার ভ্যাগ করি) উত্তমটিকেই গ্রহণ করে নেই।

**٤٤** حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعٌ بْنُ شَدَادٍ حَدَّثَنَا صَفَوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنْتُ تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَبْشِرُوكَيْ يَا بَنْتَ تَمِيمٍ، قَاتَلُوكَيْ أَمَا إِذْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطَنَا فَتَغْيِيرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمِنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اقْبِلُوا الْبَشْرِيُّ إِذْ لَمْ يَقْبِلُهُمْ بَنْتُ تَمِيمٍ قَاتَلُوكَيْ قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ -

**8084** আমর ইব্ন আলী (র) ..... ইমরান ইব্ন হসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামী-মের লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি খোশ-খবরী তো দিলেন, কিন্তু এখন আমাদেরকে (কিছু আর্থিক সাহায্য) দান করুন। কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চোহারা বির্বর হয়ে গেল। এমন সময়ে ইয়ামানী কিছু লোক আসল। নবী (সা) বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবর গ্রহণ করল না, তা হলে তোমরাই তা গ্রহণ কর। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তা কবূল করলাম।

**٤٥** حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ إِسْتِعْبِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْأَيْمَانُ هُمْهَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمِنِ وَالْجَفَاءِ وَغَلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَادِيْنِ عِنْدَ أَصْنُولِ أَذْنَابِ الْأَيْلِ ، مِنْ حِثْ تَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً وَمُضَرَّ

**8085** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জু'ফী (র) ..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) ইয়ামানের দিকে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেছেন, ইমান হল ওখানে। আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা হল রাবীয়া ও মুয়ার গোত্রদ্বয়ের সেসব মানুষের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে ঢীঁকার দেয়, যেখান থেকে উদ্দিত হয়ে থাকে শয়তানের উভয় শিং।

٤٠٤٦ [ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَىٰ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ مُمْأَقُ أَفْنَدَهُ وَالْبَنُ قُلُوبًا الْأَيْمَانَ يَمَانٌ وَالْحُكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْأَبِيلِ ، وَالسُّكْنَيَّةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَقَالَ غَنَدُورُ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) - ]

8046 মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হল ইয়ামানীদের, হিকমত হল ইয়ামানীদের, আজ্ঞারিতা ও অহংকার রয়েছে উট-ওয়ালাদের মধ্যে, বকরী পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাত্রীর্থ। শুন্দুর (র) এ হাদীসটি শুবা-সুলায়মান-যাকওয়ান (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٤٧ [ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ شُورِبْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْأَيْمَانُ يَمَانٌ ، وَالْفَتَنَةُ هُنَّا ، هُنَّا يَطْلُعُ قَبْنُ الشَّيْطَانِ - ]

8047 ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেন : ঈমান হল ইয়ামানীদের। আর ফিতনা (বিপর্যয়ের) গোড়া হল ওখানে, যেখানে উদিত হয় শয়তানের শিং।

٤٠٤٨ [ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّزْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنَدَهُ الْفِتْنَةُ يَمَانٌ وَالْحُكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ - ]

8048 আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়ার্দ। ফিকাহ হল ইয়ামানীদের আর হিকমাত হল ইয়ামানীদের।

٤٠٤٩ [ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِرَاهِيمِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَذَّا جَلَوْسًا مَعَ أَبْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خَبَابٌ ، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْسَتْبِعِيْ هُؤُلَاءِ الشَّيْبَابَ أَنْ يَقْرَأُوا كَمَا تَقْرَأُ - ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمْرَتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ، قَالَ أَجَلُ ، قَالَ إِقْرَأْ يَا عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ أَخْوَ زَيَادٍ بْنِ حُدَيْرٍ أَتَأْمَرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَلَيْسَ بِإِقْرَئِنَا ، قَالَ أَمَا إِنْ شِئْتَ أَخْبِرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ ، فَقَرَأَ خَسْبِينَ أَيْهَةَ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ قَدْ أَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا أَقْرَأْ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ يَقْرَأُهُ ، ثُمَّ التَّفَتَ إِلَى خَبَابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِهُذَا الْخَاتَمِ أَنْ يَلْقَى ،

قَالَ أَمَا إِنْكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَىٰ بَعْدِ الْيَوْمِ فَالْفَاهُ، رَوَاهُ غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ -

**৪০৪৯** আবদান (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন সেখানে খাবাব (রা) এসে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান (ইব্ন মাসউদ)! এসব তরুণ কি আপনার তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করতে পারে? তিনি বললেন : আপনি যদি চান তা হলে একজনকে হকুম দেই যে, সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাবে। তিনি বললেন, অবশ্যই। ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন, ওহে আলকামা, পড় তো। তখন যিয়াদ ইব্ন হৃদায়রের ভাই যায়েদ ইব্ন হৃদায়র বলল, আপনি আলকামাকে পড়তে হকুম করেছেন, অথচ সে তো আমাদের মধ্যে ভাল তিলাওয়াতকারী নয়। ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার গোত্র ও তার গোত্র সম্পর্কে নবী (সা) কি বলেছেন তা জানিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেন) এরপর আমি সূরায়ে মারয়াম থেকে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনার কেমন মনে হয়? তিনি বললেন, বেশ ভালই পড়েছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি যা কিছু পড়ি তার সবই সে পড়ে নেয়। এরপর তিনি খাবাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার হাতে একটি সোনার আংটি। তিনি বললেন, এখনো কি এ আংটি খুলে ফেলার সময় হয়নি? খাবাব (রা) বললেন, ঠিক আছে, আজকের পর আর এটি আমার হাতে দেখতে পাবেন না। এ কথা বলে তিনি আংটিটি ফেলে দিলেন। হাদীসটি শুন্দুর (র) শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

### ٢٢٣٩. بَابُ قِصَّةِ نُوسِيِّ وَالطَّفْيَلِ بْنِ عَمْرِو التَّقِيِّ

২২৩৯. অনুজ্ঞেদ : দাউস গোত্র এবং তুফায়েল ইব্ন আমর দাউসীর ঘটনা

**৪.০৫.** حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُقِيَّانُ عَنْ أَبْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْزَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الطَّفْيَلُ بْنُ عَمْرِو إِلَيِّ النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَنَّ نُوسًا قَدْ هَلَكَتْ، عَصَتْ وَأَبْتَ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَرْسًا، وَأَتِ بِهِمْ -

**৪০৫০** আবু নুআইম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা), থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফায়েল ইব্ন আমর (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র হালাক হয়ে গেছে। তারা নাফরমানী করেছে এবং (দীনের দাওয়াত) গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের প্রতি বদদোয়া করুন। তখন নবী (সা) বললেন, হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়েত দান করুন এবং (দীনের দিকে) নিয়ে আসুন।

**৪.০৫.** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) قَلَّتُ فِي الطَّرِيقِ :

يَا لَيْلَةَ مِنْ طُولِهَا وَعَنَانِهَا + عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ  
وَأَبَقَ غَلَامًا فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَبَيَاعَتْهُ فَبَيَاعَتْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْفَلَامُ ، فَقَالَ لِنِ  
النَّبِيِّ (ص) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غَلَامٌ ، فَقَلَّتْ هُوَ لِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْنَقْتُهُ -

**৪০৫১** মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হয়ে রাস্তার মধ্যে বলেছিলাম, হে সুনীর্ধ ও চরম পরিশ্রমের রাত! (তবে) এ রাত আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। (এটিই আমার প্রথম পাওয়া) আমার একটি গোলাম ছিল। আসার পথে সে পালিয়ে গেল। এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে এসে বায়আত করলাম। এরপর একদিন আমি তাঁর খেদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় গোলামটি এসে হায়ির। নবী (সা) আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! এই যে তোমার গোলাম (নিয়ে যাও)। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে আয়াদ—এই বলে আমি তাকে আয়াদ করে দিলাম।

#### ২২৪০. بَابُ قِصَّةٍ وَنَدْ طَيْفِرِ ، وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

২২৪০. অনুচ্ছেদ : তাহী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইবন হাতিমের ঘটনা

**৪০৫২** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ  
حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَقْدٍ فَجَعَلَ يَدِنِعُ رَجُلًا رَجُلًا وَيُسْمِيهِمْ ، فَقَلَّتْ أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،  
فَقَالَ بَلَى ، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرْتُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرْتُوا ، وَوَفَّيْتَ إِذْ غَدَرْتُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرْتُوا ، فَقَالَ عَدِيُّ فَلَا  
أُبَالِي إِذَا -

**৪০৫২** মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দলসহ উমর (রা)-এর দরবারে আসলাম। তিনি প্রত্যেকের নাম নিয়ে একজন একজন করে ডাকতে শুরু করলেন। তাই আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনি। লোকজন যখন ইসলামকে অঙ্গীকার করেছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। লোকজন যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তখন তুমি সম্মুখে অগ্রসর হয়েছ। লোকেরা যখন দীনের সত্ত্বাত অঙ্গীকার করেছিল তুমি তখন ইসলামের ওয়াদা পূরণ করেছ। লোকেরা যখন দীনের সত্ত্বাত অঙ্গীকার করেছিল তুমি তখন দীনকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছ। এ কথা শনে আদী (রা) বললেন, তা হলে এখন আমার কোন চিন্তা নেই।

#### ২২৪১. بَابُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২৪১. অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্র

٤٠٥٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَكْنَا بِعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلَيُهُلِلْ بِالْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحْلِلُ حَتَّى يَحْلِلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَانِفٌ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْأَةِ فَشَكَوْتُ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَنْقُضْنِي رَأْسِكِ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجَّ وَدَعِيَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلْنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّيْقَنِي إِلَى التَّتْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ مَكَانٌ عُمْرَكِ ، قَالَتْ فَطَافَ النِّبِيُّنَ أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ حَلَوْا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا أُخْرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْيَ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا ۔

٤٠٥٤ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল-ুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হচ্ছে (মৃক্ষার পথে) রওয়ানা হই। তখন আমরা উমরার (নিয়তে) ইহুমাম বাঁধি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দিলেন, যাদের সঙ্গে কুরবানীর পক্ষ রয়েছে, তারা যেন হজ্জ ও উমরা উভয়ের একসাথে ইহুমামের নিয়ত করে এবং হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাধা করার পূর্বে হাল-ল না হয়। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমি মৃক্ষায় পৌছি এবং ঝটুবতী হয়ে পড়ি। এ কারণে আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ-এর সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে পারলাম না। এ খবর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল ছেড়ে দাও এবং মাথা (চিরগি দ্বারা) আঁচড়াও আর কেবল হজ্জের ইহুমাম বাঁধ ও উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। এরপর আমরা যখন হজ্জের কাঞ্জসমূহ সম্পন্ন করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আবৃ বকর সিন্ধীক (রা)-এর পুত্র (আমার ভাই) আবদুর রহমান (রা)-এর সঙ্গে তানইম নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে (ইহুমাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] বললেন, এই উমরা তোমার পূর্বের কাষা উমরার পরিপূরক হল। আয়েশা (রা) বলেন, যারা উমরার ইহুমাম বেঁধেছিলেন তারা বায়তুল্লাহ তওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পর হালাল হয়ে যান এবং পরে মি঳া থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আর এক তওয়াফ আদায় করেন। আর যাঁরা হজ্জ ও উমরার ইহুমাম এক সাথে বাঁধেন (হজ্জে কিরানে), তাঁরা কেবল এক তওয়াফ আদায় করেন।

٤٠٥٥ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ، فَقَلَّتْ مِنْ أَيْنَ قَالَ مَذَا أَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ثُمَّ مَحْلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الصَّيْقَنِي، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ (ص) أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَلَّتْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ

الْمَعْرُفٌ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَيَعْدُ -

**৪০৫৪** আম্র ইবন আলী (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুহরিম ব্যক্তি যখন বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করল তখন সে তাঁর ইহুরাম থেকে হালাল হয়ে গেল। আমি (ইবন জুরায়জ) জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইবন আব্বাস (রা) এ কথা কি করে বলতে পারেন? (যে সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পূর্বে কেউ হালাল হতে পারে।) রাবী আতা (র) উভয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা-আলার এই কালামের দলীল থেকে যে, এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বায়তুল্লাহ্ এবং নবী (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীদের হজ্জাতুল বিদায় (এ কাজের পরে) হালাল হয়ে যাওয়ার হকুম দেওয়ার ঘটনা থেকে। আমি বললাম : এ হকুম তো আরাফা-এ উকূফ করার পর প্রযোজ্য। তখন আতা (র) বললেন, ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে উকূফে আরাফার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়ই এ হকুম প্রযোজ্য।

**৪.৫৫** حَدَّثَنِي بَيَانٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَبِيسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِالْيَطْهَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتُ؟ قَلَّتْ نَعَمْ ، قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ قَلَّتْ لَيْكَ بِإِهْلَلِ كَاهْلَلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ طَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْتُ إِمْرَأَةً مِنْ قَبِيسٍ ، فَقَلَّتْ رَأْسِيِّ -

**৪০৫৫** বায়ান (র) ..... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বিদায় হচ্জে) মক্কার বাত্হা নামক স্থানে নবী (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুম কি হজ্জের ইহুরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করলেন। কোন ধর্কার হজ্জের ইহুরামের নিয়ত করেছ? আমি বললাম, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইহুরামের মত ইহুরামের নিয়ত করে তালিবিয়া পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ কর এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী কর। এরপর ( ইহুরাম খুলে) হালাল হয়ে যাও। তখন আমি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করলাম ও সাফা এবং মারওয়া সায়ী করলাম। এরপর আমি কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম, সে আমার চুল আঁচড়ে (দিয়ে ইহুরাম থেকে মুক্ত করে) দিল।

**৪.৫৬** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا أَنْسُ بْنُ عَيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَفْعَ النَّبِيِّ (ص) أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَمْرَ أَنْوَاجَهَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةَ فَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ لَبَدْتُ رَأْسِيَ وَقَلَّدْتُ هَذِينِ وَفَلَسْتُ أَحْلُ حَتَّى أَنْحَرَ هَذِينِ -

**৪০৫৬** ইব্রাহীম ইবন মুন্ফির (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মী হাফসা (রা) ইবন উমর (রা)-কে জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জের বছর নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তখন হাফসা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কারণে হালাল হচ্জেন না?

তদুন্তের তিনি বললেন, আমি আঠা (গাম) জাতীয় বস্তু দারা আমার মাথার চুল জমাট করে ফেলেছি এবং কুরবানীর পশুর (নির্দর্শনস্বরূপ) গলায় চর্ম বেঁধে (গলতানী বা গলকষ্ট) দিয়েছি। কাজেই, আমি আমার (হজ্জ সমাধা করার পর) কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে হালাল হতে পারব না।

**৪.০৫** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَيْ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوَّلَاعِيُّ  
قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَطْعَمَ  
إِسْتَقْتَتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ رَدَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتَ أَبِي شَيْخًا كَثِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهُلْ يَقْضِي  
أَنْ أَحْجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ -

**৪০৫৭** আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্ন আবুআস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আশাম গোত্রের এ মহিলা বিদায হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজেস করে। এসময় ফদল ইব্ন আবুআস (রা) (একই যানবাহনে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহিলাটি আবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ, তাঁর বান্দাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন। আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় ফরয হল যে তিনি অতীব বয়োবৃদ্ধ, যে কারণে যানবাহনের উপর সোজা হয়ে বসতেও সমর্থ নন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর পক্ষ থেকে (নায়েবী) হজ্জ আদায় করলে তা আদায় হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ।

**৪.০৫** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَرِيجُ بْنُ النَّعْمَانَ حَدَّثَنَا فَلْيَعْ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
أَفْبَلَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفُ أَسَمَّةَ عَلَى الْقَصْنَوِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ مَلْحَةَ حَتَّى آتَاهُ عِنْدَ  
الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ أَنْتَ بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ (ص) وَأَسَمَّةُ وَبِلَالُ  
وَعُثْمَانُ ثُمَّ غَلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثُوا تَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقُوهُمْ فَوَجَدُوا بِلَالًا  
قَائِمًا مِنْ وَدَاءِ الْبَابِ فَقَلَّتْ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذِينَكُمْ الْعَمُودَيْنِ وَكَانَ  
الْبَيْتُ عَلَى سِتَّ أَعْمَدَ سَطَرَتِينِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطَرِ الْمُقْدَمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ  
ظَهِيرَهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوْجَهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ، حِينَ تَبِعَ الْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدارِ، قَالَ وَنَسِيَّتْ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ  
صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَةً حَمَراءً -

**৪০৫৮** মুহাম্মদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফতেহ মকার বছর রাসূলুল্লাহ (সা) এগিয়ে চললেন। তিনি (তাঁর) কসওয়া নামক উটনীর উপর উসামা (রা)-কে পিছনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইব্ন তালহা (রা)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) (তাঁর বাহনকে)

বায়তুল্লাহর নিকট বসালেন। তারপর উসমান (ইব্ন তালহা) (রা)-কে বললেন, আমার কাছে চাবি নিয়ে এসো। তিনি তাঁকে চাবি এনে দিলেন। এরপর কা'বা শরীফের দরজা তাঁর জন্য খোলা হল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা), উসামা, বিলাল এবং উসমান (রা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর তিনি দিবা ভাগের দীর্ঘ সময় পূর্ণত সেখানে অবস্থান করেন এবং পরে বের হয়ে আসেন। তখন লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য তাড়াহড়া করতে থাকে। আর আমি তাদের অগ্রগামী হই এবং বিলাল (রা)-কে কা'বার দরজার পিছনে দাঁড়ানোবস্থায় পাই। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কেন স্থানে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, ঐ সামনের দু' তল্লজের মাঝখানে। এ সময় বায়তুল্লাহর দুই সারিতে ছয়টি স্তুতি ছিল। নবী (সা) সামনের দুই খামের মাঝখানে নামায আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহর দরজা তার পিছনে রেখেছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল আপনার বায়তুল্লায় প্রবেশকালে সামনে যে দেয়াল পড়ে সেদিকে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কত রাকাত নামায আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর যে স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় করেছিলেন সেখানে লাল বর্ণের মর্মর পাথর ছিল।

**৪.৫৯** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنْ الرَّهْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْفَةُ بْنُ الرُّبِّيرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) أَخْبَرَتْهُمَا أَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْيَى زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَحَابِسْتَنَا مِنْ فَقْلَتْ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلَتَنْفِرُ -

**৪০৫৯** আবুল ইয়ামান (র) ..... নবী (সা)-এর সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর সহধর্মী হয়াই-এর কন্যা সাফিয়া (রা) বিদায় হজ্জের সময় ঝুঁকুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী (সা) বললেন, সে কি আমাদের (মদীনার পথে প্রত্যাবর্তনে) বাঁধ সাধল? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি তো তওয়াকে যিয়ারাহ আদায় করে নিয়েছেন। তখন নবী (সা) বললেন, তাহলে সেও রওয়ানা করুক।

**৪.৬০** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْমَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُلُّنَا تَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ (ص) بَيْنَ أَطْهَرِهِنَا وَلَا نَدِرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَعَمِدَ اللَّهُ وَأَئْتَى عَلَيْهِمْ ذِكْرَ الْمَسِيحَ الدُّجَالِ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْتَرَ أُمَّتَهُ أَنْذِرَهُ تُوحَّدَ وَالثَّيْبُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ، فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَنِعْنَسْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَغْرِيْ، وَإِنَّهُ أَغْرِيْ عَيْنَ الْيَمَانِيِّ كَانَ عَيْنَهُ عَنْبَةً طَافِيَّةً، أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمْ دِيَمَاءَ كُمْ

وَأَمْوَالُكُمْ . كَحْرَمَةٌ يُومِكُمْ هَذَا ، فِي بَلْدَكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا مَنْ بَلَّغَ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُمْ أَشْهِدُ ثَلَاثًا ، وَلَكُمْ أَوْ تَحْكُمُ انْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

**৪০৬০** ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি মাসীহ দাঙ্গাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উপস্থিতকে সতর্ক করেননি। নৃহ (আ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও তাঁদের উপস্থিতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তার অবস্থা তোমাদের উপর প্রজ্ঞান থাকবে না। তোমাদের কাছে এও অস্পষ্ট নয় যে, তোমাদের রব (আল্লাহ) এক চোখ কানা নন। অথচ দাঙ্গালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোখ একটি ফোলা আঙ্গুর। তোমরা সতর্ক থাক। আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাসের মত আল্লাহ তাঁ'আলা তোমাদের শোগ্নিত ও তোমাদের সম্পদকে তোমার উপর হারাম করেছেন। তোমরা লক্ষ্য কর, আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি একথা তিনবার বললেন, (তারপর বললেন), তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকো, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

**৪.৬।** حَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهْرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) غَزَا تِسْعَ عَسْرَةَ غَزَوةً أَنَّ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحْجُ بَعْدَهَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَيْكَيْهُ أُخْرَى -

**৪০৬১** আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) উনিশটি যুক্তে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরতের পর তিনি কেবল একটি হজ্জ আদায় করেন। এরপর তিনি আর কোন হজ্জ আদায় করেননি এবং তা হলো বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক (র) বলেন, মকাম অবস্থানকালে তিনি (নফল) হজ্জ আদায় করেন।

**৪.৭।** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ عَلَيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُدْعَةَ بْنِ حَرَيْرٍ عَنْ جَرَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرَيْرٍ اسْتَنْتَمِتِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

**৪০৬২** আফসুস ইব্ন উমর (রা) ..... জারির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) জারীর (রা)-কে বিদায়-হজ্জ বললেন, লোকজনকে চুপ থাকতে বল। তারপর বললেন, মনে রেখ! আমার ইতিকালের পর তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

٤٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السُّنْتِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهْيَةً يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اُتْتَى عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُومٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَّاتُ نُو الْقَعْدَةِ وَنُو الْحَجَّةِ وَالْمُحْرَمُ ، وَدَجَبُ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَى شَهْرٍ هَذَا ؟ قَلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَّتْ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسَمِيَّةٌ بِغَيْرِ إِسْمِهِ ، قَالَ أَيْسَنُ نُو الْحَجَّةِ ؟ قَلَّا بَلِّى ، قَالَ فَأَى بَلَّدٍ هَذَا ؟ قَلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَّتْ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسَمِيَّةٌ بِغَيْرِ إِسْمِهِ ، قَالَ أَيْسَنَ الْبَلْدَةِ ؟ قَلَّا بَلِّى ، قَالَ فَأَى يَوْمٍ هَذَا ؟ قَلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَّتْ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسَمِيَّةٌ بِغَيْرِ إِسْمِهِ ، قَالَ أَيْسَنَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَلَّا بَلِّى ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاحْسِبْهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ مَذَا ، فِي بَلِّدِكُمْ مَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ مَذَا وَسَتَّلُونَ رَبِّكُمْ فَسَيِّسَالُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلُّالًا ، يَضْرِبُ بِغَضْبِكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيَلْتَنِي الشَّاهِدُ الْفَائِبُ ، فَلَعْلَ بَعْضُ مَذْيَلَفَهُ أَنْ يُكَوِّنَ أُوغْنِي لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ ، فَكَانَ مُحَمَّدًا إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ (ص) لَمْ قَالَ : أَلَا هُلْ بَلْغَتْ مَرْتَبَيْنِ -

৪০৬৩ মুহাম্মদ ইবনুল মুসল্লা (র) ..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে ও অবস্থায়। যেদিন থেকে আল্লাহ্ আসমান ও যদীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর বার মাসে হয়ে থাকে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস পরপর আসে—যেমন যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহার্রম এবং রজব মুদার যা জয়াদিউল আখির ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জানেন। এরপর তিনি তৃপ্ত থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা অচিরেই তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম: হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জাত। তারপর তিনি তৃপ্ত থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা তিনি অচিরেই এ শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তারপর তিনি তৃপ্ত থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ। রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ই-জ্ঞান তোমাদের উপর পরিত্র, যেমন পরিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা অচিরেই

তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ইন্তিকালের পরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম পৌছে দেবে। এটা বাস্তব যে, অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার থেকেও প্রচারাকৃত ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মদ [ইবন সীরীন (র)] যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন—মুহাম্মদ (সা) সত্যই বলেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, জেনে রেখ, আমি কি (আল্লাহর বাণী তোমাদের কাছে) পৌছিয়ে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন।

**৪.৬৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ السُّوْدَرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ أَنَّ اَنَاسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نُزِّلَتْ هُذِهِ الْآيَةُ فِينَا لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَنَا فَقَالَ عَمْرُ أَبِيهِ أَيَّةَ قَالُوا : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَلِي فَقَالَ عَمْرُ أَبِيهِ أَيْ لَا عِلْمُ أَيِّ مَكَانٍ أُنْزِلْتُ ، أُنْزِلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَقِفْ بِعِرْفَةَ -

**৪০৬৪** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... তারিক ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদল ইহুদী বলল, যদি এ আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত, তাহলে আমরা উক্ত অবতরণের দিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। তখন উমর (রা) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আয়াত? তারা বলল, এই আয়াত: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবন-বিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। (৫: ৩) তখন উমর (রা) বললেন, কোন স্থানে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তা আমি জানি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফা ময়দানে (জাবাল রহমতে) দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন।

**৪.৬৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُوفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَمَنْ مِنْ أَهْلِ بِعْرَةِ وَمَنْ مِنْ أَهْلِ بِحْجَةِ ، وَمَنْ مِنْ أَهْلِ بِحْجَةِ وَعُمْرَةِ ، وَأَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالْحِجَّةِ فَامَّا مِنْ أَهْلِ بِالْحِجَّةِ ، أَوْ جَمَعَ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةِ ، فَلَمْ يَحْلُّوا حَتَّى يَوْمَ النُّغْرِ -

**৪০৬৫** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (মদীমা মুনাওয়ারা থেকে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উমরার ইহুরাম বেঁধেছিলেন আর কেউ কেউ ইজ্জের ইহুরাম, আবার কেউ কেউ ইজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহুরাম বেঁধেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) ইজ্জের ইহুরাম বেঁধেছিলেন। যারা তখন ইজ্জের ইহুরাম বাঁধেন অথবা ইজ্জ ও উমরার ইহুরাম একসঙ্গে বাঁধেন, তারা কুরবানীর দিন দশই যিলহজ্জ-এর পূর্বে হালাল হতে পারবে না।

٤٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِنْهُ .

৪০৬৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উপরোক্ত ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জকালীন সময়ের। ইসমাইল (র) সূত্রেও মালিক (র) থেকে অনুকরণ বর্ণিত আছে।

٤٦٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَانِي النَّبِيُّ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ مِنْ وَجْهِ أَشْفَقِيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجْهِ مَا تَرَى وَأَنَا نُؤْمَلُ وَلَا يُرِيشَنِي إِلَّا أَبْتَهِ لِي وَاحِدَةً أَفَاتَصْدِقُ بِيَتْلَى مَالِيْ قَالَ لَاقْلَتْ أَفَاتَصْدِقُ بِشَطَرِهِ ، قَالَ لَا ، قَلَّتْ فَاللَّتَّلَتْ ؟ قَالَ وَاللَّتَّلَتْ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرْ وَرَيْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْرَهُمْ عَالَةً يَكْفَفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُتَنَفِّقُ نَفْقَةَ تَبَتَّغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ بِهَا ، حَتَّى السُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِيْ إِمْرَاتِكَ ، قَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِيْ ، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَخْلُفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبَتَّغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرْجَةً وَرِفْعَةً وَلَعْلَكَ تَخْلُفُ حَتَّى يَتَنَعَّمَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرِبُكَ أَخْرِقَنَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِيْ مِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرْدِمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِكِنَّ الْبَانِسَ سَعْدَ بْنَ حُوَلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ .

৪০৬৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র) ..... সাদ (ইবন আবু ওয়াকাস) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি বেদনাজনিত মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে নরী (সা) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার রোগ যে কঠিন আকার ধারণ করেছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একজন বিস্তশালী লোক অথচ আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-ত্রৈয়াৎ্শ সাদকা<sup>১</sup> করে দেবঃ তিনি বললেন, 'না'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আমি এর অর্ধেক সাদকা করে দেবঃ তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, এক-ত্রৈয়াৎ্শ, তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-ত্রৈয়াৎ্শ অনেক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া তাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম—যারা পরে মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। আর তুমি যা-ই আল্লাহর সম্মুতি অর্জনের নিমিত্ত খরচ কর, তার বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান প্রদান করা হবে। এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার শ্রীর মুখে তুলে ধর তারও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আমার সাথীদের পিছনে পড়ে থাকবঃ তিনি বললেন, তুমি পিছনে পড়ে থেকে আল্লাহর সম্মুতি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করবে তা দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমুন্নত হবে। সম্ভবত তুমি পিছনে থেকে যাবে। ফলে তোমার দ্বারা এক সম্পদায় উপকৃত হবে। অন্য সম্পদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইয়া আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত আপনি জারী

১. নিষ্ঠক আল্লাহর জন্য তাঁর পথে দান করা।

ব্রাখুন। এবং তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সা'দ ইব্ন খাওলা (রা)-এর জন্য, (রাবী বলেন) মকায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি সমবেদন জ্ঞাপন করেন।

**৪.৬৮** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَنَبِّرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

**৪০৬৮** ইবরাহীম ইব্ন মুন্যির (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন উমর (রা) তাঁদেরকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে তাঁর মাথা মুওন করেছিলেন।

**৪.৬৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ أَبْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَبْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضَهُمْ -

**৪০৬৯** উবায়দুল্লাহ ইবন সাইদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন উমর (রা) তাঁকে অবহিত করেন যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে মাথা মুওন করেন এবং তাঁর সাহাবীদের অনেকেই আর তাঁদের কেউ কেউ মাথার চুল ছেঁটে ফেলেন।

**৪.৭০** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَّاعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ حَوْلَ قَالَ الْتَّيْمَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرًا عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَمْ بِمِنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الْمُصْلِيِّينَ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَقَصَفَ مَعَ النَّاسِ -

**৪০৭০** ইয়াহুয়া ইব্ন কায়আ ও লায়িস (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি গাধায় আরোহণ করে রওয়ানা হন। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জকালে মিনায় দাঁড়িয়ে শোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তখন গাধাটি নামাযের একটি কাতারের সামনে এসে পড়ে। এরপর তিনি গাধার পিঠ থেকে অবতরণ করেন এবং তিনি শোকদের সঙ্গে নামাযের কাতারে সামিল হন।

**৪.৭১** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سُلَيْلُ أَسَامَةً وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيِّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ -

**৪০৭১** মুসাদ্দাদ (র) ..... হিশামের পিতা [উরওয়া (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে উসামা (রা) নবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, মধ্যম গতিতে চলেছেন আবার যখন অশস্ত পথ পেয়েছেন তখন দ্রুতগতিতে চলেছেন।

**৪.৭২** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْيَدٍ عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ

الخطميَّ أَنَّ أَبَا يُوْبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ جَمِيعًا -

**৪০৭২** [আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আবু আইমুর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মুযদ্দালিফায়) মাগরিব ও ঈশার নামায এক সাথে আদায় করেছেন।

## ٢٢٤٢. بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْفُسْرَةِ

২২৪২. অনুচ্ছেদ ৪: গাথওয়ায়ে তাবুক—আর তা কট্টের যুদ্ধ

**٤٠٧٢** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلْنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَسْأَلُهُ الْحَمْلَانَ لَهُمْ، إِذْنَمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْفُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقَلَّتْ يَانِيَّةُ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكُمْ لِتَحْمِلُّهُمْ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضِيبَانُ لَا أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ (ص) وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ (ص) وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِيِّ، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلَمْ يَدْعُوكُمْ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ حَذْ حَذْ هَذَيْنِ الْقَرَيْنِيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرَيْنِيْنِ لِسَيْئَةِ أَبْعَرَةِ ابْتَاعَهُنْ حَيْنَتِنْ مِنْ سَعَدِ، فَانْطَلَقَ بِهِنْ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقَلَّ إِنَّ اللَّهَ، أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنْ، فَانْطَلَقَ إِيْتِمْ بِهِنْ، فَقَلَّتْ إِنَّ النَّبِيِّ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُؤُلَاءِ، وَلَكِنِي وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَا تَنْطَلِقُوا أَتَنِ حَذَّيْكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالُوا لِيْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصْدَقٌ وَلَنَفْعَلْنَّ إِنَّ أَحَبْبَتِ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِتَفْرِيْمِهِمْ، حَتَّى آتَوْهُنِيْنِ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنْعَةِ إِيَاهُمْ، لَمْ يَعْطِاهُمْ بَعْدَ فَحَدَّتُهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّتُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى -

**৪০৭৩** [মুহাম্মাদ ইবন 'আলা' (র) ..... আবু মৃসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য যানবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কঠিনতর যুদ্ধ অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণেছে ছিলেন। অনন্তর আমি এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার সমীপে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনি যেন তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি রাগারিত। অথচ আমি তা অবগত নই। আর আমি নবী (সা)-এর যানবাহন না দেয়ার কারণে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নবী (সা)-এর হৃদয়ে আমার প্রতি না আবার অসম্মোষ আসে। তাই আমি

সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নবী (সা) যা বলেছেন তা আমি তাদের অবহিত করে। পরক্ষণেই শুনতে গেলাম যে বিলাল (রা) ডাকছেন এ বলে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে ডাকছেন, আপনি উপস্থিত হন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া এমনি ছয়টি উটনী যা সাঁদ থেকে ত্রুট করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর। এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও। এবং বল যে, আল্লাহ তা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর। এরপর আমি সেগুলোসহ তাদের কাছে গেলাম এবং বললাম, নবী (সা) এগুলোকে তোমাদের বাহন হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা যারা শুনেছিল আমার সাথে তোমাদের কেউ এমন কারুর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের চলে যেতে দিতে পারি না—যাতে তোমরা এমন ধারণা না কর যে, নবী (সা) যা বলেননি আমি তা তোমাদের বর্ণনা করেছি। তখন তারা আমাকে বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে খ্যাত। তবুও আপনি যা পছন্দ করেন, আমরা অবশ্য করব। অনন্তর আবু মুসা (রা) তাদের মধ্যকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক অপারাগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। এরপর তাদের কাছে সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করলেন যেমন আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছিলেন।

٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسْنِدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُصْنِفِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، فَأَشْتَخَلَفَ عَلَيْهِ، قَالَ أَتَخْلَفُ فِي الصِّيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ أَلَا تَرْضِيَ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ هَارِقَنَ مِنْ مُوْسِى إِلَّا أَنَّهُ نَيْسَ تَبِيْ بَعْدِي، وَقَالَ أَبُو دَافُدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصْنِفَهُ.

৪০৭৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... মুসআব ইব্ন সাঁদ তাঁর পিতা (আবু ওয়াক্স) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাৰুক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর আলী (রা)-কে খলীফা মনোনীত করেন। আলী (রা) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশ ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নবী (সা) বললেন, তুমি কি এ কথায় রায়ী নও যে তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে যেমন হাকিন (আ) মুসা (আ)-এর পক্ষ থেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এতটুকু পার্দক্য যে, (তিনি নবী ছিলেন আর) আমার পরে কোন নবী নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, ও'বা (র) আমাকে হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন; আমি মুসআব (র) থেকে শুনেছি।

٤٧٥ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنُ أُمِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ: بِئْكَ الْغَزْوَةُ أَوْئِقُ أَعْمَالِيِّ عِنْدِي قَالَ عَطَاءُ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَ إِنْسَانًا فَعَصَمَ

أَحَدُهُمَا يَدًا الْأُخْرِ قَالَ عَطَاءَ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفَوَانُ أَيُّهُمَا عَضُّ الْأُخْرَ فَتَسْتَبِّهُ ، قَالَ فَأَنْتَزَعُ  
الْمَغْصُوضَ يَدَهُ مِنِّي فِي الْعَاضِ ، فَأَنْتَزَعُ أَخْدِي ثَنِيَّتِي ، فَأَتَيَا النَّبِيُّ (ص) فَأَهَدَرَ ثَنِيَّتِهِ قَالَ عَطَاءَ  
وَحَسِبَتْ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَفِيدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْطُعُهَا كَائِنَهَا فِي فَحْلٍ يَقْضِيهَا -

**৪০৭৫** উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (র) ..... সাফওয়ান-এর পিতা ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত,  
তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে উসরা-এর যুক্তে অংশগ্রহণ করি। ইয়ালা বলতেন যে, উক্ত যুদ্ধ  
আমার কাছে নির্ভরযোগ্য আমলের অন্যতম বলে বিবেচিত হত। আতা (র) বলেন যে, সাফওয়ান  
বলেছেন, ইয়ালা (রা) বর্ণনা করেন, আমার একজন (দিনমজুর) চাকর ছিল, সে একবার এক ব্যক্তির  
সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং একপর্যায়ে একজন অন্যজনের হাত দাঁত দ্বারা কেটে ফেলল। আতা (রা)  
বলেন, আমাকে সাফওয়ান (র) অবহিত করেছেন যে, উভয়ের মধ্যে কে কার হাত দাঁত দ্বারা কেটেছিল  
তার নাম আমি ভুলে গেছি। রাবী বলেন, আহত ব্যক্তি ঘাতকের মুখ থেকে নিজ হাত মুক্ত করার পর  
দেখা গেল, তার সম্মুখের দুটো দাঁত উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারপর তারা এ মামলা নবী (সা)-এর  
সমীক্ষে পেশ করে। তখন নবী (সা) তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করেছেন। আতা বলেন যে,  
আমার ধারণা যে বর্ণনাকারী এ কথাও বলেছেন যে নবী (সা) বলেন, তবে কি সে তার হাত তোমার  
মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দিবে? যেমন উটের মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়?

২২৪৩ . بَابُ حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ ذِلْكُ : فَعَلَى الْمُلَائِكَةِ الدِّينَ خَلَفُوا

২২৪৩. অনুজ্ঞেদ : কা'ব ইবন মালিকের ঘটনা এবং মহান আল্লাহর বাণী : এবং তিনি ক্ষমা  
করলেন অপর তিনি জনকেও যাদের সিদ্ধান্ত হারিয়ে রাখা হয়েছিল। (৯ : ১১৮)

**৭৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّبِيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَائِمًا كَعْبٍ مِنْ بَيْنِهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ  
مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ غَزَّا هَا إِلَّا فِي  
غَزْوَةِ تَبُوكِ غَيْرَ أَنِّي كَنْتُ تَخَلَّفْ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنْمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)  
يُرِيدُ عِيرَ قَوْيِشَ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَوْيِمٍ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)  
لَيْلَةَ الْعِقَبَةِ حِينَ تَوَاقَنَّا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحَبَّ أَنْ لَيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَ بَدْرُ أَذْكَرٌ فِي النَّاسِ  
مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَّةِ ، وَاللَّهُ مَا جَمِعْتُ  
عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ ، حَتَّى جَمِعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزَّةِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ غَزْوَةَ الْأَوْدَى  
بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزَّةُ غَزَّا هَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي حَرَّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَارًا

وَعِنْهُ كَثِيرًا ، فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَاهِبُوا أَهْبَةً غَرْزِهِمْ فَاخْبِرْهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَثِيرٌ وَلَا يَجْمِعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الْدِيْوَانَ ، قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَبَّلَ إِلَّا ظُنْ أَنَّهُ سَيَخْفِي لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْنِ اللَّهِ وَغَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) تِلْكَ الْفَرْزَةَ حِينَ طَابَتِ الْمُسَارُ وَالظِّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَطَافَتْ أَغْدُ وَلَكِنَّ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ ، فَأَرْجَعُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادِي بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجَدُّ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَلَمْ أَفْضِ جَهَانِي شَيْئًا ، فَقَلَّتْ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلَّوْ لِأَتَجَهَّزْ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِي أَسْرَعُونَا وَتَفَارَطَ الْفَرْزَ ، هَمَّتْ أَنْ أَرْتَحِلْ فَأَنْذِرُهُمْ وَلَيَتَبَتَّ فَعَلْتُ فَلَمْ يَقْدِرُنِي ذَلِكَ فَكَثُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَطَافَتْ فِيهِمْ أَخْرَنِتِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَفْعُوسًا عَلَيْهِ السِّنَاقُ أَوْ رَجُلًا مِنْ عَذَرِ اللَّهِ مِنَ الْضُّعْفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى بَلَغْ تَبُوكًا ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنْيِ سَلِيمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرَهُ فِي عِطْفِيَهِ فَقَالَ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِشَسَ مَا قَلَّتْ وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : فَلَمَّا بَلَغْنِي أَنَّهُ تَوَجَّهُ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي وَطَافَتْ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخْطِهِ غَدًا وَاسْتَعْتَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكَلْبِنِي رَأَيْ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِ الْبَاطِلِ ، وَعَرَفَتْ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبْدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ ، فَاجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكُعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَ الْمُخْلَفُونَ فَطَافُوا يَعْتَدِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضُعْفِهِ وَشَمَائِلِهِ رَجُلًا فَقِيلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَانِيَّتِهِمْ وَبِإِيمَانِهِمْ وَاسْتِغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرِهِمْ إِلَى اللَّهِ فَجِئْتَهُ فَلَمَّا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسَّمُ الْمَغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَقَ اللَّمَّ تَكُنْ قَدْ ابْتَعَتْ ظَهْرَكَ ؟ فَقَلَّتْ بِلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجَ مِنْ سَخْطِهِ بِعَذْرٍ ، وَلَقَدْ أُعْطِيْتُ جَدَلًا ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَنِّي حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُؤْشِكَنَ اللَّهُ إِنْ يُسْخَطَكَ عَلَى وَلَنِّي حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقَ تَجَدُّ عَلَيْهِ فِي أَنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرٍ وَاللَّهِ مَا كَتَنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفَتْ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا مَذَا فَقَدْ صَدَقْ فَقَمْ حَتَّى يَقْضِي

الله فيك فقمت وثار رجال من بين سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنتم اذنت نتبأ قبل هذا، ولقد عجزت ان لا تكون اعترضت الى رسول الله (ص) بما اعترض اليه المختلفون قد كان كافيك تتبأ استغفار رسول الله (ص) لك فوالله ما زأوا يقيني حتى اردت ان ارجع فاكتب نفسى ثم قلت لهم هل لقي هذا معنى احد ؟ قالوا نعم ، رجال قالا مثل ما قلت ، فقيل لهم مثل ما قيل لك ، فقلت من ممما ؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقعى فذكروا لي رجلا من صالحين قد شهدنا بغيرها فيما أسوة فمضيت حين ذكرورهما لي وتهى رسول الله (ص) المسلمين عن كل منها أيها الثلاثة من بين من تحلى به فأجبت الناس وغيروا لها حتى تتذكر في نفسى الأرض فما هي التي أعرف ، فلبتنا على ذلك خمسين ليلة فاما صاحبى فاستكانا وقعدا في بيتهما يبكيان ، وأماما أنا فكتت أشبة القبور وأجلدهم ، فكتت آخر فأشهد الصلاة مع المسلمين ، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد ، واتى رسول الله (ص) فأسلم عليه وهو مجلسه بعد الصلاة فاقول في نفسى هل حرك شفتيه برب الإسلام على أم لا ثم أصلى قربينا منه ، فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى ، وإذا التفت نحوه أغرض عنى حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسررت جدار حائط أبني قنادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام ، فقلت يا آبا قنادة ، أنشدك بالله هل تعلمى أحب الله ورسوله ، فسكت فدعت له فتشدته ، فسكت فقال الله ورسوله أعلم ففاحت عنى وتوئيت حتى تسررت الجدار قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطى من انباط أهل الشام مهن قدم بالطعام بيشه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيعون له حتى إذا جاء نبي دفع إلى كتابا من ملك غسان فإذا فيه أمما بعد فإنه يلغى أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله يدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك ، فقلت لما فرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التبر فسجنته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله (ص) يأتيني فقال إن رسول الله (ص) يأمرك أن تتعزز إمرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعترضها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبى مثل ذلك فقلت لأمرأتى الحق يا هلك فتكتونى عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ، قال كعب فجأة أمرأة هلال بن أمية رسول الله (ص) فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيئاً ليس له خادم ، فهل تخره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت الله ما به حرفة إلى

شَيْءٌ وَاللَّهُ مَا زَالَ يَبْكِي مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي اِمْرَأَكَ كَمَا أَذِنَ لِمَرْأَةِ هَلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ قَتَلَ وَاللَّهُ لَا اسْتَأْذَنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَا يُدْرِكُنِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا اسْتَأْذَنْتَهُ فِيهَا وَإِنَّ رَجُلًا شَابًّا فَلَيَبْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِي، حَتَّى كَمْلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيَلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبْعَ خَمْسِينَ لَيَلَةً وَإِنَّا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي نَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَى نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَى الْأَرْضِ بِمَا رَحِبَتْ سَمِعَتْ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْمٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَّتْ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجْ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بِتُوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ بِيَشْرِونَا وَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبَشِّرُونَ وَدَكَسَ إِلَى رَجُلٍ فَرَسَا وَسَعَى سَاعَ مِنْ أَسْلَمَ فَلَوْفَسَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعَتْ صَوْتَهُ بِيَشْرِونِي نَزَعْتُ لَهُ تُوبَيْ ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُ مَا بِيَشْرَاهُ، وَاللَّهُ مَا أَمْلَكُ غَيْرَهُ مَا يَوْمَنِي وَاسْتَغْرَقْتُ ثُوبِنِي فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَيَتَلَقَّاني النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يَهْمَقِنِي بِالْتُّوْبَةِ يَقُولُونَ : لِتَهْمِكْ تُوْبَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ ، قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلَتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَهْرُولُ حَتَّى صَافَحَهُ وَهَنَّانِي ، وَاللَّهُ مَا قَامَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مِنْذُ وَلَدَتْ أُمُّكَ ، قَالَ قَلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا سَرَّ اسْتِئْنَارَ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَهُ قِطْعَةَ قَمَرٍ وَكَثُرَ تَغْرِيفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تُوبَتِي أَنْ أَنْخُلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَسُوْخَرْ لَكَ قَلْتُ فَإِنِّي أَنْسِكْ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ فَقَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَانِي بِالصَّدِيقِ وَإِنَّ مِنْ تُوبَتِي أَنْ لَا أَحْدِثَ الْأَصْدِيقَا مَا بَقِيَّ ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صَدِيقِ الْحَدِيثِ مِنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَاهِي وَمَا تَعْمَدْتُ مِنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَّ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) إِلَى يَوْمِي هَذَا لَقْدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَى قَوْلِهِ ، وَكَوْنُوا مَعَ الصَّابِقِينَ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ قُطْ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صَدِيقِي

لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ انْزَلَ الْوَحْيُ شَرًّا مَا قَالَ لَأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيِّلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِنَّا أَنْقَبْتُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ، قَالَ كَعْبٌ : وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا إِيَّاهَا التَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبْلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ حَلَّفُوا لَهُ فَبِإِيمَانِهِمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمْرَنَا حَتَّى تَضَىَ اللَّهُ فِيهِ ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَيِ التَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَّفُوا - وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خَلَّفَنَا عَنِ الْفَرْوَانِ إِلَيْهَا هُوَ تَخَلَّفَنَّهُ أَيُّنَا وَأَرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَّفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فَقَبِيلَ مِنْهُ -

**৪০৭৬** ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন কাআব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, কাআব (রা) অক্ষ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি কাআব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ছাড়া আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যাঁরা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে ভর্তসনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল কুরাইশ দলের সঙ্গানে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এবং তাদের শক্র বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আমি আকাবা রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বদর প্রান্তরের উপস্থিতিকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরণ এই—তাবুক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে আল্লাহ্ কসম, আমার কাছে কখনো ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সাথে দু'টো যানবাহন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, দৃশ্যত তাঁর বিপরীত ভাব দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ঐৰেশ উন্নাপের সময়, অতি দূরের সফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শক্রসেনার মুকাবিলা করার। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অভিযানের অবস্থা মুসলিমানদের কাছে প্রকাশ করে দেন যেন তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী লোক সংখ্যা ছিল অধিক যাদের হিসাব কোন রেজিস্টারে লিখিত ছিল না। কাআব (রা) বলেন, যার ফলে যেকোন লোক যুক্তিভাষ্যান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওই মারফত এ খবর পরিজ্ঞাত না করা পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-ফলাদি পাকার ও গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা যেতে সক্ষম। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমার সময় কেটে যেতে লাগল।

এদিকে অন্য লোকেরা পুরাপুরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আছ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করার মানসে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সাথে পথে মিলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। একথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক পৌছার পূর্ব পর্যন্ত আমার কথা আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবুকে একথা তিনি জনতার মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কাআব কি করল? বনী সালমা গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তার ধন-সম্পদ ও আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি। একথা শুনে মুআষ ইব্ন জাবাল (রা) বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে উন্নত ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব রইলেন। কাআব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন আমি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং মিথ্যার বাহানা খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্রোধকে প্রশংসিত করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জন্মীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে পৌছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা তিরোহিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এমন কোন পছ্টা অবলম্বন করে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার নামগন্ধ থাকে। অতএব আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, আমি সত্যই বলব। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাতে মদীনায় পদার্পণ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে পথমে মসজিদে গিয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নবী (সা) একপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অক্ষমতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বাহ্যিকভাবে তাদের ওয়ার-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বায়আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহর হাওয়ালা করে দিলেন। [কাআব (রা) বলেন] আমিও এরপর নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগারিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এস। আমি সে অনুসারে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহর কসম, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অস্ত্রুষ্টিকে ওয়ার-আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশংসিত করার প্রয়াস চালাতাম। আর আমি তর্কে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু

আল্লাহ'র কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে রাখী করার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই আল্লাহ' তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহ'র ক্ষমা পাওয়ার নির্ধাত আশা রাখি। না, আল্লাহ'র কসম, আমার কোন ওয়র ছিল না। আল্লাহ'র কসম, সেই অভিযানে আপনার সাথে না যাওয়াকাণ্ডীন সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ' (সা) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ' তা'আলা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহ'র কসম তুমি ইতিপূর্বে কোন গুনাহ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি অন্যান্য পশ্চাদগামীর মত তোমার অক্ষমতার একটি ওয়র রাসূলুল্লাহ' (সা)-এর কাছে পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে রাসূলুল্লাহ' (সা)-এর তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ'র কসম তারা আমাকে অনবরত কঠিনভাবে ভর্তসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মত এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মত বলেছে। এবং তাদের ক্ষেত্রেও তোমার মত একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইব্ন রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইব্ন উমায়া ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে অবহিত করল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য উভয়ে আদর্শবান। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম এবং রাসূলুল্লাহ' (সা) আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবুকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সাথে কথা বলতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে মুসলমানরা আমাদের পরিহার করে চললো। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে নিল। এমনকি এদেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপত্তি হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হয়ে আসতাম, মুসলমানদের জামাআতে নামায আদায় করতাম। এবং বাজারে চলাক্ফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ' (সা)-এর খেদমতে হায়ির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি নামায শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটব্য নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন নামাযে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি লোকদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলার আচরণ দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবৃ কাতাদা (রা)-এর বাগানের প্রাচীর উপকে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ'র কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে

আবৃ কাতাদা, আপনাকে আমি আল্লাহ'র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ' ও তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি পুনঃ (তৃতীয়বারও) তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ' ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অঙ্গ ঝরতে লাগল। অগত্যা আমি পুনরায় প্রাচীর টপকে ফিরে এলাম। কাআব (রা) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে বিচরণ করছিলাম। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কাআব ইব্ন মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাঁকে আমার প্রতি ইশারায় দেখাচ্ছিল। তখন সে এসে গাস্সানি বাদশার একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ' আপনাকে মর্যাদাহীন ও আশ্রয়হীন করে সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটা ও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চূলা খোঁজ করে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জুলিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাঁকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার এ ব্যাপারে আল্লাহ'র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি তথায় অবস্থান কর। কাআব (রা) বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইব্ন উমায়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয় করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হিলাল ইব্ন উমায়্যা অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী (সা) বললেন, না তবে সে তোমার বিচানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহ'র কসম, এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহ'র কসম, তিনি এ নির্দেশ পাওয়া অবধি সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কাআব (রা) বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাল ইব্ন উমায়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খেদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহ'র কসম আমি কখনো তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কি বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খেদমতে সক্ষম। এরপর আরও দশরাত অতিবাহিত করলাম। এভাবে নবী (সা) যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের নামায আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যা আল্লাহ' তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগতটা যেন আমার জন্য প্রশংস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়

শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, হে কাআব ইব্ন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করছন। কাআব (রা) বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সিজদায় লুটে পড়লাম। আর আমি অনুভব করলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদয়ের কাছে সুসংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্঵ারোহী লোক আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পাহাড়ের উপর আরোহণ করত চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমি তখন আমার নিজের পরিধেয় দুটো কাপড় তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য দান করলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, ঐ সময় সেই দুটো কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। আমি দুটো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ যে আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। কাআব (রা) বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুর্পার্শে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুত উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম তিনি ব্যক্তিত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না। কাআব (রা) বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের অতিশয়ে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মানের দিন হতে যত দিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কাআব বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পথে দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খায়বরে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কাগে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নির্দর্শন অক্ষুণ্ণ রাখতে আমার অবশিষ্ট জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিয়য়ে একপ নিয়ামত আল্লাহ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কাআব (রা) বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও

করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে হিফাজত করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর এই আয়াত নাফিল করেন **لَدُنْ تَابَ اللَّهُ عَلَىٰ أَرْثَادِهِ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ -** অর্থাৎ আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবী (সা)-এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি..... এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯ : ১১৭-১১৯)। [কাআব (রা) বলেন] আল্লাহ্-র শপথ, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ্ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাবাদীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে যখন ওহী নাফিল হয়েছে তখন জন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

**سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْتَبَتُمْ إِلَيْهِمْ ..... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ النَّاسِقِينَ -**

অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্-র শপথ করবে ..... আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। (৯ : ৯৫-৯৬)। কাআব (রা) বলেন, আমাদের তিনজনের তাওবা করুল করতে বিলম্ব করা হয়েছে—যাদের তাওবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্বুল করেছেন যখন তাঁরা তার কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বায়আত গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহ্-র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্থগিত রেখেছেন। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ বলেন—সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ : ১১৮) কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওয়ার-আপন্তি পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত দেয়া স্থগিত রাখা হয়েছিল।

## ২২৪৪. بَابُ تَنْقِيلِ النَّبِيِّ (ص) الْجِئْرَ

২২৪৪. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর হিজ্র বাস্তিতে অবতরণ

[৪.৭৭] **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا مَرَ النَّبِيُّ (ص) بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبُوكُمْ مَا أَصَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، ثُمَّ قَطَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى جَاءَ الْوَادِيَ -**

৪০৭৭ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) (সামুদ গোত্রের) হিজ্র বাস্তি অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আজ্ঞার উপর অত্যাচার করছে তাদের আবাস স্থলে ক্রন্দনাবস্থা ব্যতীত প্রবেশ কর না। যেন তোমাদের প্রতিও শাস্তি

নিপতিত না হয় যা তাদের প্রতি নিপতিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত স্থান অতিক্রম করেন।

٤٠٧٨ [ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِأَصْنَابِ الْجِبْرِ لَا تَذَخُلُوا عَلَى هُؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبُوكُمْ مِثْمَا أَصَابَهُمْ . ]

৪০৭৮ [ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হিজ্র নামক স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এই শান্তিপ্রাঞ্চদের মধ্যে ক্রম্ভন্দরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ কর না—যাতে তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদ আপত্তি না হয় যেরূপ তাদের উপর আপত্তি হয়েছিল।

## ২২৪০. بَابٌ

### ২২৪৫. অনুচ্ছেদ

٤٠٧٩ [ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ عَنِ السَّلَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جِبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ (ص) لِيَعْضُ حَاجَتِهِ فَقَعْدَ أَسْكَبَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا أَعْلَمُمَا لَأَعْلَمُمَا لَأَلَا فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ ، فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَفْسَلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُ الْجَبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جَبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . ]

৪০৮০ [ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... মুগীরা ইবন ও'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) (প্রকৃতির) প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন। (ফিরে এলে) আমি দাঁড়িয়ে তাঁর (ওয়ুর) পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। (স্থানটি কোথায়) তা আমার শরণ নেই। তবে তা ছিল তাবুক যুদ্ধের সময়কার। এরপর তিনি তাঁর চেহারা ধোত করেন। এবং তাঁর বাহ্যিক ধোত করতে গেলে দেখা গেল যে, তাঁর জামার আস্তিন আঁটসঁট। তখন তিনি উভয় বাহুকে জামার মধ্য থেকে বের করে আনেন এবং তা ধোত করেন। তারপর তিনি তাঁর মোজার উপর মুসেহ করেন।

٤٠٨٠ [ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ حَمِيدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) مِنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَقْنَا عَلَى الْمَدِّيْنَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنَحْبِهُ . ]

**৪০৮০** খালিদ ইবন মাখলাদ (র) ..... আবু হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তাৰুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনাতে পদার্পণ কৰলাম তখন তিনি বললেন, এই মদীনার অপর নাম তাবা (পবিত্র)। এবং এই উহুদ এমন পাহাড় যে, সে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।

**৪.৮১** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَّا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَاسِرُّتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوكُمْ مَعَكُمْ قَاتَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَاتَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَبَّسُهُمُ الدُّرْ

**৪০৮১** আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাৰুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মদীনাতে এমন সম্পদায় রয়েছে যারা কোন দূরপথ ভ্রমণ করেনি, এবং কোন উপত্যকাও অতিক্রম করেনি তবুও তারা তোমাদের সাথে (সওয়াবে) শরীক রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয় কৰলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো মদীনায়-ই অবস্থান কৰছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মদীনায়ই রয়ে গেছে, তবে ওয়ার তাদের আটকে রেখেছিল।

## ২২৪৬. بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ (ص) إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ

২২৪৬. অনুচ্ছেদ ৪ পারস্য অধিপতি কিস্রা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী (সা)-এর পত্র প্রেরণ

**৪.৮২** حَدَّثَنَا إِسْنَاقٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابٍ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَيْفَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقَةً فَحَسِبَتْ أَنَّ أَبْنَ الْمُسِيْبَ قَالَ فَدَعَاهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُمْزَقُوا كُلُّ مُمْرَقٍ

**৪০৮২** ইসহাক (র) ..... ইবন আবুস রামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইবন হ্যাফা সাহমী (রা)-কে তাঁর পত্রসহ কিসরার কাছে প্রেরণ করেন। নবী (সা) তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের গভর্নরের কাছে দেয় এবং পরে বাহরাইনের গভর্নর যেন কিসরার হাতে পত্রটি পৌঁছিয়ে দেয়। কিসরা যখন নবী (সা)-এর পত্রখানা পড়ল, তখন তা ছিঁড়ে টুকরা করে ফেলল। (রাবী বলেন) আমার যতদূর মনে পড়ে ইবনুল মুসায়্যাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রতি এ বলে বদদোয়া করেন, আল্লাহ তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে দিন।

**৪.৮৩** حَدَّثَنَا عَلْمَانُ بْنُ الْمِئِشَمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَيَّامَ الْجَمْلِ بَعْدَ مَا كِنْتُ أَنْحَقْ بِاصْحَابِ الْجَمْلِ فَأَقْاتَلَ مَعْهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَكَوْا عَلَيْهِمْ بِشَتِّيْنِ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ لِمَرَأَةٍ۔

**4083** [উসমান ইবন হায়সাম (র) ..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুন্দ একটি বাণী আমাকে জপে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন মহা উপকার করেছে, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শরিক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবু বাকরা (রা) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী (সা)-এর কাছে এ খবর পৌছল যে, পারস্যবাসী কিসরা তনয়াকে তাদের বাদশাহ ঘনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, কখনই সে জাতি সফলতার মুখ দেখবে না যারা স্ত্রীলোককে তাদের প্রশাসক নির্বাচন করে।

**4084** حَدَثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا سُقِيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : أَذْكُرْ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْفِلَمَانِ إِلَى ثَنَيَّ الْوَدَاعِ نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَ قَالَ سُقِيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّيْبَانِ -

**4084** [আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... সায়েব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার শৃঙ্খলাপটে এখনও সে ঘটনা জাগে যে, মদীনার ছেলেপুলের সাথে ছানিয়াতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে আমি গিয়েছিলাম। সুফিয়ান (রা)-এর রিওয়ায়তে স্থলে চিবিয়ান শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

**4085** حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَثَنَا سُقِيَانُ عَنِ السَّائِبِ أَذْكُرْ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصَّيْبَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيِّ (ص) إِلَى ثَنَيَّ الْوَدَاعِ مَقْدَمَةً مِنْ غَزَوةِ تَبُوكَ -

**4085** [আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....সায়েব (ইবন ইয়ায়ীদ) (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি শৃঙ্খলারণ করি যে, ছানিয়াতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে মদীনার ছেলেদের সাথে গিয়েছিলাম, যখন নবী (সা) তাৰুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

২২৪৭. بَابُ مَرْضِ النَّبِيِّ (ص) وَقَاتِيهِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّكُمْ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ، ثُمَّ إِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عَرْفَةُ قَالَتْ هَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ مَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا هَانِشَةُ مَا أَزَالَ أَجِدُ الْمَطَعَامَ الَّذِي أَكَلْتُ بِخِيَّرَ ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ أَنْقِطَاعَ أَبْهَرِيِّ مِنْ ذَلِكَ السُّمْ

২২৪৭. অনুচ্ছেদ ৪: নবী (সা)-এর রোগ ও তাঁর ঔষাট। মহান আল্লাহর বাণী: আপনিডে মরণশীল এবং ভারাও মরণশীল। এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরম্পর তোমাদের প্রতিপালকের

সম্মুখে বাক-বিতও করবে (৩৯ : ৩০, ৩১)। ইউনুস (র) যুহুরী ও উরওয়া (র) সূত্রে বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী (সা) যে রোগে ইতিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমি খায়বরে (বিষয়ক) যে খাদ্য ভক্ষণ করেছিলাম, আমি সর্বদা তার যত্নপা অনুভব করছি। আর এখন সেই সময় আগত, যখন সে বিষয়ের আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

**৪.৮৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْيَتْمَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَمْ الفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُرْسَلَاتِ عَرْفًا لَمْ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ -

**৪০৮৬** ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... উম্মুল ফদল বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা “ওয়াল মুরসালাতে উরফা” পাঠ করতে শনেছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রূহ মুবারক কবজ করা পর্যন্ত তিনি আর আমাদের নিয়ে কোন নামায আদায় করেননি।

**৪.৮৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُنِي أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءَ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرَ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْأُذْيَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ أَجْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ أَيَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ -

**৪০৮৭** মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্বাব (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে তাঁর কাছে বসাতেন। এতে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ইবন আব্বাস (রা)-এর সমবয়সী ছেলেপুলে আছে! তখন উমর (রা) বললেন, সে কিরূপ মর্যাদার লোক তা তো আপনারাও জানেন। এরপর উমর (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইতিকালের ঘবর (তাঁকে অবগত করানো হয়েছে)। তখন উমর (রা) বললেন, আমিও তা-ই মনে করি যা তুমি মনে করছ।

**৪.৮৮** حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ حَدَّثَنَا سَعْيَانُ عَنْ سَلِيمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ إِشْتَدَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَهُ فَقَالَ أَنُوْنِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضْلُلُوا بَعْدَهُ أَبْدًا فَتَتَازَّ عَوْنًا وَلَا يَتَبَغِي عِنْدِنِي تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَا شَاءَتْ أَهْجَرَ اسْتَفْهَمُوهُ فَذَهَبُوا يَرْتَبُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعْوَنِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَاهُمْ بِتَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوهُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

وَأَجِيزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ وَسَكَّتَ عَنِ الْأَثَالِثِ أَوْ قَالَ فَنَسِيَّتْهَا -

**৪০৮৮** কুতায়বা (র) ..... সাইদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন আবাস (রা) বললেন, বৃহস্পতিবার! বৃহস্পতিবারের ঘটনা কি? নবী (সা)-এর রোগ-জ্বালা প্রবলভাবে দেখা দেয়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিয়ে যাই যেন তোমরা এরপর কখনও বিভ্রান্ত না হও। তখন তারা পরম্পর মতভেদ করতে থাকে। আর নবী (সা)-এর সান্নিধ্যে মতবিরোধ করা শোভনীয় নয়। এরপর কিছুসংখ্যক লোক বললেন, নবী (সা)-এর অবস্থা কেমন? তিনি কি প্রলাপ বকছেন? তোমরা তাঁর কাছে থেকে ব্যাপারটি বুঝে নাও। এতে তারা নবী (সা)-এর কাছে ব্যাপারটি পুনরুত্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তোমরা যে কাজের দিকে আমাকে আহবান জানাচ্ছ তার চেয়ে আমি উত্তম অবস্থায় অবস্থান করছি। আর নবী (সা) তাঁদের তিনটি নসীহত করলেন (১) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশর্রিকদের বহিকার করে দিবে, (২) দূতদের সেনাপ আদর-আপ্যায়ন করবে যেমন আমি করতাম এবং তৃতীয়টি বলা থেকে তিনি নীরব থাকলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয়টি আমি ভুলে গিয়েছি।

**৪০৮৯** حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) هَلُمُوا أَكْتَبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ غَلَبَ الْوَجْعَ ، وَعِنْكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسِبْنَا كِتَابَ اللَّهِ فَاخْتَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصِمُوا فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ قَرِيبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْتَرُوا التَّغْوِيَةِ وَالْأَخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَوْمًا \* قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ بْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرَّزِيْةَ كُلُّ الرَّزِيْةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَبَيْنَ أَنْ يُكْتَبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا خِتَالَ فِيهِمْ وَلَا غَطْبَهُمْ -

**৪০৯০** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সময় যখন নিকটবর্তী হল এবং ঘরে ছিল লোকের সমাবেশ, তখন নবী (সা) বললেন, তোমরা আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথদ্রষ্ট না হও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ-যন্ত্রণা কঠিনতর অবস্থায়, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মওজুদ আছে। আলুহুর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইত্যবসরে নবী (সা)-এর পরিবারের লোকজনের মধ্যে মতান্বেক্য শুরু হয়ে যায়, এবং তারা পরম্পর বাক-বিতঙ্গ করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা কাগজ উপস্থিত কর, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিন। যাতে তোমরা তাঁর পরে কোন বিভ্রান্তিতে নিপত্তি না হও। আবার কেউ বললেন এর বিপরীত। এরপর যখন বাক-বিতঙ্গ ও মতবিরোধ চরমে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, ইবন আবাস (রা) বলতেন, এ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ

(সা) সাহাবায়ে কিরামের জন্য কিছু লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতবিরোধ ও উচ্চ শব্দই মূলত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

**৪.৭০** حَدَّثَنَا يَسْرَةُ ابْنُ صَفْوَانَ بْنُ جَمِيلِ الْلَّخْمِيِّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحَّكَتْ، فَسَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ يُقْبِضُ فِي وَجْهِ الَّذِي تُؤْفَى فِيهِ فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلَ أَهْلِي يَتَبَعَهُ فَضَحَّكَتْ۔

**৪০৯০** ইয়াসারা ইবন সাফ্যান ইবন জামিল আল লাখমী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মৃত্যু-রোগকালে ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন; এরপর নবী (সা) পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হাসলেন। পরে আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, নবী (সা) যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগেই তাঁর ইত্তিকাল হবে। এ কথাটিই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাসলাম।

**৪.৭১** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غَنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَتَ أَسْفَعَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَاتَ فِيهِ وَأَخْتَهَ بُحْرًا يَقُولُ مَعَ الدِّينِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَةَ فَطَنَّتْ أَنَّهُ خَيْرٌ۔

**৪০৯১** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একথা শুনছিলাম যে, কোন নবী মাঝে যান না যতক্ষণ না তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় দুনিয়া বা আধিরাত্র গ্রহণ করার। যে রোগে নবী (সা) ইত্তিকাল করেন সে রোগে আমি নবী (সা)-কে মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রমন্তা বস্থায় বলতে শুনেছি, তাঁদের সাথে যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত প্রদান করেছেন—[তাঁরা হলেন, নবী (আ)-গণ, সিদ্ধীকগণ এবং শহীদগণ।] (৪ : ৭২) তখন আমি ধারণা করলাম যে তিনিও ইখতিয়ার প্রাপ্ত হয়েছেন।

**৪.৭২** حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى -

**৪০৯২** অুসলিম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি বলতেছিলেন, “ফির রফীকিল আলা।”—মহান উর্ভরলোকের বক্সুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন।)

**٤٠٩٣** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبِيرِ إِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَاتَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ صَحِيفٌ يَقُولُ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعِدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحْيَى أَوْ يُخْيَرُ ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأَسَهُ عَلَى فَحْذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخْصٌ بَصَرَهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقْلَتْ إِذَا لَا يُجَاوِرُنَا ، فَعَرَفَتْ أَنَّهُ حَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيفٌ -

**৪০৯৩** আবুল ইয়ামান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুস্থাবস্থায় বলতেন, কোন নবী (আ)-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয়নি, যতক্ষণ না তাঁর স্থান জাগ্রাতে দেখান হয়েছে। তারপর তাঁকে জীবিত রাখা হয় অথবা ইত্তিকালের ইথিতিয়ার দেয়া হয়। এরপর যখন নবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা আয়েশা (রা)-এর উরুলতে রাখাবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি চৈতন্যহীন হয়ে পড়লেন। এরপর যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! মহান উর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন)। অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকছেন না। এরপর আমি উপস্থিতি করলাম যে, এ ঐ কথাই যা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আর তাই ঠিক।

**٤٠٩٤** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَانٌ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوبِرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيهِ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَأَنَا مُسْنِدُهُ إِلَى صَدَرِيِّ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكُ رَطْبٌ يَسْتَقْنُ بِهِ فَبَأْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَصَرَهُ فَأَخْذَتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَبَيْتُهُ ثُمَّ دَفَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَاسْتَقْنَ بِهِ فَعَمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِسْتَنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَ أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَفِعَ يَدَهُ أَوْ اصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثَ ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا تَبَيَّنَ حَقَّتِي وَذَاقَتِي -

**৪০৯৪** মুহাম্মাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আবু বক্র (রা) নবী (সা)-এর কাছে এলেন। তখন আমি নবী (সা)-কে আমার বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় রেখেছিলাম এবং আবদুর রহমানের হাতে তাজা মিসওয়াকের ডালা ছিল যা দিয়ে সে দাঁত পরিষ্কার করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম এবং তা চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তা নবী (সা)-কে দিলাম। তখন নবী (সা) তা দিয়ে দাঁত মর্দন করলেন। আমি তাঁকে এর আগে এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে আর কখনও দেখিনি। এ থেকে অবসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উভয় হাত অথবা আঙুল উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, উর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন!) তারপর তিনি ইত্তিকাল করলেন। আয়েশা (রা) বলতেন, নবী (সা) আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় ইত্তিকাল করেন।

٤٠٩٥ حَدَّثَنَا حِبْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفْسُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجْهُهُ أَذْنِي تُوقَنَ فِيهِ طَفِقَتْ أَنْفُسُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَامْسَحَ بِيَدِ النَّبِيِّ (ص) عَنْهُ.

٤٠٩٥ হিক্বান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলগ্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা (ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুসেহ করতেন। এরপর যখন তিনি মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাদ্বয় দ্বারা তাঁর শরীরে দম করতাম, যা দিয়ে তিনি দম করতেন। আমি তাঁর হাত দ্বারা তাঁর শরীর মুসেহ করিয়ে দিতাম।

٤٠٩٦ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَادٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (ص) وَأَصْنَفَتِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسِنِّدٌ إِلَى ظَهْرَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ -

٤٠٩৬ মুআল্লাহ ইবন আসাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর ইতিকালের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুঁকিয়ে দিয়ে নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন, রহম করুন এবং (উর্মজগতের) মহান বশুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

٤٠٩٧ حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ هَلَالُ الْوَذَانِ عَنْ عُرْوَةِ أَبْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنِ اللَّهِ الْيَهُودُ أَتَخْذُوا قَبْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرِزَ قَبْرَهُ، خَشِيَ أَنْ يَنْخُذَ مَسْجِداً -

٤٠٩৭ সালত ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগ থেকে নবী (সা) আর সুস্থ হয়ে উঠেননি সে রোগাবস্থায় তিনি বলেন, ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ লান্ত করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। আয়েশা (রা) মন্তব্য করেন, একে প্রথা যদি না থাকত তবে তাঁর কবরকেও খোলা রাখা হত। কারণ তাঁর কবরকেও মসজিদ (সিজদার স্থান) বানানোর আশংকা ছিল।

٤٠٩٨ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَتُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ لَمَّا ثَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) وَاشْتَدَّ بِهِ وَجْهُهُ إِسْتَدَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِيِّ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخْطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَاسَ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلِ أَخْرَى قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَأَخْبَرَتْ عَبْدَاللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةَ قَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ هَلْ تَدْرِي مِنِ الرَّجُلِ الْأَخْرَى الَّذِي لَمْ تُسْمِعْ عَائِشَةَ قَالَ قَلْتُ لَا ، قَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ هُوَ عَلَيْهِ وَكَانَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجْهُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرْبٍ لَمْ تُحَلِّ أَوْ كِتَّهُنَّ لَعَلِيَّ أَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ فَاجْلَسْتَاهُ فِي مِخْبَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) ثُمَّ طَقِقْنَا نَصْبَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرْبِ حَتَّى طَقِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنَّ قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ \* وَأَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ أَلَمْ نَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) طَقِقَ يَطْرَحُ خَمِيسَةَ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبْدَ أَنْبَيَانِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا \* أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلْنِي عَلَى كُثُرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحَبِّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ الْأَتْشَائِمَ النَّاسُ بِهِ ، فَارَأَيْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ رَوَاهُ أَبْنُ عُمَرَ وَأَبْوُ مُوسَى وَابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

**৪০৯৮** সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) ..... নবী সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ প্রবল হল ও ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-ওক্ষণ্য করার ব্যাপারে তাঁর বিবিগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তারপর নবী (সা) ঘর থেকে বের হয়ে ইব্ন আবুবাস (রা) ও অপর একজন সাহাবীর সাহায্যে জমীনের উপর পা হিঁচড়ে চলতে লাগলেন। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আবুদুল্লাহ ইব্ন আবুবাস (রা)-কে আয়েশা কথিত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নাম আয়েশা (রা) উল্লেখ করেননি তার নাম জান? আমি বললাম, না। ইব্ন আবুবাস (রা) বললেন, তিনি হলেন আলী (রা)। নবী (সা)-এর সহধর্মী আয়েশা (রা) বর্ণনা করতেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর ব্যথা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন সাত মশক যার মুখ এখনও খোলা হয়নি, তা থেকে আমার শরীরে পানি ঢেলে দাও। যেন আমি (সুস্থ হয়ে) লোকদের উপদেশ দিতে পারি। এরপর আমরা তাঁকে নবী (সা)-এর সহধর্মী হাফসা (রা)-এর একটি বড় গামলায় বসালাম। তারপর আমরা উক্ত মশক হতে তাঁর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ঢালা অব্যাহত রাখলাম যতক্ষণ না তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমাদের ইশারা করে জানালেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করেছ। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর নবী (সা) লোকদের কাছে গিয়ে তাদের

সাথে জামাতে নামায আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে খৃতবা দিলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) আমাকে জানালেন যে, আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আববাস (রা) উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগ-যাতনায় অস্থির হতেন তখন তিনি তাঁর কালো চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন। আবার যখন জুরের উষ্ণতা ত্বাস পেত তখন মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। রাবী বলেন, এরপ অবস্থায়ও তিনি বলতেন, ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তাদের ক্রতৃক থেকে সতর্ক করা হয়েছে। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর ইমামতির ব্যাপারে নবী (সা)-কে বারবার আপনি করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার আপনি করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে একথা আসেনি যে, নবী (সা)-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে, তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, নবী (সা) এ দায়িত্ব আবু বকর (রা)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন। আবু আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন, এ হাদীস ইব্ন উমর, আবু মুসা ও ইব্ন আববাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ الْهَادِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَى النَّبِيُّ (ص) وَأَنَّهُ لَبَيْنَ حَافِقَتِي وَذَاقِقَتِي فَلَا أَكُرِهُ شِدْدَةَ الْمَوْتِ لَأَحْدِي أَبْدًا بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) -

৪০৯৯ [আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন যে, আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আর নবী (সা)-এর মৃত্যু-যন্ত্রণার পর আমি আর কারো জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণাকে কঠোর বলে মনে করি না।

٤٠٠ حَدَّثَنِي إِسْلَاقٌ أَخْبَرَنَا بِشْرٌ بْنُ شَعْبَيْبٍ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَهْبٍ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ كَهْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الْمُؤْمِنِينَ تَبَّأْلَهُ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَىً بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي وَجْهِ الَّذِي تَعَقَّبَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بِأَنَّهَا فَاجْزَأَهُ بِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَمَا وَأَنِّي وَاللَّهِ لَأَرِي رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَوْفَ يَتَوَفَّى مِنْ وَجْهِ هَذَا، أَتَيْتُ لَأَغْرِفُ وَجْهَهُ بِنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، إِذْنَبْتُ بِنَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَلَنْسَأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ، إِنْ كَانَ فِينَا عِلْمُنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عِلْمُنَا، فَأَوْصَسْتُ بِنَا، فَقَالَ عَلَىٰ أَنِّي وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَمَنْعَنَاهَا لَا يُعْطِنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) -

**৪১০০** ইসহাক (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইবন আবু তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ হতে বের হয়ে আসেন যখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবুল হাসান, রাসূলুল্লাহ (সা) আজ কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল-হাম্দুলিল্লাহ, তিনি কিছুটা সুস্থ। তখন আব্বাস ইবন আব্বাল মুস্তালিব (রা) তাঁর হাত ধরে তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি তিন দিন পরে অনেকের দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই রোগে অটোই ইত্তিকাল করবেন। কারণ আমি আব্বাল মুস্তালিবের বৎশের অনেকের মৃত্যুকালীন চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। তল যাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (বিলাফতের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো তা আমরা জানব। আর যদি আমাদের ছাড়া অন্যদের উপর ন্যস্ত করে যান, তাহলে তাও আমরা জানতে পারব এবং তিনি এ ব্যাপারে আমাদের তখন অসীয়ত করে যাবেন। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, যদি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমরা জিজ্ঞাসা করি আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন, তবে তারপরে লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবে না। আল্লাহর কসম, এজন্য আমি কখনই এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করব না।

**৪১০১** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّسُ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَبْتَاهُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْأَشْتِينِ وَأَبْوَبَكْرَ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَاهُمُ الْأَرْسَلُونَ (ص) قَدْ كَشَفَ سِرْحَرَ حُجْرَةً عَائِشَةَ فَنَطَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صَفَوفِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمْ يَضْحِكَ فَنَكَسَ أَبْوَبَكْرَ عَلَى عَقِيبَتِهِ لِيَصِلِّ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسٌ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَنُوكُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحَا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ أَتَمُّوا صَلَاتِكُمْ ثُمَّ دَخُلُوا الْحُجْرَةَ وَأَرْخُوا السِّرَّ-

**৪১০২** সাইদ ইবন উফায়র (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, সোমবারে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। আর আবু বকর (রা) তাদের নামাযের জামাতের ইমামতী করছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা)-এর কক্ষের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সাহাবীগণ কাতারবন্দী অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন। তখন নবী (সা) মুচকি হাসি দিলেন। আবু বকর (রা) পেছনে মুক্তাদির সারিতে নামায আদায়ের নিমিত্ত পিছিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে নামায আদায়ের জন্য বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের আনন্দে সাহাবীগণের নামায ভঙ্গের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে ইশারায় তাদের নামায পুরা করতে বললেন। তারপর তিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন ও পর্দা টেনে দিলেন।

**৪১০৩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي مُلِيقَةَ أَنْ

أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علىه أن رسول الله (ص) توفي في بيته وفي يومي وبين سحرى ونحرى، وأن الله جمع بين ريقى وريقى عند موته، دخل على عبد الرحمن، وبهذه السواك، وأنا مسندة رسول الله (ص) فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك؟ فأشار برأسي أنه نعم، فتناوله فاشتغل به وقلت له، فأشار برأسي أنه نعم فلبيته فامض وبين يديه ركوة أو عليه يشك عمر فيها ماة فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله أن للموت سكريات، ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومات يده.

৪১০২ মুহাম্মদ ইবন উবায়দা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত যে, নবী (সা) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সিনার মধ্যস্থলে ধাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকাল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইন্তিকালের সময় আমার থুথু তাঁর থুথুর সাথে মিশ্রিত করে দেন। এ সময় আবদুর রহমান (রা) আমার নিকট প্রবেশ করে এবং তাঁর হাতে মিসওয়াক ছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (আমার বুকে) হেলান লাগান অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি অনুভব করতে পারলাম যে, নবী (সা) মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক আনব? তিনি তখন মাথার ইশারায় জানালেন যে, হ্যাঁ, আন। তখন আমি মিসওয়াক আনলাম। কিন্তু মিসওয়াক শক্ত ছিল, তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দিব? তখন তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে পাত্র অথবা পেয়ালা ছিল (রাবী উম্বুরের সন্দেহ) তাতে পানি ছিল। নবী (সা) বারবার স্বীয় হস্তস্থর উক্ত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা তাঁর চেহারা মসেহ (ঠাণ্ডা) করালেন। এবং বলছিলেন ﴿اللَّهُ أَنْ لِمُوتٍ سَكَرَاتٍ﴾ —আল্লাহ ব্যক্তিত কোন মারুদ নেই, সত্যিই মৃত্যুযন্ত্রণা কঠিন। তারপর উভয় হাত উপর দিকে উত্তোলন করে বলছিলেন, আমি উর্ধ্বলোকের মহান বদ্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হল আর হাত শিখিল হয়ে গেল।

٤١٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرْضِيهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَإِذْنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حِينَ شَاءَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَتَوَوَّلُ عَلَى فِيهِ فِي بَيْتِ فَقِبَضَهُ اللَّهُ وَانْ رَأْسَهُ لَبَنَ نَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالْطَ

রِيقَنْ ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعْهُ سِوَاكٌ يَسْتَنْ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَلَّتْ لَهُ أَعْطِينِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَيْتُهُ، ثُمَّ مَضَيَّ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاسْتَنَ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي -

**৪১০৩** ইসমাইল ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রোগে নবী (সা) ইন্তিকাল করেন সে অবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব। আগামী কাল কার ঘরে থাকব? এর দ্বারা তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে থাকার পালার প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। অন্য সহধর্মীগণ নবী (সা)-কে যার ঘরে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নবী (সা) আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইন্তিকাল করেন এবং আল্লাহ তাঁর রহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে ছিল। এবং আমার থুথুর সাথে তাঁর থুথু মিশ্রিত হয়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-এর হাতে একটি মিসওয়াক ছিল যা দিয়ে সে তার দাঁত মাজছিল। রাসূলল্লাহ (সা) তার দিকে তাকালেন। আমি তখন তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান এই মিসওয়াকটি আমাকে দাও; তখন সে তা আমাকে দিয়ে দিল। আমি সেটি চিবিয়ে রাসূলল্লাহ (সা)-কে দিলাম। তিনি (সা) মিসওয়াকটি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করলেন, আর তিনি তখন আমার বুকে হেলান জাগান অবস্থায় ছিলেন।

**৪.১০৪** حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي مُلِيكَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوَفِّيَ النَّبِيُّ (ص) فِي بَيْتِيْ وَفِي يَوْمِيْ، وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَكَانَتْ أَحَدُنَا يُعَوذُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرَضَ قَدْهَبَتْ أَعْوَذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَغْلَى فِي الرَّفِيقِ الْأَغْلَى، وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطِبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) فَظَنَّتْ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخْذَتْهَا فَمَضَيَّ رَأْسَهَا وَنَفَضَتْهَا إِلَيْهِ فَرَفَعَتْهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنَ بِهَا كَاحْسِنَ مَا كَانَ مُسْتَنًا، ثُمَّ نَأَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ بِهِ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنِ رِيقَنِيْ وَرِيقَهِ فِي أَخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوْلَى يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ -

**৪১০৮** সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। নবী (সা) যখন অসুস্থ হতেন তখন আমাদের মধ্যকার কেউ দোয়া পড়ে তাঁকে ঝাড়ফুঁক করতেন। আমি নবী (সা)-কে ঝাড়ফুঁক করার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, উর্ধ্বলোকের বদ্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই), উর্ধ্ব জগতের মহান বদ্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই)। এ সময় আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা) আগমন করলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াকের একটি তাজা ডাল ছিল। নবী (সা) তখন সেদিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর [নবী (সা)] মিসওয়াকের প্রয়োজন। তখন আমি সেটি নিয়ে চিবালাম, ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম এবং নবী (সা)-কে

তা দিলাম। তখন তিনি এর দ্বারা এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করলেন যে এর আগে কথমও একে করেননি। তারপর তা আমাকে দিলেন। এরপর তাঁর হাত ঢলে পড়ল অথবা রাবী বলেন তাঁর হাত থেকে ঢলে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা আমার থুথুকে নবী (সা)-এর থুথুর সাথে মিলিয়ে দিলেন। দুনিয়ার জীবনের শেষ দিনে এবং আবিরাতের প্রথম দিনে।

**৪১০৫** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْيَتْمَةُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِّنْ مَسْكُنَهِ بِالسُّنْجَى حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجَدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَبَيَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ مُفَشِّي بَثُوبَتِ حِبْرَةِ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكْبَرَ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَيَ ابْنَتِي وَأَمْيَنِي وَاللَّهُ لَا يَجْعَلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ مُؤْتَنِينَ . أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ فَقَدْ مَتُّهَا قَالَ الرَّهْبَرُ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرَ خَرَجَ وَعَمِرَ يُعْلَمُ النَّاسَ فَقَالَ إِجْلِيسٌ يَا عُمَرُ فَإِبْلِي عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَاقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقَرَبُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا بَعْدُ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّداً (ص) فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قَالَ اللَّهُ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ جَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ الشَاكِرِينَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْ النَّاسِ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْنَمَ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتَلَوَّهَا فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَ تَلَاهَا فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقْلِنَى رِجْلَايَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ مَاتَ .

**৪১০৫** ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তার সুনহের বাড়ি থেকে আগমন করেন। ঘোড়া থেকে অক্তরণ করে তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে সোজা আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্যে। তখন নবী (সা) ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। তখন তিনি চেহারা হতে কাপড় হচ্ছিয়ে তাঁর উপর ঝুকে পড়েন এবং তাঁকে চুম্ব দেন ও কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহর কসম আল্লাহ তো আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না, যে মৃত্যু ছিল আপনার জন্য নির্ধারিত সে মৃত্যু আপনি প্রহণ করে নিলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমাকে আবু সালামা (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন আবদাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রা) বের হয়ে আসেন তখন উমর (রা) লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবু বকর (রা) তাঁকে বলেন, হে উমর (রা) বলে পড়। উমর (রা) বসতে অঙ্গীকার করলেন। তখন সাহাবীগণ উমর (রা)-কে ছেড়ে আবু বকর (রা)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখন আবু বকর (রা) ভাষণ দিলেন— “এরপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করতেন, তিনি তো ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহ চিরঙ্গীব, চির

অমর। মহান আল্লাহ্ বলেন, **وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ**—মুহাম্মদ (সা) একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। ..... কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)

ইবন আবুবাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ কসম, আবু বকর (রা)-এর পাঠ করার পূর্বে লোকেরা যেন জানতো না যে আল্লাহ্ তা'আলা একপ আয়াত নাখিল করেছেন। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর থেকে উক্ত আয়াত শিখে নিলেন। তখন সকলে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন। আমাকে সাইদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) অবহিত করেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্ কসম, আমি যখন আবু বকর (রা)-কে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শনলাম, তখন হতভয় হয়ে গেলাম, এবং আমার পা দু'টি যেন আমাকে আর বহন করতে পারছিল না, আমি জরীনের উপর পড়ে গেলাম। যখন আমি শনতে পেলাম যে, তিনি তিলাওয়াত করছেন যে, নবী (সা) ইত্তিকাল করেছেন।

**٤١.٦** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْيَدٍ عَنْ سُقْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ النَّبِيِّ (ص) بَعْدَ مَوْتِهِ -

**৪১০৬** আবদুল্লাহ্ ইবন আবু শায়েবা (র) ..... আয়েশা ও ইবন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা) নবী (সা)-এর ইত্তিকালের পর তাঁকে চমু দেন।

**٤١.٧** حَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنَ زَادَ قَالَتْ عَائِشَةَ لَدَنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشَيِّرُ إِلَيْنَا أَنَّ لَا تَلُونُنِي فَقَلَّتْنَا كَرَامَةُ الْمَرِيضِ لِلسُّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْتُمْ كُلُّكُمْ أَنْ تَلُونُنِي قَلَّتْنَا كَرَامَةُ الْمَرِيضِ لِلسُّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا دُوَّدَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا عَبَّاسٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ دَوَاهُ أَبْنُ أَبِي السِّنَارِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

**৪১০৭** আলী (ইবন মাদিনী) (র) বলেন, আমার কাছে ইয়াহৈয়া (র) এতদ্ব অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন..... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা নবী (সা)-এর রোগাক্ষত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব (তাই নিষেধ মানলাম না)। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ঔষধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব। তখন তিনি বললেন, আবুবাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। কেননা সে তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। এ হাদীস ইবন আবু যিনাদ ..... আয়েশা (রা) থেকে নবী (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

**٤١.٨** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَزْهَرٌ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنَى عَنِ ابْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِنْ

عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) وَإِنِّي لَمُسْنِدَتَةٌ إِلَى صَدَرِيْ فَدَعَا بِالظَّنِّ فَانْخَذَتْ فَمَاتَ فَمَا شَعَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيِّ-

**8108** آبادুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আসওয়াদ (ইবন ইয়ায়িদ) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, নবী (সা) আলী (রা)-কে ওসীয়াত করে গেছেন। তখন তিনি বললেন, একথা কে বলেছে? আমার বুকের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় আমি নবী (সা)-কে দেখেছি। তিনি একটি চিলিমচি আনতে বললেন, তাতে খুবু ফেললেন এবং ইন্তিকাল করলেন। অতএব আমি বুঝতে পারছি না তিনি কিভাবে আলী (রা)-কে ওসীয়াত করলেন।

**8109** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مُغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيِّ أَوْ فِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ لَا فَقْلَتْ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمْرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

**8109** আবু নুআঙ্গেম (র) ..... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম নবী (সা) কি ওসীয়াত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, তাহলে কেমন করে মানুষের জন্য ওসীয়াত লিপিবদ্ধ করা হল অথবা কিভাবে এর নির্দেশ দেয়া হল? তিনি বললেন, নবী (সা) কুরআন সম্পর্কে ওসীয়াত করে গেছেন।

**8110** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيِّ إِسْحَاقِ عَنْ عَمْرِيْبِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِينَارًاً وَلَا درِهمًاً وَلَا عِدْنًا وَلَا أَمْمَةً إِلَّا بَقَلَتُ الْيَنْسِيَّةُ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسَلَاحَةُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لَبِنِيْ السَّبِيلِ صَدَقَةً.

**8110** কৃতায়বা (র) ..... আমর ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম ও বাঁদি রেখে যাননি। কেবলমাত্র মাদা উন্নীতি যার উপর তিনি আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুক্তান্ত আর একথণ (খায়বর ও ফদাকের) জরীন যা মুসাফিরদের জন্য দান করে গেছেন।

**8111** حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ لَمَّا تَقْلَلَ النَّبِيَّ (ص) جَعَلَ يَتَفَشَّأُهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَكْرَبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبِّيَا دُعَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، إِلَيْسِ جِبْرِيلُ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أَنْسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) التُّرَابَ -

**8111** মুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা)-এর

রোগ প্রকটকরণ ধারণ করে তখন তিনি বেছশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ফাতিমা (রা) বললেন, উহ! আমার পিতার উপর কত কষ্ট! তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইস্তিকাল করলেন তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হায়! আমার পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় পিতা! জিবরাইল (আ)-কে তাঁর ইস্তিকালের খবর পরিবেশন করছি। যখন নবী (সা)-কে সমাহিত করা হল, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাটি চাপা দিতে কি করে তোমাদের প্রাণ সাময় দিল।

### ২২৪৮. بَابُ أَخِيرِمَا تَكْلِمُ النَّبِيُّ (ص)

২২৪৮. অনুরোধ : নবী (সা) সবশেষে যে কথা বলেছেন

٤١١٢ [ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الرَّزْهَرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فِي رَجَالٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ ثَنِي حَتَّى يُرَى مَقْعِدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَمْ يُخْيِرْ فَمَا نَزَّلَ بِهِ وَرَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي غُشِّيَ عَلَيْهِ لَمْ أَفَاقْ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ لَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى ، فَقَلَّتْ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ ، قَالَتْ فَكَانَتْ أَخْرَى كَلْمَةً تَكْلِمُ بِهَا : اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى - ]

৪১১২ [বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) সুস্থ থাকাকালীন বলতেন, কোন নবীর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। তারপর তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় (দুনিয়া বা আবিষ্কার গ্রহণের), যখন নবী (সা)-এর রোগ বৃদ্ধি পেল তখন তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল এ সময় তিনি মৃত্যু যান। তারপর আবার ছশ ফিরে এলে, ছাদের দিকে তিনি দৃষ্টি উত্তোলন করেন। তারপর বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে উর্ধ্ব জগতের মহান বস্তুর (সান্নিধ্য দান করুন)। তখন আমি বললাম, তাহলে তো তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা ঐ কথা যা তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর শেষ কথা যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা হল — হে আল্লাহ! উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

### ২২৪৯. بَابُ وَفَاءِ النَّبِيِّ (ص)

২২৪৯. অনুরোধ : নবী (সা)-এর ওফাত

৪১১৩ [ حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَيْسَ بِمُكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا - ]

৪১১৩ [আবু নুআইম (র) ..... আয়েশা ও ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) নৃযুলে কুরআনের দশ বছর মক্কায় বসবাস করেছেন। এবং মদীনাতেও দশ বছর কাটান।]

৪১১৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَىٰ عَنْ عُقْلِيِّ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تَوَفَّى وَمُوَالِيَ ثَلَاثَةَ وَسَيِّنَ \* قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسِيَّبِ مِنْهُ-

৪১১৫ [আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তেষটি বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়। ইবন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আমাকে সাইদ ইবন মুসাইয়্যাব একপই অবহিত করেন।]

২২৫০. بَابٌ

২২৫০. অনুচ্ছেদ

৪১১৫ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ . حَدَّثَنَا سَعْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوفِيَ النَّبِيُّ (ص)، وَدَرَعَهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَاثِينَ عَامًا -

৪১১৫ [কাবীসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইত্তিকাল করেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর বর্ম (যুক্তাত্ত্ব) ইহুদীর কাছে তিশ সা' যবের বিনিময়ে বক্ষক রাখা ছিল।]

২২৫১. بَابُ بَعْثَتِ النَّبِيِّ (ص) أَسَمَّةَ بْنَ زَيْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَرْضِيهِ الَّذِي تُوفِيَ فِيهِ

২২৫১. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে যুক্তাত্ত্বানে প্রেরণ

৪১১৬ حَدَّثَنَا أَبُو عَادِيسِ الصَّحَافُكَ بْنُ مَخْلِدٍ عَنِ الْفَضِيلِ بْنِ سَلَيْمانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ اسْتَعْفَلَ النَّبِيُّ (ص) أَسَمَّةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ بَلَغْنِي أَنْكُمْ قَلْتُمْ فِي أَسَمَّةَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ -

৪১১৬ [আবু আসিম যাহহাক ইবন মাখলাদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে (একটি যুক্তের আঘীর) নিযুক্ত করেন। এতে সাহাবীগণ (নিজেদের মধ্যে) ১. নৃযুলে কুরআনের সময় মক্কায় যোট ১৩ বছর। তবে প্রথম নাযিলের পর তিনি বছরকাল ওহী বস্ত থাকে এ জন্য এখানে দশ বছর বলা হচ্ছে।]

সমালোচনা করেন। তখন নবী (সা) বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা উসামার আমীর নিযুক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করছো, অথচ সে আমার নিকট প্রিয়তম শোক।

**৪১১৭** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوكُمْ فَنَذِّكُرْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ وَآيْمَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ إِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَ النَّاسِ إِلَىٰ وَإِنْ هَذَا لِمَنْ أَحَبَ النَّاسِ إِلَىٰ بَعْدِهِ.

**৪১১৭** ইসমাইল (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেন। তখন সাহাবীগণ তার নেতৃত্বের সমালোচনা করতে থাকেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা আজ তার নেতৃত্বের সমালোচনা করছ, এভাবে তোমরা তাঁর পিতা (যায়দ)-এর নেতৃত্বের প্রতিও সমালোচনা করতে। আল্লাহর কসম সে (যায়দ) ছিল নেতৃত্বের জন্য যোগ্য ব্যক্তি এবং আর সে আমার কাছে লোকদের মধ্যে প্রিয়তম ব্যক্তি। আর এ (উসামা) তার পিতার পরে লোকদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি।

২২৫২. بَابٌ

২২৫২. অনুচ্ছেদ

**৪১১৮** حَدَّثَنَا أَصْبَحُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي حَيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنِ الْمُسْنَفِيِّ حَرَجَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَنْتَ هَاجَرْتَ، قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ قَتَلَ لَهُ الْخَبَرَ الْخَبَرَ فَقَالَ دَفَنْنَا النَّبِيَّ (ص) مُنْذُ خَمْسٍ، قَلَّتْ هُنَّ سَمِعْتَ فِي لَيْلَةِ الْقُدرِ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي بِلَلَّامْ مُؤْذِنُ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ فِي السَّبِيعِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ.

**৪১১৮** আসবাগ (র) ..... সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন আপনি কখন হিজরত করেছেন? তিনি বলেন, আমরা ইয়ামান থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে জুহফাতে পৌছি। তখন একজন অশ্বারোহীকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খবর কি ঘবর কি? তিনি বললেন, পাঁচদিন অতিরিচ্ছিত হল আমরা নবী (সা)-কে সমাহিত করেছি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি শবেকদর সম্পর্কে কিছু শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যা, নবী (সা)-এর মুঁয়ায়িন বিলাল (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, তা রম্যানের শেষ দশ দিনের সপ্তম দিনে রয়েছে।

٤٢٥٣ . بَابُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص)

২২৫৩. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কতটি যুক্ত করেছেন

٤١١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَبِيعَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ سِبْعَ عَشَرَةً قَلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص) قَالَ تِسْعَ عَشَرَةً -

৪১১৯ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়দে ইবন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কতটি যুক্ত করেছেন? তিনি বলেন, সতেরটি। আমি বললাম, নবী (সা) কতটি যুক্ত করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি।

٤١٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَتْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَمْسَ عَشَرَةً -

৪১২০ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সঙ্গে পনেরটি যুক্ত করেছি।

٤١٢١ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُدٍ بْنُ حَنْبَلٍ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ كَفْسٍ عَنْ أَبْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) سِتُّ عَشَرَةً غَزَوةً -

৪১২১ আহমদ ইবন হাসান ..... বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ষোলটি যুক্তে অংশগ্রহণ করেছেন।

**كتاب التفسير**

**তাফসীর অধ্যায়**

# كتاب التفسير

## তাফসীর অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : إِسْتَانٌ مِنَ الرَّحْمَةِ ، الرَّحِيمُ وَالرَّأْحَمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، كَالْعَلِيِّمُ وَالْعَالِمُ

“রহমান ও রহীম” এ দুটো আল্লাহর শুণবাচক নাম রহমত শব্দ থেকে নির্গত। এবং রহীম ও রহিম দুটো শব্দই একই অর্থবোধক যেমন ‘আলীম ও আলিম।

٢٢٥٤. بَابُ مَاجَاهَةِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَسَعَيْتُ أَمَّ الْكِتَابِ أَنْهُ يَبْدَا بِكِتَابِتِهِ فِي  
الْمَصَاحِفِ ، وَيَبْدَا بِقِرَائِتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالَّذِينَ جَزَاهُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَمَا تَدِينُ  
تَدَانُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِالدِّينِ بِالْحِسَابِ ، مَدِينِينَ مُحَاسِبِينَ

২২৫৪. অনুলোদ : সুরা ফাতিহা (ফাতিহাতুল কিতাব) প্রসঙ্গে। সুরা ফাতিহাকে উচ্চুল কিতাব (কিতাবের মূল) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, সুরা ফাতিহা শিখন দ্বারাই কুরআন অধ্যাকারে লেখা আরম্ভ করা হয়েছে। আর সুরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে নামাযও আরম্ভ করা হয়। “দীন” অর্থ — ডাল ও মন্দের প্রতিফল। যেমন বলা হয়ে থাকে অর্থ “যেমন কর্ম তেমন ফল”。 আর মুজাহিদ (র) বলেন এর অর্থ হিসাব-নিকাশ। আর অর্থ মাসিন অর্থ যার হিসাব নেওয়া হবে।

٤١٢ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن الرحمن بن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المطلي قال كنت أصلى في المسجد فدعاني رسول الله (ص) فلم أجده فقلت يا رسول الله إني

কৃত অস্তি ফَقَالَ أَلَمْ يَقُلَ اللَّهُ اسْتَجِبْنَا لَكُمْ وَلِرَسُولِكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِيْ لَا عِلْمَنِي سُوْدَةٌ هِيَ أَعْظَمُ السُّوْدَةِ فِي الْقُرْآنِ ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، قَلَّتْ لَهُ الْأَمْرَ تَقْلُبُ لِعِلْمَنِي سُوْدَةٌ هِيَ أَعْظَمُ سُوْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ : قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هِيَ السَّيْرَةُ الْمُثَانِيُّ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ -

**৪১২২** মুসান্দাদ (র) ..... আবু সাউদ ইবন মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলগ্রাহ (সা. আমাকে ডাকেন। কিন্তু সে ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আমি নামাযে রত ছিলাম (এ কারণে জবাব দিতে পারিনি)। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিবে এবং রাসূলের ডাকেও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন। (৮ : ২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আমি কুরআনের এক মহান সূরা শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি না আমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিবেন বলে বলেছিলেন? তিনি বললেন, —**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকেই প্রদান করা হয়েছে।

## ২২৫০. بَابُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

২২৫৫. অনুচ্ছেদ ৪: যারা ক্রোধে নিপত্তি নয়

**৪১২৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ إِذَا قَالَ الْأَيَامُ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا أَمِينٌ ، فَمَنْ وَاقَ قَوْلَهُ قُولُ الْمَلَائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقْدُمَ مِنْ ذَنْبٍ -

**৪১২৪** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলগ্রাহ (সা) বলেন, যখন ইমাম বলবে তখন তোমরা বলবে —**أَمِينٌ**— অর্থ আল্লাহ আপনি কবূল করুন। যার পড়া ফেরেশতাদের পড়ার সময়ে হবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

## سُورَةُ الْبَقَرَةِ

### সূরা বাকারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(২৪ ৫১) — এবং তিনি আদম (আ)-কে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।

**٤١٤٤** حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا هِشَامٌ حَدَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) حَوْلَ لِيْ حُذِيفَةَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَاتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَأْتُونَ أَدْمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ ، خَلَقَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَةً وَعَلِمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَشْفَعْنَاهُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَاكُمْ وَيَذَكُرُ نَبْيَةَ فَيَسْتَحْيِي ، إِنْتُمْ نُوحًا فَانْهَى أَوْلُ رَسُولٍ بِعَثْتَهُ اللّٰهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَاكُمْ وَيَذَكُرُ سُوَالَهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحْيِي فَيَقُولُ إِنْتُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَاكُمْ إِنْتُمْ مُؤْسِى عِبْدَ اللّٰهِ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَاكُمْ وَيَذَكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ إِنْتُمْ عِبْدَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَكَلْمَةُ اللّٰهِ وَرَوْحَةُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَاكُمْ إِنْتُمْ مُحَمَّدًا (ص) عِبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ ، فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيَؤْذِنُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي يَعْلَمُنِي ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُ لِي هَذَا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعْوَهُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُنِي هَذَا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ السَّرَّاَبَةَ فَأَقْرُئُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخَلُودُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ، يَعْنِي قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالَى : خَالِدِينَ فِيهَا .

**৪১২৪** মুসলিম ও খলীফা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মুমিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ফেরেশতা দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভূমের কথা স্বরূপ করে

লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নৃহ (আ)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রাসূল (আ) যাকে আল্লাহ জগতবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনিও বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সেকথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন। এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর খলীল (ইব্রাহীম) (আ)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রহ্ণ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। এবং তিনি এক কিবর্তীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এবং আল্লাহর বাণী ও ঝুহ। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলক্রটি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাব এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবূল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন পূর্বের ন্যায় সবকিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয় করব এখন তারাই কেবল জাহানামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের উপর চিরস্থায়ীভাবে জাহানামে থাকা অবধারিত রয়েছে।

আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহানামে আবক্ষ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহর বাণী : **خَالِدِينَ فِيهَا** অর্থাৎ তারা চিরকাল জাহানামে থাকবে।

٢٢٥٦ . بَابُ قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّ شَيَاطِينَهُمْ أَصْنَاعِبِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ،  
مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللَّهُ جَامِعُهُمْ عَلَى الْخَاسِعِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًا ، قَالَ مُجَاهِدٌ :  
يُقْوَى يَعْفُلُ بِمَا فِيهَا ، وَقَالَ أَبُو الْعَلِيَّةِ مَرْضٌ شَكٌ مِبْيَنٌ دِينٌ وَمَا خَلْفَهَا عِبْرَةٌ لِمَا  
بَقِيَ لَا شِيَةٌ فِيهَا لَا بِيَاضٍ وَقَالَ أَبُو غِيرَةٍ يَسْأَمُونَكُمْ يُؤْلِفُنَّكُمُ الْوَلَيَّةُ مَفْتُوحَةٌ  
الْوَلَيَّةُ وَهِيَ الرِّبُوبِيَّةُ وَإِذَا كُسِّرَتِ الْوَارِقَةُ فَمِنِ الْإِمَارَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعَيْنُ الْلَّتِي

يُوكِلُ كُلُّهَا فَوْمٌ فَلَدَارَشْتُمْ إِخْتَفَتُمْ وَقَالَ قَنَادَةُ فَبَأْوِ اِنْقَلَبُوا يَسْتَعِينُونَ يَسْتَعِينُونَ  
شَرَفًا بَاعُونَا رَاعِنَا مِنَ الرُّغْوَنَةِ إِذَا أَرَاسُونَا أَنْ يُحْمِقُونَا إِنْسَانًا قَالُونَا رَاعِنَا لَا  
تُجْزِيَ لَا تُغْنِي إِبْنُكِلِ إِخْتَبَرَ حُطُوَاتِ مِنَ الْخُطُوِّ وَالْمَغْنِيَ أَثَارَةَ

২২৫৬. অনুচ্ছেদ : মুজাহিদ (র) বলেন, —إِلَى شَيَاطِينِهِمْ— তাদের সঙ্গী-সাথী মুনাফিক ও  
মুশরিক। —آذْلَاهُ— আল্লাহ কফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন (২ : ১৯) অর্থাৎ  
আল্লাহ তা'আলা তাদের একত্রকারী। —عَلَى الْخَاشِعِينَ— প্রকৃত মু'মিনদের নিকট। মুজাহিদ (র)  
বলেন——তাতে যা আছে তা আমল করে। আবুল আলিয়া (র) বলেন,—مَرْضٌ—সম্বেদ।  
—مَرْضٌ—সম্বেদ। —دِينٌ— উপদেশ। পরবর্তীদের জন্য——لَا شَيْءٌ فِيهَا— যাতে কোন দাগ না  
থাকে। অন্যরা বলেন,——تَأْرَا— তারা তোমাদের কষ্ট দিত (২ : ৪৯)। —الْوَلَيْدَ— আল ওয়াও  
মাফতুহ অবস্থায়——আল-ওয়ালা এর ধাতু। অর্থ প্রভৃতি, আর যখন 'ওয়াও'-কে যের দেয়া  
হবে, তখন অর্থ দাঁড়াবে নেতৃত্ব। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত শস্য বীজ আহার করা হয় তাকে ফুম  
——তোমরা মতবিরোধ করছিলে। এবং কাতাদা (র) বলেন, —فَلَدَارَشْتُمْ— অর্থ  
——تَأْرَا (আল্লাহর গবের দিকে) প্রত্যাবর্তন করল। —تَأْرَا سَاهَيَ— তারা সাহায্য  
চাইতো। —شَرَفًا— তারা বিক্রি করল। (রুণ্ডে) (র) থেকে নির্গত। যখন তারা মানুষকে  
আহাম্বক সাব্যস্ত করতে চাইত তখন বলত, রায়না। رَاعِنَا

——(খ্লো) حُطُوَاتِ— খ্লো (খ্লো) খুঁজিনি— কোন কাজে আসবে না। —إِبْنِي— পরীক্ষা করলেন।  
অর্থ পদচিহ্ন

### ২২৫৭. بَابُ قَوْلَهُ تَعَالَى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২২৫৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : কাজেই জেনেগুনে কাউকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ  
দাঁড় করবে না। (২ : ২২)

٤١٢٥ [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وأئل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد  
الله قال سأله النبي (ص) أئي الذئب أعظم عند الله قال أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ بَنِي وَهُوَ خَلَقَنَ قَلْتُ إِنْ ذَلِكَ لَعْظِيمٌ  
قَلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَلَدَكَ تَحْافَ أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ قَلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ ثُرَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ]

৪১২৫ উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,  
আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বললেন,  
আল্লাহর জন্য সমকক্ষ দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই  
বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে

হত্যা করবে যে সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোন্টিঃ তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।

২২৫৮. بَابٌ قُوْلَهُ تَعَالَى وَظَلَّلَنَا عَلَيْكُمُ الْفَسَادُ وَأَنْزَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمُنْ وَالسُّلْوَى كُلُّا  
مِنْ طَبِيعَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَاكُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . قَالَ مُجَاهِدٌ :  
**الْمُنْ صَنْفَةُ وَالسُّلْوَى الطِّينُ**

২২৫৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আমি মেঘ ধারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের নিকট মাঝ ও সাল্গো প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম) তোমাদের জন্য যা পবিত্র যা আমি দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, এবং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (২ : ৫৭)। মুজাহিদ (র) বলেন, মাঝ শিশির জাতীয় সুস্থানু খাদ্য (যা পাথর ও গাছের উপর নাখিল হতো পরে জমে ব্যাঙের ছাতার মত হত) আর সাল্গো—পাখি।

৪১২৭ [ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَّانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكَمَاءُ مِنَ الْمُنِ وَمَأْوَاهُ شِفَاعَةُ الْعَيْنِ . ]

৪১২৬ আবু নুআঙ্গিম (র) ..... সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেন : —আল কামাআত (ব্যাঙের ছাতা) মাঝ জাতীয়। আর তার পানি চক্ষু রোগের শিফা।

২২৫৯ . بَابٌ وَإِذْ أَنْخَلْنَا هَذِهِ الْقَرِيَّةَ فَكَلَّوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَأَنْخَلْنَا  
الْبَابَ سَلْبِدًا وَقُلْنَا حِطَّةً تُفَرِّكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَتْرِيدُ الْمُحْسِنِينَ . رَغْدًا وَاسِعَ  
**كَبِيرًا**

২২৫৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যেখা ইঞ্চি বাজ্জে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর ধার দিয়ে এবং বল—‘ক্ষমা চাই’। আমি তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃক্ষ করব। (২ : ৫৮)। অর্থ প্রত্যুত্ত স্বাক্ষর্দ্য।

৪১২৭ [ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي  
مُرِيزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي المُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامَ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَبِي  
قَيلْ لِبْنِي اسْرَائِيلَ أَنْخَلْنَا الْبَابَ سَلْبِدًا وَقُلْنَا حِطَّةً ،  
فَنَخَلَّوْنَا يَرْخَفُونَ عَلَى أَرْأَافِهِمْ فَبَدَّلُوْنَا وَقَالُوْنَا حِطَّةً حَبَّةً فِي شَعَرَةٍ قَوْلَهُ مَنْ كَانَ عَوْنَا لِجَبْرِيلَ وَقَالَ

عِكْرَمَةُ جَبَرُ وَمِنْكُوْسَرَافُ عَبْدُ أَيْلُ اللَّهِ۔

**৪১২৭** মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, বনী ইসরাইলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা সিজদা অবস্থায় শহর দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল (حَطَّةً) (ক্ষমা চাই) কিন্তু তারা প্রবেশ করল নিতস্ব হেঁচড়িয়ে এবং নির্দেশিত শব্দকে পরিবর্তন করে তদন্তলে বলল, গম ও ঘবের দানা। আল্লাহর বাণী : — مَنْ كَانَ عَنْهُ لَجِيرِيلْ — যারা জিবরাইলের শক্রতা করবে। ইকরিমা (র) বলেন, জবর, মীক, সরাফ অর্থ 'আবদ—বান্দা, ঈল—আল্লাহ—আল্লাহর বান্দা'। (অর্থ দাঁড়াল আবদুল্লাহ—আল্লাহর বান্দা)

**৪১২৮** حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْيِرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ حَدَثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَ يَشْتُقُومْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْرِفُ فَأَتَى النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَتَيْتُكَ عَنْ ثَادِثٍ لَا يَعْلَمُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أُولُ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ وَمَا أُولُ طَعَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزَعُ الْوَلَدُ إِلَى أَيْمَنِهِ أَوِ إِلَى أَمْيَنِهِ قَالَ أَخْبَرْنِيْ بِهِنْ جِبْرِيلُ ، أَنَّهَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاهِنٌ عَنِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَرَأَ لِهِنْهُ أَلْيَاهَةً : مَنْ كَانَ عَنْهُ لَجِيرِيلْ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ أَمْ أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْسِرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمْ أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرِيَادَةٌ كَبِيدٌ حُوتٌ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِيْ قَبْلَ أَنْ شَسَّالَهُمْ بِيَهُودِيْ فَجَاءَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَيُّ رَجُلٌ عَنْدَ اللَّهِ فِيهِمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرُنَا ، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَ فَقَالُوا أَعَانَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالُوا شَرَنَا وَابْنُ شَرَنَا ، وَأَنْتَقْصُوهُ قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولُ اللَّهِ۔

**৪১২৮** আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুভাগমন বার্তা শুনতে পেলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ ইবন সালাম) বাগানে ফল আহরণ করছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করব যা নবী (সা) ব্যক্তীত অন্য কেউ জানেন না। তাহল কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ কি? জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি হবে? এবং সন্তান কখন পিতার সদৃশ হয় আর কখন মাতার সদৃশ হয়? নবী (সা) বললেন, আমাকে জিবরাইল (আ) এখনই এসব সম্পর্কে অবহিত করলেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন, জিবরাইল? নবী (সা) বলল, হ্যাঁ। ইবন সালাম বললেন, সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে ইহুদীদের শক্র। তখন নবী (সা) এই আয়াত পাঠ করলেন, যে ব্যক্তি জিবরাইলের শক্র হবে, এজন্য যে তিনি তো আপনার অন্তরে, (আল্লাহর হকুমে) ওহী নায়িল করেন। (২: ৯৭)। কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ হল, এক প্রকার আগুন বের হবে যা মানবকুলকে পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত একত্রিত করবে। আর

জান্মাতীরা যা প্রথমে আহার করবেন তা হল মাছের কলিজার টুকরা। আর যখন পুরুষের বীর্য স্তুর উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান পিতার সদৃশ্য হয় এবং যখন স্তুর বীর্য পুরুষের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান মাতার সদৃশ্য হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদুরা সংঘাতিক মিথ্যারোপকারী। যদি তারা আপনাকে প্রশ্ন করার পূর্বেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে যায় তবে তারা আমার প্রতি অপবাদ আনবে। ইতিমধ্যে ইহুদীরা এসে গেল। তখন নবী (সা) ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে সন্তুষ্ট ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার ছেলে। নবী (সা) বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমরা কেমন মনে করবে। তারা বলল, আল্লাহ তাকে এর থেকে পানাহ দিন। তখন [আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)] বের হয়ে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তখন তারা বলল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি ও মন্দ ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা ইবন সালাম (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করে সমালোচনা করতে লাগল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এটাই আমি তয় করছিলাম।

### ২২৬. بَابُ قُولِهِ : مَا نَسْخَعْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَشَأْمَا

২২৬০. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ ‘আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিশৃঙ্খিত হতে দিলে’ (২ : ১০৬)

٤١٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ عَمْرُورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْرَأْنَا أَبِي وَأَقْضَانَا عَلَىٰ وَإِنَّا لَنَدَعْ مِنْ قَوْلِ أَبِي وَذَاكَ أَنْ أَبِيَ يَقُولُ لَا أَدْعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : مَا نَسْخَعْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَشَأْمَا .

৪১২৯ আমর ইবন আলী (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেন, উবাই (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী, আর আলী (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই (রা)-এর সব কথাই গ্রহণ করি না। কারণ উবাই (রা) বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (সা) থেকে যা শুনেছি তা ছেড়ে দিতে পারি না। অথচ আল্লাহ তাঁর আলা বলেন, আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা বিশৃঙ্খিত হতে দেই ..... (২ : ১০৬)।

### ২২৬। بَابُ قُولِهِ : قَالُوا أَنْذَرْ اللَّهُ فَلَدَّا سَبِّحَانَهُ

২২৬১. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : তারা বলে, আল্লাহ সজ্ঞান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র। (২ : ১১৬)

٤١٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعْبِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسْنَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَبَنِي أَبْنُ أَدْمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَّمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَإِمَّا تَكْذِيْبِي أَيْأَيَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيْدَ كَمَا كَانَ وَإِمَّا شَتَّمَهُ فَقُولَهُ لِي وَلَدُ فَسْبَحَانِي أَنْ أَتَخَذِ صَاحِبَةً أَوْ لَدًا -

৪১৩০ আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্রাহিম আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, আল্লাহু তাআলা বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য এটা উচিত নয়। তার আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ হল, সে বলে যে, আমি তাকে পূর্বের ন্যায় পুনরুজ্জীবনে সক্ষম নই। আর আমাকে তার গালি প্রদান হল—তার বক্তব্য যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পরিত্ব।

২২৬২ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى ، مَنَابَةً يَتَوَبَّونَ يَرْجِعُونَ

২২৬২. অনুচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহর বাণী ৪: তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর। (২: ১২৫) —প্রত্যাবর্তন স্থল—অর্থ লোকজন প্রত্যাবর্তন করে।

٤١٣١ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ فِي ثَلَاثٍ ، أَوْ وَأَفْقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ، قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى ، وَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمْرَتْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَيْهَةَ الْحِجَابِ ، قَالَ وَبِلَّعِنِي مَعَاتِبَةَ النَّبِيِّ (ص) بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِنَّ قَلْتُ إِنِّي تَهْتَئِنُ أَوْ لَيَدِلَّنَ اللَّهُ رَسُولُهُ (ص) خَيْرًا مِنْكُنْ حَتَّى أَتَيَتِيْ أَحَدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَا يُعَظِّنِيْ نِسَاءَ حَتَّى تَعْظِيْهُنَّ أَنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَسْلِيَّ رَبِّيَّ إِنْ طَلَقْنَ أَنْ يَبْدِلَهُ أَنْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ مُسْلِمَاتِ الْأَيَّةَ \* وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَرِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ -

৪১৩১ মুসাদ্দাদ (র) ..... আর্নাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আল্লাহর ওহীর অনুরূপ হয়েছে অথবা (তিনি বলেছেন) তিনটি বিষয়ে আমার মতামতের অনুকূলে আল্লাহ ওহী নাযিল করেছেন। তা হলো, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন.....। তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর (২: ১২৫) আমি আর করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার কাছে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের লোক আসে। কাজেই আপনি যদি উস্মাহাতুল মু'মিনীনদেরকে (আপনার স্ত্রীদের) পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। তখন আল্লাহ তাআলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। তিনি আরো বলেন, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, নবী (সা) তাঁর কতক

বিবির প্রতি অসম্মুষ্ট হয়েছেন। তখন আমি তাদের কাছে উপস্থিত হই, এবং বলি যে, আপনারা এর থেকে বিরত হবেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্তু প্রদান করবেন। এরপর আমি তাঁর কোন এক স্তুর কাছে আসি, তখন তিনি বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্তুগণকে নসিহত করে থাকেন আর এখন তুমি তাদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছ; তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : “নবী (সা) যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উত্তম স্তু যারা হবে আস্মসমর্পণকারী। ..... (৬৬ : ৫)

ইব্ন আবী মারয়াম (র) বলেন, আনাস (বা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) আমার কাছে একপ বলেছেন।

٢٢٦٣. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبْنَا شَقَّبْلُ مِنْ أَنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . الْقَوَاعِدُ أَسَاسُهُ وَاجِدُهَا قَاعِدَةٌ ، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدُهَا قَاعِدَةٌ

২২৬৩. অনুজ্ঞে : মহান আল্লাহর বাণী : স্বরণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ) কা'বা গৃহের পাঠীর তুলছিলেন, তখন তারা বলেছিলেন, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন, নিচয় আপনি সর্বশ্রান্তা, সর্বজ্ঞাতা। (২ : ১২৭)

আল কাওয়ায়িদ (فَاعِدَةُ الْقَوَاعِدِ) অর্থ ভিত্তি, একবচনে কায়দাতুন, আল কাওয়ায়িদ মহিলাদের সম্পর্কে বলা হলে এর অর্থ বৃক্ষা নারী, তখন এর একবচন কায়দুন (فَاعِدَ) হবে।

٤١٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكُ بَنُو الْكَعْبَةِ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرَدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا حَدِيثَنِ قَوْمِكَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِنَنْ كَانَتْ عَائِشَةَ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَا أَرَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) تَرَكَ إِسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذِيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ -

৪১৩২ ইসমাইল (র) ..... নবী (সা)-এর সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার কি জানা নেই যে তোমার সম্মান কুরাইশ কা'বা তৈরী করেছে এবং ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির থেকে ছেট নির্মাণ করেছে? [আয়েশা (রা) বলেন] আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কা'বাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না? তিনি

বললেন, যদি তোমার গোত্রের কুফরীর যামানা নিকট অতীতে না হত। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন, যদি আয়েশা (রা) একথা রাসূলুল্লাহ (সা) হতে শুনে থাকেন, তবে আমার মনে হয় যে এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) হাতিমের দিকের দুই রোকনে (রোকনে ইরাকী ও রোকনে শামী) ছুবন বর্জন করেছেন, যেহেতু বায়তুল্লাহ ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্মিত নয়।

### ২২৬৪. بَابُ قُوْلِهِ قُولُواْ أَمْنًا بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا

২২৬৪. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতিও (২ : ১৩৬)

**৪১৩৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرَ أَخْبَرَنَا عَلَىْ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَىِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَئُونَ التُّورَةَ بِالْعِرْبِيَّةِ وَيَقْسِرُونَهَا بِالْعِرْبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تُحَدِّثُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُواْ أَمْنًا بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْآيَةُ

**৪১৩৩** মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে কিতাব (ইহুদী) ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলিমদের জন্য তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবকে বিশ্বাস কর না আর অবিশ্বাসও কর না এবং (আল্লাহর বাণী) 'তোমরা বল আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তাতে.....।'

### ২২৬৫. بَابُ قُوْلِهِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَامُهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشِيقُ وَالْمَفْرِبُ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

২২৬৫. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল! বলুন ৪ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (২ : ১৪২)

**৪১৩৪** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ سَمِعَ زَهِيرًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُغْجِبُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَةً قَبْلَ الْبَيْتِ وَإِنَّ صَلَّى أَوْ صَلَّا مَسَلَّمًا صَلَّا مَسَلَّمًا مَعَهُ قَوْمًا فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَفَمْ رَأَيْكُونَ، قَالَ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبْلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ تُنْزَلْ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ

لِيُصْبِيَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُوفٌ رَّحِيمٌ۔

**৪১৩৪** আবু নুআঙ্গিম (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) মদীনাতে ষেল অথবা সতের মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। অথচ নবী (সা) বায়তুল্লাহ্র দিকে তার কিবলা হওয়াকে পছন্দ করতেন। নবী (সা) আসরের নামায (কাবার দিকে মুখ করে) আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে নামায আদায়কারী একজন বের হন এবং তিনি একটি মসজিদের লোকদের কাছ দিয়ে গেলেন তখন তারা ঝুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে মকার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। এ কথা শোনার পর তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র দিকে ফিরে গেলেন। আর যারা কিবলা বায়তুল্লাহ্র দিকে পরিবর্তের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় অবস্থায় মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কি বলব তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাফিল করেন—“আল্লাহ একপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে তিনি ব্যর্থ করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ, পরমদয়ালু। (২ : ১৪৩)

۲۲۶۶ . بَقَبْ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَّةً وُسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

২২৬৬. অনুজ্ঞেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিক্রপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীকৃত হবে এবং রাসূল (সা) তোমাদের জন্য সাক্ষীকৃত হবেন (২ : ১৪৩)

**৪১৩৫** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ وَأَبُو أَسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْعُى نُوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ لَيْكَ وَسَعْدِكَ يَا رَبَّ ، فَيَقُولُ مَنْ بَلَغَتْ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ لِأَمْتَهِ مَنْ بَلَغَكُمْ ، فَيَقُولُنَّ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ ، فَيَقُولُ مَنْ يَشَهِدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَآمَّتَهُ فَيَشَهِدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَّةً وُسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ۔

**৪১৩৫** ইউসুফ ইবন রাশিদ (র) ..... আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নৃহ (আ)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি উত্তর দিবেন এ বলে : হে আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্র দরবারে উপস্থিত (তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন) তুমি কি (আল্লাহর পয়গাম লোকদের) পৌছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তার উপরতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, [নৃহ (আ) কি] তোমাদের নিকট (আল্লাহর পয়গাম) পৌছে দিয়েছে? তারা তখন বলবে, আমাদের কাছে কোন

সতর্ককারী আগমন করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা [নৃহ (আ)-কে] বলবেন, তোমার দাবির প্রতি সাক্ষি কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর উচ্চতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, নৃহ (আ) তাঁর উচ্চতের নিকট আল্লাহর পয়গাম প্রচার করেছেন এবং রাসূল (সা) তোমাদের প্রতি সাক্ষ্য হবেন। এটাই মহান আল্লাহর বাণী । وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَلَيْهِ الْوَسْطُ الْعَدْلُ । ওয়াসাত শব্দের অর্থ ন্যায়নিষ্ঠ।

٢٢٦٧ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ  
مِنْ يُنْتَكِبُ عَلَى عَقِبَتِهِ وَأَنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الدِّينِ هَذِهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
يُفْسِيَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ।

২২৬৭. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী । আপনি এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করছিলেন তা আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদের সৎ পথে পরিচালিত করেন তারা ব্যক্তিত অপরের কাছে এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ একই নন যে, তোমাদের ইমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্প্র, পরম দয়ালু (২ : ১৪৩)

٤١٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ النَّاسِ يُصْلِلُونَ الصَّبْعَ فِي مَسْجِدٍ قُبَاءَ إِذْ جَاءَ جَاءَ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهُمَا ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ ।

৪১৩৬ মুসাফিদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় এক আগম্বুক এসে বলল, আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রতি কুরআনের এ আয়াত নাখিল করেছেন যে, তিনি যেন কা'বার দিকে (নামাযে) মুখ করেন কাজেই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করে নিন। সে মুতাবিক লোকেরা কা'বার দিকে মুখ করে নেন।

٤١٣٧ بَابُ قَوْلِهِ قَدْ نَرَى تَنَكِّبَ رَجُلَكَ فِي السَّمَاءِ إِلَى عَمَّا تَعْمَلُونَ

২২৬৮. অনুচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহর বাণী । আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য শক্ত করছি। তারা যা করে সে সবকে আল্লাহ অনবহিত নন (২ : ১৪৪)

٤١٣٨ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَنِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَقِنْ مِنْ صَلْيِ الْقَبْلَتَيْنِ غَيْرِيِّ ।

৪১৩৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা উভয় কিবলার (কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।

٢٢٦٩ . بَابُ قُولِهِ وَلِنِ اتَّيْتَ الَّذِينَ أَنْتَ رَبُّكَ الْكِتَابَ بِكُلِّ أَيْةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَى قُولِهِ  
إِنَّكَ إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِينَ

২২৬৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সকল দলীল পেশ করেন তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন, এবং তারা পরম্পর পরম্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার কাছে জান আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন নিচ্যই তখন আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন (২ : ১৪৫)

٤١٣٨ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبَّيْرِ يَقْبَاءُ، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَأَمْرَ  
أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهُمَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا بِوْجُومِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ -

৪১৩৫ খালিদ ইবন মাখলাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা লোকেরা মসজিদে কুবায় ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের কাছে একজন লোক এসে বলল, এই শায়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তিনি নির্দেশপ্রাণ হয়েছেন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার জন্য। অতএব আপনারা কাবার দিকে মুখ ফিরান। আর তখন লোকদের চেহারা শামের দিকে ছিল। এরপর তারা তাদের চেহারা কাবার দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

২২৭. بَابُ قُولِهِ وَأَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنْ فَرِيقًا  
مِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ إِلَى قُولِهِ مِنْ الْمُمْتَرِينَ

২২৭০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেৱন জানে যেক্কপ তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে, এবং তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে। আর সত্য আপনার অভূত পক্ষ হতে। সুতরাং আপনি যেন সন্দেহ ও সংশয় পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হন (২ : ১৪৬-১৪৭)

٤١٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَّاعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
بَيْنَمَا النَّاسُ يَقْبَاءُ فِي صَلَاةِ الصَّبَّيْرِ إِذْ جَاءَهُمْ أَتَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا،  
وَقَدْ أَمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهُمَا، وَكَانَتْ وَجْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ -

৪১৩৯ ইয়াহুইয়া ইবন কায়াআ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামাযে রত ছিলেন, তখন তাদের নিকট একজন আগন্তুক এসে বললেন, নবী

(সা)-এর প্রতি এ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল করা হয়েছে, তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আর তখন তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তাদের মুখ কা'বার দিকে ফিরে গেল।

٢٢٧١ . بَابُ قُولِهِ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتِبْقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَاتُكُمْ  
اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২২৭১। অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (২ : ১৪৮)

٤١٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْظُرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُقِيَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتَنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سِبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَنَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ -

৪১৪০ [মুহাম্মদ ইবন মুসাল্লা (র) ..... বারা (ইবন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে শোল অথবা সতের মাস যাবত (মদীনাতে) বায়তুল মুকাব্বাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। তারপর আল্লাহ তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেন।

٢٢٧٢ . بَابُ قُولِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِي وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ الْحَقَّ مِنْ رُبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَطَرَهُ بِلْقَائُهُ

২২৭২। অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ যেখান হতেই তুমি বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এ নিচয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর, সে সবক্ষে আল্লাহ অনবহিত নন (২ : ১৪৯)। শারতোহু (শত্রু) অর্থ সেই দিকে।

٤١٤١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الصُّبُّ يَقْبَاءِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْزِلْ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا فَأَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهُمْ وَأَسْتَدِارُوْهُمْ كَهْبَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَيْ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ -

৪১৪১ [মূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবা মসজিদে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রাত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আজ রাতে [নবী (সা)-এর প্রতি] কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাতে নবী (সা)-কে কা'বার দিকে মুখ ফিরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তখন তারা আপন আপন অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে নেন এবং কা'বার দিকে মুখ করেন। সে সময় তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল।

٢٢٧٣ . بَابُ قُولِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلَ رَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِينَمَا كُتِّمَ إِلَى قُولِهِ وَلَعْلَكُمْ تَهْتَذَّ

২২৭৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে, যাতে তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হতে পার (২ : ১৫০)

٤١٤٢ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعْيَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَنَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَنْتَمِي النَّاسُ فِي صَلَةِ الصَّبْعِ بِقَبَاءِ إِذْ جَاءَهُمْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْلِّيَّةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقِبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقِبَلُوهُمْ ، وَكَانَتْ رُجُوفُهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ ۔

৪১৪২ কুতায়বা ইবন সাউদ (রা) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবাতে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রাত ছিলেন, এমতাবস্থায় জনৈক আগস্তুক এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আজ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাকে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারাও সেদিকে মুখ ফিরান। তাদের মুখ তখন সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তারা কাবার দিকে ফিরে গেলেন।

٢٢٧٤ . بَابُ قُولِهِ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْوِفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ شَعَائِرُ عَلَمَاتٍ وَأَحِدَادُهُمْ شَعِيرَةٌ وَقَالَ مِنْ عَبَّاسِ الصَّفَوْنَانُ الْحَجَرُ ، وَيَقَالُ الْجِبَارَةُ الْمَلْسُ الَّتِي لَا تَشْبِئُ شَيْئًا ۔ وَالْوَاحِدَةُ صَفَوْنَانٌ بِمَعْنَى الصُّفَا وَالصُّفَا لِلْجَمِيعِ

২২৭৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : নিচয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূত। অতএব যে কেউ কাবাগৃহে হজ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সাগী (যাতায়াত) করলে তার কোন পাপ নেই। এবং কেউ হজতুল্লাহাবে সৎ কাজ করলে আল্লাহ তো পুরকারদাতা, সর্বজ্ঞ (২ : ১৫৮)। শাআয়ির (শুণাই) শারাতুনের বহু বচন। অর্থ নিদর্শন। ইবন আবাস (রা) বলেন, সাফওয়ান অর্থ পাথর; বলা হতো এমন পাথর যা কিছু উৎপন্ন করে না। একবচনে স্ফুরণ হয়ে থাকে। ব্যবহৃত হয় চুনা বচনে।

٤١٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَلْتُ لِعَائِشَةَ نَزَّ الْنَّبِيُّ (ص) وَأَنَا يَوْمَنِي حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْوِفَ بِهِمَا ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يُطْوِفَ بِهِمَا ،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطْوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهْلِكُونَ لِمَنَّا ، وَكَانَتْ مَنَّا هُنَّ قَدِيدٌ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يُطْوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْوَّفَ بِهِمَا -

**৪১৪৩** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সহধর্মী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আর আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম।

মহান আল্লাহর বাণী এই এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? “সাফা এবং মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনসমূহের অঙ্গভূক্ত। কাজেই যে বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা করে তার জন্য উভয় পর্বতের মধ্যে সায়ীকরণে কোন দোষ নেই।” (২ : ১৫৮) আমি মনে করি উক্ত দুই পর্বত সায়ী নাকরণে কোন ব্যক্তির উপর গুনাহ বর্তাবে না। তখন আয়েশা (রা) বললেন, কথনই একেবারে নয়। তুমি যা বলছ যদি তাই হত তাহলে বলা হত এভাবে—“উভয় পর্বত তাওয়াক না করায় কোন গুনাহ বর্তাবে না। বস্তুত এই আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারদের শানে। তারা ‘মানাত’-এর পূজা করত। আর ‘মানাত’ ছিল কুদায়েদের পথে অবস্থিত। আনসারগণ সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা মন্দ জানতো। ইসলামের আগমনের পর তারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তখন আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

**৪১৪৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سَلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَقَالَ كُنْتُ نَرِي أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكَنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يُطْوَّفَ بِهِمَا -

**৪১৪৫** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আসিম ইবন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা ঐ দুটিকে জাহেলী যুগের প্রথা বলে বিবেচনা করতাম। এরপর যখন ইসলাম আসলো, তখন আমরা উভয়ের মধ্যে সায়ী করা থেকে বিরত থাকি। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

**২২৭৫** . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَغَيَّرُ مِنْ تَوْنِ اللَّهِ أَنْدَادًا أَضَدَادًا وَاحِدَهَا بَدَّ ২২৭৫. অনুজ্ঞেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরণে গ্রহণ করে (২ : ১৬৫)। এখানে শব্দের অর্থ সমকক্ষ ও বরাবর। এর একবচন ন্দ (নিন্দুন)।

٤١٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَفِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقَتَّلَ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُ مِنْ دُنْيَةِ اللَّهِ نَدِيًّا دَخَلَ النَّارَ وَقَتَّلَ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُ اللَّهَ نَدِيًّا دَخَلَ الجَنَّةَ

৪১৪৫ আবদান (র) ..... “আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একটি কথা বললেন, আর আমি আর একটি বললাম। নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করতঃ মৃত্যুবরণ করে, সে জাহানামে যাবে। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ স্থাপন না করা অবস্থায় মারা যায়, (তখন তিনি বললেন) সে জাহানামে যাবে।

٤٢٧٦ . بَابُ قُولِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْلِي الْحَرُّ  
بِالْحَرِّ إِلَى قُولِيهِ عَذَابُ الْيَمِّ عُفِيَ تُرِكَ

২২৭৬. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসেরু বিধান দেয়া হয়েছে । স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্ষীতদাসের বদলে ক্ষীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তাঁর ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তাঁর দেয় আদায় বিধেয় । এ হল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর শাস্তি ও অনুগ্রহ । এরপরও যে সীমালংঘন করে তাঁর জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি রয়েছে (২ : ১৭৮) । উকিলার অর্থ পরিত্যাগ করে

٤١٤٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَلَّا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهِمْ ذِيَّهُ الْأُمَّةِ : كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْلِي الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْبَيْدُ بِالْبَيْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخْيَهِ شَيْءٌ فَأَعْفُوا  
أَنْ يَقْبِلَ السَّدِيقَ فِي الْبَيْدِ فَإِنْتَأْعِزَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءَ إِلَيْهِ بِالْمَنْعِ فَيَتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤْدِي بِالْمَنْعِ  
تَخْفِيفٌ مِنْ رِبْكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَنْ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْيَمِّ قُتْلَ بَعْدَ قُبْلِ  
الْدِيَةِ ।

৪১৪৬ হুমায়দী (র) ..... ইবন আবুরাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ে কিসাস প্রথা চালু ছিল কিন্তু দিয়াত২ তাদের মধ্যে চালু ছিল না । অন্তর আল্লাহ তা'আলা এ উচ্চতের জন্য এ আয়াত নায়িল করেন । ১. উল্লিখিত আয়াতে আলআফুব (الْعَفْوُ ) -এর অর্থ

১. কেউ কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে হত্যা করার বিধানকে কিসাস বলে ।

২. হত্যার শাস্তি ক্ষমা করে দেওয়ার বিনিময়ে গৃহীত ক্ষতিপূরণের অর্থকে দিয়াত বলা হয় ।

ইচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া। “ফান্তবাউন বিল মারুফি ওয়া আদাউন ইলাহি বি ইহসানিন’ অর্থাৎ এ ব্যাপারে যথায় বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে দিয়াত আদায় করে দেবে। তোমাদের প্রতি অবধারিতভাবে আরোপিত কেবল কিসাস হতে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও ত্রাস ও লঘু শাস্তির বিধান। দিয়াত কবুল করার পরও যদি হত্যা করে তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

**٤٤٧** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ -

**৪১৪৭** মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী (র) ..... আনাস (রা) তাদের কাছে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কিতাবেই কিসাসের নির্দেশ রয়েছে।

**٤٤٨** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْبِرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ الرُّبِيعِ عَمْتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةُ جَارِيَّةٍ فَطَلَّبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبْوَأُوا ، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبْوَأُوا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَأَبْوَا الْأَقْصَاصِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ الْسَّنْفُرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَسْرَ ثَنِيَّةَ الرُّبِيعِ لَا وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَنْكَسْرُ ثَنِيَّتَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضَى الْقَوْمُ فَعَفُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَرْبِرُهُ .

**৪১৪৮** আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আনাসের ফুফু রুবাই জনেক বাঁদির সামনের দাঁত ভেঙে ফেলে। এরপর বাঁদির কাছে রুবাইয়ের লোকেরা ক্ষমাপ্রার্থী হলে বাঁদির লোকেরা অঙ্গীকার করে। তখন তাদের কাছে দিয়াত পেশ করা হল, তখন তা তারা গ্রহণ করল না। অগত্যা তারা রাসূলুল্লাহ (সা) সমীক্ষে এসে ঘটনা জানাল। কিন্তু বাঁদির লোকেরা কিসাস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করল। রাসূলুল্লাহ (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবন নয়র (রা) নিবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রুবাইয়ের সামনের দাঁত ভেঙে দেয়া হবে? না যে সক্তা আপনাকে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবেই কিসাসের নির্দেশ দেয়। এরপর বাঁদির সম্প্রদায় রায়ী হয়ে যায় এবং রুবাইকে ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যিনি আল্লাহর নামে শপথ করেন, আল্লাহ তা পূরণ করেন।

২২৭. بَابُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

২২৭. অনুচ্ছেদ ৩: মহান আল্লাহর বাণী ৩: হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া

হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার (২৪ ১৮৩)

**৪১৪** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ .

**৪১৪৯** مُوسَى الدَّادِ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা আওতার রোয়া পালন করত। এরপর যখন রম্যানের রোয়ার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যার ইচ্ছা সে আওতার রোয়া পালন করতে পারে আর যে চায় সে পালন না-ও করতে পারে।

**৪১৫০** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ الرُّفَرَىٰ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُورَاءُ يَصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

**৪১৫০** آবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রম্যানের রোয়া অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আওতার রোয়া পালন করা হত। এরপর যখন রম্যানের রোয়ার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যে ইচ্ছা করে সাওমে 'আওতা' পালন করবে, আর যে চায় সে সেৱা পালন করবে না।

**৪১৫১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ فَقَالَ كَانَ يَصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنَ فَكَلَنَ .

**৪১৫১** মাহমুদ (ইব্ন গায়লান) (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর নিকট 'আশ'আস (রা) আসেন। এ সময় ইব্ন মাসউদ (রা) পানাহার করছিলেন। তখন আশ'আছ (রা) বললেন, আজকে তো 'আওতা'। তিনি বললেন, রম্যানের রোয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে 'আওতার রোয়া' পালন করা হত। যখন রম্যান নাযিল হল তখন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এস, তুমিও খাও।

**৪১৫২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرِيشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ .

**৪১৫২** مুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশগণ

আশুরার দিন রোয়া পালন করত। নবী (সা)-ও সে রোয়া পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন তখনও তিনি সে রোয়া পালন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা পালনের নির্দেশ দিতেন। এরপর যখন রম্যানের ফরয রোয়ার হৃকুম নাখিল হল তখন আশুরার রোয়া ছেড়ে দেয়া হল। এরপর যে চাইত সে উক্ত রোয়া পালন করত আর যে চাইত পালন করত না।

٢٢٧٨ . بَابُ قَوْلِهِ أَيَّامًا مُعْدِنَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيبًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِتْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصْوِمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرُ مِنَ الْمَرْضِ كَيْفَ كَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمَرِيضِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِيهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَفْصِيَانِ ، وَأَيَّامًا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصَّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنْسٌ بَعْدَ مَا كَبِيرٌ عَامًا أَوْ عَامِيْنِ ، كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خَبِيزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ ، قِرَاءَةً الْعَائِمَةِ يُطِيقُونَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ

২২৭৮. অনুচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহ'র বাণী : (রোয়া ফরয করা হয়েছে তা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ শীঘ্রিত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর তা যাদের যা সাতিশয় কষ্ট দেয়, তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া<sup>১</sup> একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলক্ষ করতে তবে বুঝতে যে রোয়া পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ (২ : ১৮৪)

ইমাম 'আতা (র) বলেন, সর্বপ্রকার রোগেই রোয়া ভঙ্গ করা যাবে। যেমন আল্লাহ' বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান ও ইবরাহীম (র) বলেন, শন্যদাত্রী এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক যখন নিজ প্রাণ অথবা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতি হৃষ্মকির আশংকা করে তখন তারা উভয়ে রোয়া ভঙ্গ করতে পারবে। পরে তা আদায় করে নিতে হবে। অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি যখন রোয়া পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে (তখন ফিদ্যা আদায় করবে।) আনাস (রা) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক বছর অথবা দু'বছর প্রতিদিন এক দিনে ব্যক্তিকে কুটি ও গোশ্চত খেতে দিতেন এবং রোয়া ছেড়ে দিতেন। অধিকাংশ লোকের কিরআত হল- অর্থাৎ যারা রোয়ার সামর্থ্য রাখে, এবং সাধারণত এরপরই পড়া হয়।

٤١٥٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِتْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَسْوَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ لَنْ يَصُومَا ، فَلِيُطِعْمَانِ مَكَانٌ كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينًا -

১. ফিদয়া—একদিনের রোয়ার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খেতে দেয়া।

**৪১৫৩** ইসহাক (র) ..... থেকে বর্ণিত, ইবন আকবাস (রা)-কে পড়তে শুনেছেন **وَعَلَى الَّذِينَ يُطْبِقُونَهُ** অর্থাৎ যাদের প্রতি রোয়ার বিধান আরোপ করা হয়েছে অথচ তারা এর সময় নয়। তাদের প্রতি একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোই ফিদ্যা। ইবন আকবাস (রা) বলেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। এর হকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা রোয়া পালনে সামর্থ্য রাখে না তখন প্রত্যেকদিনের রোয়ার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাবে।

### ২২৭৯ . بَابُ قُولِيهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ

২২৭৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোয়া পালন করে (২ : ১৮৫)

**৪১৫৪** حَدَثَنَا عَيَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَا فِدْيَةً طَعَامًا مَسَاكِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ -

**৪১৫৪** আইয়্যাশ ইবনুল ওয়ালিদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি পাঠ করতেন **فِدْيَةً** রাবী বলেন, এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

**৪১৫৫** حَدَثَنَا قُتْبَيْةُ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرِبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْيَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدِ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطْبِقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامًا مَسَاكِينَ ، كَانَ مَنْ أَرَدَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي ، حَتَّى نَزَلتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَسَخَّنَتْهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَاتَ بَكْيَرٌ قَبْلَ يَزِيدٍ -  
حَدَثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَثَنَا حَمِيدٌ قَالَ حَدَثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطْبِقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامًا مَسَاكِينَ يَقُولُ وَعَلَى الَّذِينَ يَحْمِلُونَ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصُّومُ أَمْ أَنْ يُطِيعُ كُلَّ يَوْمٍ مِسَاكِينًا قَالَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا يَقُولُ وَمَنْ رَادَ وَأَطْعَمَ أَكْثَرَ مِنْ مِسَاكِينٍ فَهُوَ خَيْرٌ -

**৪১৫৫** কুতায়বা (র) ..... সালাম ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবর্তীর্ণ হল এবং যারা রোয়া পালনের সামর্থ্য রাখে তারা একজন মিসকীনকে ফিদ্যাস্বরূপ আহার্য দান করবে। তখন যে ইচ্ছা রোয়া ভঙ্গ করত এবং তার পরিবর্তে ফিদ্যা প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাথিল হয় এবং পূর্বোক্ত আয়াতের হকুম রহিত করে দেয়। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইয়াবীদের পূর্বে বুকায়র মারা যান।

আবু মামার মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, ইবন আকবাস (রা) এ আয়াত এভাবে তিলাওয়াত করতেন —**وَعَلَى الَّذِينَ يَحْمِلُونَهُ**, যাদের প্রতি রোয়ার বোৰ্খা মিসকীন

চাপানো হয়েছে (আর সে হলো অতিবৃদ্ধ যে রোয়া পালনে অসমর্থ)। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। আর **وَمَنْ تَطُوعَ خَيْرًا** ব্রহ্মকৃতভাবে অতিরিক্ত নেক কাজ করবে তা তার জন্য উত্তম। ইব্ন 'আবু বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত করে এবং নির্ধারিত সংখ্যক মিসকীনদের অধিক জনকে খাদ্যদান করে তা তার জন্য কল্যাণকর হবে।

**২২৮.** بَابُ قَوْلِهِ أَحِلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرُّفْثُ إِلَى نِسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَكُمْ  
بَاشِرْقٌ مِنْ وَأَبْتَقَوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

২২৮০. অনুচ্ছেদ ৪ : মহান আল্লাহর বাণী : রোয়ার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসঙ্গে বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ : ১৮৭)

**৪১৫৬** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ حَوْلَ حَدَّثَنَا  
شَرِيفُ بْنُ مَسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كَلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخْوِفُونَ أَنفُسَهُمْ ، فَانْزَلَ  
اللَّهُ : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ -

**৪১৫৬** উবায়দুল্লাহ ও আহমদ ইবন উসমান (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রম্যানের রোয়ার হকুম নায়িল হলো তখন মুসলিমরা গোটা রম্যান মাস স্ত্রী-সঙ্গে থেকে বিরত থাকতেন আর কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে নিজেদের উপরে (স্ত্রী-সঙ্গে করে) অবিচার করে বসে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নায়িল করেন কেননা **أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ** আর আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ : ১৮৭)

**২২৮১.** بَابُ قَوْلِهِ وَكَلُونَ وَأَشْرِبُونَ حَتَّى يَبْيَسِنَ لَكُمْ الْخِيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخِيْطِ الْأَسْوَدِ  
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْ مِنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ  
إِلَى قَوْلِهِ تَقْرُنَ الْعَاكِفُ الْمُقْبِمُ

২২৮১. অনুচ্ছেদ ৫ : মহান আল্লাহর বাণী : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রের কৃষ্ণরেখা হতে

উষার শুভ্রেখা স্পষ্টকৃতে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। এরপর নিশাগমন পর্যন্ত রোয়া পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগলো আল্লাহর সীমাবেরখা। সুতরাং এগলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তার নির্দেশাবলি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে (২ : ১৮৭)

আল আকিফু- (الْفَاعِفُ ) অর্থ (المُفِيمُ ) অবস্থানকারী।

٤١٥٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدَىٰ قَالَ أَخَذَ عَدِيٰ عِقَالًا أَبْنَىٰ وَعِقَالًا أَسْوَدَ ، حَتَّىٰ كَانَ بَعْضُ الْلَّيلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتِيْنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتَ تَحْتَ وَسَادَتِيْ قَالَ إِنَّ وَسَادَكَ إِذَا لَعَرِيْضَ إِنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتُ وَسَادَتِكَ -

৪১৫৭ মূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (আদী) একটি সাদা ও একটি কালো সুতা সঙ্গে রাখলেন। কিছু রাত অতিবাহিত হলে খুলে দেখলেন কিন্তু তার কাছে সাদা কালোর কোন ব্যবধান স্পষ্ট হলো না। যখন সকাল হলো তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আমার বালিশের নিচে (সাদা ও কালো রংয়ের দুটি সুতা) রেখেছিলাম এবং তিনি রাতের ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার বালিশ তাহলে বেশ চওড়া ছিল, যদি কালো ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে থেকে থাকে।

٤١٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدَىٰ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، أَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيْضُ الْفَقَاءِ إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَا : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيْاضُ النَّهَارِ -

৪১৫৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আল্লাহর বাণীতে) সাদা সুতা কালো সুতা থেকে বের হয়ে আসার অর্থ কি ? আসলে কি ঐ দুটি সুতা ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি অবশ্য চওড়া পিঠ ও পশ্চাত বিশিষ্ট দুটি সুতা দেখতে ; তারপর তিনি বললেন, তা নয় বরং এ হলো রাতের অঙ্ককার ও দিনের শুভতা।

٤١٥٩ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَأَنْزَلَتْ : وَكَلَّوْ وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزَلْ مِنَ الْفَجْرِ । ১. কুরআন পাকে কালো ও সাদা সুতা দ্বারা সুবহি সাদিক বোঝানো হয়েছে। আকাশে কালো রেখা থেকে যখন সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন পর্যন্ত সাহারির সময়। সাহারী আদী (রা) একে সত্যিকার সুতা মনে করেছেন এজন্য রাসূল (সা) তার বর্ণনা শুনে মজা করে এই কথা বলেছেন যে, গোটা পূর্বাকাশ যদি তোমার বালিশের নিচে রেখে থাক তবে সে বালিশ তো বেশ চওড়াই ছিল।

وَكَانَ رِجَالًا إِذَا أَرْدُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ ، وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُما ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ -

**৪১৫৯** ইব্ন আবু মারযাম (র) ..... সাহল ইব্ন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন **كُلُّنَا وَأَشْرِبُونَا**, এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন 'ফজর হতে' কথাটি নাযিল হয়নি। তাই **الْأَسْوَدُ** ..... লোকেরা রোয়া পালনের ইচ্ছা করলে তখন তাদের কেউ কেউ দুই পায়ে সাদা ও কালো রঙের সুতা বেঁধে রাখতো। এরপর ঐ দুই সুতা পরিষ্কারভাবে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তারা পানাহার করতো। তখন আল্লাহ তা'আলা পরে **شَبَّثْتِ** নাযিল করেন। এতে লোকেরা জানতে পারেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত ও দিন।

٢٢٨٢ . بَابُ قُولِهِ : وَتَسَاءَلَ الْبَرُّ بِأَنَّ ثَانِيَ الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِمَا وَلِكِنَ الْبَرُّ مِنْ أَنْقُسِ  
ثَانِيَ الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهِمَا وَأَنْقُسَ اللَّهُ لَعْلَكُمْ تَفَلَّحُونَ

২২৮২. অনুচ্ছেদ ৩: মহান আল্লাহর বাণী ৩: পশ্চাদিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ডয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২: ১৮৯)

٤١٦٠ حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهره ، فأنزل الله وليس البر بآن تأتو البيوت من ظهرها ولكن البر من آتى أتاوا البيوت من أبوابها -

**৪১৬০** উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলীযুগে যখন লোকেরা ইহুমান বাধ্যত, (এ সময়ে বাড়িতে আসার প্রয়োজন দেখা দিলে) তারা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা **وَلَيْسَ الْبَرُّ بِالْغُصْنِ** আয়াত নাফিল করেন।

٢٢٨٣ . بَابُ قُولِهِ وَقَاتِلِفُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اشْتَهَى فَلَا  
عِذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

୨୨୮୩. ଅନୁଷ୍ଠେଦ : ମହାନ ଆଶ୍ରାହର ବାଣୀ : ତୋମରା ତାଦେର ବିରଳକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ କରାତେ ଥାକବେ ଯାବତ ଫିଲନ ଦୂରୀଭୂତ ନା ହୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରାହର ଦୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନା ହୟ । ଯଦି ତାରା ବିରାତ ହୟ ତବେ ଜାଲିମଦେର ବ୍ୟତୀତ ଆର କାଉକେଓ ଆକ୍ରମଣ କରା ଚଲବେ ନା (୨ : ୧୯୩)

<sup>٤١٤</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَى عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ

عنهما آتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي (ص) فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمتنعني أن الله حرم دم أخي، فقال لهم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقال قاتلنا حتى لم تكون فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريتون أن شفاعتكم حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، وزاد عثمان ابن صالح عن ابن وهب قال أخبرتني فلان وحية بن شریع عن بکر بن عمر المعاافی أن بکر بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلان آتى ابن عمر قال يا آبا عبد الرحمن ما حملك على أن تجع عاماً وتتعمر عاماً وتشرك الجهاد في سبيل الله عزوجل، قد علمت ما رغب الله فيه، قال يا ابن أخي بنى الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلة الخمس، وصوم رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت قال يا آبا عبد الرحمن لا تستمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحو بينهما إلى أمر الله، قاتلتهم حتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسول الله (ص) وكان الإسلام قليلاً، فكان الرجل يفتئن في دينه إما قتلوا وإما يعتذروه حتى كثر الإسلام فلم تكون فتنة، قال فما قولك في علي وعثمان قال أما عثمان فكان الله عفا عنه وأما آنتم فكريتم أن تعقوه عنه، وأما علي فابن عم رسول الله وختنه، وأشار بيده، فقال هذا بيته حيث ترقد.

**৪১৬।** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি ফিতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধর্ষণ হয়ে যাচ্ছে আর আপনি উমর (রা)-এর পুত্র এবং নবী (সা)-এর সাহাবী ! কি কারণে আপনি বের হন না ? তিনি উত্তর দিলেন আমাকে নিষেধ করেছে এই কথা—‘নিষয় আল্লাহ তা’আলা আমর ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছে। তারা দু’জন বললেন, আল্লাহ কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাবত না ফিতনার অবসান ঘটে ; তখন ইবন উমর (রা) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যাবত না ফিতনার অবসান ঘটেছে এবং দীনও আল্লাহর জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ আর যেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য দীন হয়ে গেছে।

উসমান ইবন সালিহ ইবন ওহাব (র) সূত্রে নাফে (র) থেকে কিছু বাড়িয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান ! কি কারণে আপনি একবছর হজ্জ করেন এবং একবছর উমরা করেন অথচ আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছেন ? আপনি পরিজ্ঞাত আছেন যে, আল্লাহ এ বিষয়ে জিহাদ সম্পর্কে কিভাবে উদ্বৃদ্ধ করেছেন। ইবন উমর (রা) বললেন, হে ভাতিজা, ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি ইমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা, রম্যানের রোগ পালন, যাকাত প্রদান এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ উদয়াপন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আবু আবদুর রহমান ! আল্লাহ তা’আলা তাঁর কিতাবে কি বর্ণনা করেছেন তা কি আপনি শনেননি ..... حتى ؟

অর্থাৎ মুমিনদের দুদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। এরপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে—তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিচয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। (৪৯ : ৯)

فَأَتَوْا إِلَيْهِ (এ আয়াতগুলো শ্রবণ করার পর) ইবন উমর (রা) বললেন, আমরা এ কাজ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে করেছি এবং তখন ইসলামের অনুসারীর দল ব্যক্তিগত ছিল। যদি কোন লোক দীন সম্পর্কে ফিতনায় নিপত্তি হত তখন হয় তাকে হত্যা করা হত অথবা শাস্তি প্রদান করা হত। এভাবে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আর কোন ফিতনা রইল না। সে ব্যক্তি বলল, আলী ও উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, উসমান (রা)-কে তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন অথচ তোমরা তাকে ক্ষমা করা পছন্দ কর না। আর আলী (রা)—তিনি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জ্যামাতা। তিনি নিজ হাত দ্বারা ইশারা করে বলেন, এই তো তার ঘর [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের কাছে] যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

٢٢٨٤ . بَابُ قَوْلِهِ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقَوْا بِإِيمَنِكُمْ إِلَى التَّهْكِمِ  
وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، الْهُلْكَةُ وَالْهَلَكَ وَاحِدٌ

২২৮৪. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হতে নিজেদেরকে খরচের মুখে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সর্বকর্মপরামর্শ লোককে ভালবাসেন (২ : ১৯৫)। আয়াতে উল্টোখিত হলুক ও হলুক একই অর্থে ব্যবহৃত।

٤١٦١ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا التَّضْرِيرُ حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ عَنْ حُذْيَةَ ، وَأَنْفَقُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقَوْا بِإِيمَنِكُمْ إِلَى التَّهْكِمِ ، قَالَ نَزَّلْتُ فِي النَّفَقَةِ

৪১৬২ ইসহাক (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত আল্লাহর পথে ব্যয় করা সম্পর্কে নায়িল হয়েছে।

٢٢٨৫ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ

২২৮৫. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্রেশ থাকে তবে রোধা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্যা দিবে (২ : ১৯৬)

٤١٦٢ حَدَثَنَا آدُمُ حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ  
إِلَى كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدِيَةِ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حَمِلْتُ إِلَيْ  
الشَّبِيِّ (ص) وَالْقَمْلُ يَتَنَاهِرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهَدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاءَ؟

قُلْتُ لَا، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلُقْ رَأْسَكَ، فَنَزَّلْتُ فِي خَاصَّةٍ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَةً۔

**৪১৬৩** আদম ..... আবদুল্লাহ ইবন মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবন উজরা-এর নিকট এই কৃষাণ মসজিদে বসে থাকাকালে রোয়ার ফিদ্যা সম্পর্কে জিজেস করলাম। তিনি বললেন, আমার চেহারায় উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নবী (সা)-এর কাছে আনা হয়। তিনি তখন বললেন, আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরী যোগাড় করতে পার? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তিনিদিন রোয়া পালন কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান কর। প্রতিটি দরিদ্রকে অর্ধ সা' খাদ্য প্রদান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল। তখন আমার সম্পর্কে বিশেষভাবে আয়ত নাফিল হয়। তবে তা তোমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

### ٢٢٨٦ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ شَمَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ

২২৮৬. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে (২ : ১৯৬)

**৪১৬৪** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُمَرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءٍ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْزَلْتَ أَيْهَا الْمُتَعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَا هَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنَ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَا عَنْهَا حَتَّىٰ مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ۔

**৪১৬৪** মুসান্দাদ (র) ..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তামাত্তুরু আয়ত আল্লাহর কিতাবে নাফিল হয়েছে। এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তা আয়াত করেছি এবং একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনের কোন আয়াত নাফিল হয়নি। এবং নবী (সা) ইন্তিকাল পর্যন্ত তা থেকে নিষেধও করেনি। এখন যে তা নিষেধ করতে চায় তা হচ্ছে তার নিজস্ব অভিযত।

### ٢٢٨٧ . بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

২২৮৭. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সকান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই (২ : ১৯৮)

**৪১৬৫** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ كَاظِمَةً وَمَجْنِهًةً وَنِوْ المَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأْتِمُوا أَنْ يَتَجَرِّبُوا فِي الْمَوَاسِيمِ فَنَزَّلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مُوَاسِيمِ الْحَجَّ

১. তামাত্তু—হজ্জের প্রকার বিশেষ। প্রথমে উমরার ইহুমাম বেঁধে উমরা আদায় করা এবং ইহুমাম ছেড়ে পুনরায় হজ্জের জন্য নতুন করে ইহুমাম বাধা।

**৪১৬৫** মুহাম্মদ (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকায়, মাজান্না এবং যুল-মাজায নামক তিনটি স্থানে জাহেলী যুগে বাজার ছিল। কুরাইশগণ তথায় ইজ্জের মওসুমে ব্যবসা করতে যেত। তাই মুসলিমগণ সেখানে যাওয়া দোষ মনে করত। তাই এ আয়াত নায়িল হয়।

### ২২৮৮ . بَأْبُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

২২৮৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী ৪ এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে (২ : ১৯৯)

**৪১৬৬** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قُرِيئِشُ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمَزَدِلَةِ وَكَانُوا يَسْمُونَ الْحَمْنَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِمْ أَمْرُ اللَّهِ نَبِيُّهُ (ص) أَنْ يَأْتُوا عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقْفَأُوا بِهَا ثُمَّ يَقِيِضُوا مِنْهَا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ-

**৪১৬৬** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরাইশ এবং যারা তাদের দীনের অনুসারী ছিল তারা (হজ্জের সময়) মুয়দালাফায অবস্থান করত। আর কুরাইশগণ নিজেদের সাহসী ও ধর্মে অটল বলে অভিহিত করত এবং অপরাপর আরবগণ আরাফাতে অবস্থান করত। এরপর যখন ইসলামের আগমন হল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে আরাফাতে ওকুফের এবং এরপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**৪১৬৭** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضِيلُ بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرِيبٌ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطْوُفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّىٰ يُهُلِّ بِالْحَجَّ ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ مَدِيَّةٌ مِنَ الْأَبْرِيلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْفَتْمَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ غَيْرَ أَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ أَخْرُ يَوْمَ مِنَ الْأَيَّامِ السَّلَانَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقَ حَتَّىٰ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْحَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّىٰ يَتَلَقَّوْ جَمِيعًا الَّذِي يَبْيَتِنَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرَ اللَّهُ كَثِيرًا ، وَأَكْثُرُوا السُّكُنِيَّ وَالثَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ، ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَفِيضُونَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَتَغْفِرُوا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، حَتَّىٰ تَرْمُوا الْجَمَرَةَ -

**৪১৬৭** [মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) ..... ইবন আব্দুস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাতু আদায়কারী ব্যক্তি উমরা আদায়ের পরে যত দিন হালাল অবস্থায় থাকবে ততদিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে। তারপর হজ্জের জন্য ইহুমাম বাঁধবে। এরপর যখন আরাফাতে যাবে তখন উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি যা মুহারিমের জন্য সহজলভ্য হয় তা মীনাতে কুরবানী করবে। আর যে কুরবানীর সঙ্গতি রাখে না সে হজ্জের দিনসমূহের মধ্যে তিনটি রোগা পালন করবে। আর তা আরাফাত দিবসের পূর্বে হতে হবে। আর তিনি দিনের শেষ দিন যদি আরাফার দিন হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত ময়দানে যাবে এবং সেখানে নামাযে আসর হতে সূর্যাস্তের অন্ধকার পর্যন্ত ওকুফ (অবস্থান) করবে। এরপর আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করে মুয়দালাফায় পৌছে সেখানে নেকী হাসিলের কাজ করতে থাকবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করবে। সেখানে ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। এরপর (মীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে যেতাবে অনান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, “এরপর প্রত্যাবর্তন কর সেখান হতে, যেখান হতে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়াময়।” তারপর জমরাতুল উকায়ায় প্রস্তর নিক্ষেপ করবে।

**২২৮৯** . بَابُ قُولِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا أَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২২৮৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান এবং আমাদের অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন’ (২ : ২০১)

**৪১৬৮** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّزِّيْزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ : أَللَّهُمَّ  
رَبُّنَا أَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

**৪১৬৮** [আবু মামার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এই বলে দোয়া করতেন, “হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহানামের আয়াব থেকে রক্ষা করুন।” (২ : ২০১)

**২২৯০** . بَابُ قُولِهِ وَهُوَ الْدُّخِنَامُ ، وَقَالَ عَطَاءُ النَّسْلُ الْحَيْوَانُ

২২৯০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রকৃতপক্ষে সে কিঞ্চিৎ ঘোর বিরোধী (২ : ২০৪) অর্থ নিম্নোক্ত হল— জানোয়ার জীবন।

**৪১৬৯** حَدَّثَنَا سَيِّدَنَا سُفِّيَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلِكَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعَهُ قَالَ أَنْفَضْ

الرِّجَالِ إِلَيْهِ أَلَدُ الْخِصْمَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيْكَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ (ص).

**৪১৬৯** কাবীসা (র)..... আয়েশা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, আল্লাহর নিকট ঘৃণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি। আবদুল্লাহ বলেন, আমার কাছে সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করেন, সুফিয়ান বলেন আমার কাছে ইব্ন জুরায়জ ইব্ন আবু মুলায়কা হতে আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে এই মর্মে বর্ণনা করেছেন।

۲۲۹۱ . بَابُ قَوْلِهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مِثْلُ الدِّينِ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَقْبَلُمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ إِلَى قَرِيبٍ

২২৯১. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থসংক্ষিট ও দুঃখ-ক্রেশ তাদের শ্রেষ্ঠ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথে ইমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যা, হ্যা, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই (২ : ২১৪)

**৪১৭০** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي مُلِيْكَةَ يَقُولُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَ الرَّسُولُ وَظَلُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلَأَ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّى نَصَرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ، فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الرَّبِيعِ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قَاتَ عَائِشَةَ مَعَادَ اللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ ، إِلَّا عِلْمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَزِلِ الْبَلَاءُ بِالرَّسُولِ ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَعْهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ ، فَكَانَتْ تَفَرُّقُهَا وَظَنُّهَا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا مُنْقَلَةً -

**৪১৭০** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আল্লাহর বাণী : “অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে (১২ : ১১০), তখন ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতসহ সুরা বাকারার আয়াতের শরণাপন্ন হন ও তিলাওয়াত করেন, যেমন : حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ ..... نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ : এমন কি রাসূল (সা) এবং তাঁর সাথে ইমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল—আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যা, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (২ : ২১৪)

রাবী বলেন, এরপর আমি ‘উরওয়া ইব্ন যুবায়রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করি, তখন তিনি বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহর কসম,

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের নিকট যেসব অঙ্গীকার করেছেন, তিনি জানতেন যে তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু রাসূলগণের প্রতি সমৃহ বিপদ-আপদ নিপত্তি হতে থাকবে। এমনকি তারা আশঙ্কা করবে যে, সঙ্গী-সাথীরা তাঁদেরকে মিথ্যক প্রতিপন্থ করবে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) এ আয়াত পাঠ করতেন—**وَطَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا**—তারা ভাবল যে, তারা তাঁদেরকে মিথ্যক সাব্যস্ত করবে।

**১১১ . بَابُ قَوْلِهِ نِسَاقُكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِئْمٌ وَقَدِمْنَا لِنفْسِكُمْ الْأَيْةُ**

২২৯২. অনুজ্ঞেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের ক্ষী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। পূর্বাহে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহকে ডয় করো। আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহর সম্মুখীন হতে যাচ্ছ এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দাও (২ : ২২৩)

**৪১৭ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شَمْيْلٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَا الْقُرْآنَ لَمْ يَكُنْ حَشْيَ يَقْرَغُ مِنْهُ ، فَاخْتَدَّ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيمَا أَنْزَلْتَ ؟ قَلْتُ لَا ، قَالَ أَنْزَلْتَ فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى \* وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبْيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ قَاتَلُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِئْمٌ قَالَ يَأْتِيهَا فِي \* رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِينِ عَمْرَ -**

**৪১৭।** ইসহাক (র) ..... নাফি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তিলাওয়াত হতে অবসর না হয়ে কোন কথা বলতেন না। একদিন আমি সূরা বাকারা পাঠ করা অবস্থায় তাঁকে পেলাম। পড়তে পড়তে এক স্থানে তিনি পৌছলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি জান, কি উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি তখন বললেন, অমুক অমুক ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। তারপর আবার তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন। আবদুস সামাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আইয়ুব, তিনি নাফি' থেকে আর নাফি' ইব্ন উমর (রা) থেকে। **فَأَتُوا**। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার (২ : ২২৩)। রাবী বলেন, ক্ষীলোকের পশ্চাত দিয়ে সহবাস করতে পারে। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি' থেকে এবং তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৪১৮ . حَدَّثَنِي أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنْ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعُهَا مِنْ وَرَاءَهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَرَلَتْ : نِسَاقُكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِئْمٌ -**

৪১৭২ আবু নু’আইম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে স্তান টেরা চোখের হয়। তখন (তাদের এ ধারণা রদ করে) আয়াত অবতীর্ণ হয়। نِسْأَوْكُمْ حَرْثَ لَكُمْ

২২৯৩ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

২২৯৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইন্দিতকাল পূর্ণ করে তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না (যদি তারা পরম্পর সম্ভব হয়) (২ : ২৩২)

৪১৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِي أَخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَخْتَ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ طَلَقَهُ زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَابْنِي مَعْقِلٍ فَزَلَّتْ : فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

৪১৭৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ..... মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক বোনের বিয়ের পয়গাম আমার নিকট পেশ করা হয়। আবু আবদুল্লাহ্ (র) বলেন যে, ইবরাহীম (র) ইউনুস (র) থেকে, তিনি হাসান বসরী (র) থেকে এবং তিনি মাকিল ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু মামার (র).....হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা)-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে তারপর পৃথক করে রাখে। যখন ইন্দিত পালন পূর্ণ হয় তখন তার স্বামী তাকে আবার পয়গাম পাঠায়। মাকিল (রা) অমত পোষণ করে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ তারা তাদের স্বামীর সাথে পুনরায় বিধিমত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদের তোমরা বাধা দিও না। (২ : ২৩২)

২২৯৪ . بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُنَّ أَزْوَاجًا يُتَرْبَصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، إِلَى مَا تَعْلَمُنَ خَبِيرًا ، يَقْفَوْنَ يَهْبَنَ

২২৯৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ‘ইন্দিতকাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ( ২ : ২৩৪ )

٤١٧٤ حدثنا أمية بن سطام حدثنا يزيد بن ربيع عن حبيب عن ابن أبي مليكة، قال ابن الزبير قلتُ لعمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً قال قد سخنها الآية الأخرى فلم تختبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا غير شيئاً منه من مكانه.

**৪১৭৮** উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন  
আফ্ফান (রা)-কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বললাম যে, এ আয়াত তো অন্য আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত)  
হয়ে গেছে। অতএব উক্ত আয়াত আপনি মুসহাফে লিখেছেন, (অথবা বারী বলেন) কেন বর্জন করছেন  
না, তখন তিনি [উসমান (রা)] বললেন, হে ভাতিজা আমি মুসহাফের স্থান থেকে কোন জিনিস পরিবর্তন  
করব না।

٤١٧٥ حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عَنْ أَبْنَىْ نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيُذْرَقُنَّ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعَدَةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيُذْرَقُنَّ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَغْرُوفٍ ، قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَامَّ السُّنْنَةَ سَبْعَةً أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : غَيْرَ اخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْعَدَةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعْمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ عَطَاءً قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْأُبَيَّ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : غَيْرَ اخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءً إِنْ شَاءَتْ اِعْتَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ، قَالَ عَطَاءُ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبْنَىْ نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِذَا \* وَعَنْ أَبْنَىْ نَجِيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبْنَىْ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْأُبَيَّ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا شَعْتَ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ غَيْرَ اخْرَاجٍ نَحْوَهُ -

তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২ : ২৪০)

রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্তুর জন্য পূর্ণ বছর সতের মাস এবং বিশ রজনী নির্ধারিত করেছেন ওসীয়ত হিসেবে। সে ইচ্ছা করলে তার ওসীয়তে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে বের হয়েও যেতে পারে। এ কথারই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বাণী : **غَيْرَ أَخْرَجِ فَانْ حَرَجْنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ** মোটকথা যেভাবেই হোক স্তুর উপর 'ইন্দত' পালন করা ওয়াজিব। মুজাহিদ থেকে একপই জানা গেছে। কিন্তু ইমাম আতা বলেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্তুর প্রতি তার স্বামীর বাড়িতে 'ইন্দত' পালন করার হুকুম রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং স্তুর যথেচ্ছা 'ইন্দত' পালন করতে পারে। আল্লাহ্ এই বাণীর দলীল বলে : **غَيْرَ أَخْرَجِ** ইমাম আতা বলেন, স্তুর ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিজনের নিকট 'ইন্দত' পালন করতে পারে এবং তার ওসীয়ত থাকতে পারে অথবা তখা হতে চলেও যেতে পারে। -**فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ** এর আয়াতের মর্মানুসারে।

ইমাম আতা (র) বলেন, তারপর মিরাস বা উত্তরাধিকারের হুকুম আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল। সুতরাং ঘর ও বাসস্থানের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। কাজেই যথেচ্ছা স্তুর 'ইন্দত' পালন করতে পারে। আর তার জন্য ঘরের বা বাসস্থানের দাবি অগ্রহ্য।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনা করেন আমার নিকট ওরাকা' ইব্ন আবী নাজীহ থেকে আর তিনি মুজাহিদ থেকে এ সম্পর্কে। এবং আরও আবু নাজীহ আতা থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্তুর ইন্দত পালন স্বামীর বাড়িতে ইন্দত পালন করার হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং স্তুর যথেচ্ছা 'ইন্দত' পালন করতে পারে। আল্লাহ্ এই বাণী : **غَيْرَ أَخْرَجِ** এবং তদনুরূপ আয়াত এর দলীল মুতাবিক।

**٤١٧** حَدَّثَنَا حِبْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسِ فِيهِ عَظِيمٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةِ فِي شَأنِ سُبْبِيَّةِ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَكِنْ عَمَّةَ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقَلَّتْ أَيْنِي لَجَرِيَّهُ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، قَالَ ثُمَّ حَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قَلَّتْ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ أَبْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوْفِيِّ عَنْهَا زُوْجُهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ : قَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ اتَّجَعَلُونَ عَلَيْهَا التَّقْلِيقُ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَّلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولِيِّ وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ -

**৪১৭৬** হিক্বান (র) ..... মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন একটি জলসায় (সভায়) উপবিষ্ট ছিলাম যেখানে নেতৃস্থানীয় আনসারদের কতেক ছিলেন, এবং তাদের মাঝে আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা (র)-ও ছিলেন। এরপর সুবাইয়া বিন্তে হারিস (র) প্রসঙ্গে বর্ণিত আবদুল্লাহ বিন উত্বা (র) হাদীসটি উথাপন করলাম, এরপর আবদুর রহমান (র) বললেন, “পক্ষান্তরে তাঁর চাচা এ রকম বলতেন না” অন্তর আমি বললাম, কুফায় বসবাসরত ব্যক্তিটি সম্পর্কে যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমি হব চরম ধৃষ্ট এবং তিনি তাঁর স্বর উঁচু করলেন, তিনি বললেন, তারপর আমি বের হলাম এবং মালিক বিন আমির (রা) মালিক ইবন আউফ (র)-এর সাথে আমি বললাম, গর্ভাবস্থায় বিধবা রমণীর ব্যাপারে ইবন মাসউদ (রা)-এর মন্তব্য কি ছিল, বললেন যে ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছ আর তার জন্যে সহজ বিধানটি অবলম্বন করছ না, সংক্ষিপ্ত “সূরা নিসাতি (সূরা তৃতীয়াক) দীর্ঘটির পরে অবর্তীর্ণ হয়েছে। আইযুব (র) মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, “আবু আতিয়াহ মালিক বিন আমির (র)-এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম।

### ٢٢٩٥ . بَابُ قُولِهِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

২২৯৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের (২ : ২৩৮)

**٤١٧٧** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرْنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا الرَّحْمَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قَبُوْرَهُمْ وَبَيْوَتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيَى نَارًا -

**৪১৭৭** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী (সা) বলেছেন, হা. আবদুর রহমান.....আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন কাফেরগণ আমাদের মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রাখে এমনকি এ অবস্থায় সূর্য অন্তে চলে যায়। আল্লাহ তাদের কবর ও তাদের ঘরকে অথবা পেটকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। এখানে নবী (সা) ঘর না পেট বলেছেন তাতে ইয়াহ-ইয়া রাবীর সন্দেহ রয়েছে।

### ٢٢٩٦ . بَابُ قُولِهِ وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ مُطِيعِينَ

২২৯৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। কানিতিন —অনুগত, বিনীত মুল্লিমিন

٤١٧٨ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شَبَّيلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كَتَأْنَا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَهْدَنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَأَمْرَنَا بِالسُّكُوتِ۔

٤١٧٩ مুসান্দাদ (র) ..... যাযিদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতাম আর আমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন প্রসঙ্গে কথা বলতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ৪: تَخَفِّظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ অর্থাৎ আমাদেরকে চূপ থাকার ও নামাযের মধ্যে কথা না বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

٤٢٩٧ . بَابُ قُولِيهِ فَإِنْ خَفِّشْتُمْ فِرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْتَثَّمْ فَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَقَالَ أَبْنُ جَبَّاً : كُرْسِيَّةُ عِلْمِهِ، يُقَالُ بِسْطَةُ زِيَادَةٍ وَفَضْلَةُ أَفْرَغٍ أَنْزَلَ، وَلَا يَئِدَّهُ لَا يُنْقِلُهُ أَدْنَى أَنْقَنِي وَالْأَدْ وَالْأَيْدُ الْفُرْوَةُ ، السِّنَّةُ نَعَائِسُ يَسِّنَةُ يَتَغَيِّرُ ، فَبِهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ، خَاوِيَّةُ لَا أَبْنِسَ فِيهَا ، عَرَقُشُهَا أَبْنِيَتُهَا، السِّنَّةُ نَعَائِسُ، نَتَشِيدُهَا نُخْرِجُهَا، إِعْصَارٌ رِبْيَعٌ عَاصِفٌ ثَهْبَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعْمَدُهُ فِيهِ نَارٌ \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : مَلَدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ \* وَقَالَ عَكْرَمَةُ : وَأَبْلَى مَطْرُ شَدِيدٌ ، الطَّلُّ التَّدَى ، وَهَذَا مَثْلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ ، يَسِّنَةُ يَتَغَيِّرُ -

২২৯৭. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়; যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে শ্বরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। ইবন যুবায়র (রা) বলেন, আল্লাহর কুরসীর অর্থ হল ৪: أَرْبَعَةُ يَدَيْهِ أَفْرَغُ . আর অর্থ নাযিল কর তাঁর জ্ঞান। আর অর্থ হল-অতিরিক্ত ও বেশি। অর্থ ৫: ভারী ও বোঝা বোধ হয় না তাঁর। যেমন শক্ত ও ভারী করেছে আমাকে। শক্ত ও ভারী বোঝা বোধ হয় না তাঁর। যেমন অর্থ আল্লানুর অর্থ হল ৫: شَدِيدٌ شَدِيدُ الْفُرْوَةِ . — অর্থ হল ৫: তার দলীল-প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে

٤١٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَيَّلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ يَتَقَدَّمُ الْأَمَامُ وَطَانِفَةُ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِمِ الْأَمَامُ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَانِفَةُ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَوْنَى لَمْ يُصَلِّوْ لَمْ يُصَلِّوْ فَإِذَا صَلَوُا الدِّينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخِرُوا مَكَانَ الدِّينِ لَمْ يُصَلِّوْ وَلَا يُسْلِمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الدِّينَ لَمْ يُصَلِّوْ فَيُصَلِّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَتَصَرَّفُ الْأَمَامُ وَقَدْ صَلَى رَكْعَتَيْنِ فَيَقُولُ كُلُّ

وَاحِدٌ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلِّنَ لَنْفَسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْأَمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ حَنْوَفُ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِيِّ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لَا أُرِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

**৪১৭৯** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... নাফিঃ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে যখন সালাতুল খাওফ (যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রভয়ের মধ্যে নামায) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হত তখন তিনি বলতেন, ইমাম সাহেব সামনে যাবেন এবং একদল লোকও জামাতে শামিল হবে। তিনি তাদের সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করবেন এবং তাদের আর একদল জামাতে শামিল না হয়ে তাদের ও শক্রের মাঝখানে থেকে যারা নামায আদায় করেনি তাদের পাহারা দিবে। ইমামের সাথে যারা এক রাকাত নামায আদায় করেছে তারা পেছনে গিয়ে যারা এখনও নামায আদায় করেনি তাদের স্থানে দাঁড়াবে কিন্তু সালাম ফেরাবে না। যারা নামায আদায় করেনি তারা আগে বাড়বে এবং ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করবে। তারপর ইমাম নামায হতে অবসর গ্রহণ করবে। কেননা তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করেছেন। এরপর উভয় দল দাঁড়িয়ে নিজে নিজে বাকি এক রাকাত ইমামের নামাযের শেষে আদায় করে নেবে। তাহলে প্রত্যেক জনেরই দু' রাকাত নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি ভয়-ভীতি ভীরুৎসর হয় নিজে নিজে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে অসুবিধা হলে যেদিকে সম্ভব মুখ করে নামায আদায় করবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমাম নাফিঃ (রা) বলেন, আমি অবশ্য মনে করি ইবন উমর (রা) নবী (সা) থেকে শুনেই এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ٤٢٩٨ . بَابُ قُولِهِ وَالذِّينَ يَتَوَفَّفُنَّ مِنْكُمْ وَيَدْرُغُنَّ أَزْوَاجًا مُصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

**২২৯৮.** অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের সপ্তাহীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের জীবনের গৃহ হতে বহিকার না করে তাদের ভরণ-পোষণের ওসীয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজাময় (২ : ২৪০)

**৪১৮** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَبِزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيقَةَ قَالَ قَالَ أَبْنُ الرَّبِيعِ قَلْتُ لِعُطَمَانَ هَذِهِ الْأَيْمَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : وَالَّذِينَ يَتَوَفَّفُنَّ مِنْكُمْ وَيَدْرُغُنَّ أَزْوَاجًا إِلَى قُولِهِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَدُنْسَخْتُهَا الْأُخْرَى فَلَمْ تَكُنْهَا قَالَ تَدْعُهَا يَا أَبْنَ أَخِي أَغْيِرْ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ نَحْنُ هَذَا -

**৪১৮০** আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র) ..... ইবন আবু মুলায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন যুবায়ের (রা) বললেন, আমি উসমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সূরা বাকারার এ

আয়াতটি কে তো অন্য একটি আয়াত রহিত করে দিয়েছে। তারপরও আপনি এভাবে লিখছেন কেন? জবাবে উসমান (রা) বললেন, ভাতুশুত্র। আমরা তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আপন স্থান থেকে কোন কিছুই আমরা পরিবর্তন করিনি। হমাইদ (র) বললেন, “অথবা প্রায় এ রকমই উত্তর দিয়ে দিলেন।”

### ۲۲۹۹ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُخْرِيْ المَوْتَىٰ

২২৯৯. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : আর যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক। কিভাবে তুমি মৃত্যুকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও (২ : ২৬০)

**৪১৮** حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعْيَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُخْرِيْ المَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تَؤْمِنْ قَالَ بَلِّيْ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ فَصَرَّهُنَّ -

**৪১৮** আহমাদ ইবন সালিহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) যখন — রব! তুমি আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর! তখন তার তুলনায় আমার সন্দেহ পোষণের ক্ষেত্র অধিক যোগ্য ছিলাম। শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘সেগুলোকে টুকরো টুকরো করুন’।

### ۲۲۰۰ . بَابُ قَوْلِهِ : أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَتَكَبَّرُونَ

২৩০০. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল বিরাজ করে। যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, তারপর উক্ত বাগানের উপর এক অগ্নিক্রাণ ঘূর্ণিঝড় আপত্তি হয় এবং তা জুলে পুড়ে যায়? এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দশন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার (২ : ২৬৬)

**৪১৯** حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبِنِ جَرِيجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلِيكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَسْبَنِيْ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلِيكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِيْ بْنِ عَمِيرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) فِيمَ تَرَوْنَ مِنْهُ الْآيَةَ نَزَّلَتْ : أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَاتِلُوا اللَّهَ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعْلَمُ ، أَوْ لَا نَعْلَمُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِيِّ مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ عُمَرُ يَا أَبْنَ أَخِيْ قُلْ وَلَا تَحْفَرْ نَفْسَكَ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ضَرِبَتْ مِنْلَا لِعَمَلٍ ، قَالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَلٍ ؟ قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيًّا يَعْمَلُ بِطَاعَةً اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمَلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ -

**8182** ইবরাহীম ..... উবায়দ ইবন উমায়ার (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা উমর (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি? আয়াতটি যে উপলক্ষে অবগতির হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তখন তারা বললেন, আল্লাহহই জানেন। উমর (রা) এতে রেগে গিয়ে বললেন, আমরা জানি অথবা জানি না এ দুটোর একটি বল। ইবন আবুআস (রা) বললেন, হে আমীরুল্লাহ মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছুটা ধারণা আছে। উমর (রা) বললেন, বৎস! বলে ফেল এবং নিজেকে তুচ্ছ ভেবো না। তখন ইবন আবুআস (রা) বললেন, এটা কর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। উমর (রা) বললেন, কোন কর্মের? ইবন আবুআস (রা) বললেন, একটি কর্মের। উমর (রা) বললেন, এটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ধনবান ব্যক্তির, যে আল্লাহহি ইবাদত করতে থাকে, এরপর আল্লাহহি তা'আলা তাঁর প্রতি শয়তানকে প্রেরণ করেন। অনন্তর সে পাপ কার্যে লিঙ্গ হয় এবং তাঁর সকল সৎকর্ম নষ্ট করে দেয়।

٢٢٠١ . بَابُ قَوْلِهِ : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا . يُفَاقُ الْحَفَّ عَلَىٰ وَالْحَفَّ عَلَىٰ  
وَأَحْفَانِي بِالْمَسْتَلِ فَيُعْنِدُكُمْ يَجْهِدُكُمْ

২৩০১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচ্ছা করে না। অর্থে জোর প্রচেষ্টা চালায়।

**4183** حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمْرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) لَنِسَ الْمِسْكِينَ الَّذِي تَرَدَّدَ السَّمْرَةُ وَالْتَّمْرَتَانِ، وَلَا الْلَّقْمَةُ وَلَا الْلَّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينَ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَأَفْرَأَ إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا -

**8183** ইবন আবু মারয়াম (র) ..... আতা ইবন ইয়াসার এবং আবু আমরা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) বলেছেন, একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস খাদ্য কি দু' গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে থাকে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। মিসকীন সে ব্যক্তি, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহহি বাণী পাঠ করতে পার। لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا ।

## ২৩০২ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْتَ فَحَرَمَ الرِّبَا الْمَسْ جَنَونٌ

২৩০২. অনুজ্ঞেদঃ আল্লাহর বাণীঃ অথচ আল্লাহ তা'আলা বেচা-কেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন (২ : ২৭৫)। **অর্থ** পাগলামি

**৪১৮৪** حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَثَنَا أَبِي حَدَثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَّلَتِ الْآيَاتُ مِنْ أَخْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا ، قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى النَّاسِ ، لَمْ هَرِمْ التِجَارَةُ فِي الْخَمْرِ -

**৪১৮৪** উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

## ২৩০৩ . بَابُ قَوْلِهِ : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ

২৩০৩. অনুজ্ঞেদঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ সুদকে নিচিহ্ন করেন (২ : ২৭৬)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, বিদূরিত করেন

**৪১৮৫** حَدَثَنَا بِشْرٌ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ سَمِيعَ أَبَا الضُّحْلَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَّلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَّلَيْنَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَلَاهُنَّ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَحَرَمَ التِجَارَةُ فِي الْخَمْرِ -

**৪১৮৫** বিশ্র ইবন খালিদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘর থেকে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

## ২৩০৪ . بَابُ قَوْلِهِ : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلَذِنُوا بِعَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاعْلَمُوا

২৩০৪. অনুজ্ঞেদঃ আল্লাহর বাণীঃ যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ। (২ : ২৭৯) [ইমাম বুখারী (র) বলেন অর্থ ফাদিনোঃ] জেনে রাখ

**৪১৮৬** حَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَثَنَا عَنْدَهُ حَدَثَنَا شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحْلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَّلَتِ الْآيَاتُ مِنْ أَخْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ الشَّيْ (ص) عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَحَرَمَ التِجَارَةُ فِي الْخَمْرِ -

**৪১৮৬** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে গিয়ে তা পাঠ করে আমাদের শুনান এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

**২২০৫** . بَابُ قُولِيهِ : وَإِنْ كَانَ نُّوْعَسْرَةً فَنَظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَحْدَقُوا خَيْرُ لَكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২৩০৫. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী : যদি খাতক অভাবগত হয়, তবে সজ্জলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে (২ : ২৮০)

**৪১৮৭** وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفِّيَّانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْزَلْتِ الْآيَاتِ مِنْ أَخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

**৪১৮৭** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাদের সম্মুখে তা পাঠ করলেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

**২২০৬** . بَابُ قُولِيهِ : وَأَنْتُمْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

২৩০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা সে দিনকে ডয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে ( ২ : ২৮১ )

**৪১৮৮** حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ابْنُ عَقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفِّيَّانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْرُ أَيْةٍ نَزَّلَتْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) آيَةُ الرِّبَا -

**৪১৮৮** কাবীসা ইবন উকবা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতারিত শেষ আয়াতটি হচ্ছে সুদ সম্পর্কিত।

**২২০৭** . بَابُ قُولِيهِ : وَإِنْ تُبْدِوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفِقُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَنْفِرُ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২৩০৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর,

আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শান্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান (২ : ২৮৪)

**٤١٨٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا التَّقِيُّ لِكَوَافِرِهِ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ سُخِّنَتْ وَإِنْ تَبَوَّا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ الْأَيْةُ

**৪১৮৯** مুহাম্মদ (র) ..... মারওয়ান আল আসফার (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি হচ্ছেন ইব্ন উমর (রা)।—যে—আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।

**٤٢٠٨** . بَابُ قُولِيهِ : أَمَّنِ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رِبِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا  
عَهْدًا ، وَيَقَالُ غُفرَانَكَ مَغْفِرَتَكَ فَاغْفِرْنَا

২৩০৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : রাসূলুল্লাহ (সা) তার পক্ষ থেকে অবতারিত বিষয়ের প্রতি স্টিমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও (২ : ২৮৫)

ইব্ন আবাস (রা) বলেন—আমাদের মার্জনা করুন। (২ : ২৮৫)

**٤١٩٠** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَخْسِبَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنْ تَبَوَّا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، قَالَ سَخَّنَتْهَا الْأَيْةُ الَّتِي  
بَعْدَهَا -

**৪১৯০** ইসহাক (র) ..... মারওয়ানুল আসফার (রা) একজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন আর তিনি ধারণা করেন যে, তিনি ইব্ন উমর (রা) হবেন। আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

## سُورَةُ آلِ عِمَرَانَ সূরা আলে ইমরান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَقَاءَ وَتَقِيَّةً وَاحِدَةً صِرَّ بَرَدْ شَفَاحَرَةً مِثْلُ شَفَافِ الرُّكِيَّةِ وَهُوَ حَرْفُهَا تَبَوَّى تَشَدُّ مُعْسِكَرًا مُسْوَمَ الدِّيْلَهُ  
سِيمَاءَ بِعَلَامَهِ أَوْ بِصَوْفَهِ أَوْ بِمَا كَانَ ، رَبِيعُونَ الْجَمِيعَ وَالْوَاحِدُ رَبِّيْ تَحْسُونُهُمْ سَتَّاً مِيلُونَهُمْ قَتْلَاهُ غُرَّا

وَاحِدُهَا غَازٌ سَنْكَبٌ سَتْحَفَطُ تُرْلًا تَوَابًا وَيَجُوزُ مَنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَقُولُكَ أَنْزَلَهُ \* وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالخَلِيلُ  
الْمُسُومَةُ الْمُطْهَمَةُ الْحَسَانُ وَقَالَ ابْنُ جَبَيرٍ وَحَضَرُوا لِأَيَّامِ النِّسَاءِ وَقَالَ عَكْرِمَةُ مِنْ فُورِهِمْ مِنْ غَضَبِهِمْ  
يَقُولُ بَدْرٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُخْرِجُ الْحَىُ النُّطْفَةَ تَخْرُجُ مِيَّةَ، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَىُ الْبَكَارُ أَوْلُ الْفَجْرِ،  
وَالْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ أَرَادَ إِلَى أَنْ تَغْرِبَ

এর ন্যায় অর্থাৎ শেফারকীয়া— শেফাহুরা। একই অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ভীতি ও সংযম, চীর ঠাণ্ডা প্রতীক কিংবা  
গর্তের তীর ও কিনারা। অর্থ অন্ধে সজ্জিত সৈনিককে সারিবদ্ধ করছিল। কোন প্রতীক কিংবা  
অন্য কিছু দ্বারা চিহ্নিত করা। একবচনে অর্থ আল্লাহ তা'আলা ও আল্লাহপ্রিয়।  
غَازٌ مَسْكُونٌ — তোমরা তাদের হত্যার মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করছিলে। এক বচনে  
অর্থ যোদ্ধা। প্রতিদান ও আতিথেয়তা হিসাবে আচরণ করব।  
الْمُسُومَةُ الْمُطْهَمَةُ — এর ন্যায় অর্থ পড়াও বৈধ। মুফাস্সির ইমাম মুজাহিদ (র)-এর মতে  
الْخَلِيلُ الْمُسُومَةُ — পরিপূর্ণ সুন্দর অশ্পাল, ইবন জুবায়র (রা) বলেন অর্থ কামভাব নিয়ে কোন মহিলার বায়ন।  
يُخْرِجُ الْحَىُ — ইকরামা (রা) বলেন, অর্থ বদরের দিনে তাদের ক্রোধ নিয়ে, মুজাহিদ (র) বলেন,  
الْعَشِيُّ — বীর্য যা নিষ্পাণ নির্গত হয় এরপর তা থেকে জীবিত বের হয়। — অব্দিকার।  
— সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

২৩৯ . بَابُ قُولِيهِ : مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَآخَرُ  
مُتَشَابِهَاتٍ يُصَدِّقُ بِعَضُهُ بِعَضًا ، كَقُولِيهِ تَعَالَى : وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَكَقُولِيهِ  
جَلُّ ذِكْرَهُ : وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ، وَكَقُولِيهِ : وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَارَهُمْ  
هُدَىٰ زَيْنُ شَكْ إِبْتِنَاءِ الْفِتْنَةِ الْمُشْتَبِهَاتِ وَالرَّأْسِخُونَ يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ أَمْنًا بِهِ -

২৩৯. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী মিন্নে আয়াত মুক্তম : ইমাম  
মুজাহিদ (র) বলেন যে, সেটি হচ্ছে হালাল আর হারাম সম্পর্কিত।  
আর ও আর মুক্তম মিন্নে আয়াত আর হারাম সম্পর্কিত।  
যেমন : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর বাণী : অন্যগুলো রূপক, একটি অন্যটির সত্যতা প্রমাণ করে।  
যেমন : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর বাণী : বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগকারীরা ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না।  
আবার —  
— যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাদের কল্পনিষ্ঠ  
করেন (১০ : ১০০)

তদুপরি আল্লাহর বাণী : — وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَارَهُمْ هُدَىٰ : —  
তাদের সৎ পথে চলার শক্তি-সামর্থ্য বৃক্ষি করেন। — زَيْنُ إِبْتِنَاءِ الْفِتْنَةِ —  
ক্লপক, এবং বলে আমরা তা বিশ্বাস করি।

٤١٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ الشَّعْبِرِيُّ عَنْ أَبْنِ أَبْنِ مُلِيقَةَ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَأَرَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذِهِ الْآيَةُ : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٍ مُّحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَمَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَوْلِيهِ إِلَيْهِ قَوْلِهِ : أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمِّيَ اللَّهُ فَاحْذِرُوهُمْ وَإِنِّي أَعِنْدُهُمْ بِكَ وَذَرِّيْتُهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

٤١٩٢ آবادুল্লাহ ইবন মাসলামা (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াতটি—**হু দ্বারা আয়াতের প্রতি অন্যগুলো ক্রপক; যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা ক্রপক তার অনুসরণ করে।** আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জানে সুগভীর, তাঁরা বলেন, আমরা এসব বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যক্তিত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৩ : ৭) পাঠ করলেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন যে, যারা মুতাশাবাহাত আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে তাদের কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আল্লাহর বাণীঃ  
وَإِنِّي أَعِنْدُهُمْ بِكَ وَذَرِّيْتُهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ — অভিশঙ্গ শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ ও আশ্রয় চাচ্ছি। (৩ : ৮)

(৩৬)

٤١٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ مَا مِنْ مُولَودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسِهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرِيمٌ وَابْنَهَا ، لَمْ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَفْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنِّي أَعِنْدُهُمْ بِكَ وَذَرِّيْتُهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

٤١٩৪ آবادুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (রা) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেন, প্রত্যেক নবপ্রসূত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করেই। যার ফলশ্রুতিতে শয়তানের স্পর্শমাত্র সে চীৎকার করে উঠে। কিন্তু মরিয়ম (আ) ও তাঁর পুত্র ইস্মাইল (আ)-কে পারেনি। তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহলে পড় ৪. بাব ফুরি : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِقُونَ بِعَمَدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ لَمْنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ

لَهُمْ لَا خِيْرٌ ، أَلِيمٌ مُّؤْلِمٌ مُّوجِعٌ مِّنَ الْأَلْمِ وَفُوْ فِي مَوْضِعٍ مُّقْلِبٍ -

۲۷۱۰. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিক্রিয়া এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। ” (৩ : ۹۹) — কোন কল্যাণ নেই খ্লাচ’— এর আকৃতিতে আল’ থেকে গঠিত। অর্থাৎ জালাময়ী।

٤١٩٢ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ خَلَفَ يَمِينَ صَبَرٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضِيبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِ ثُمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ إِلَى أُخْرِ الْأَيَّةِ . قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَلَّنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِي أُنْزَلَتِ لِي يَتَرَفَّ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي قَالَ النَّبِيُّ (ص) بَيْتَكَ أَوْ يَمِينَهُ فَقَلَّتْ إِذَا يَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبَرٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضِيبٌ -

۴۱۹۳ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আস্তান করার উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ত্রুটি থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ..... فِي الْأَخْرَةِ ..... فَرْنَاكারী বললেন, এরপর আশআস ইবন কায়েস (র) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান (রা) তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছে। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাত ভাইয়ের এলাকায় আমার একটি কৃপ ছিল। এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে নবী (সা) বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ উপস্থাপন করবে নতুনা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো শপথ করে বসবে। অন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পত্তি হরণ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহর সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহই তার উপর ত্রুটি থাকবেন।

٤١٩٤ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ مُوَابُ بْنُ هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ فَحَلَّ فِيهَا لَذَّ أَعْطَلَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ لِيُرْقَعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَّلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِ ثُمَّا قَلِيلًا إِلَى أُخْرِ الْأَيَّةِ -

**৪১৯৪** آلیٰ (ر) ..... آবادنلّاہٗ ایٰ بن آبُو آفَّا (رَا) خٰلِقِ کتاب کے بارے میں، اک بخششی کارل اور مسلمانوں کے آٹک کارا جن نے شپخت سہکارے پڑھ کرل یہ، اور یہ ملّت دعویٰ کا کثہ ہے اور یہ ادھیک دیتے کوئی کھڑتا رہی ہے۔ تاہم اسی آیات ناہیں ہل ہے :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِفُونَ إِلَيْهِ

**٤١٩٥** حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٰ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤَدَ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيقَةَ أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي النَّبِيِّ أَوْ فِي الْحُجَّةِ فَخَرَجَتِ اِحْدَاهُمَا وَقَدْ اُغْنِدَ بِاِشْفَاعِ فَائِدَتِهَا عَلَى الْآخَرِي فَرَفَعَ إِلَيْهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَوْ يُعْطِي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكَرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَأُوا عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ فَذَكَرُوهَا فَاعْتَرَفُتْ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ (ص) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَّعِ عَلَيْهِ

**৪১৯৫** নসর ইবন আলী (র) ..... ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুই বিন্দ হয়ে তাদের একজন বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনের বিশেষে সুই ফুটিয়ে দেয়ার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইবন আবুআস (রা)-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি শুধুমাত্র দাবির উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবি পূরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদের আল্লাহর নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত করীমা তার সম্মুখে পাঠ কর। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইবন আবুআস (রা) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শপথ করা বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য।

فَلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا  
تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ ، سَوَاءٌ قَصْدٌ

২৩১। অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: তুমি বল, হে কিতাবিগণ! এস সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি (৩: ৬৪)। অর্থ সঠিক ও ন্যায়।

**٤١٩٦** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَعْمَرٍ \* وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْبَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْتَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْوَ سَفِيَّانَ مِنْ فِيهِ إِلَيْهِ قَالَ اِنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ فَبَيْنَنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جَيَءْ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ (ص) إِلَيْهِ هَرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَيْ

عَظِيمٌ بُصْرَىٰ ، فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ بُصْرَىٰ إِلَى هِرَقْلٍ ، قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِّنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فَدَعَيْتُ فِي نَفْرٍ مِّنْ قُرْيَشٍ ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلٍ ، فَاجْلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسْبًا مِّنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ فَقَلَّتْ أَنَا فَاجْلَسْوْنِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَاجْلَسْوْا أَصْحَابِيْ خَلْفِيْ ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجِمَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ لَهُمْ أَنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ (ص) فَإِنْ كَذَبْتَنِي فَكَذَبْتُهُ ، قَالَ أَبُو سَفْيَانَ وَإِنَّ اللَّهَ لَوْلَا أَنْ يُؤْتِنَا عَلَى الْكِتَبِ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجِمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبَهُ فِينَكُمْ؟ قَالَ قَلَّتْ هُوَ فِينَا نُوْ حَسَبَ ، قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ قَلَّتْ قَالَ فَهَلْ كُنْتُ شَهِمُونَةً بِالْكِتَبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قَلَّتْ لَا ، قَالَ أَتَيْتُهُ أَشْرَافَ النَّاسِ أَمْ ضَعْفَاؤُهُمْ؟ قَالَ قَلَّتْ بَلْ ضَعْفَاؤُهُمْ ، قَالَ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ قَلَّتْ لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ مَلِكٌ يَرْتَدُ أَحَدَ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ قَلَّتْ لَا ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمْهُ؟ قَالَ قَلَّتْ نَعَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ أَيُّاهَا؟ قَالَ قَلَّتْ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصْبِبُ مِنَا وَيُصْبِبُ مِنْهُ ، قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ قَلَّتْ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَغْدِرُ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْكَنْتَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ ، قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَلَّتْ لَا ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجِمَانِهِ قُلْ لَهُ أَنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِينَكُمْ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ فِينَكُمْ نُوْ حَسَبَ ، وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تَبَعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ وَهَلْ كَانَ فِي أَبَائِهِ مَلِكٌ فَرَأَيْتُ أَنَّ لَا ، فَقَلَّتْ لَوْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مَلِكٌ ، قَلَّتْ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكَ أَبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ اِتَّبَاعِهِ أَضْعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ فَقَلَّتْ بَلْ ضَعْفَاؤُهُمْ وَهُمْ اِتَّبَاعُ الرَّسُولِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ شَهِمُونَةً بِالْكِتَبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدِعُ الْكِتَبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ عَلَى اللَّهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ لَا ، وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ حَتَّى يَمِّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمْهُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنْالُ مِنْكُمْ وَتَتَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تَبَعَثُ لَيْسَ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ لَا يَغْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلُ قَبْلَهُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ لَا ، فَقَلَّتْ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ ، قَلَّتْ رَجُلٌ أَنْتُمْ بِقَوْلٍ قَبْلَهُ ، قَالَ بِمِيْ يَأْمُرُكُمْ ، قَالَ قَلَّتْ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزُّكَارِ وَالصَّلَاةِ وَالعَفَافِ ، قَالَ أَنْ يَكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظْنَهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي

أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَا حَبَّبَتْ لِقَاءً ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغْسَلٌ عَنْ قَدْمَيْهِ وَلَيَلْفَغُ مَلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدْمَيْهِ ، قَالَ فَدَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّؤُمِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَائِيَّةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ شَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللَّهُ أَجْرُكَ مَرْتَبَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّتِ فَإِنْ عَلَيْكَ أَئْمَانُ الْأَرْسَيْسِيْنِ ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ ، إِلَى تَوْلِهِ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ الْلُّغْطُ ، وَأَمْرَيْنَا فَأَخْرِجْنَا . قَالَ فَقَلَّتْ لِأَصْنَاحَابِيِّ حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمْرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبِشَةَ أَنَّهُ لِيَخَافَهُ مَلْكُ بَنِيِّ الْأَصْفَرِ ، فَمَا زَلَتْ مُوْقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخُلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ الزُّفْرَى : فَدَعَا هِرَقْلَ عَظِيمَ الرُّؤُمِ فَجَمَعُهُمْ فِي دَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّؤُمِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشِيدِ أَخْرَى الْأَبْدَى وَأَنْ يَتَبَتَّ لَكُمْ مُلْكُكُمْ ، قَالَ فَحَاصَنُوا حِينَهُ حُمْرُ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ فَقَالَ عَلَىٰ بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا إِخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ .

**৪১৯৬** ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) আমাকে সামনাসামনি হাদীস শনিয়েছেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাদের আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদে আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। তখন নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে হিরাক্রিয়াসের নিকট একখানা পত্র পৌছান। দাহইয়াতুল কালবী এ চিঠিটা বসরাধিপতিকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরাক্রিয়াসের নিকট পৌছিয়ে দিলেন। পত্র পেয়ে হিরাক্রিয়াস নবীর দাবিদার ব্যক্তির গোত্রস্থিত কেউ এখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, হ্যাঁ আছে। কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে ডাকা হলে আমরা হিরাক্রিয়াসের নিকট গেলাম এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। এরপর তিনি বললেন, নবীর দাবিদার ব্যক্তির তোমাদের মধ্যে নিকটতম আজীয় কে? আবু সুফিয়ান বলেন, উত্তরে বললাম আমিই। তারা আমাকে তাদের সম্মুখে এবং আমার সাথীদেরকে আমার পেছনে বসালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন এবং বললেন, এদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি নবীর দাবিদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যদি আমার নিকট মিথ্যা বলে তোমরা তার মিথ্যাচারিতা ধরিয়ে দেবে। আবু সুফিয়ান বলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যাক প্রমাণের আশংকা না থাকত তাহলে আমি মিথ্যা বলতামই। এরপর দোভাষীকে বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তির বংশীয় মর্যাদা কেমন? আবু সুফিয়ান বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে অভিজাত বংশের অধিকারী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর

সাম্প্রতিক বঙ্গবের পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাচারের অপবাদ দিতে পেরেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সন্তান্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বলগণ? আমি বললাম, বরং দুর্বলগণ। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না ত্রাস পাচ্ছে। আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ কি ধর্ম ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করেছে কি? বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম, আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল হলঃ একবার তিনি জয়ী হন, আর একবার আমরা জয়ী হই। তিনি বললেন, তিনি প্রতিশ্রদ্ধিত ভঙ্গ করেন কি? বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা একটি সঞ্চির মেয়াদে আছি। দেখি এতে তিনি কি করেন। আবৃ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ এর সাথে আর অতিরিক্ত কিছু বঙ্গব্য সংযোজন করার সাহস আমার ছিল না। বললেন, তাঁর পূর্বে আর কেউ কি এমন দাবি করেছে? বললাম, না। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন যে, একে জানিয়ে দাও যে আমি তোমাকে তোমাদের সাথে সে ব্যক্তির বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারপর তুমি বলেছ যে, সে আমাদের মধ্যে কুলীন। তদ্দুপ রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কিনা? তুমি বলেছ ‘না’। তাই আমি বলছি যে, যদি তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতেন তাহলে বলতাম, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, দুর্বলগণ তাঁর অনুসারী, না সন্তানগণ? তুমি বলেছ, দুর্বলগণই। আমি বলেছি যে, যুগে যুগে দুর্বলগণই রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এ দাবির পূর্বে তোমরা কখনও তাঁকে মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ যে, না। তাতে আমি বুঝেছি যে, যে বক্তি প্রথমে মানুষদের সাথে মিথ্যাচার ত্যাগ করেন, তারপর আল্লাহর সাথে মিথ্যাচারিতা করবেন, তা হতে পারে না। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলেছি, ঈমান যখন অন্তরের অন্তর্হলে একবার প্রবিষ্ট হয় তখন এ রকমই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুসারীরা বৃদ্ধি পাচ্ছে না ত্রাস পাচ্ছে? তুমি বলেছ, ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বলেছি, ঈমান পূর্ণতা লাভ করলে এ অবস্থাই হয়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ কি? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ করেছ এবং তাঁর ফলাফল হচ্ছে পানি উত্তোলনের বালতির ন্যায়। কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জয়লাভ কর। এমনিভাবেই রাসূলদের পরীক্ষা করা হয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় তাদের পক্ষেই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। তদ্দুপ রাসূলগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ এ দাবি উথাপন করেছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলি যদি কেউ তাঁর পূর্বে এ ধরনের দাবি করে থাকত তাহলে আমি মনে করতাম এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দাবির অনুসরণ করছে। আবৃ সুফিয়ান বলেন,

তারপর হিরাক্সিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমাদের কি কাজের নির্দেশ দেন? আমি বললাম, নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আঞ্চলিক রক্ষা করতে এবং পাপাচারিতা থেকে পবিত্র থাকার নির্দেশ দেন। হিরাক্সিয়াস বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নবী (সা), তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌছবার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাতকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করবে।

আবু সুফিয়ান বলেন, তারপর হিরাক্সিয়াস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে বললেন। চিঠির বক্তব্য এই :

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্সিয়াসের প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বিতীয় প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার উপর নিপতিত হবে। হে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুতেই তাঁর সাথে শরীক না করি। আর আমাদের একে অন্যকে আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।

যখন তিনি পত্র পাঠ সমাপ্ত করলেন চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জন বৃদ্ধি পেল। তারপর তাঁর নির্দেশে আমাদের বাইরে নিয়ে আসা হল। আবু সুফিয়ান বলেন, আমরা বেরিয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আবু কাবশার সন্তানের ব্যাপারে তো বিস্তর প্রভাব লাভ করেছে। রোমীয় রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁকে ভয় পায়। তখন থেকে আমার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীন অতি সত্ত্বর বিজয় লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, তারপর হিরাক্সিয়াস রোমের নেতৃবৃন্দকে ডেকে একটি কক্ষে একত্রিত করলেন এবং বললেন, হে রোমকগণ! তোমরা কি আজীবন সৎপথ ও সফলতার প্রত্যাশী এবং তোমাদের রাজত্ব অটুট থাকুক? এতে তারা তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বন্য-গর্দভের ন্যায় পলায়নরত হল। কিন্তু দরজাগুলো সবই বঙ্গ পেল। এরপর বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সবাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি তাদের সবাইকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের ধর্মের উপর তোমাদের আস্থা কতটুকু আছে তা আমি পরীক্ষা করলাম। আমি যা আশা করেছিলাম তা তোমাদের থেকে পেয়েছি। অনন্তর সবাই তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকল।

২৩১২. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ সে সবকে সরিষে অবহিত (৩ : ৯২)

٤١٩٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْلَحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ اتْصَارِيَ بِالْمَدِينَةِ نَخْلًا ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِ إِنْفَانِهِ بِيرْحَاءً وَكَانَتْ مُسْتَقِبَةً لِلْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْخُلُهَا وَيَشْرُبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَبِيبٍ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ : لَئِنْ تَنَاهُوا الْبَرُّ حَتَّى تَتَفَقَّهُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . قَامَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : لَئِنْ تَنَاهُوا الْبَرُّ حَتَّى تَتَفَقَّهُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بِيرْحَاءٍ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُوْبِرَهَا وَذَخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَعَصَمُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حِيثُ أَرَاكَ اللَّهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَنْ ذَلِكَ مَالٌ رَأِيْعٌ ذَلِكَ مَالٌ رَأِيْعٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلَّتْ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلُهَا فِي الْأَقْرَبَيْنِ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْارِبِهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ \* قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ فَدَعَ بْنَ عَبَادَةَ ، ذَلِكَ مَا رَأِيْعٌ .

৪১৯৭ ইসমাইল (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, মদীনা মনোয়ারায় আবু তালহা (রা)-ই অধিক সংখ্যক খেজুর বৃক্ষের মালিক ছিলেন। তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি ছিল “বীরাহা” নামক বাগান। আর তা ছিল মসজিদের সন্মুখে। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে এসে সেখানকার (কৃপের) সুমিষ্ট পানি পান করতেন। যখন আয়াতটি নায়িল হল, তখন আবু তালহা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলছেন, “তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।” (৩ : ৯২) আমার সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি বীরাহা। এটা আল্লাহর ওয়াষ্তে আমি দান করে দিলাম। আমি আল্লাহর নিকট পুণ্য ও সংশয় চাই। আল্লাহ আপনাকে যেখানে নির্দেশ দেন আপনি সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বাহ! শুটি তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, ওটা তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। তুমি তা তোমার নিকট-আজ্ঞায়কে দিয়ে দাও, আমি এ রায় দিচ্ছি। আবু তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা করব। তারপর আবু তালহা (রা) সেটা তাঁর চাচাত ভাই-বোন ও আজ্ঞায়দের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ ও ইবন উবাদাহ (রা)-এর বর্ণনায় “ওটা তো লাভজনক সম্পত্তি” বলে উল্লিখিত হয়েছে।

৪১৯৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ مَالٌ رَأِيْعٌ -

৪১৯৮ ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি মালিক (র)-এর নিকট —“ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ” পড়েছি।”

٤١٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ نَعْمَانَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَهُ لِلْحَسَانِ وَأَبْغَرَ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَتَمْ يَجْعَلُ لِي مِنْهَا شَيْئًا -

৪১৯৯] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) ..... আনস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরপর আবু তালহা (রা) হাস্সান ইবন সাবিত এবং উবায় ইবন কাআবের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আমি তাঁর নিকটাঞ্চীয় ছিলাম। কিন্তু আমাকে তা থেকে কিছুই দেননি।

২২১২ . بَابُ قَوْلِهِ قُلْ فَاتُوا بِالتَّورَةِ فَاقْتُلُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

২৩১৩. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ : ৯৩)

٤٢٠٠ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَنَبِّرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضِمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَيَّ الشَّرِيفِ (ص) بِرَجْلِ مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ قَدْ زَنَّيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نَحْمِمُهُمْ وَنَتَسْرِبُهُمْ فَقَالَ لَا تَجِدُونَ فِي التَّورَةِ الرُّجْمَ فَقَاتُوا لَا تَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَ كَذَبْتُمْ فَاتُوا بِالتَّورَةِ فَاقْتُلُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، فَوَضَعَ مِذْرَاسُهُ الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَهُ عَلَى أَيَّةِ الرُّجْمِ فَطَفَقَ يَقْرَأُ مَا تَوْنَ يَدِهِ وَمَا وَرَأَهَا وَلَا يَقْرَأُ أَيَّةً الرُّجْمِ فَنَزَعَ يَدُهُ عَنْ أَيَّةِ الرُّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَاتُوا هِيَ أَيَّةُ الرُّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائزِ عِنْدَ يَجْنَبِ الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَبُ عَلَيْهَا يَقْيِنُهَا الْحِجَارَةَ -

৪২০০] ইব্রাহীম ইবন মুনফির ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, ব্যভিচারে লিখ হয়েছে এমন দু'জন পুরুষ ও মহিলা নিয়ে ইহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। নবী (সা) তাদের বললেন, তোমাদের ব্যভিচারীদেরকে তোমরা কিভাবে শাস্তি দাও? তারা বলল, আমরা তাদের চেহারা কালিমালিখ করি এবং তাদের প্রহার করি। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপের বিধান পাও না? তারা বলল, আমরা তাতে এতদসম্পর্কিত কোন কিছু পাই না। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাত আন এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তা পাঠ কর। এরপর তাওরাত পাঠের সময় তাদের পশ্চিত-পাঠক প্রস্তর নিক্ষেপ বিধির আয়াতের উপর স্থির হন্ত রেখে তা থেকে কেবল পূর্ব ও পরের অংশ পড়তে লাগল। রজমের<sup>১</sup> আয়াত পড়েছিল না। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তার হাতটি তুলে ফেলে বললেন, এটা কি? যখন তারা পরিস্থিতি বেগতিক দেখল তখন বলল, এটি রজমের আয়াত। অন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। এবং মসজিদের পার্শ্বে জানায়াগাহের<sup>২</sup> নিকটে উভয়কে 'রজম' করা হল।

১. প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শাস্তির আয়াত

২. যেখানে মৃত ব্যক্তিকে জানায়া দেয়া হয়।

ইবন উমর (রা) বলেন, আমি সেই পুরুষটিকে দেখেছি যে নিজে মহিলার উপর উপড় হয়ে তাকে প্রস্তরাঘাত হতে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

### ২২১৪ . بَابُ قُولِيهِ : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ

২৩১৪. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে (৩ : ১১০)

**৪২০১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ ، قَالَ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ ، تَأْتُنَّ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ -

**৪২০১** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) ..... আয়াত সম্পর্কে বলেন, মানুষের জন্যে মানুষ কল্যাণজনক তথনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে। এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে।

### ২২১৫ . بَابُ قُولِيهِ : إِذْ هَمْتَ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا

২৩১৫. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের অভিভাবক (৩ : ১২২)

**৪২০২** حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَزَّلْتُ : إِذْ هَمْتَ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ، قَالَ نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنْوَ حَارِثَةَ وَبَنْوَ سِلْمَةَ وَمَا نُحِبُّ وَقَالَ سُفِّيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسْرُنِي أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا -

**৪২০২** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই আয়াতটি আমাদেরকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দু'দল বনী হারিছা আর বনী সালিমা। যেহেতু এ আয়াতে “وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا” উল্লেখ আছে, সেহেতু এটা অবতীর্ণ না হোক তা আমরা পছন্দ করতাম না। সুফিয়ান (র)-এর এক বর্ণনায় —‘আমাকে ভাল লাগেনি’ আছে।

### ২২১৬ . بَابُ قُولِيهِ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

২৩১৬. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই (৩ : ১২৮)

٤٢٠٣ حَدَّثَنَا حِبْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنِ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنِ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَانْزَلْ اللَّهُ لَنَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ \* رَوَاهُ اسْتَخْرُجُ بْنُ رَأْشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৪২০৩ হিকান (র) ..... সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে ঝুঁক থেকে মাথা তুলে 'সামিআল্লাহ' লিমান হামিদা, রাবানা ওয়ালাকাল হামদ'। বলার পর এটা বলতেন : হে আল্লাহ! অমুক, অমুক এবং অমুককে লানত<sup>১</sup> দিন। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন। নিস লক মি আম্র শইء ও যেতুব উলিম ও যেতুব ফাইম। তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা জালিম।<sup>২</sup> (৩ : ১২৮) ইসহাক ইব্ন রাশিদ (র) ইমাম যুহরী (র) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

٤٢٠٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوا عَلَىٰ أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوا لِأَحَدٍ قَنَّتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرِبِّمَا قَالَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ اনْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ مِشَامَ وَعِيَاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَائِكَ عَلَىٰ مُضَرٍّ وَاجْعَلْهَا سَيِّئَنَ كَسِّيَّ يُوْسُفَ ، يَجْهَرْ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا ، لَا حَيَاءَ مِنِ الْعَرَبِ حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَلَا يَا -

৪২০৪ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কারো জন্যে বদদোয়া অথবা দোয়া করার মনস্ত করতেন, তখন নামাযের ঝুঁকুর পরেই কুন্তে নাযিল<sup>৩</sup> পড়তেন। কখনো কখনো সামিআল্লাহ লিমান হামিদা, আল্লাহহ্যা রাবানা লাকাল হামদ বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সালিম ইব্ন হিশাম এবং আইয়াশ ইব্ন আবু রাবিয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তিকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষে ঝপাঞ্চরিত করে দিন। নবী (সা) এ কথাগুলোকে উচ্চবরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি আরব গোত্রের নাম উল্লেখ করে ফজরের নামাযে বলতেন, হে আল্লাহ! অমুক এবং অমুককে লানত দিন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :<sup>৪</sup>

১. আল্লাহ তা'আলা প্রশংসকারীর প্রশংসা শোনেন। হে প্রভু তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা।

২. অভিশাপ।

৩. অত্যাচারী।

৪. বদদোয়া ও হিফজতের জন্য অবতারিত দোয়া।

٢٢١٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ مِنْ أَخْرَاكُمْ ، وَمُؤْ تَائِيْتُ أُخْرِيْكُمْ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِحْدَى الْحُسْنَيَّيْنِ فَتَحَّا أَوْ شَهَادَةً -

২৩১৭. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ রাসূল (সা) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহত করছিলেন। এর জীলিঙ্গ অপরাহ্ন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দু' কল্যাণের একটি, এর অর্থ হলো বিজয় অথবা শহীদ হওয়া।

٤٢٠٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهْرَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ (ص) عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أَحْدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَبَّيرٍ فَاقْبَلُوا مُتَهَزِّئِينَ فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوكُمُ الرَّسُولُ مِنْ أَخْرَاكُمْ ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) غَيْرَ أَنْتِي عَشَرَ رَجُلًا -

৪২০৫ আমর ইবন খালিদ (র) ..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) পদাতিক বাহিনীর উপর আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-কে সেনাপতি নির্ধারণ করেন। এরপর তাদের কতক পরাজিত হলে পালাতে লাগল, এটাই হল, রাসূল (সা) যখন তোমাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। মাত্র বারজন ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে ছিলেন না।

٢٢١٨ . بَابُ قَوْلِهِ : أَمْنَةُ نُعَاصِي

২৩১৮. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী : “প্রশংসি তন্ত্রাকরণে”।

٤٢٠٦ حَدَّثَنَا اسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسْنَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانَ عَنْ شَيْأَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ غَشِّيْتَا النُّعَاصِ وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ أَحْدٍ ، قَالَ فَجَعَلَ سَيِّفِيْ  
يَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَأَخْدُهُ وَيَسْقُطُ وَأَخْدُهُ -

৪২০৬ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু তালহা (রা) বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন আপন আপন সারিতে ছিলাম। তন্ত্র আমাদের আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। তিনি বলেন, আমার তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, আর আমি তা উঠাচ্ছিলাম, আবার পড়ে যাচ্ছিল, আবার আমি উঠাচ্ছিলাম।

٢٢١٩ . بَابُ قَوْلِهِ : الَّذِينَ اسْجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْفَرَاجَ  
الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرًا عَظِيمًا ، الْفَرَاجُ الْجِرَاجُ اسْتَجَابُوا أَجَابُوا  
يَسْتَجِيبُ يُجِيبُ

২৩১৯. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ যখন হওয়ার পরও যারা আল্লাহর ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য

মহাপুরকার রয়েছে। (৩ : ১৭২) - استَجَابُوا - يَخْرُجُ . ডাকে সাড়া দিন - يَسْتَجِيبُ . সাড়া দেয়

২২২. بَابُ قُولِهِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ أَلْيَةً

২৩২৩. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে (৩ : ১৭৩)

৪২০. حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَرَأَهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضْحَى عَنْ أَبْنِ عَيَّاْسٍ حَسِّبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ الْقِيَّ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ (ص) حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسِّبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ .

৪২০৭. আহমদ ইবন ইউনুস (র) ..... ইবন আবুআস (রা) থেকে বর্ণিত, ইব্রাহীম (আ) বলেছিলেন, যখন তিনি অগ্নিতে নিষ্কিঞ্চ হয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, “তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর কিন্তু এটি তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল “আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উন্নম কর্ম বিধায়ক” ( ৩ : ১৭৩ )

৪২০. حَدَثَنَا مَالِكٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضْحَى عَنْ أَبْنِ عَيَّاْسٍ قَالَ كَانَ أَخْرَى قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ حِينَ الْقِيَّ فِي النَّارِ حَسِّبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ .

৪২০৮. মালিক ইবন ইসমাইল (র) ..... ইবন আবুআস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) যখন অগ্নিতে নিষ্কিঞ্চ হয়েছিলেন তখন তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল : حَسِّبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ “আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট” তিনি কত উন্নম কর্ম বিধায়ক।

২২২। بَابُ قُولِهِ : وَلَا يَخْسِبُنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ بِمَا أَنَّا هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْأَيْةُ سَيْطُوقُونَ كَثُولِكَ طَوْتَهُ بِطْفَرِ

২৩২১. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্যে তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্যে অঙ্গভূত। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিম্বামতের দিন তা তাদের গলার বেড়ি হবে, আসমান এবং যমীনের হত্তাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। (তাকে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি)-এর ন্যায় (তাকে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি) আরবী বাক সীটুকুন্দ ! (৩ : ১৮০)

৪২০. حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْبِرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَقُلْ يُؤْدِي زَكَاتَهُ مُثْلِهُ مَا لَهُ شُجاعًا أَفْرَغَ لَهُ زَبِيتَانِ يُطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمِتِهِ يَغْنِي بِشِدْقِتِهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ ، لَمْ تَلَأْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى أُخْرِ الْآيَةِ -

৪২০৯ **আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)** ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দেন, তারপর সে তার যাকাত পরিশোধ করে না — কিয়ামত দিবসে তার ধন-সম্পদকে তার জন্যে লোমবিহীন কালো-চিঙ্গ বিশিষ্ট সর্পে রূপান্তরিত করা হবে এবং তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। মুখের দু'ধার দিয়ে সে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, 'আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সম্পদ'। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন  
وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.....

২২২ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَقْتَلُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوكُمْ أَذْنِي كَثِيرًا

২৩২২. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশ্রিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শনবে ( ৩ : ১৮৬ )

৪২১ **حدَثَنَا أبو اليَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطْبِيَّةِ فَدَكَيْهِ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدَ وَرَأَهُ يَعْوَذُ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ فِي بَنَى الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْذَاجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَبْنَ سَلْوَلَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَادِاً فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَطَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَ الْمَجْلِسُ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ حَمَرَ عَبْدُ أَبِي أَنْفَهِ بِرَدَانَهُ، ثُمَّ قَالَ لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَبْنَ سَلْوَلَ أَيُّهَا الْمَرَةُ أَنَّهُ لَا أَحْسَنُ مِمَّا تَقُولُ، إِنْ كَانَ حَقًا، فَلَا تُؤْذِنِنِي بِهِ فِي مَجَlisِنَا، ارْجِعْ إِلَيْسِنَا، فَأَغْشَنَا بِهِ فِي مَجَlisِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بِلَسِي يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَأَغْشَنَا بِهِ فِي مَجَlisِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَانُوا يَتَأَوَّفُونَ فَلَمْ يَرْزِلِ النَّبِيُّ (ص) يُخْصِّصُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ (ص) دَائِبَتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو**

حَبَابٌ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اصْنَطَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحِيرَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَجُّهُ فَيَعْصِيُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَّا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) وَأَصْحَابُهُ يَغْفِفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا أَمْرَمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذْنِي، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنِ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْنِي كَثِيرًا الْأُذْنِي، وَقَالَ اللَّهُ وَدَكَثِيرًا مِنِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرِيَوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، إِلَى أُخْرِ الْأُذْنِي، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمْرَهُ اللَّهُ بِهِ، حَتَّى أَذْنَ اللَّهِ فِيهِمْ فَلَمَّا غَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَذْرًا، فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، قَالَ أَبْنُ أَبِي ابْنِ سَلْوَنْ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةِ الْأَوْثَانِ، هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبِإِيمَانِ الرَّسُولِ (ص) عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا.

**৪২১০** আবুল ইয়ামান (র) ..... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করেছিলেন, একটি ফদকী চাদর তাঁর পরনে ছিল। উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে তাঁর পেছনে বসিয়েছিলেন। তিনি বনী হারিছ ইবন খায়রায গোত্রে অসুস্থ সাদ ইবন উবাদাহ (রা)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। বর্ণনাকারী বলেন যে, যেতে যেতে নবী (সা) এমন একটি মজলিসের কাছে পৌছলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবন উবায় বিন সালুলও ছিল — সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মজলিসে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমা পূজারী এবং ইহুদী সকল প্রকারের শোক ছিল এবং তথায় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। জন্মুর পদধূলি যখন মজলিস ছেয়ে ফেলল, তখন আবদুল্লাহ ইবন উবায় আপন চাদরে নাক ঢেকে ফেলল। তারপর বলল, আমাদের এখানে ধূলো উড়িয়ো না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এদেরকে সালাম করলেন। তারপর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন মজীদ পাঠ করলেন। আবদুল্লাহ ইবন উবায় বলল, এই লোকটি! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে উন্নত কিছুই নেই। তবে আমাদের মজলিসে আমাদেরকে জুলাতন করবে না। তুমি তোমার তাঁবুতে যাও। যে তোমার কাছে যাবে তাকে তুমি তোমার কথা বলবে। অনন্তর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসে এগুলো আমাদের কাছে বলবেন, কারণ আমরা তা পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদীরা পরম্পর গালাগালি শুরু করল। এমনকি তারা মারামারিতে লিঙ্গ হওয়ার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে থামাচ্ছিলেন। অবশেষে তারা ধামলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্মুর পিঠে আরোহণ করে রওয়ানা দিলেন এবং সাদ ইবন উবাদাহ (রা)-এর কাছে গেলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, হে সাদ! আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন উবায় কি বলেছে, তুম শুনেছ কি! সে এমন বলেছে। সাদ ইবন উবাদাহ (রা) বললেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। তার দিকে ভৃক্ষেপ করবেন না। যিনি আপনার উপর কিতাব নায়িল করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনার উপর যা নায়িল করেছেন তা সত্য। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তাকে শাহী টুপী পরাবে এবং নেতৃত্বের শিরস্ত্রাণে ভূষিত করবে। যখন আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রদানের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা অঙ্গীকার করলেন তখন সে ক্রুক্ষ ও ক্ষুক্ষ হয়ে উঠে এবং আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছে যা আপনি দেখেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণ (রা) মুশরিক এবং কিতাবীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের জ্ঞালাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে (৩ : ১৮৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, “তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ইমান আনার পর দীর্ঘামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (২ : ১০৯)

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক নবী করীম (সা) ক্ষমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদরের যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফের কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করলেন তখন ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল তার সঙ্গী মুশরিক ও প্রতিমা পূজারিয়া বলল, এটাতো এমন একটি ব্যাপার যা বিজয় লাভ করেছে। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইসলামের বায়আত করে জাহেরীভাবে ইসলাম গ্রহণ করল।

بَابُ قُولِهِ : لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْتُمْ أَلْيَةٌ ۝ ۲۲۲

২৩২৩. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কার্যের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে যুক্তি পাবে, একেপ আপনি কখনো মনে করবেন না। তাদের জন্যে মর্মস্তুদ শাস্তি রয়েছে (৩ : ১৮৮)

[ ৪ ] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَّرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الْفَزْوَةِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرَحُوا بِمَغْدِمِهِ خَلَافَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَعَنَّتُوْا إِلَيْهِ وَلَحَفُوا وَأَبَجُوا أَنْ يَحْمِلُوا بِمَا لَمْ يَفْطُلُوا فَنَزَّلَتْ لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ الْأَيْةَ .

৪২১১] সাইদ ইব্ন আবু মারয়াম ..... আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তিনি যখন যুক্তে বের হতেন তখন কিছু সংখ্যক মুনাফিক ঘরে বসে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে

যাওয়ার পর বসে থাকতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করত। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে শপথ সহকারে অঙ্গমতা প্রকাশ করতো এবং যা করেনি তার জন্যে প্রশংসিত হওয়াকে ভালবাসত।  
**لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ الْأَيَّةُ**

**٤٢١٢** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيْكَةَ أَنْ عَلْقَةَ بْنَ وَقَاصِ أَخْبَرَهُ أَنْ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ إِذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَنْ كَانَ كُلُّ أَمْرٍ فِرَحٌ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبُّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعُلْ مَعْذِلًا لَيْعَذِلَنَّ أَجْمَعُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِمَذِهَّ إِلَّا مَا دَعَا النَّبِيُّ (ص) يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ أَيْاًهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرَهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلُوكُمْ ، وَفَرَحُوا بِمَا أُوتِيُوا مِنْ كِتَابِنِهِمْ ، ثُمَّ قَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْيَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلُهُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتِيُوا وَيَبْحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج -

৪২১২ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) ..... আলকামা ইব্ন ওয়াকাস অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (র) তাঁর দারোয়ানকে বললেন, হে নাফি! তুমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে বল, যদি প্রাণ বস্তুতে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হতে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিই শান্তি প্রাপ্ত হয় তাহলে তাৎক্ষণ্যে মানুষই শান্তিপ্রাপ্ত হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানো হচ্ছে একটা অবাস্তর ব্যাপার। একদা নবী (সা) ইহুদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদস্ত্রেও তারা প্রদৃষ্ট উচ্চরের বিনিময়ে প্রশংসা লাভের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্যে উল্ল্লিঙ্কিত হয়েছিল। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন—**وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْيَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.....يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتِيُوا.....**—**وَيَبْحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا**—“শরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রজ্ঞান্তি নিয়েছিলেন, তোমরা এটা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। অতএব তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি এমন কাজের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শান্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং তুমি কখনও মনে করো না, তাদের জন্যে মর্মস্তুদ শান্তি রয়েছে (৩ : ১৮৭-১৮৮)। বর্ণনাকারী আবদুর রায়যাক (র) ইব্ন জুরায়য (র) থেকে অনুৰূপ বর্ণনা করেছেন।

**٤٢١٣** حَدَّثَنَا ابْنُ مَعَاتِلٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيْكَةَ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ مَرْوَانَ بِهَا -

৪২১৩ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... হমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ٢٢٤ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ

২৩২৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পর্ক লোকের জন্যে (৩ : ১৯০)

**٤٢١٤** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَمَرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةً ، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ قَعَدَ قَنْطَنْظَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لَّوْلَى الْأَلْبَابِ : ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ، فَصَلَّى أَحَدَى عَشْرَةِ رَكْعَةَ ، ثُمَّ أَذَنَ بِلَأْلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ -

**৪২১৪** সাইদ ইবন আবু মারযাম (র) ..... ইবন আবুআস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আমার খালাস্তা হয়রত মায়মুনা (রা)-এর কাছে রাত্রি যাপন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পরিবারবর্গের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আসমানের প্রতি তাকিয়ে পাঠ করলেন এবং আসমানের প্রতি তাকিয়ে পাঠ করলেন এবং আসমানের প্রতি তাকিয়ে পাঠ করলেন। এরপর দাঁড়ালেন এবং ওয়ু করে মিসওয়াক করে এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর হয়রত বিলাল (রা) আযান দিলে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

## ٢٢٥ . بَابُ قَوْلِهِ : الَّذِينَ يَذْكُرُنَّ اللَّهَ قِبَلًا وَقَعْدًا فَعَلَى جَنَاحِيهِمْ وَيَتَكَبَّرُنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

২৩২৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং উয়ে আল্লাহকে শ্বরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সহকে চিন্তা করে (৩ : ১৯১)

**٤٢١٥** حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةً ، فَقَلَّتْ لَأَنْظَرْنِ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَطَرَحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وِسَادَةً ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي طَوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْأَيَاتِ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ أَلِّ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ، ثُمَّ آتَى شَنَّا مُلْقَاهُ ، فَأَخَذَهُ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ يُعْصِيَ ، فَقَعَتْ مَصْنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ جِئَتْ فَقَعَتْ إِلَى جَنَابِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِيْ ، ثُمَّ أَخَذَ بِأَذْنِيْ فَجَعَلَ يَفْتَلَهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ،

لَمْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ أُوتِرْ

৪২১৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্�ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালাম্বা মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করি। আমি মনে স্থির করলাম যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায আদায় করা দেখব। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য একটি বিছানা বিছিয়ে দেয়া হল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেটার লস্বালস্বি দিকে নিদামগ্ন হলেন। এরপর জাগ্রত হয়ে মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে লাগলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করে তা সমাপ্ত করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের পানিপাত্রের নিকটে এসে তা নিলেন এবং ওয় করে নামাযে দাঁড়ালেন, আমি দাঁড়িয়ে তিনি যা যা করছিলেন তা তা করলাম। তারপর আমি এসে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, তারপর আমার কান ধরে মলতে লাগলেন। তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন।

٢٢٦٦ . بَابُ قَوْلِهِ : رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَثْصَارٍ

২৩২৬. অনুষ্ঠেদ : আল্লাহর বাণী : হে আমাদের রব! কাউকে আপনি অগ্নিতে নিষ্কেপ করলে তাকে তো আপনি নিচয় হৈয় করলেন এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই (৩ : ১৯২)

٤٢٦ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبَّاسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مِيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَتْهُ قَاتِنَةً فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَبْلَهُ بِقَلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ اسْتَيقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْأَشْرَقَ الْأَيَّاتِ الْحَوَامِ مِنْ سُورَةِ الْعِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَرْفِ مُلْكَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْعَهُ ثُمَّ قَامَ يُصْلِي فَصَنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبَتْ فَقَمَتْ إِلَى جَنَّةِ فَوَاصَعِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيَمِنِيَّةَ عَلَى رَأْسِهِ وَأَخْذَ بِأَذْنِي الْيَمِنِيَّةِ يَقْتُلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اسْتَيقَعَ حَتَّى جَانَةَ الْمُؤْذِنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبُّحَ

**৪২১৬** আলী ইবন আবদুল্লাহ ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেন, তিনি হলেন তাঁর খালাস্য। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়েছিলাম আর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরিবারবর্গ লম্বালম্বি দিকে

ଶୁଯେଛିଲେନ । ଅର୍ଧରାତ୍ରି କିଂବା ଏର ସାମାନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅଥବା ସାମାନ୍ୟ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତୁଳ୍ଲାହ (ସା) ସୁମାଲେନ । ତାରପର ତିନି ଜାଗିତ ହଲେନ । ଏରପର ଦୁ' ହାତ ଦିଯେ ମୁଖ ଥିକେ ଘୁମେର ଆବେଶ ମୁହଁତେ ଲାଗଲେନ । ତାରପର ସ୍ରାବ ଆଲେ ଇମରାନେର ଶେଷ ଦଶ ଆୟାତ ପାଠ କରଲେନ । ତାରପର ଝୁଲ୍ଲା ଏକଟି ପୂରାତନ ମଶକେର କାହେ ଗେଲେନ ଏବଂ ତା ଥିକେ ପରିପାଟିଭାବେ ଓୟ କରଲେନ । ଏରପର ନାମାୟେ ଦାଁଡ଼ାଲେନ । ତିନି ଯା ଯା କରେଛିଲେନ ଆମିଓ ଠିକ ତା କରଲାମ । ତାରପର ଗିଯେ ତାଁର ପାର୍ଶ୍ଵ ଦାଁଡ଼ାଲାମ । ରାସ୍ତୁଳ୍ଲାହ (ସା) ତାଁର ଡାନ ହାତ ଆମାର ମାଥାୟ ରେଖେ ଆମାର ଡାନ କାନ ଧରେ ମଲତେ ଲାଗଲେନ । ଏରପର ତିନି ଦୁ'ରାକାତ, ତାରପର ଦୁ'ରାକାତ, ତାରପର ଦୁ'ରାକାତ, ତାରପର ଦୁ'ରାକାତ, ଅରପର ଦୁ'ରାକାତ, ତାରପର ଦୁ'ରାକାତ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ ଏବଂ ତାରପର ବିତରେର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ । ତାରପର ତିନି ଏକଟୁ ଶୁଯେ ପଡ଼ଲେନ । ଅବଶେଷେ ମୁଯାଯିଣ ଆସଲ, ତିନି ହାଲକାଭାବେ ଦୁ' ରାକାତ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ । ଏରପର ବେର ହଲେନ ଏବଂ ଫଞ୍ଜରେର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ ।

٢٢٢٧ . بَابُ قُولَهُ : رَبَّنَا ائْتَنَا سَمْعَنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْيَمَانِ الْأَلْيَاءِ

୨୩୨୭. ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବାଣୀ : ହେ ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ! ଆମରା ଏକ ଆହସ୍ୟକରେ ଈମାନରେ ପ୍ରତି ଆହସ୍ୟକ କରନ୍ତେ ଥିଲେ, ‘ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକରେ ପ୍ରତି ଈମାନ ଆନୟନ କର’ ଅତିଏବ ଆମରା ଈମାନ ଏଣେହି (୩ : ୧୯୩)

٤٢١٧ حدثنا قتيبة بن سعيد عن محرمة بْن سليمان عن كُرَيْبِ مَوْلَى ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مِيقَاتِهِ نَوْجَ النَّبِيِّ (ص) وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ فَاضْطَرَجَعَتْ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَتَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى إِنْتَصَفَ الظَّلَلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلْبِهِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِيهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ الْعِمَرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَرْكَ مُلْعَنَةِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصْلِي، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنَبِي فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخْذَ بِأَذْنِي الْيُمْنَى يَفْتَلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَرَجَعَ حَتَّى جَانَةِ الْمَوْذَنِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْعَ.

**৪২১৭** কুতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। ইবন আববাস (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি নবী (সা) সহধর্মীণি মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেছিলেন। মায়মূনা (রা) হলেন তাঁর খালাস্মা। তিনি বলেন, আমি বিছানার প্রস্তরে দিকে শয়েছিলাম এবং রাস্তুল্লাহ (সা) ও তাঁর

পরিবারবর্গ দৈর্ঘ্যের দিকে শুয়ে ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দামগু হলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য আগে কিংবা সামান্য পরক্ষণে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। এবং মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে মুছতে বসলেন। তারপর সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের নিকট গিয়ে তা থেকে ভালভাবে ওয়ৃ করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। ইব্ন আবাস (রা) বলেন, আমিও দাঁড়ালাম এবং তিনি যা করেছেন আমিও তা করলাম। তারপর আমি গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান মলতে শুরু করলেন। তারপর তিনি দু' রাকাত করে ছয়বারে বারো রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর তিনি বিতরের নামায আদায় করলেন। শেষে মুয়ায়ফিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত কিরাআতে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর হজরা থেকে বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

## سُورَةُ النِّسَاءِ

### সূরা নিসা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَكْفِيْ يَسْتَكْفِيْ قِوَاماً قِوَاماً كَوَافِكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ لَهُنْ سَبِيلًا يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيْبِ وَالْجَدَّ الْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَئْنِي وَثَلَاثَ وَرْبَاعَ يَعْنِي التَّتِينَ وَثَلَاثَةَ وَأَرْبَاعَ وَلَا تُجَاوِرُ الْعَرَبَ رُبْعَاعَ -

ইব্ন 'আবাস (রা) বলেন, — তোমাদের জীবিকাজনের মাধ্যম। — তোমাদের জীবিকাজনের মাধ্যম। অর্থ অহংকার করে, — তোমাদের জীবিকাজনের মাধ্যম। তিনি সাইয়েবা বা বিবাহিতার জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ (রজম) আর কুমারীর জন্য বেআঘাত। তিনি ব্যতীত অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন, মৃত্যু, ত্রুটি, অর্থাৎ দুই, তিন এবং চার; আরবগণ রূপাণ শব্দকে বা অপরিবর্তনশীল মনে করে।

২২২৮ . بَابُ قَوْلِيهِ : وَإِنْ خَفِيْتُمْ أَلَا تَقْسِيْطُوا فِي الْيَتَمِيْ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

২৩২৮. অনুজ্ঞেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে (নিসা ৪:৩)

৪২১৮ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبْنِ جُوبِيجِ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةً فَنَكِحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ

يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَّلَتْ فِيهِ: وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْقَسْطِيْوَانِ فِي الْيَتَامَى أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذَابِ وَفِي مَالِهِ -

**৪২১৮** ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বক্তির তত্ত্বাবধানে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। এরপর সে তাকে বিয়ে করল, সে বালিকার একটি বাগান ছিল। তার অন্তরে ঐ বালিকার প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বাগানের কারণে সে ঐ বালিকাটিকে বিবাহ করে রেখে দিতে চায়। এ সম্পর্কে আয়াত অবরীঞ্চ হয়। আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। আমার ধারণা যে, উরওয়া বলেন, ইয়াতীম বালিকাটি সে বাগান ও মালের মধ্যে শরীক ছিল।

**৪২১৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْقَسْطِيْوَانِ فِي الْيَتَامَى فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِيْ هَذِهِ الْيَتَامَى تَكُونُ فِي حَجَرِ وَلِيْهَا شَرِيكَهُ فِي مَالِهِ وَيَعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيْهَا أَنْ يَتَزَوْجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنَهَا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَنْلَغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سَنَتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأَمْرَوْهُ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَا هُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةَ وَإِنَّ النِّسَاءَ اسْتَفْتَوْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ أُخْرَى : وَتَرْغِبُنَّ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةً أَحَدُكُمْ عَنْ يَتَمِّمُهُ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةُ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، قَالَتْ فَنَهَا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ مِنْ رَغْبَوْهُنَّ فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنْ قَلِيلَاتُ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

**৪২১৯** আবদুল আয়ীম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ‘উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাগ্নে! সে হচ্ছে পিতৃহীন বালিকা, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয় এবং তার রূপ ও সম্পদ তাকে (অভিভাবককে) আকৃষ্ট করে। এরপর সেই অভিভাবক উপযুক্ত মোহরানা না দিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়। তদুপরি অন্য ব্যক্তি যে পরিমাণ মোহর দেয় তা না দিয়ে এবং তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে তাকে বিয়ে করতে চায়। এরপর তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোহর এবং ন্যায় ও সমুচিত মোহর প্রদান ব্যক্তিত তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তদ্ব্যতীত যে সকল মহিলা পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে অনুমতি

দেয়া হয়েছে। 'উরওয়া (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মহিলাদের বাপারে জানতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন এবং লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে জানতে চায়.....। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর বাণী অন্য এক আয়াতে—তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ইয়াতীম বালিকার ধন-সম্পদ কম হলে এবং সুন্দরী না হলে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করো না। আয়েশা (রা) বলেন, তাই ইয়াতীম বালিকাদের মাল ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করলে ভিন্ন কথা। কেননা তারা সম্পদের অধিকারী না হলে এবং সুন্দরী না হলে তাদেরকেও বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

২২১ . بَابُ قَوْلِهِ رَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمُ الْأَيْمَةَ وَبِدَارًا مُبَادِرَةً أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنْ الْعَتَادِ

২৩২৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং যে বিস্তারীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে (৪ : ৬)

عِتَادٍ - أَعْتَدْنَا أَرْثًا أَرْثًا أَعْتَدْنَا أَرْثًا أَعْدَدْنَا أَرْثًا بِدَارًا অর্থাৎ তাড়াতাড়ি। আর অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি। আর অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি। আর অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি।

৪২২০ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ أَنَّهَا نَزَلتْ فِي مَالِ الْيَتَمِّ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفِ -

৪২২১ [ইসহাক] (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর বাণী বিস্তারী গ্রহণ করবে না। অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ উপলক্ষে, যদি তত্ত্বাবধায়ক বিস্তারীন হয় তাহলে রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে সংগত পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে।

২২২ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ الْأَيْمَةَ

২৩৩০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : সম্পত্তি বক্টনকালে আজীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত শোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদাশাপ করবে (৪ : ৮)

৪২২১ حَدَّثَنَا أَحْمَادُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُقِيَّانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ ، قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ ،

وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ تَابِعَةٌ سَعِيدٌ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ -

**৪২১** আহমাদ ইবন হয়ায়দ (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতটি সুস্পষ্ট, রহিত বা মানসুখ নয়। সাঈদ (রা) ইবন আকবাস (রা) থেকে ইকরামা (রা) অনুজ্ঞপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর বাণী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তান সহবে নির্দেশ দিচ্ছেন। ( ৪ : ১১ )

**৪২২** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ مُنْكَرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ (ص) وَأَبْوَ بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ مَا شِئْنِي فَوَجَدْنِي النَّبِيُّ (ص) لَا أَعْقُلُ فَدَعَاهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَ عَلَى فَأَفَقَتْ مَا تَأْمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَّلَتْ يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ وَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَنْوَاجُكُمْ .

**৪২২** ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এবং আবু বকর (রা) বনী সালমা গোত্রে পদব্রজে আমার রোগ সম্পর্কে ঝোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলেন। অন্তর নবী (সা) আমাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেলেন। কাজেই তিনি পানি আনালেন এবং ওয়ু করে ওয়ুর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি ছেঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সম্পত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেবেন? তখন এ আয়াত নাযিল হল: يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الْآيَة

### ২২২। بَابُ قَوْلِهِ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَنْوَاجُكُمْ

২৩৩। অনুছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৪: তোমাদের শ্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য ( ৪ : ১২ )

**৪২৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقاءِ عَنْ أَبْنِ أَبِي نَجِيبٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ خَطِ الْأَنْثَي়েنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَي়েنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السِّدْسُ وَالثُّلُثُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ السِّتُّونَ وَالرُّبُعُ وَالرُّبْعُ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ -

**৪২৪** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্পদ ছিল সন্তানের জন্য, আর ওসীয়ত ছিল পিতামাতার জন্য। এরপর তা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার ছিশণ নির্ধারণ করলেন। পিতামাতা

প্রত্যেকের জন্য  $\frac{1}{2}$  অংশ ও  $\frac{1}{2}$  অংশ নির্ধারণ করলেন, শ্বেতদের জন্য  $\frac{1}{2}$  ও  $\frac{1}{2}$  অংশ নির্ধারণ করলেন এবং  
স্বামীর জন্য  $\frac{1}{2}$  ও  $\frac{1}{2}$  অংশ নির্ধারণ করলেন।

٢٢٢٢ . بَابُ قُوْلِهِ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْبِيَ النِّسَاءَ كَرْهًا أَلْأَيَةٌ . وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
لَا تَعْضُلُوهُنَّ لَا تَقْهِرُوهُنَّ حُوَيْنًا إِلَيْهَا يَعْتَلُونَ شَعِيلُونَ نَحْلَةُ النَّحْلَةِ الْمَهْرَبُ

୨୩୩୨. ଅନୁଷ୍ଠେଦ : ଆଶ୍ରାହର ବାଣୀ : ହେ ଈମାନଦାରଗଣ ! ନାହିଁଦେଇକେ ସବରଦତ୍ତି ତୋମାଦେଇ  
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗଣ୍ୟ କରା ବୈଧ ନହେ (୫ : ୧୯)

حُبِّيَا — ইবন আবুস রা) থেকে বর্ণিত — তাদের উপর বল প্রয়োগ করো না ।  
— শুনাহু — ঝুকে পড়ো — نَهْلَةً — مَعْلُوًّا ।

٤٢٤ حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تغسلوهن لتدمبوها ببعض ما اتيتموهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية

୪୨୨୮ ମୁହାମ୍ମଦ ଇବନ ମୁକାତିଲ (ର) ..... ଇବନ ଆବାସ (ରା) ଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, يَا أَيُّهَا الْذِينَ، ଇସଲାମେର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁଗେ ଅବଶ୍ୟକ ଏକପଦିକ ଛିଲ ଯେ, କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାରା ଗେଲେ ତାର ଅଭିଭାବକଗଣ ତାର ଝ୍ରୀର ଉପର ଦାବିଦାର ହତ । ତାରା ଇଚ୍ଛା କରଲେ ନିଜେରା ଐ ମହିଳାକେ ବିଯେ କରତ । ଇଚ୍ଛା କରଲେ ଅନ୍ୟେର କାହେ ବିଯେ ଦିତ । ଆର ନତ୍ରୂବା ତାକେ ଆମରଣ ଆଟକେ ରାଖିତ । କାରଓ କାହେ ବିଯେ ଦିତ ନା । ମହିଳାର ପରିବାରେର ତୁଳନାୟ ଏରା ଅଧିକ ଦାବିଦାର ଛିଲ । ଏବପର ଏ ଆୟାତ ନାଯିଲ ହଲ ।

٢٢٢٢ . يَأَيُّهُ قُوْلَهُ وَلِكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيٍّ مَا تَرَكَ الْوَالَدَانَ وَالْأَقْرَبَيْنَ الْأُبْرَاءَ

২৩৩৩. অনুষ্ঠেদ : আল্লাহর বাণী : পিতামাতা ও আঙ্গীয়-স্বজনের পরিয়ক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা (৪ : ৩৩)

موالى أولياء ورثة عاقدت هو مولى التيمين وهو الحليف والمؤلى أيضا ابن العم والمولى المتنعم  
المعتق والمولى الملوك والمولى مولى في الدين

٤٢٥ حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبوأسامة عن ادريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالى قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرين لما قدموا المدينة يرث المهاجر الانصارى ثون نوى رحمة للإخوة التي أخى النبي (ص) بيتهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالى نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له سمع أبوأسامة ادريس طلحة

**৪২২৫** **সালত ইবন মুহাম্মদ (র) .....** ইবন আবুরাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **وَكُلْ جَعْلَنَا**, একটি জনপ্রিয় উচ্চাধিকারী হচ্ছে বংশীয় উচ্চাধিকারী। **وَالَّذِينَ عَاقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ**, এসেছিলেন মোালী তখন তারা আনসারদের উচ্চাধিকারী হতেন। আর্দ্ধায়তার কারণে নয় বরং রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বক্ষন স্থাপনের কারণে। যখন **وَكُلْ جَعْلَنَا مَوَالِي** নাযিল হল, তখন এ হকুম রাখিত হয়ে গেল। তারপর বললেন, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করে থাক সাহায্য-সহযোগিতা ও পরম্পরারের উপকার করার। পূর্বতন উচ্চাধিকার বিলুপ্ত হল এবং এদের জন্য ওসীয়ত বৈধ।  
হাদিসটি আবু উসামা ইন্দোনেশিয়ার কাছে থেকে এবং ইন্দোনেশিয়া তালহার কাছ থেকে শৈলেছেন।

٢٢٤ . بَابُ قُولِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظِلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زِئْنَهُ ذَرَّةٍ  
২৩০৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ অগুপরিমাণ ও যুক্তম করেন না । এর অর্থ  
অগুপরিমাণ

٤٢٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاءَ  
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاسًا فِي رَمَضَانَ النَّبِيَّ (ص) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
مَلَّ نَرَى رَبِّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ (ص) نَعَمْ، هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوْءَ لَيْسَ  
فِيهَا سَحَابٌ، قَالُوا لَا، قَالَ فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، قَالُوا لَا،  
قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا أَحَدِهِمَا إِذَا  
كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذْنَ مُؤْذَنٍ يَتَبعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَنْقُضُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَمْنَاتِ  
وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِرًّا فَاجْرٌ وَغَيْرَاتٌ أَهْلٌ

الكتاب ، فتدعى اليهود ، فيقال لهم مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزِيزَنَ ابْنَ اللَّهِ ، فَيَقُولُ لَهُمْ كَذِبْتُمْ ، مَا أَتَخْذَ اللَّهَ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلِدٍ ، فَمَاذَا تَبْغُونَ فَقَالُوا عَطِشْنَا رِبَّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُشَارِرُ الْأَتْرِبَونَ فَيُحَشِّرُونَ إِلَى النَّارِ كَانُهَا سَرَابٌ يَحْطُمُ بَعْضَهَا بَعْضًا فَيَسْأَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيَقُولُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُمْ كَذِبْتُمْ مَا أَتَخْذَ اللَّهَ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلِدٍ ، فَيَقُولُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَكَذَالِكَ مِثْلُ الْأُولِيِّ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَذْنِي صَوْدَةٍ مِنَ الْتِي رَأَوْهُ فِيهَا فَيَقُولُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا فَارْقَنَا النَّاسُ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ لَا نُشْرِكُ اللَّهَ شَيْئًا مِرْتَبَتِنَ أَوْ ثَلَاثَةً -

**৪২২৬** মুহাম্মদ ইবন আবদুল আয়ীয (র) ..... আবু সাউদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একদল লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। গ্রীষ্মকালের মেঘবিহীন ভর দুপুরের প্রথর কিরণবিশিষ্ট সূর্য দেখতে তোমরা কি পরম্পর ভিড় করে থাক? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘবিহীন আলো বিশিষ্ট চন্দ্র দেখতে গিয়ে তোমরা কি ভিড় কর? আবার তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এদের কোনটিকে দেখতে যেমন পরম্পর ভিড় কর না; কিয়ামতের দিনও আল্লাহকে দেখতেও তোমরা পরম্পর ভিড় করবে না। কিয়ামত যখন আসবে তখন এক ঘোষক ঘোষণা দেবে। তখন প্রত্যেকেই আপন আপন উপাস্যের অনুসরণ করবে। আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমা ও পাথর ইত্যাদির যারা পূজা করেছে, তারা সবাই দোষখে গিয়ে পড়বে, একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। পুণ্যবান হোক চাই পাপী, এরা এবং আল্লাহর অবশিষ্ট বিশ্বাসীরা ব্যতীত যখন আর কেউ থাকবে না, তখন ইহুদীদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উয়াইরের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ স্তুতি গ্রহণ করেননি, পুত্রও গ্রহণ করেননি। তোমরা কি চাও? তারা বলবে, হে প্রভু! আমরা ত্স্ফার্ত, আমাদেরকে পানি পান করান। এরপর তাদেরকে ইঙ্গিত করা হবে যে, তোমরা পানির ধারে যাও না কেন? এরপর তাদেরকে দোষখের দিকে একত্র করা হবে তা যেন মরুভূমির মরীচিকা, এক এক অংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে। অনন্তর তারা সবাই দোষখে পতিত হবে। তারপর খ্রিস্টানদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ স্তুতি গ্রহণ করেননি, পুত্রও নয়। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি চাও? তারাও প্রথম পক্ষের মত বলবে, এবং তাদের মত দোষখে নিপত্তি হবে। অবশেষে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপী হোক আল্লাহর উপাসকগণ ব্যতীত আর কেউ যখন বাকি থাকবে না, তখন

তাদের কাছে পরিচিত রূপের নিকটতম একটি রূপ নিয়ে রাবুল আলামীন তাদের কাছে আবির্ভূত হবেন। এরপর বলা হবে, প্রত্যেক দল নিজ নিজ উপস্থের অনুসরণ করে চলে গেছে। তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, দুনিয়াতে এ সকল লোকের প্রতি আমাদের চরম প্রয়োজন থাকা সন্দেশ আমরা সেখানে তাদের থেকে বিছিন্ন থেকেছি এবং তাদের সাথে মেলামেশা করিনি। এখন আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি, আমরা তাঁর ইবাদত করতাম। এরপর তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, আমরা আদ্ধাহ্র সাথে কাউকে শরীক করব না। এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বলবে।

٢٢٣٥ . بَابُ قَوْلِهِ : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى مُؤْلَمٍ شَهِيدًا الْمُخَالَلُ وَالْخَتَالُ وَاحِدًا ، نَطَسْنَسْ نُسَوَيْهَا حَتَّى تَمُرَّدَ كَأَقْنَانِهِمْ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ ، سَعْيًًا وَقُوْدًا -

২৩৩৫. অনুষ্ঠেদ ৪: আশ্লাহুর বাণী ৪: যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে (৪ : ৪১)। **الْفَتَّالِ** । একই অর্থে ব্যবহৃত, দার্শক । —**نَطَمِسُ** । —সমান করে দেব । শেষ পর্যন্ত তাদের গর্দানের মতো হয়ে যাবে । **أَرْثَ كِتَابٍ** । **أَرْثَ كِتَابٍ** । **أَرْثَ كِتَابٍ** । **أَرْثَ كِتَابٍ** ।

٤٢٧ حدثنا صدقة قال أخينا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعضاً الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي النبي (ص) اقرأ علىي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فائتني أحبت أن اسمعه من غيري فقرأه عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا به على هؤلاء شهيداً قال أمسك فإذا عيناه تذرفن وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب صعيدها وجه الأرض وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهنمة واحدة وفي أسلم واحدة وفي كل حي واحدة كها نينزل عليهم الشيطان وقال عمر الجنة السحر والطاغوت الشيطان وقال عكرمة الجنة بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن

**৪২২৭** সাদ্কাহ (র) ..... আমর ইব্ন মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে বল-  
লেন, আমার কাছে কুরআন করীয় পাঠ কর। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে পাঠ করব; অথচ  
আপনার কাছেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি 'বললেন, অন্যের মুখে শ্রবণ করাকে আমি পছন্দ করি।  
ফَكِيفْ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ' এরপর আমি তাঁর নিকট সূরা 'নিসা' পড়লাম, যখন আমি  
তখন তাঁর দু'চোখ থেকে টপ টপ করে — ফُزُعْ شَهِيدًا

অঙ্গ নির্গত হচ্ছিল। আল্লাহর বাণী : “আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শোচ স্থান থেকে আসে.....” (৪ : ৮৩) —মাটির উপরি ভাগ। জাবির (রা) বলেন, যে সকল তাগুতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল বুহাইনা গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগুত ছিল। তারা হচ্ছে গণক। তাদের কাছে শয়তান আসত।

উমর (রা) বলেন, **الْجِبْتُ—الْجِبْتُ**—শয়তান। ইকরামা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় শয়তানকে **جِبْتُ** বলা হয়। আর গণককে **طَاغُوتٌ** বলা হয়।

**٤٢٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ مِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلْكَتْ قِلَادَةُ لَأْسِنَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ (ص) فِي طَلَبِهَا رِجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوْ مَا فَصَلُوا وَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّيْمُ.

**৪২৮** মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট থেকে আসমা (রা)-এর একটি হার হারিয়ে গিয়েছিল। তা খুঁজতে রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন নামাযের সময় হল, তাদের কাছে পানি ছিল না। আবার ওয়ার পানিও পেলেন না। এরপর বিনা ওয়তে নামায আদায় করে ফেললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়ামুমের বিধান নাযিল করলেন।

### ٤٢٩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

২৩৩৬. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আর্খিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ থাকলে তা উপস্থাপিত কর, আল্লাহ ও রাসূলের কাছে তা-ই উত্তম এবং পরিগামে প্রকৃততর (৪ : ৫৯) —**وَأَوْلَى الْأَمْرِ**।

**٤٢٩** حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا حَاجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَّلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّافَةَ بْنِ قَفْسٍ بْنِ عَدَىٰ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ (ص) فِي سَرِيَّةٍ فَلَا وَدَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُنَّ فِيمَا شَجَرَ بِيَنْهُمْ -

**৪২৯** সাদাকাহ ইব্ন ফাদল (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ ইব্ন হ্যাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী সম্পর্কে যখন তাঁকে নবী (সা) একটি সৈন্য দলের প্রধান করে প্রেরণ করেছিলেন।

۲۲۲۷ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

২৩৩৭. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : কিন্তু না, আপনার প্রতিপাদকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিস্থাদের বিচারভাব আপনার উপর অঙ্গ না করে; এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সহজে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মনে না নেয় (৪ : ৬৫)

۴۲۳۰ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّفْرَىِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصِّمَ الرَّبِيعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيفٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) إِسْقُ يَا زَبِيرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَانَ ابْنَ عَمِّكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ إِسْقُ يَا زَبِيرَ أَحْسِنْ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ (ص) لِلرَّبِيعِ حَقَّهُ فِي صَرِيفِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا يَأْمُرُ لَهُمَا فِيهِ سَعَةً، قَالَ الرَّبِيعُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَّلْتُ فِي ذَلِكَ ، فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

৪২৩০ আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররা বা মদীনার কঙ্করময় ভূমিতে একটি পানির নালা নিয়ে একজন আনসার হয়রত যুবায়র (রা)-এর সাথে ঝগড়া করেছিলেন, নবী করীম (সা) বললেন, হে যুবায়র ! প্রথমত তুমি তোমার জমিতে পানি দাও, তারপর তুমি প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দেবে। আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এই ফয়সালা দিলেন। এতে অস্তুষ্টিবশত রাসূল (সা)-এর চেহারা রক্ষিত হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়র ! তুমি পানি চালাবে তারপর আইল পর্যন্ত ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আটকে রাখবে তারপর প্রতিবেশীর জমির দিকে ছাড়বে।

আনসারী যখন রাসূল (সা)-কে রাগিয়ে তুললেন তখন তিনি তার হক পুরোপুরি যুবায়র (রা)-কে প্রদানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে প্রথমে নবী (সা) এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে উদারতা ছিল।

যুবায়র (রা) বলেন. আয়াতটি এ উপরক্ষে নাযিল হয়েছে বলে আমার ধারণা।

۲۲۲۸ . بَابُ قَوْلِهِ : فَأَوْلَئِكَ مَعَ الدِّينِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

২৩৩৮. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে ..... যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগত করেছেন (৪ : ৬৯)

۴۲۳۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خَيْرٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، أَخْذَتْهُ بُحْثٌ شَدِيدَةٌ ، فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ ، فَعِلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ -

**৪২৩১** মুহম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবী অঙ্গিম সময়ে রোগাক্ষত হয়ে পড়লে তাঁকে দুনিয়া ও আধিবাতের যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। যে অসুস্থতায় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে অসুস্থতায় তাঁর ভীষণ শ্বাসকষ্ট আরও হয়েছিল। সে সময় আমি তাঁকে মَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবেন (৪ : ৬৯)। বলতে শুনেছি। এরপর আমি বুঝে নিয়েছি যে তাঁকে ইখতিয়ার (শ্বাসকষ্ট) দেয়া হয়েছে।

٢٢٢٩ . بَابُ قُوْلِهِ: مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ..... إِلَى الطَّالِمِ أَهْلُهَا

২৩৩৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের কী হল যে তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুগণের জন্য ..... যার অধিবাসী জালিম (৪ : ৭৫)

**৪২৩২** حَدَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ عَبْدِِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَمِي مِنَ الْمُسْتَضْعِفِينَ -

**৪২৩২** **আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ** (র) ..... 'উবায়দুল্লাহ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি ইবন 'আবাস (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, আমি এবং আমার আমা (আয়াতে উল্পিখিত) অসহায়দের অস্তর্ভুক্ত ছিলাম।

**৪২৩৩** حَدَثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ تَلَأَ : إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَمِي مِنْ عَذَرَ اللَّهِ ، وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ حَصِيرَتْ صَافَّتْ تَلَوْا أَسِنَتْكُمْ بِالشَّهَادَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمُرَاغِمُ الْمُهَاجِرُ ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِيْ ، مَوْقِعُتَا مُوقَتَا وَقَتَّهُ عَلَيْهِمْ

**৪২৩৩** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন 'আবাস (রা) — إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ — তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু

.....(৪৪৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ যাদের অক্ষমতা অনুমোদন করেছেন  
আমি এবং আমার আশা তাদের অভ্যর্তুক ছিলাম। ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত — حَسْرَتْ  
الْمُهা�جِرَ — الْمُرَاغَمُ — سংকুচিত  
হয়েছে। — تَلَوْ! الْسَّيْنَتْكُمْ بِالشَّهَادَةِ — সাক্ষ্য দিতে তাদের জিহ্বা বক্ত হয়।  
— হিজরতের স্থান — আমার গোত্রকে ছেড়ে দিয়েছি, — তাদের উপর  
সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

٢٤٠ . بَابُ قُولِهِ : فَمَا لَكُمْ فِي الْمَتَافِقِينَ لِتُنَبِّهُنَّ فَمَا لَكُمْ فِي السَّالِفِينَ فَتَنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بِدَدْهُمْ فَتَجْمَعُهُ .  
২৩৪০. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী : তোমাদের কো হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সহজে দু'দল হয়ে গেলে! যখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাহ্নায় কিরিয়ে দিয়েছেন (৪ : ৮৮)  
ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন — بِدَدْهُم — তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছেন, فَتَجْمَعُهُ — দল।

٤٢٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدُرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَأَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَبْرُوتٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِينَ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَحَدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقٌ يَقُولُ أَفْتَهُمْ وَفَرِيقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَلتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِينَ وَقَالَ إِنَّهَا طَنِسَةٌ تَنْفَعُ الْخَيْثَ، كَمَا تَنْفَعُ النَّارُ خَيْثَ الْفَضْلَةِ -

**৪২৩৪** **মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)** .....যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, ফَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتْنَتِنَ, — উভদের যুদ্ধ থেকে একদল লোক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছিল, এরপর তাদের ব্যাপারে লোকেরা দুঃখ হয়ে গেল, একদল বলেছে তাদেরকে হত্যা করে ফেল; অপর দল বলেছিল তাদেরকে হত্যা করো না, তখন নায়িল হল : **فَمَا لَكُمْ أَرْثَاءٍ نَبَী কর্রাম (সা)** বলেছেন, এই মদীনা হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন ভেতাবে রৌপ্যের কালিমা বিদুরিত করে এটাও খবীস ও অসংদেরকে বিদুরিত করে।

٢٣٤١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوفِ أَذَاعُوا يَهُ - يَسْتَبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ ، حَسِينًا كَافِيًّا ، إِلَّا إِنَّا لِلنَّاسِ حَجَرًا أَوْ مَدْرًا ، وَمَا أَشْبَهُهُ مَدْرًا مُتَفَرِّدًا ، فَلَلْسَّتَكْنُونَ يَتَكَبَّرُونَ قَلْمَةً ، قِيلَادًا ، وَقَوْلًا وَاحِدًا ، طَيْمَ خَتَمَ -

২৩৪১. অনুষ্ঠেদ ৪ আল্লাহর বাণী : যখন শাস্তি অথবা শক্তির কোন সংবাদ ভাদের কঠিন আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে (৪ : ৮৩)

—তা প্রচার করে দেয় —**حَسِينًا** —যথেষ্ট, **مُتْ** —মৃত, পাথর  
হোক কিংবা মাটি অথবা এ রকম অন্য কিছু —**بِنْدِرَاهী** —**فَيْلَاد** আর **فَيْلَاد** —**مَرِيدَنَا** —বিদ্রোহী, একই অর্থাত বলা,  
**قَطْعَةً** —**فَلِيْسِتِكْن** **بِتْكَه** —**কর্ণজ্বেদ** করা।

٢٣٤٢ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

২৩৪২. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহানাম (৪ : ৯৩)

৪২২৫ [ حَدَّثَنَا أَدْمَنْ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ السُّعْدَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَّبْتُ فِيهَا إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِيَ أَخْرُ مَا نَزَّلَ وَمَا نَسْخَهَا شَيْءٌ . ]

৪২৩৫ আদম ইবন আবু ইয়াস (র) ..... সাইদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে কৃফাবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন তা মনসূখ, কেউ বলেন মনসূখ নয়, এরপর এর সমাধানের জন্য) আমি হয়রত ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বলেন, ‘তুমি মু'মিন ও মَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ’ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবর্তীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু মনসূখ করেনি।

২৩৪৩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

২৩৪৩. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী : কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না ‘তুমি মু'মিন নও’ (৪ : ৯৪)

একক্ষণ, অর্থ শাস্তি ।

৪২২৬ [ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِي عَنْ عَطَاءِ إِنْ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَلَحْقَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخْنَوْهُ غَنِيمَةً ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغَنِيمَةُ ، قَالَ قَرَا أَبْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ -

৪২৩৬ আজী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এই আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু সংখ্যক ছাগল ছিল, মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটায় সে তাঁদেরকে বলল “আসসালামু আলায়কুম”, মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো হত্যাকারী করে ফেলল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন এবং তার ছাগলগুলো হত্যাকারী করে ফেললে — ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় — আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।

আতা (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) পড়েছেন।

.....(৪ : ৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ যাদের অক্ষমতা অনুমোদন করেছেন আমি এবং আমার আশা তাদের অঙ্গুরুক্ত ছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত — حَسْرَتْ — سংকুচিত হয়েছে। — المَهَاجِرُ — الْمَرَاغِمُ — سাক্ষ দিতে তাদের জিহ্বা বক্ষ হয়। — تَلَوُوا السِّنَّتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ — হিজরতের স্থান, আমার গোত্রকে ছেড়ে দিয়েছি, — رَأَغَمْتْ قَوْمِي — তাদের উপর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

২২৪০ . بَابُ قَوْلِهِ : فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِنِ — نَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ قَالَ أَبْنَ عَمَّاسٍ بِدَدِهِمْ نَفْتَنَ جِبَاعَةً — ২৩৪০. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সংস্কেতে দুঃসল হয়ে গেলে! যখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাহ্নায় ফিরিয়ে দিয়েছেন (৪ : ৮৮) — ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, — تَدَرَّفُمْ — তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছেন, — فِتْنَةً — দল।

৪২৩৪ [ حَدَثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَحَدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَتَيْنِ يَقُولُ أَفْتَلُهُمْ وَفَرِيقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَّلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِنِ — وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ شَفَفَى الْخَبَثَ ، كَمَا تَنَفَّى النَّارُ خَبَثُ الْفِضْلَةِ — ]

৪২৩৪ [ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত — উহুদের মুক্ত থেকে একদল লোক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছিল, এরপর তাদের ব্যাপারে লোকেরা দুঃসল হয়ে গেল, একদল বলেছে তাদেরকে হত্যা করে ফেল ; অপর দল বলেছিল তাদেরকে হত্যা করো না, তখন নাযিল হল : ফَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِنِ : অর্থাৎ নবী করীম (সা) বলেছেন, এই মদীনা হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা বিদূরিত করে এটাও খবীস ও অসংদেরকে বিদূরিত করে।

২২৪১ . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْآمِنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا يِهِ — يَسْتَبْطِئُونَهُ يَسْتَغْرِجُونَهُ ، حَسِيبِيَا كَائِيَا ، إِلَّا إِنَّا لِلْمَوَاتِ حَجَراً أَوْ مَدَرَا . فَمَا أَشْبَهُهُ مَرِيدَا مُتَفَرِّداً ، فَلَيْبِيَتْكُنْ بَنْكَهُ قَطْعَهُ ، قِبْلَا . وَقُولَا وَاحِدُ ، طَبِيعُ خَتِمَ —

২৩৪১. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : যখন শান্তি অথবা শকার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে (৪ : ৮৩)

— যথেষ্ট, — حَسِيبِيَا — যেখেষ্ট, — খুঁজে বের করে, — يَسْتَبْطِئُونَهُ — আন্তাঁ — মৃত, পাথর হোক কিংবা মাটি অথবা এ রকম অন্য কিছু। — বিদ্রোহী, — مَرِيدَا — একই অর্থাৎ বলা, — قُولَا — আর একটি পুরুষ প্রাণী। — طَبِيع — কর্ণজ্ঞেদ করা।

۲۳۴۲ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

২৩৪২. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহানাম (৪ : ৯৩)

৪২২৫ [ حَدَّثَنَا أَدْمَنْ بْنُ أَبِي إِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ السُّعْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَّيْرِ قَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَّلْتُ فِيهَا إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِيَ أَخْرُ مَا نَزَّلَ وَمَا نَسْخَهَا شَيْءٌ۔ ]

৪২৩৫ আদম ইবন আবু ইয়াস (র) ..... সাইদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে কৃতাবসিগণ ডিন্ন ডিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন তা মনসূখ, কেউ বলেন মনসূখ নয়, এরপর এর সমাধানের জন্য) আমি হয়রত ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বলেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু মনসূখ করেনি।

২৩৪৩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَلْبُ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا

২৩৪৩. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী : কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না 'তুমি মু'মিন নও' (৪ : ৯৪)

এবং একক্ষণ্য, অর্থ শাস্তি ।

৪২৩৬ [ حَدَّثَنِي عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَلْبُ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي غُنْيَمَةٍ لَهُ فَلَحَقَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخْنُوْا غُنْيَمَتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الغُنْيَمَةِ ، قَالَ قَرَأَ أَبْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ - ]

৪২৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু সংখ্যক ছাগল ছিল, মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটায় সে তাঁদেরকে বলল "আসসালামু আলায়কুম", মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো হত্যাক করে ফেলল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন এবং তার ছাগলগুলো হত্যাক করে ফেলল—ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায়—আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল ।

আতা (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) পড়েছেন ।

২২৪৪ . بَابُ قُولِهِ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
২৭৪৪. অনুজ্ঞদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা  
আল্লাহর পথে সীয় ধন-প্রাপ্ত যারা জিহাদ করে তারা সমান নয় (৪ : ৯৫)

٤٢٣٧ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ  
قَالَ حَدَثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتْ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ  
جَنْبِيهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَجَاءَهُ أَبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يَلْهُو عَلَيْهِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْتُ الْجِهَادَ  
لَجَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي فَنَقَلَتْ عَلَى حَتَّى خَفَتْ أَنْ تَرَضَ  
فَخِذِي لَمْ سُرِّي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

৪২৩৭ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন,  
রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আয়াতটি লেখার নির্দেশ  
দিয়েছিলেন । তিনি আমাকে বলে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় ইবন উষ্ম মাকতুম (রা) তাঁর কাছে আগমন  
করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর শপথ যদি আমি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তা  
হলে অবশ্যই জিহাদ করতাম । তিনি অঙ্গ ছিলেন । এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর  
ওহী অবতীর্ণ করলেন, এমতাবস্থায় যে তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল তা আমার কাছে এতই ভারী  
অনুভূত হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু থেতলিয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলাম । তারপর তাঁর থেকে এই  
অবস্থা কেটে গেল, আর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ৪ — গৈরُ أُولِي الضَّرَرِ ৪ : ৯৫)

٤٢٣٨ حَدَثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ : لَا  
يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) زَيْدًا فَكَتَبَهَا، فَجَاءَهُ أَبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَّا ضَرَارَتَهُ،  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ : غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

৪২৩৮ হাফস ইবন 'উমর (র) ..... যারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, যখন 'উমর (র) —আয়াতটি নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়দ (রা)-কে  
ডাকলেন । তিনি তা লিখে নিলেন । ইবন উষ্ম মাকতুম (রা) এসে তাঁর দৃষ্টিইনতার 'ওয়র পেশ করলেন,  
আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ৪ — গৈরُ أُولِي الضَّرَرِ ৪ : ৯৫)

٤٢٣٩ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَدْعُوكُمْ فَلَمَّا ، فَجَاءُهُ وَمَعَهُ الدُّوَافُ وَاللَّوْحُ وَالْكَتْفُ فَقَالَ أَخْبَرْتُ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَخَلَفَ النَّبِيِّ (ص) ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَنَزَّلَتْ مَكَانَهَا : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৪২৩৯ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, 'বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুকরণে ডেকে আন। এরপর দোষাত, কাঠ অথবা হাড় খণ্ড নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি বলেছেন, লিখে নাও : 'لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ ... فِي سَبِيلِ اللَّهِ' রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে ছিলেন ইবন উয়ে মাকতুম (রা)। তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি দৃষ্টিহীন। এরপর তখনই অবর্তীর্ণ হল : 'لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ'

٤٢٤٠ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجَ أَخْبَرَهُمْ حَفَّ قَالَ وَحَدَثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مَقْسِمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرٍ ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ -

৪২৪০ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ..... ইবন আবু আবাস (রা) অবহিত করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত মুমিনগণ সমান নয়।

২২৪০ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلِئَةُ طَالِبِيْنَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيهِمْ كُنْتُمْ قَاتِلُوا كُنْتُمْ مُسْتَحْسِنِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَشَاهَاجِرُوا فِيهَا

২৩৪৫. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ শহুণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম; তারা বলে, 'দুনিয়া কি এমন প্রশংস্ত ছিল না যেধায় তোমরা হিজরত করতে?' (৪ : ৯৭)

৪২৪১ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْبَرِيُّ قَالَ حَدَثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ قُطْعَةً عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثَ فَأَكْتَبْتُ فِيهِ قَلْقِيلَ عِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي

عَنْ ذَلِكَ أَشَدُ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَكْتُبُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَأْتِي السَّهُمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٌ أَنفُسُهُمُ الْأَيْمَةُ، رَوَاهُ الْيَتِيمُ عَنْ أَبْنِ الْأَسْوَدِ -

**৪২৪১** আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়িদ মুকরী (র) ..... আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, একদল সৈন্য প্রেরণের জন্যে মদীনাবাসীদের উপর নির্দেশ জারি করা হল, এরপর আমাকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। আমি ইবন আবাস (রা)-এর মুক্ত গোলাম ইকরামার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, তারপর বললেন কিছুসংখ্যক মুসলিম মুশরিকদের সাথে থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিকলক্ষে মুশরিকদের দল ভারী করেছিল, তীর এসে তাদের কারো উপর পতিত হত এবং তাকে মেরে ফেলত অথবা তাদের কেউ মার খেত এবং নিহত হত তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٌ أَنفُسُهُمُ الْأَيْمَةُ ।

**২২৪৬** . بَابُ قَوْلِهِ : إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلَدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

**২৩৪৬.** অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না (৪ : ৯৮)

**৪২৪২** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبْنِ أَبِي مَلِكَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ، قَالَ كَانَتْ أُمَّيَّةٌ مِنْ عَذَّرَ اللَّهِ -

**৪২৪২** আবু নুমান (র) ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যাদের অক্ষমতা কবৃল করেছেন আমার মাতা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

**২২৪৭** . بَابُ قَوْلِهِ : عَسَى اللَّهُ أَنْ يُغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا غَفُورًا

**২৩৪৭.** অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল (৪ : ৯৯)

**৪২৪৩** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الشَّبَّيُ (ص) يُصَلِّي العِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ نَعِيْشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَعِيْشَ بْنَ هِشَامَ، اللَّهُمَّ نَعِيْشَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَعِيْشَ الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ،

اللَّهُمَّ أَشِدْدُ وَطَائِكَ عَلَى مُضَرِّ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سَنِينَ كَسِينَ يُوسُفَ -

**৪২৪৩** আবু মু'আঙ্গিম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী (সা) 'ইশার নামায পড়ছিলেন, তিনি সাথি 'আল্লাহভিলমান হামিদা বললেন, তারপর সিজদা করার পূর্বে বললেন, হে আল্লাহ! আয়াশ ইবন আবু রাবিয়াকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ! সালামা ইবন হিশামকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ, ওয়ালিদ ইবন ওয়ালিদকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ! অসহায় মু'মিনদেরকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ, মুহার গোত্রের উপর কঠিন শাস্তি নায়িল করুন, হে আল্লাহ! এটাকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষে ঝুপান্তরিত করুন।

২২৪৮ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذْيٌ مِّنْ مُطْرٍ أَوْ كُنْتُمْ مُّرْضٍ أَنْ تَصْنَعُوا أَسْلِحْتُكُمْ

২৩৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই (৪ : ১০২)

**৪২৪৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَاجٌ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَّابٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذْيٌ مِّنْ مُطْرٍ أَوْ كُنْتُمْ مُّرْضٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيحاً -

**৪২৪৫** আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ..... ইবন আবরাস (রা) থেকে বর্ণিত, এবং ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) আহত ছিলেন।

২২৪৯ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَنْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ

২৩৪৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : শোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবহা জানতে চায়, আপনি বলুন আল্লাহই তাদের সহকে তোমাদেরকে জানিয়ে দিছেন, এবং ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে (যাদের প্রাপ্তি তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, অসহায় শিশুদের সহকে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে) যা কিতাবে শোনানো হয় (৪ : ১২৭)

**৪২৪৫** حَدَّثَنَا عَبْيَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَأَمَةَ قَالَ حِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \* وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَتُهُ فِي مَا لِي هُنَّ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيُرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرِهُهَا

أَن يُنْوِجَهَا رَجُلًا ، فَيُشْرِكُهُ فِي مَا لَهُ بِمَا شَرِكَهُ فَيُغْضِلُهَا ، فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .

**৪২৪৫** **উবায়দ ইবন ইসমাইল** (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, সে হচ্ছে এই ব্যক্তি যার আয়ত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, সে হচ্ছে এই ব্যক্তি যার নিকট ইয়াতীয় বালিকা থাকে সে তার অভিভাবক এবং তার মুরব্বি, এরপর সেই বালিকা সেই অভিভাবকের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যায়, এমনকি খেজুর বৃক্ষেও। সে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে এবং অন্য কারো নিকট বিয়ে দিতেও অপছন্দ করে এ আশংকায় যে, তার যেই সম্পত্তিতে বালিকা অংশীদার সেই সম্পত্তিতে তৃতীয় ব্যক্তি অংশীদার হয়ে যাবে। এভাবে সেই ব্যক্তি এই বালিকাকে আবদ্ধ করে রাখে। তাই এ আয়ত অবতীর্ণ হয়েছে।

**২২৫০** . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِنِ امْرَأً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ اغْرَاضًا \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِقَاقًا تَفَاصِدُ ، وَأَخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّجُّ هَوَاهُ فِي الشُّنُونِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ . كَالْمُعْلَقَةِ لَا هِيَ أَيْمَ وَلَا ذَاتُ نَفْعٍ نُشُوزًا الْبَعْضُ -

**২৩৫০.** অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (৪ : ১২৮)

ইবন আবুস রামান (রা) বলেছেন — شِقَاقٌ — পরম্পর ঘগড়া-বিবাদ, বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ যা লোভাতুর করে, সাধারণ যা বিধবাও নয়, কুলস্তু। — হিংসা — নুশুজ।

**৪২৪৬** **খন্দন মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল** (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে কোন ব্যক্তির যাওয়ায়তে কোন স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট নয় বরং তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, তখন স্ত্রী বলে আমার এই এই পাওনায় আমি তোমাকে অব্যাহতি দিচ্ছি, এতদুপলক্ষে এ আয়ত নায়িল হল।

**২২৫১** . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْفَلُ النَّارِ ، نَفَقَا سَرَبَا

**২৩৫১.** অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : মুনাফিকগণ তো জাহানামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (৪ : ১৪৫)

ইবন আবুস রামান (রা) সম্বন্ধে পদের সাথে পড়েছেন। — نَفَقَا — ভূগর্ভে — সুড়ঙ্গ।

٤٢٤٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدْثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُلُّنَا فِي حَدِيقَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَاءَ حَدِيقَةَ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أَنْزَلَ النِّفَاقَ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سَبَحَانَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّهِ، وَجَلسَ حَدِيقَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَرَقَّ أَصْدَهُ فَرَمَانِي بِالْحَسَنَاءِ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حَدِيقَةَ عَجِيبَتْ مِنْ ضَحْكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قَلَّتْ لَقَدْ أَنْزَلَ النِّفَاقَ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ -

৪২৪৭ উমর ইবন হাফ্স (র) ..... আসওয়াদ (র) বলেছেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর মজলিশে ছিলাম, সেখানে হ্যায়ফা আসলেন এবং আমাদের সম্মুখে দণ্ডযামান হয়ে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, তোমাদের চেয়ে উত্তম গোত্রের উপরও মুনাফিকী এসেছিল পরীক্ষাস্বরূপ। আসওয়াদ বললেন, সুবহানাল্লাহ! অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, “মুনাফিকগণ জাহানামের নিম্নতম শ্রেণি থাকবে” হ্যায়ফা (রা)-এর সত্য প্রকাশে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হেসে উঠলেন। হ্যায়ফা (রা) মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন, আবদুল্লাহ (রা) উঠে গেলে তাঁর শাগরিদরাও চলে গেলেন। এরপর হ্যায়ফা (রা) আমার দিকে একটি পাথর টুকরো নিক্ষেপ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর নিছক হাসিতে আমি আশ্চর্য হলাম অথচ আমি যা বলেছি তা তিনি বুঝেছেন। এমন এক গোত্র যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম তাদের উপর মুনাফিকী অবতরণ করা হয়েছিল। তারপর তারা তওবা করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কর্তৃপক্ষ করেছেন।

## ۴۲۵۲ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّا أَنْهَيْنَا إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ وَيُؤْسَنَ وَهَارِقَنَ وَسَلِيمَانَ

২৩৫২. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী ৩: তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ইউনুস, হার্কন এবং সুলায়মান (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম (৪ : ১৬৩)

৪২৪৮ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفِيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّا خَيْرٌ مِنْ يُونَسَ بْنِ مَتَّى -

৪২৪৮ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন যে, “আমি ইউনুস ইবন মাস্তা (আ) থেকে উত্তম” এটা বলা কারো উচিত নয়।

৪২৪৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فَلِيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ قَالَ إِنَّا خَيْرٌ مِنْ يُونَسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ -

**৪২৪৯** مُعَاذَنَ إِبْنَ سِنَانَ (ر) ..... آبُو حَمَّارَةَ (رَا) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বলে “আমি ইউনুস ইবন মাত্তা থেকে উত্তম” সে যিখ্যা বলে।

**২২৫২** . بَابُ قَوْلِهِ : يَسْتَفْتِنُكَ قُلِ اللَّهُ يَنْتَهِكُمْ فِي الْكَلَائِلِ إِنْ أَمْرُكُ مَلَكٌ لَّيْسَ لَهُ وَلَدٌ  
وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ

২৩৫৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : লোকে তোমার নিকট ব্যবহা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সবচেয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবহা জানাবেন — কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে (৪ : ১৭৬)  
যার পিতা কিংবা পুত্র উত্তরাধিকারী না থাকে এটা ক্রিয়াপদ।

**৪২৫০** حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْرَى  
سُورَةً نَزَّلَتْ بِرَأْءَةَ ، وَأَخْرَى أَيْمَانَ نَزَّلَتْ يَسْتَفْتِنُكَ

**৪২৫০** سুলায়মান ইবন হারব (র) ..... آبু ইসহাক (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ অবর্তীর্ণ সূরা হচ্ছে “বারাআ’ত” এবং সর্বশেষ অবর্তীর্ণ আয়াত হচ্ছে—  
يَسْتَفْتِنُكَ قُلِ اللَّهُ يَنْتَهِكُمْ فِي الْكَلَائِلِ

## سُورَةُ الْمَائِدَةِ

সূরা আল-মায়দা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَرَمٌ وَاحِدُهَا حَرَامٌ ، فِيمَا نَقْضَيْهِمْ بِنَقْضِهِمْ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ تَبُوءَ تَحْمِلُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْأَغْرِاءُ  
الشَّلِيفُ ، دَانِرَةُ نَوْلَةٍ ، أَجْوَهُنَّ مَهْرُهُنَّ ، مَخْمَصَةٌ مَجَاعَةُ  
তাদের প্রতিশ্রূতি ভঙ্গের কারণে (৫ : ১) — ফিমান নিষিদ্ধ অবস্থায় (৫ : ১) — ফিমান নিষিদ্ধ অবস্থায় (৫ : ১) — আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, — তবুও, অন্য একজন বলেছেন — আল্লাহ নির্ধারণ করবে, অন্য একজন বলেছেন — আল্লাহ নির্ধারণ করবে, (৫ : ১)

—শক্তিশালী করে দেয়া, দাইরা—অ্যাগুরহন—তাদের মাহর স্থানে—ক্ষুধার তাড়নায় (৫ : ৩)

قَالَ سُفِّيَانُ مَا فِي الْقُرْآنِ أَيْهَا أَشَدُّ عَلَىٰ مِنْ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَئْءٍ حَتَّىٰ تَقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ . مَنْ أَحْيَاهَا يُغْنِي مَنْ حَرَمَ قَتْلَاهَا إِلَّا بِحَقِّ أَخْيَرِ النَّاسِ مِنْهُ جَمِيعًا - شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجٌ وَسَتَةٌ الْمُهَمَّيْنِ الْأَمِينِ الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَىٰ كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ-

(হে কিতাবীগণ) তাওরাত, ইন্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই। (৫ : ৬৮)

لَسْتُمْ عَلَىٰ شَئْءٍ حَتَّىٰ تَقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ سুফিয়ান সাওয়াই (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে কুরআনে করীমে আয়াতটির চেয়ে কঠোর অন্য কোন আয়াত নেই—আর কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ : ৩২) —আইন ও স্পষ্ট পথ, নিয়ম (৫ : ৪৮)—আমানতদার, কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের আমানতদার। (৫ : ৪৮)

## ২২৫৪ . بَابُ قَوْلِهِ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

২৩৫৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম (৫ : ৩)

٤٢٥١ حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قال اليهود لعمر انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عينا فقال عمر اتي لاعلم حيث نزلت، وain انزلت، وain رسول الله (ص) حين انزلت يوم عرفة وإنما والله بعرفة، قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا : اليوم أكملت لكم دينكم.

৪২৫১ মুহাম্মদ ইবন বাশুর (র) ..... তারিক ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত, ইহুদিগণ 'উমর ফারাক (রা)-কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের মধ্যে অবর্তীর্ণ হত, তবে আমরা সেটাকে "ঈদ" করে রাখতাম। উমর (রা) বললেন, এটা কখন অবর্তীর্ণ হয়েছে, কোথায় অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং নায়িলের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায় ছিলেন, আল্লাহর শপথ আমরা সবাই 'আরাফাতে ছিলাম, সেই আয়াতটি হল—**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**

## ২২৫৫ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَبَيَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا

২৩৫৫. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির ধারা তায়াস্তুম করবে (৫ : ৬)

— تَيْمِنُوا — ইচ্ছে করবে তোমরা, আর তীমিন্ত আর আমত একই, আমি ইচ্ছে করেছি, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এই আর্থে এবং এই আর্থে দখল করে আপনি আর আমরা আর আপনি আর আমরা।

**৪২৫২** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَأْبِيَدُ أَوْ يَذَاتُ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِدْلُهِ ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى التِّنَاصِيَهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسُ مَعْهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعْتُ عَائِشَةَ أَقَامْتِ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسُ مَعْهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) وَاضْبَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِيْ قَدْ نَامَ وَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسُ مَعْهُمْ مَاءٌ ، قَالَتْ عَائِشَةَ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ الْأَمْكَانُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى فَخْذِيْ قَفَّامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَيْهَا التَّيْمِنَ فَتَيْمِنُوا قَالَ أَسِيدُّ بْنُ حُصَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوْلِ بَرْكَتِكُمْ يَا أَلِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ فَبَعْنَا الْبَعِيرُ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعِدْلُ تَحْتَهُ .

**৪২৫২** ইসমাইল (র) ..... নবী-পত্নী আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম, বায়দা কিংবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌছার পর আমার গলার হার হারিয়ে গেল। তা খোজার জন্যে রাসূল (সা) তথায় অবস্থান করলেন এবং অন্যান্য লোকও তাঁর সাথে অবস্থান করল। সেখানেও কোন পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। এরপর লোকেরা আবৃ বকর (রা)-এর কাছে আসল এবং বলল, আয়েশা (রা) যা করেছেন আপনি তা দেখেছেন কি? রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকিয়ে রেখেছেন, অথচ তাদের কাছেও পানি নেই আবার সেখানেও পানি নেই। রাসূল (সা) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আবৃ বকর (রা) এলেন এবং বললেন, তুমি রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকে রেখেছ অথচ সেখানেও পানি নেই আবার তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন যে, আবৃ বকর (রা) আমাকে দোষারোপ করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন তা বলেছেন এবং তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার কোমরে ঝুসি দিতে লাগলেন, আমার কোলে রাসূল (সা)-এর অবস্থানই আমাকে পালিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। পানিবিহীন অবস্থায় তোরে রাসূল (সা) ঘুম

থেকে উঠলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন, তখন উসায়দ ইব্ন হ্যায়র বললেন, হে আবু বকর-এর বংশধর! এটা আপনাদের প্রথম মাত্র বরকত নয়।

আয়েশা (রা) বললেন, যে উটের উপর আমি ছিলাম, তাকে আমরা উঠালাম তখন দেখি হারটি তার নিচে।

**٤٢٥٣** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْنَاءِ، وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ فَأَنَا غَالِبٌ (ص) وَنَزَّلَ فَتْلِي رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَأْقِدًا أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَرَنِي لِكُرْزَةِ شَدِيدَةٍ وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فِي الْمَوْتِ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَقَدْ أَوْجَعَنِي شَمْ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) إِسْتِيقْظَ وَحَضَرَ الصُّبُحَ، فَأَلْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَّلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجْهُكُمْ أَلْيَةً (٦٥)، فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ حُسْنَيْ : لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيمُكُمْ يَا أَلْ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُ أَلْبَرَكَةُ لَهُمْ.

**٤٢٥٤** **ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান** (র) ..... হ্যরত আয়েশা (রা) বলেছেন, মদীনায় প্রবেশের পথে বায়দা নামক স্থানে আমার গলার হারটি পড়ে গেল। এরপর নবী (সা) সেখানে উট বসিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হ্যরত আবু বকর (রা) এসে আমাকে কঠোরভাবে থাপ্পড় লাগালেন এবং বললেন একটি হার হারিয়ে তুমি সকল লোককে আটকে রেখেছ। এদিকে তিনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, অপরদিকে রাসূল (সা) এ অবস্থায় আছেন, এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম। তারপর রাসূল (সা) জাগ্রত হলেন, ফজর নামাযের সময় হল এবং পানি খোঁজ করে পাওয়া গেল না, তখন নাযিল হল : .....— যাইহাদের আন্দোলন আছেন, এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম। যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। (৫ : ৬)

এরপর উসায়দ ইব্ন হ্যায়র বললেন, হে আবু বকরের বংশধর! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারণে মানুষের জন্যে বরকত নাযিল করেছেন। তোমাদের আপাদমস্তক তাদের জন্যে বরকতই বরকত।

**٤٢٥٦ . بَابُ قَوْلِهِ فَإِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هُنَّا قَاعِدُونَ**

২৩৫৬. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব (৫ : ২৪)

**٤٢٥٧** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ \* حَوَدَّثَنِي حَمْدَانُ بْنُ عَمْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّنْصَرِ قَالَ حَدَّثَنَا

الأشجعى عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ما همَا فاعذون ولكن امض ونحن معك فكانه سرّي رسول الله (ص) ودواه وكيف عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك لرسول الله (ص)-

**[৪২৫৪]** আবু নু'আদিম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন মিক্দাদ (রা) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসরাইলীরা মুসা (আ)-কে যে রকম বলেছিল, “যাও তুমি ও তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব” — আমরা আপনাকে সে রকম বলব না বরং আপনি অহসর হোন, আমরা সবাই আপনার সাথেই আছি, তখন যেন রাসূল (সা) থেকে সব দুচিন্তা দূর হয়ে গেল। এই হাদীসটি ওয়াকা-সুফিয়ান থেকে, তিনি মুখারিক থেকে এবং তিনি (মুখারিক) তারিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মিকদাদ এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিলেন।

٢٣٥٧ . بَابُ قُولِهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعْوَنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا إِلَى قُولِهِ أَوْ يَنْفَلُوا مِنَ الْأَرْضِ

**২৩৫৭.** অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধর্মসংগ্রাম কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা তৃষ্ণবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে (দুনিয়ায় এটাই তাদের শাস্তি ও আবিরামে তাদের জন্যে মহাশাস্তি রয়েছে) — আল্লাহর সাথে কুফরী করা।

**[৪২৫৫]** حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى قال حدثنا ابن عون قال حدثني سليمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقامت بها الخلافة فالتقت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبي قلابة قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد احسان أو قتل نفسها بغير نفس أو حارب الله ورسوله (ص) فقال عتبة حدثنا أنس يكذا وكذا قلت أيدي حدث أنس ، قال قدم قوم على النبي (ص) فكلموه فقالوا قد استوحشنا هذه الأرض ، فقال هذه نعم لنا تخرج ، فاخرجوا فيها ، فاشربوا من الآبانها وأبوالها فخرجو فيها فشربوا من آبواالها والآبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوا واطردو النعم فما يسبط من هؤلاء قتلوا النفس

وَحَارِبُوا اللَّهَ رَسُولَهُ وَخَوْفُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَ سَيِّدُنَا اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ شَهِيدًا بِهَذَا أَنْسٌ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كُنْدَى إِنَّكُمْ لَنْ تَرَأَوْنَا بِخَيْرٍ مَا أَبْقَيْتُمْ هَذَا فِينِكُمْ ، وَمَمْلِئُ هَذَا -

**৪২৫৫** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আয়ীয় (র)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা কিসামাত দণ্ড সম্পর্কিত হাদীসটি আলোচনা করলেন এবং এর অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করলেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বললেন এবং এও বললেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন। এরপর তিনি আবু কিলাবার প্রতি তাকালেন, আবু কিলাবা তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ নামে কিংবা আবু কিলাবা নামে ডেকে বললেন, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি? আমি বললাম বিয়ের পর ব্যতিচার, কিসাসবিহীন খুন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন একটি ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলামে বৈধ বলে আমার জানা নেই।

আনবাসা বললেন, আনাস (রা) আমাদেরকে হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ হাদীসে আরনিন।) আমি (আবু কিলাবা) বললাম, আমাকেও আনাস (রা) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর সাথে আলাপ করল, তারা বলল, (প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে) আমরা এদেশের সাথে মিলতে পারছি না। রাসূল (সা) বললেন, এগুলো আমার উট, ঘাস খাওয়ার জন্যে বের হচ্ছে, তোমরা এগুলোর সাথে যাও এবং এদের দুধ ও পেশাব পান কর। তারা গুগলোর সাথে বেরিয়ে গেল এবং দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠল, এরপর রাখালের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে পগুলো লুট করে নিয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ড ভোগ করার অপরাধসমূহ তাদের থেকে কতটুকু দূরে ছিল; তারা নরহত্যা করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রাসূল (সা)-কে ডয় দেখিয়েছে। 'আনবাসা আশ্চর্য হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, আমার এই হাদীস সম্পর্কে তুমি কি আমাকে যিথ্যা অপবাদ দেবে? 'আনবাসা বলল, আনাস (রা) আমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু কিলাবা বললেন, তখন 'আনবাসা বলল, আনাস (রা) আমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু কিলাবা বললেন, তখন 'আনবাসা বলল, হে এই দেশবাসী (অর্থাৎ সিরিয়াবাসী) এ রকম ব্যক্তিবর্গ যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন তোমরা কল্প্যাণের মধ্যে থাকবে।

## ٢٣٥٨ . بَابُ قُولِيهِ الْجِرْجُونِ قِصَاصٌ

২৩৫৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং যখনের বদল অনুরূপ যথম (৫ : ৪৫)

**৪২৫২** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَ قَالَ أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَرَبُ الرَّبِيعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ ثَنَيَّةُ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوْا النَّبِيًّا (ص) فَأَمَرَ النَّبِيًّا (ص) بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسِرُ سِنَّتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أَنْسٌ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضَى الْقَوْمُ وَقَبَلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)  
إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُرُهُ -

**৪২৫৬** মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রূবান্সি যিনি আনাস (রা)-এর ফুফু, এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবি করে। তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট এলো, নবী করীম (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস ইবন মালিকের চাচা আনাস ইবন নয়র বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ রূবান্সি-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূল (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাব তো “বদলা”র বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধী পক্ষ রাখী হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহণ করল। এরপর রাসূলাল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর এমন কিছু বাদ্য আছে যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের শপথ সত্ত্বে পরিণত করেন।

২২৫৭ . بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ

২৩৫৯. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর (৫ : ৬৭)

**৪২৫৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً (ص) كَتَمَ شَيْئاً مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهُ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا  
الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ الْآيَةُ

**৪২৫৭** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের যৎসামান্য কিছুও হ্যারত মুহাম্মদ (সা) গোপন করেছেন তা হলে নিশ্চিত যে, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ বলেছেন, “হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি প্রচার কর।”

২২৬০ . بَابُ قَوْلِهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْلَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

২৩৬০. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের নির্বর্ধক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না (৫ : ৮৯)

**৪২৫৮** حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْلَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَيَلِي وَاللَّهِ -

**৪২৫৮** আয়াতটি আলী ইবনে সালাম(য়)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

ନାଥିଲ ହେଯେଛେ ମାନୁଷେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବିହୀନ ଉକ୍ତି ।

**[٤٢٥٩]** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْتَثُ فِي يَمِينٍ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أُرِيَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبَلتُ رُحْصَةَ اللَّهِ وَقَعْدَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

৪২৫৯) আহমদ ইব্ন আবু রায়া' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা কোন শপথই ডঙ্ক করতেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা শপথ ভঙ্গের কাহফকারার বিধান নায়িল করলেন। আবু বকর (রা) বলেছেন, শপথকৃত কার্দের বিপরীতটি যদি আমি উস্তুম ধারণা করি তবে আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত সন্যোগটি গ্রহণ করি এবং উস্তুম কাজটি সম্পাদন করি।

٢٣٦١ . بَابُ قَوْلِهِ يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَبَيَّاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

২৩৬১। অনুষ্ঠেদ ৪ আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না (এবং সীমালংঘন করো না)। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না) (৫ : ৮৭)

**٤٢٦** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُلُّ نَفْرَجٍ مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقَلَّتِ الْأَنْخِتَصِيَّ فَتَهَانَاهُ عَنْ ذُلْكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَتَرَفَّجَ الْمَرْأَةُ بِالْلُّؤْبِ لَمْ قَرَأْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبَيَّاتَ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ -

**৪২৬০** আমর ইব্ন আউন (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে যুক্ত বের হতাম, তখন আমাদের সাথে স্তুগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না! তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিয়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মুত'আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيعَاتَ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

٢٣٦٢ . بَابُ قَوْلِهِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
وَقَالَ أَبْنُ عَيَّاسٍ الْأَزْلَامُ الْقَدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأَمْوَالِ النَّحْسِبِ أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ  
عَلَيْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ الْزَّلْمُ الْقِدْحُ لَا رِيشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ وَالْأَسْتِسْقَامُ أَنْ يُجِيلَ  
الْقَدَاحَ فَإِنْ نَهَّتْهُ أَتَقْرَأَ وَإِنْ أَمْرَتْهُ فَعَلَّ مَا تَأْمُرُهُ وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقَدَاحَ أَغْلَامًا بِضُرُوبٍ

يَسْتَقْسِمُنَّ بِهَا وَفَعْلَتْ مِنْهُ قَسْمٌ وَالْقَسْمُ مِنْهُ الْمُصْنَدِرُ

২৩৬২. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মৃত্তিপূজা, বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য (সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার) (৫: ১০)

ইবন আব্রাস (রা) বলেছেন — أَلَزْلَمُ — সে সকল তীর যেগুলো দ্বারা তারা কর্মসমূহের ভাগ্য পরীক্ষা করে। বেদী, সেগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে পশ যবাই করে। অন্য কেউ বলেছেন — أَلَزْلَمُ لَبْخُ — তীর, ভাগ্য পরীক্ষার পক্ষতি এই যে, তীরটাকে ঘুরাতে থাকবে। তীর যদি নিষেধ করে তো বিরত থাকবে আর যদি তাকে কর্মের নির্দেশ দেয় সে তাহলে নির্দেশিত কাজ করে যাবে। তীরগুলোকে বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন দ্বারা করা হয় এবং তা দ্বারা তথ্যাকর্তৃত ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। এতদসম্পর্কে — فَعْلَتْ بَيْবَهَارَ كَرَأَ هَذِهِ — এর কাঠামোতে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি ভাগ্য যাচাই করেছি, এর ক্রিয়া হচ্ছে — الْقَسْمُونَ

٤٢٦١ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَمْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَزَّلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لِّخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنْبِ۔

৪২৬১ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান যখন নাযিল হল, তখন মদীনাতে পাঁচ প্রকারের মদের প্রচলন ছিল, আস্তুরের পানিগুলো এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

٤٢٦٢ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْبٍ قَالَ أَنَّ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَصِنْخِكُمْ هَذَا الَّذِي سَمِّونَهُ الْفَصِنْيَغُ فَإِنِّي لِقَانِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفَلَانًا وَفَلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلًا، فَقَالَ وَهَلْ بِلْغَكُمُ الْخَبْرُ، فَقَالُوا وَمَا ذَالِكَ؟ قَالَ حَرَمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا أَمْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَّسُ، قَالَ فَمَا سَأَلُوكُمْ عَنْهَا وَلَا رَاجِعُهَا بَعْدَ خَبْرِ الرَّجُلِ۔

৪২৬২ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা যেটাকে ফায়ীখ অর্থাৎ কাঁচা খুরমা ভিজানো পানি নাম রেখেছ সেই ফায়ীখ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মদ ছিল না। একদিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবৃ তালুহা, অমুক এবং অমুককে তা পান করাছিলাম। তখনই এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের কাছে এ সংবাদ এসেছে কি? তাঁরা বললেন, কি সংবাদ? সে বলল : মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে, তাঁরা বললেন, হে আনাস! এই পাত্রগুলো ঢেকে

দাও। আনাস (রা) বললেন যে, তাঁরা এতদপ্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না এবং এই ব্যক্তির সংবাদের পর তাঁরা দ্বিতীয়বার পান করেননি।

**٤٢٦٣** حَدَّثَنَا صَدِيقٌ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أَنَّاسٌ غَدَاءَ أَحْدَرَ  
الْخَمْرَ فَقُتُلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شَهِداءً وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا

**৪২৬৩** [সাদাকা] ইবন ফয়ল (র) ..... যাবির (রা) বলেছেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন তোরে কিছু লোক মদ পান করেছিলেন এবং সেদিন তাঁরা সবাই শহীদ হয়েছেন। এই মদপান ছিল তা হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

**٤٢٦٤** حَدَّثَنَا إِسْنَاقُ أَبْنَ ابْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى وَأَبْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ  
أَبْنِ عَمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ (ص) يَقُولُ: أَمَا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَّلَ  
تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنْ الْعِنْبِ وَالْتَّمْرِ وَالْعَسْلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعْبِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَفَ.

**৪২৬৪** [ইসহাক] ইবন ইব্রাহীম হানজালী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি ‘উমর’ (রা)-কে নবী (সা)-এর মিস্ত্রে বসে বলতে উনেছি যে, এরপর হে লোকসকল! মদপানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়েছে আর তা হচ্ছে পাঁচ প্রকার, খুরমা থেকে, আঙুরঝুঁকেজুরথেকে, মধু থেকে, গম থেকে এবং যা থেকে আর মদ হচ্ছে যা সুস্থ ও জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

**٤٢٦٥** . بَابُ قَوْلِهِ : لَيْسَ عَلَى الدِّينِ أَمْتَوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا  
إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

**২৩৬৩.** অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ সৎকর্মপ্রায়ণদেরকে ভালবাসেন (৫ : ৯৩)

**٤٢٦٥** حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرَ  
الَّتِي أَهْرِيقَتِ الْفَضِيْلَ، وَذَلِكَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي التَّعْمَانِ قَالَ كَفَتْ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَنَزَّلَ  
تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مَنْادِيًّا فَنَادَى، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ فَأَخْرَجَ فَأَنْظَرَ مَا هُذَا الصُّوتُ، قَالَ فَخَرَجَتْ  
نَقْلَتْ هَذَا مَنْادِيًّا إِلَّا أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ لِيْ إِذْهَبْ فَأَهْرِيقْهَا، قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكْكِ الْمَدِينَةِ،  
قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيْلَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمْتَوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا -

**৪২৬৫** আবু নুমান (র). ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, চেলে দেয়া মদগুলো ছিল ফায়িখ। আবু নুমান থেকে মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি আবু তালহা (রা)-এর ঘরে লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম, তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। এরপর সে ঘোষণা দিল। আবু তালহা বললেন, বেরিয়ে দেখ তো ঘোষণা কিসের? আনাস (রা) বলেন, আমি বেরুল্লাম এবং বললাম যে, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন যাও, এগুলো সব চেলে দাও। আনাস (রা) বলেন, সেদিন মদীনা মনোওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেন, সে যুগে তাদের মদ ছিল ফায়িখ, তখন একজন বললেন, যাঁরা মদ পান করে শহীদ হয়েছেন তাদের কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন  
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمْتَوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا —

٤٢٦٤ . بَابُ قَوْلِهِ : لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تَبْدِلُكُمْ تَسْؤُكُمْ

২৩৬৪. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা অকাশিত হলে তোমরা দৃশ্যিত হবে (৫: ১০১)

**৪২৬৬** حَدَثَنَا مُنْدِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَارُودِيِّ . قَالَ حَدَثَنَا أَبِي قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَّكُمْ قَلِيلًا وَلَبِكِيْتُمْ كَثِيرًا ، قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وُجُوهُهُمْ حَنِينٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي قَالَ فُلَانٌ ، فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تَبْدِلُكُمْ تَسْؤُكُمْ رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ شُعْبَةِ -

**৪২৬৬** মুন্যির ইব্ন ওয়ালিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি খুতবা দিলেন যেন্নপ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেছেন, “আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং বেশি বেশি করে কাঁদতে”। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) আপন আপন চেহারা আবৃত করে গুণগুণ করে কান্না জুড়ে দিলেন এরপর এক ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইব্ন হ্যায়ফা বা অন্য কেউ) বলল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “অমুক”। তখন এই আয়াত নাযিল হল  
لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تَبْدِلُكُمْ تَسْؤُكُمْ

এই হাদীসটি শুবা থেকে নয় এবং রাওহ ইব্ন উবাদা বর্ণনা করেছেন।

٤٢٦٧ حَدَثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو النَّضْرٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو حِيَةَ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْجُوبِرِيَّةَ عَنْ أَبْنِ عَيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِسْتِهْزَاءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضَلُّلٌ نَاقَةٌ أَيْنَ نَاقَتِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تَبَدَّلُكُمْ شَسُوكُمْ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلَّهَا .

4267] **ফাযল ইব্ন সাহল (র) ..... ইব্�ন আবুস (রা) বলেছেন, কিছু লোক ছিল তারা ঠাণ্ডা করে  
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করত, কেউ বলত আমার পিতা কে? আবার কেউ বলত আমার উদ্ধী হারিয়ে  
গেছে তা কোথায়? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন—  
يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا  
.....  
**سَأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ أَنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسْؤُمُكُمْ****

٢٣٦٥ بَابُ قَوْلِهِ : مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحْرَيْةٍ وَلَا سَانِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ

২৩৬৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ স্থির করেন নি (৫ : ১০১)

ইবন আকবাস (রা) বলেন, অর্থ আমি তোমার মৃত্যু ঘটাব। (৩ : ৫৫)

٤٢٦٨ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البشير التي يمتن رها للطواحيت فلا يطلبها أحد من الناس والسايبة التي كانوا يسيرونها لأنهم لا يحمل عليها شيء قال وقال أبو هريرة قال رسول الله ص رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قضيبه في النار كان أول من سب السوانب والوصيطة الثاقبة المكر في أول نتاج الأليل ثم شتني بعده بائشى وكانت يسيرونها لطواحيتهم إن وصلت أحدا هما بالآخر ليس بينهما ذكر وإنما فحل الأليل يضرب الخراب المعمود فإذا قضى ضرابة ودعوه للطواحيت وأغفوه من الحمل فلن يحمل عليه شيء وسموه الحام وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال سمعت سعيدا قال يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة سمعت النبي ص نحوه دواد ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضى الله عنه سمعت النبي ص -

٤٢٦٨ مূসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... سَأْنِدَ إِبْنَ مُوسَى يَحْمَدُهُ—বাহীরা যে জন্মুর  
ক্ষন প্রতিমার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকে কেউ তা দোহন করে না । سَأْنِي—সায়িবা, যে জন্মু তারা  
তাদের উপাস্যের নামে ছেড়ে দিত এবং তা বহন কার্যে ব্যবহার করে না । তিনি বলেন, আবু হুরায়রা  
(রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আমি 'আম'র ইব্ন আমির খুয়ায়ীকে দোষখের মধ্যে  
দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে সায়িবা প্রথা প্রথম চালু করে ।  
وَالْوَصِيلَةُ—ওয়াসীলাহ, যে উল্লেখ প্রথমবারে মাদী বাচ্চা প্রসব করে এবং দ্বিতীয়বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব  
করে, (যেহেতু নর বাচ্চার ব্যবধান ব্যতীত একটা অন্যটার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সেহেতু) ঐ উল্লেখে তারা  
তাদের তাগুত্তের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত । وَالْحَامُ—হাম, নর উট যা দ্বারা কয়েকবার প্রজনন কার্য নেয়া হয়,  
প্রজনন কার্য সমাপ্ত হলে সেটাকে তারা তাদের প্রতিমার জন্যে ছেড়ে দেয়, এবং বোঝা বহন থেকে  
ওটাকে মুক্তি দেয় । সেটির উপর কিছু বহন করা হয় না । এটাকে তারা 'হাম' নামে অভিহিত করত ।

আমাকে আবুল ইয়ামান বলেছেন যে, শুয়াইব, ইমাম মুহরী (র) থেকে আমাদের অবহিত করেছেন,  
যুহরী বলেন, আমি সাওদ ইব্ন মুসাইয়িব (র) থেকে শুনেছি, তিনি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত  
করেছেন । সাওদ ইব্ন মুসাইয়িব বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি নবী (সা) থেকে এই রকম  
শুনেছি । ইব্ন হাদ এটা বর্ণনা করেছেন ইব্ন শিহাব থেকে । আর তিনি সাওদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা  
(রা) থেকে যে, আমি নবী করীম (সা) থেকে শুনেছি ।

٤٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا  
يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطُمُ  
بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَرَأَيْتُ عَمَراً يَجْرُ قُصْبَةً وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَبَّ السَّوَابِقَ -

৪২৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবু ইয়াকুব (র) ..... আয়েশা (রা) বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি  
জাহান্নামকে দেখেছি যে তার একাংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে বা প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে,  
'আম'রকে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে "সায়িবা" প্রথা চালু করে ।

২৩৬৬ - بَابُ قُولِيهِ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ  
الرِّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

২৩৬৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম  
তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের  
কার্যকলাপের তত্ত্ববিদ্যায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী (৫ : ১১৭)

٤٢٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَّابَرَ

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاظَةٌ عَرَاهُ غُرْلًا ، ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَى خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا عَلَيْنَا أَنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى أَخْرِ الْأَيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَوْلَى الْخَلَقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابْرَاهِيمَ ، أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرَجَالٍ مِّنْ أُمَّتِنَا فَيُؤْخَذُهُمْ ذَاتَ الشِّمَاءِلِ فَاقُولُ يَا رَبَّ أَصْبِحَابِيْ فَيُقَالُ أَنْكَ لَا تَنْزَهُنَا مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَكَ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتُ أَنْتَ الرُّقِيبُ عَلَيْهِمْ ، فَيُقَالُ أَنْ هُوَ لَمْ يَرَأْنَا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذَ فَارَقْتَهُمْ -

**৪২৭০** আবু ওয়ালিদ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক দিন খুতবা দিলেন, বললেন, হে লোক সকল! তোমরা খালি পা, উলঙ্গ এবং খতনবিহীন অবস্থায় আল্লাহর নিকট একত্রিত হবে, তারপর তিনি পড়লেন, —যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, প্রতিশ্রূতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২১ : ১০৮)

তারপর তিনি বললেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম (আ)। তোমরা জেনে থাখ, আমার উশ্মতের কতগুলো লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ দোয়খের দিকে নেয়া হবে। আমি তখন বলব, প্রভু হে! এগুলো তো আমার গুটিকয়েক সাহারী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী জগন্য কাজ করেছে তা আপনি জানেন না।

كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيبُ عَلَيْهِمْ

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা তাদের গোড়ালির উপর ফিরে গিয়ে অর্থাৎ পৃষ্ঠপৰ্দশন করে ধর্মত্যাগী হয়েছে।

**২২৭ . بَابُ قُوْلِهِ : إِنْ شَدَّبُهُمْ فَإِنَّمَا عِبَادُكَ وَإِنْ شَفَرَلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمَغِيرَ  
الْحَكِيمُ**

২৩৬৭. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তো তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজাময় (৫ : ১১৮)

**৪২৭।** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغَيْرَةُ بْنُ النَّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ ، وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُهُمْ ذَاتَ الشِّمَاءِلِ ، فَاقُولُ

**كما العبد الصالح:** وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمِتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ -

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

সূরা আন‘আম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال ابن عباس: فتنتهم مغترتهم، معروشات ما يعيش من الكرم وغير ذلك لافتدركتم به يعني أهل مكة، حمولة ما يحمل عليها، وللبيستا لشبها، يتأنى يتبعون، تسلٌّ تفاصي، ابسلوا أفضحوا، بسطوا أيديهم، البسط الضرب استكثرتكم أضللتم كثيراً ذراً من الحرش، جعلوا الله من شراراتهم ومآلهم نصيباً، وللشيطان والأوثان نصيباً أما اشتغلت، يعني هل تشتمل إلا على ذكري أو أثني، فلم تحرمون بعضها وتحلوا بعضاً مسقفاً مهراقاً، صدف أعراض، ابليسوا أوسنوا، وأليسوا أسلموا، سرداً دانماً إنتهوه أصلته، تمنرون تشكون، وقر صمم، وأما الوفق فإنه الجمل أساطير واحدها أسطورة وأسطارة وهي الترهات، الأساس من الأساس، وتكون من البؤس جهرة معاينة، الصور جماعة صورة كقوله سورة وسورة، ملكوت ملك ميل، رهبوت خير من رحموت، وتقول ترهب خير من أن ترحم، جن أظلم، يقال على الله حسبناه أى حسابه، ويقال حسبنا مرامي، وجحوماً للشياطين، مستقر في الصلب، ومستودع في الرحم، الفتو العذق، والاثنان قثان والجماعة أيضاً قثان مثل صنو وصنوان

ইবন আকবাস (রা) বলেছেন, فَتَّهُمْ—ওয়ার পেশ করা, অক্ষমতা পেশ করা,  
আপুরুষতা ইত্যাদি যেগুলোকে উচ্চতে তুলে দেয়া হয়,—তোমাদেরকে তা দ্বারা  
সর্তক করার জন্য, অর্থাৎ মকাবাসীকে, حَمْوَلَةً—বহনকারী, لِبْسًا—আমি তাদেরকে বিভ্রমে ফেলতাম,

<sup>٢٣٦٨</sup> . بَيْبَ قَوْلَهُ : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

୨୩୬୮. ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଣୀ : ଅଦୃଶ୍ୟର କୁଞ୍ଜି ତାଂରଇ କାହେ ରଯେଇଁ, ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ତା ଜାନେ ନା (୬ : ୫୯)

**٤٢٧٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ : إِنَّ اللَّهَ عِنْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيَنْزَلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ يَأْتِيَ أَرْضَ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عِلْمُ خَيْرِهِ .

৪২৭২ আবদুল আয়ীয় ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অদৃশ্যের কুঁজি পাঁচটি —“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং তিনি জানেন যা জরাযুতে আছে, কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অব-হিত। (৩১ : ৩৪)

٢٣٦٩ . بَابُ قَوْلَةٍ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فُورُكُمْ

২৩৬৯. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : বল, তোমাদের উর্ক্ষদেশ থেকে শান্তি প্রেরণ করতে, কিংবা

ତଲଦେଶ ଥେକେ, (ତୋମାଦେରକେ ବିଭିନ୍ନ ଦଲେ ବିଭିନ୍ନ କରତେ ଏବଂ ଏକଦଲ ଅପର ଦଲେର ସଂଘରେ  
ଆସାନ ହଣ୍ଡ କରାତେ ତିନି ସଙ୍କଷମ । ଦେଖ, କୀ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେର ଆୟାତ ବିବୃତ କରି ଯାତେ ତାରା  
ଅନୁଧାବନ କରେ) (୬ : ୬୫)

شିୱୀ, تَبَاسُّ شَكْرٌ يَلْبِسُكُمْ  
ଥେକେ ଉତ୍ସାରିତ, ତୋମାଦେରକେ ମିଶ୍ରିତ କରେ ଦିବେନ, ତାରା ମିଶ୍ରିତ ହୟ  
ବିଭିନ୍ନ ଦଲ ।

**୪୨୭୨** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ  
نَزَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَعْلَمَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فُوْقَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَعُوذُ بِوَجْهِكَ  
قَالَ : أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكَ ، قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، أَوْ يَلْبِسُكُمْ شିୱୀ , وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذَا أَهْوَنُ ، أَوْ قَالَ هَذَا أَيْسَرُ -

**୪୨୭୩** آବୁ ନୁମାନ ..... ଯାବିର ଇବନ୍ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ବଲେଛେ, ଯଥନ ଏହି ଆୟାତ  
ଚାହିଁ ଆଶ୍ରଯ କାହେ ଆଶ୍ରଯ ଚାହିଁ ଆପନାର କାହେ ଆଶ୍ରଯ ଚାହିଁ  
ଅବାରାର ଯଥନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଲ ତଥନ ଆପନାର କାହେ ଆଶ୍ରଯ ଚାହିଁ । ଏବଂ ଯଥନ  
ଅତୀର୍ଣ୍ଣ ହଲ ତଥନ ଆପନାର କାହେ ଆଶ୍ରଯ ଚାହିଁ । ଏବଂ ଯଥନ  
ଏଟା ତୁଳନାମୂଳକଭାବେ  
ହାଜା, ତିନି କିଂବା ହେତୁ ହେତୁ ହେତୁ ବଲେଛେ ।

୨୨୭ . بَابُ قَوْلَهُ : وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

୨୩୭୦. ଅନୁଷ୍ଠଦ : ଆଶ୍ରାହର ବାଣୀ । ଏବଂ ତାଦେର ଈମାନକେ ଜୁଲୁମ ଦାରା କଳୁଷିତ କରେନି (୬ : ୮୨)

**୪୨୭୪** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ : وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ أَصْحَابَهُ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ ،  
فَنَزَّلَتْ أَنَّ الشَّرِيكَ لَظَلَمٌ عَظِيمٌ

**୪୨୭୫** ମୁହାମ୍ମଦ ଇବନ୍ ବାଶାର (ର) ..... ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ୍ ମାସୁଉଦ (ରା) ବଲେନ,  
ଯଥନ ନାଯିଲ ହଲ, ତଥନ ତାର ସାହାବାଗଣ ବଲେନ, “ଜୁଲୁମ କରେନି ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ କେ  
ଆହେ” ଏରପର ନାଯିଲ ହଲ —ନିଶ୍ଚଯ ଶିରକ ଚରମ ଜୁଲୁମ ।

୨୨୮ . بَابُ قَوْلَهُ : وَلَوْنَسَ وَلَوْنَطَا وَكَلَأَ فَخَلَنَا عَلَى الْعَلَمِينَ

୨୩୭୧. ଅନୁଷ୍ଠଦ : ଆଶ୍ରାହର ବାଣୀ । ଇଉନୁସ ଓ ଲୃତକେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କରେଛିଲାମ ବିଶ୍ୱ ଜଗତେର  
ଉପର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ (୬ : ୮୬)

٤٢٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَمَّرَ نَبِيُّكُمْ ، يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَتَبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتْئٍ -

৪২৭৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... ইবন আকবাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “আমি ইউনুস ইবন মাস্তা থেকে উত্তম” এ উক্তি করা কারও জন্যে উচিত নয়।

٤٢٧٦ حَدَّثَنَا أَدْمَ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَتَبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتْئٍ -

৪২৭৬ আদম ইবন আবু আয়াস (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “আমি ইউনুস ইবনে মাস্তা (আ) থেকে উত্তম”, এই উক্তি করা কারো জন্যে উচিত নয়।

## ٤٢٧٢ . بَابُ قَوْلِهِ : الْأُنْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمَا هُمْ افْتَدَوْ

২৩৭২. অনুজ্ঞে ৪ আল্লাহর বাণী ৪ তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর (৬ : ৯০)

٤٢٧٧ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جَرِيجَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَخْوَالُ أَنَّ مُجَاهِدًا لَخَبِيرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَفِي صَسْجَدَةِ فَقَالَ نَعَمْ كُمْ تَلَّا وَوَمَبْنَا إِلَى قَوْلِهِ فِيهِمَا هُمْ افْتَدَوْهُمْ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارَقَنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَسَهْلٍ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَلْتُ لِابْنِ عَيَّاسٍ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ (ص) مِنْ أَمْرٍ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ -

৪২৭৭ ইব্রাহীম ইবন মূসা ..... মুজাহিদ ইবন আকবাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সূরা “ص”-এ সিজদা আছে কি না। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে। এরপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—  
وَمَبْنَا لَهُ اسْنَحُقَ وَيَعْقُوبَ ..... فِيهِمَا هُمْ افْتَدَوْ

তারপর বললেন যে তিনি অর্থাৎ দাউদ (আ) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইয়ায়ীদ ইবন হারুন, মুহাম্মদ ইবন উবায়দ এবং সাহল ইবন ইউসুফ আওয়াম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বললেন যে, আমি ইবন আকবাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরপর তিনি বললেন, যাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে তোমাদের নবী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

২২৭৩ . بَابُ قُولِهِ : وَعَلَى الَّذِينَ هَانُواْ حَرَمْنَا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ مِّنَ الْبَقْرِ وَالثَّنْمِ  
حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَعْرَهُمْ

২৩৭৩. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : ইহুদীদিগের জন্যে নথরযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বি ও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এগুলোর পৃষ্ঠের অথবা অঙ্গের কিংবা অঙ্গসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাদের অবাধ্যতার দরুণ তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম, আমি তো সত্যবাদী (৬ : ১৪৬)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন — উট, উটপাথী, — অস্ত্রসমূহ। অন্যজন বলেছেন — হোয়ায়া — কুল নিষিদ্ধ। অন্যজন বলেছেন — মানুষের পৃষ্ঠা হয়ে গিয়েছে, তবে আল্লাহর বাণী অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি, তাদের জন্যে মানুষের পৃষ্ঠা নিষিদ্ধ। — তওবাকারী।

৪২৭৮ [ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْتَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءً سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمْ جَمَلُوهُمْ بَاعُونَهُ فَأَكَلُوهُمْ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَبْرَى كَتَبَ إِلَيْيَ عَطَاءً سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (ص) مিথে.

৪২৭৮ [আমর ইবন খালিদ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে লানত করেছেন, যখন তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন তখন তারা ওটাকে তরল করে জমা করেছে, তারপর বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে। আবু আসিম (র).....হাদীস বর্ণনা করেছেন জাবির (রা) নবী (সা) থেকে।

২২৭৪ . بَابُ قُولِهِ : وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৩৭৪. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না (৬ : ১৫১)

৪২৭৯ [ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَذَاجُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَذَاجُ نَفْسَهُ قَلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَلْتُ وَرَفِعْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَلِيلٌ حَفِيظٌ وَمَحِيطٌ بِهِ ثُبَّلًا جَمْعُ قَبِيلٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلْعَذَابِ كُلُّ ضَرَبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ رُخْرُفٌ كُلُّ شَيْءٍ حَسْنَتْهُ وَعَشَيْتَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زَوْجٌ حِجْرٌ حِرَامٌ وَكُلُّ مَمْتَزِعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بِنَيَّةٍ

وَيُقَالُ لِلأَنْثَى مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ، وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجْرٌ وَأَمَا الْحِجْرُ فَمَوْضِعٌ ثَمُودٌ وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَانَهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُومٍ مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَأَمَا حِجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزُلٌ.

৪২৭৯ হাফ্স ইবন উমর (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, হারাম কাজে মুমিনদেরকে বাধা দানকারী আল্লাহর চেয়ে অধিক কেউ নেই, এজন্যই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন, আল্লাহর স্তুতি প্রকাশ করার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই, সেজন্যেই আল্লাহ আপন প্রশংসা নিজেই করেছেন।

আমর ইবন মুররাহ (র) বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটাকে কি তিনি রাসূল (সা)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রক্ষক ও বেষ্টনকারী — قَبْلٌ — একবচনে قَبْلُ أَرْدَادِ شَاطِئِ বহু প্রকারের, এগুলোর এক একটি এক বা প্রকার — رَخْرَفٌ — বাতিল ও ভিত্তিহীন কথাকে সুন্দর ও অলংকৃত করে প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় — حَرَثُ حِجْرٌ | رَخْرَفٌ | حِجْرٌ | حِجْرٌ | হারাম, প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে বলা হয়, আবার নির্মিত ঘরও حِجْرٌ | حِجْرٌ | حِجْرٌ | حِجْرٌ | বুদ্ধি-বিবেচনাকেও حِجْرٌ | حِجْرٌ | আবার নামীয় স্থানে হচ্ছে সামুদ্র গোত্রের স্থান, ভূমির যে অংশকে ভূমি নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত ঘোষণা করেছ তার নাম হ্যাঁ | حِجْرٌ | এই জন্যে বায়তুল্লাহ শরীফের হাতীম নামক অংশকে তুমি নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত ঘোষণা করেছ তার নাম হ্যাঁ | حِجْرٌ | বলা হয়, যেমন থেকে যেমন تَمَنَّى قَتِيلٌ مَحْطُومٌ — حَطِيمٌ | حِجْرٌ | ইয়ামামার হ্যাঁ | حِجْرٌ | হচ্ছে একটি মনজিল বা ছোট ঘর।

## ২৩৭৫ . بَابُ قُولِيهِ : هَلْمُ شَهَدَاءَ كُمْ

২৩৭৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : সাক্ষীদেরকে হায়ির কর। (৬ : ১৫০)

হিজাজীদের পরিভাষায় একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনের জন্যে হ্যাঁ هَلْمُ ব্যবহৃত হয়।

## ২৩৭৬ . بَابُ قُولِيهِ : لَا يَنْقُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا

২৩৭৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নির্দশন আসবে সেদিন তার ইমান কাজে আসবে না (যে ব্যক্তি পূর্বে ইমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ইমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি) (৬ : ১৫৮)

৪২৮০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَقْرُمُ السَّاعَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَأَاهَا النَّاسُ أَمْنَ مِنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْقُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلِهَا

**৪২৮০** মূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ঈমান আনবে, এবং সেটি হচ্ছে এমন সময় “পূর্বে ঈমান আনেনি এমন ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।”

**৪২৮১** حَدَّثَنِي أَسْلَحُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ النَّفَسُ مِنْ مَغْبِبَهَا فَإِذَا طَلَعَتْ رَأَاهَا النَّاسُ أَمْنَوْا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ قَرَأْ أَلْيَهُ۔

**৪২৮১** ইসহাক (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সেই সময় যখন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না। তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

### سُূরা ‘আরাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ أَبْنُ عَيَّاسٍ : وَرِيَاشًا الْمَالُ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ ، عَفُوا كَثُرًا وَكَثُرْتُ أَمْوَالَهُمْ ، الْفَتَاحُ الْقَاضِي ، افْتَحْ بَيْنَنَا ، افْضِ بَيْنَنَا ، نَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا ، اتَّبَعْسْتَ انْفَجَرَتْ ، مُتَبَرْ خُسْرَانُ ، أَسْلَى أَخْزَنْ ، تَأْسَ تَحْزَنْ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : أَنْ لَا شَنْجَدْ ، يَخْصِفَانِ أَخْذَ الْخِصَافَ مِنْ دِنْقَ الْجَنَّةِ يُؤْلِفَانِ الْوَدَقَ وَيَخْصِفَانِ الْوَدَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ سَوَاتِهِمَا كِتَابَةً عَنْ فَرْجِيهِمَا وَمَتَاعَ إِلَى حِينِ، فَهُنَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَى مَا لَا يُخْصِسِ عَدَدُهَا الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْلِبَاسِ ، قَبِيلَهُ ، جِيلَهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ، أَدَارَكُوا اجْتَمَعُوا وَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ كُلُّهُمْ يُسْمَى سُمُومًا وَاحِدُهَا سَمٌ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخَرَاهُ وَفَمُهُ وَأَذْنَاهُ وَدِبْرُهُ وَاحْلِيلُهُ ، غَواشِ مَا غُشْوَاهِ ، نُشْرًا مُتَفَرِّقَةً ، نَكِدًا قَلِيلًا ، يَغْنُوا يَعْيَشُوا ، حَقِيقَ حَقُّ ، إِسْتَرْهَبُوكُمْ مِنَ السَّرْمَةِ ، تَلَقَّ تَلَقُّ ، طَائِرُهُمْ حَطَّهُمْ ، طُوقَانُ مِنْ

السُّيُّلِ۔ وَيُقَالُ لِمَوْتِ الْكَثِيرِ الطُّوفَانُ الْقُمُلُ الْحُمَنَانُ تُشَبِّهُ صِفَارَ الْحَلَمِ، عَرْوَشَ عَرِيشَ بَنَاءً، سُقْطُ كُلٌّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقْطَ فِي يَدِهِ، الْأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنَى إِسْرَائِيلَ، يَعْدُونَ يَعْدُونَ يُجَاوِيْنَ، تَعْدُ تَجَاوِيْزَ، شُرُّعاً شَوَّارِعَ، بَئِيسٍ شَدِيْدٍ، أَخْلَدَ قَعْدَ وَتَقَاعِسَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَائِبِهِمْ مِنْ مَائِنِهِمْ. كَقُولِهِ تَعَالَى: فَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا مِنْ جِهَةٍ مِنْ جُنُونٍ. فَمَرَّتْ بِهِ اسْتِعْرَبَهَا الْحَمْلُ فَأَتَتْهُ، يَنْزَغُنَكَ يَسْتَخْفِنَكَ. طَيْفٌ مُلْمُ بِهِ لَمْ— وَيُقَالُ طَانِفٌ وَهُوَ وَاحِدٌ، يَمْدُونَهُمْ يُرْبِيْنَ، وَخِيفَةٌ خَوْفًا، وَخِيفَةٌ مِنْ الْأَخْفَاءِ، وَالْأَصَالَ وَاجِدُهَا أَصِيلٌ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ كَقُولِهِ: بُكْرَةً وَأَصِيلًا

ইবন 'আকবাস (বা) (বলেন — সম্পদ, রোিশা ; তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না, দোয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে — عفواً — তারা সংব্যাধিক্য হয় এবং তাদের সম্পত্তি প্রাচুর্য লাভ করে, বিচারক — افْتَحْ بَيْتَنَا, আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন — نَفَقَنَا الْجَيْلُ। তারা উভয়ে উপরে তুলেছি পাহাড়, অবাহিত হয়েছে, — مُتَبَرٌ — ক্ষতিগ্রস্ত, আমি আক্ষেপ করি, আশি, অবাহিত হয়েছে, — أَشَى — অবাহিত হয়েছে, — أَنْ لَا تَسْجُدْ — সিজদা করতে, তাঁরা উভয়ে সেলাই করে জোড়া লাগাছিলেন, উভয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং পাতা একটা অন্যটার সাথে সেলাই করে জোড়া লাগাছিলেন, سَوَّاْتُهُمْ — তাঁদের জননাঙ্গ, وَمَنَاعَ إِلَى, — বেহেশতের পাতা, উভয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, আরবদের ভাষায় বলা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, — فَيْنَهُ — তার দল সে যে দলের অন্তর্ভুক্ত, যোগ্য, — رَفِيقٌ — থেকে নিষ্পন্ন, — تَلْقَى — গো গ্রাসে গিলে ফেলা হয়ে বলা হয়, طُوفَانٌ — বন্যা, অধিক হারে মৃত্যুকেও বলা হয়, طَائِرٌ — উকুন, سُقْطٌ — অটোলিকা, বাহ্য পথ ও স্নাবনালী, غَوَاشْ — সেগুলো হচ্ছে কচ্ছুব্দয়, নাসারান্ধ, মুখ, দুঁটি কান, বাহ্য পথ ও স্নাবনালী, — أَخْلَدَ — আক্ষেপ করেছেন, — يَعْنِي — জীবন যাপন করেছেন, نَكْدًا — বিক্ষিণ্ণ, شُرُّ — হক ও উপযুক্ত, যোগ্য, — رَفِيقٌ — আতঙ্কিত করল, — تَلْقَى — থেকে নিষ্পন্ন, — طَائِرٌ — তাঁদের ভাগ্য, বন্যা, — طُوفَانٌ — বন্যা, অধিক হারে মৃত্যুকেও বলা হয়, طَائِرٌ — উকুন, سُقْطٌ — অটোলিকা, যারা অপমানিত হয় তাদেরকে বলা হয়, — عَرْوَشٌ — উরুশ, — أَقْمَلُ — বনী ইসরাইলের গোত্রসমূহ, — يَعْدُونَ وَ يَعْدُونَ — سীমালংঘন করে; تَعْدُ — সীমালংঘন করেছে, — كঠোর, — شُرُّ — অক্ষেপ করে, — بَئِيسٍ — কঠোর, — وَسْ — পেছনে পড়ল, — তাদের নিরাপদ স্থান থেকে তাদেরকে এসে ঢরে বের করে আনবে, যেমন منْ — — فَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا — — তাদেরকে আল্লাহ এমন শাস্তি দিলেন যা তারা ধারণা করেনি।

يَسْتَخْفِنَكَ, — تাঁর গর্ভ অটুট থাকল, এরপর সেটাকে পূর্ণতা দান করলেন, — عَنْدَنَا — উন্নাদনা, فَمَرَّتْ بِهِ — তাঁর গর্ভ অটুট থাকল, এরপর সেটাকে পূর্ণতা দান করলেন, — تَوْمَا — তোমাকে কু-মন্ত্রণা দেয়, — طَيْفٌ — আগত সংযোগযোগ্য, — يَنْزَغُنَكَ — তোমাকে এবং আকর্ম, — خِيفَةٌ — খীফে, — بَلَى — অলংকৃত করে, — يَمْدُونَهُمْ — অলংকৃত করা, — خِيفَةٌ — খীফে, — শব্দটি নিষ্পন্ন অর্থাৎ গোপন করা,

একবচনে — أصْبَلْ — আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়, যেমন আল্লাহর বাণী بُكْرَةً وَأَصْبِلْ — সকাল-সন্ধ্যা।

٢٢٧٧ . بَابُ قُوْلِهِ : قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৩৭৭. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালক নিষিক্ষ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশীলতা (৭ : ৩৩)

٤٢٨٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَتَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لَا أَحَدَ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ، فَلِذَلِكَ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةَ مِنَ اللَّهِ ، فَلِذَلِكَ مَدْحَ نَفْسَهُ -

৪২৮২ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আমর ইবন মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ এবং তিনি এটাকে মারফু' হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, অন্যায়কে ঘৃণকারী আল্লাহর তুলনায় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশীলতা হারাম করে দিয়েছেন, আবার আল্লাহর চেয়ে প্রশংসা-প্রিয় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন।

٢٢٧٨ . بَابُ قُوْلِهِ : وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِيُبَيِّنَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّيْ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقْرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَى الْمُقْبَلِينَ

২৩৭৮. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা যদি ব্রহ্মানে ছির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে, যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আবু মুসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, তখন বললেন, মহিমময় তুমি, আমি অনুত্তম হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম (৭ : ১৪৩) ইবন আবাস (রা) বলেন — أَرِنِي আমাকে দেখা দাও।

٤২৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ

الْخَدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ (ص) قَدْ لَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ أَدْعُوكَ فَدَعَاهُ قَالَ لَمْ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَأَتِ بِالْيَهُودِيَّ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ وَالَّذِي أَصْنَطَفَنِي مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقَلَّتْ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فَأَخَذْتُنِي غَضَبَةً فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُفْعَلُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخْذُ بِقَانِمَةِ مِنْ قَوَافِلِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَنْعَةِ الطَّوْرِ -

**৪২৮৩** মুহাম্মদ ইবন ইউসূফ ... .. আবু সাউদ খুদরী (রা) বলেছেন যে এক ইহুদী নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তার মুখ্যমণ্ডলে চপেটাঘাত খেয়ে সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার এক আনসারী সাহাবী আমার মুখ্যমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তারা ওকে ডেকে আনল, রাসূলগ্রাহ (সা) বললেন, “একে চপেটাঘাত করেছ কেন?” সে বলল, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আমি এই ইহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন শুনলাম যে, সে বলেছে তারই শপথ যিনি মূসা (আ)-কে মানবজাতির উপর মনোনীত করেছেন, আমি বললাম মুহাম্মদ (সা)-এর উপরও মনোনীত করেছেন কি? এরপর আমার বাগ এসে গিয়েছিল, তাই তাকে চপেটাঘাত করেছি। রাসূলগ্রাহ (সা) বললেন, (অন্যের মানহানি হতে পারে কিংবা নিজেদের খেয়াল খুশীমত) তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীর থেকে উত্তম বলো না” (বরং আল্লাহর ঘোষণায় আমি তো উত্তম আছিই এবং থাকবোই), কারণ কিয়ামত দিবসে সব মানুষই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, সর্বপ্রথম আমিই সচেতন হব। তিনি বলেন, তখন আমি দেখব যে, মূসা (আ) আরশের বুঁটি ধরে রেখেছেন, আমার বোধগম্য হবে না যে, তিনি কি আমার পূর্বে সচেতন হবেন নাকি তুর পাহাড়ের সংজ্ঞাহীনতাকে এর বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

## ২২২৭৯ . بَابٌ قَوْلُهُ : الْمَنْ وَالسَّلْوَى

২৩৭৯. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : মান্না এবং সালওয়া (৭ : ১৬০)

**৪২৮৪** حَدَثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ (ص) قَالَ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِ وَمَا ذَهَبَ شِفَاعَةُ الْعَيْنِ -

**৪২৮৫** মুসলিম (র) ..... সাউদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, কমান্দা, জাতীয় উদ্ভিদ মান্না-এর মত এবং এর পানি চোখের রোগমুক্তি।

২৩৮০ . بَابٌ قَوْلُهُ : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا نِّيَّالِيَّةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَخْلُقُ وَيَمْبَلُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَدَسُّوْلِيَّةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يَقْرَئُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -

২৩৮০. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী : বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূল। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যক্তিত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উপরী নবীর প্রতি, বে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও (৭: ১৫৮)

**৪২৮৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُشْرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ادْرِيسِ الْخَوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِيهِ بَكْرٍ وَعَمْرَ مُحَاوِرَةً فَاغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عَمْرَ عَنْهُ مُغْضِبًا فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسَأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ، فَاقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَتَحْنَ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عَمْرَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، فَاقْبَلَ حَتَّى سَلَمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَظَلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِيْنِ إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فَقَلَّتْ كَذِبَتْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَامِرٌ سَابِقٌ بِالْخَيْرِ -

**৪২৮৫** আবদুল্লাহ (র) ..... আবুদ্দ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল, আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে চাটিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর রাগার্বিত অবস্থায় উমর (রা) সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, আবু বকর (রা) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তাঁর পিছু ছুটলেন কিন্তু উমর (রা) ক্ষমা করলেন না, বরং তাঁর সম্মুখের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসলেন। আবুদ্দ দারদা (রা) বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ছিলাম, ঘটনা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের এই সাথী আবু বকর অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি বলেন, এতে উমর লজ্জাবোধ করলেন এবং সালাম করে নবী (সা)-এর পাশে বসে পড়লেন ও ইতিবৃত্ত সব রাসূল (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। আবুদ্দ দারদা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সা) অসমৃষ্ট হলেন। সিদ্ধিকে আকবর (রা) বারবার বলছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি অধিক দোষী ছিলাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? এমন একদিন ছিল যখন আমি বলেছিলাম, “হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্যে রাসূল, তখন তোমরা বলেছিলে ‘তুমি মিথ্যা বলেছ’ আর আবু বকর (রা) বলেছিল, ‘আপনি সত্য বলেছেন।’

ইমাম আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন—অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে।

## ۲۳۸۱ . بَابُ قَوْلِهِ : وَهُرُّ مُوسَى صَنِعًا

২৩৮১. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ এবং মূসা সংজ্ঞাইন হয়ে পড়ল (৭ : ১৪৩)। এ অধ্যায়ে আবু সাইদ এবং আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণিত আছে নবী কর্ম (সা) থেকে।

## ۲۳۸۲ . بَابُ قَوْلِهِ وَقَوْلُوا حِلْمٌ

২৩৮২. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ তোমরা বল ক্ষমা চাই (৭ : ১৬১)

৪২৮৬ حدَثَنَا إِسْتَحْقُقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَشَامِ بْنِ مُنْبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَاتِلُ لَبَنِ إِسْرَائِيلَ وَقُولُوا حِلْمٌ اذْخُلُوا الْمَالَ سُحْدًا نَغْرِلُكُمْ خَطَابِيَّاً كُمْ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْجَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةِ -

৪২৮৬ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম(র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইসরাইলীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, “নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, ক্ষমা চাই, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব।” (৭ : ১৬১) এরপর তারা তার বিপরীত করল, তারা নিজেদের নিতরে ভর দিয়ে মাটিতে বসে বসে প্রবেশ করল এবং বলল এবং বলল — হبّة في شعرة — যবের মধ্যে বিচি চাই।

## ۲۳۸۳ . بَابُ قَوْلِهِ : حُذِّرْ الْعَفْوَ وَأَمْرِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ

২৩৮৩. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ তুমি ক্ষমাপ্রায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও, এবং অজ্ঞিদিগকে উপেক্ষা কর (৭ : ১৯৯)

৪২৮৭ حدَثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْنَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عَيْنَةُ بْنُ حَصْنٍ أَبْنِ حَدِيقَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحَرْبِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يَدْنِيْهِمْ عَمَرُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْنَابَ مَجَالِسِ عَمَرٍ وَمَشَارِبَهِ كَهْلًا كَانُوا أَوْ شَبَانًا فَقَالَ عَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمْرِ ، فَاسْتَأْذَنَ لِي عَلَيْهِ ، قَالَ سَاسْتَأْذَنْ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحَرْبِ لِعَيْنَةَ قَاتِلَ لَهُ عَمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِنِيْنِيْ الجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بِيَنْتَنِيْ بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عَمَرُ حَتَّىْ فَمَّا أَنْ يُوْقَعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحَرْبِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّ (ص) حُذِّرْ الْعَفْوَ وَأَمْرِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنْ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيَّنَ وَاللَّهِ مَا جَاءَ زَمَانَهَا عَمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافَا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ -

৪২৮৭] আবুল যামান (র) ..... ইব্ন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'উয়াইনা ইব্ন হিস্ন ইব্ন শুয়ায়ফা এসে তাঁর ভাতুপ্পুত্র হর ইব্ন কায়সের কাছে অবস্থান করলেন। হয়রত উমর (রা) যাদেরকে পার্শ্বে রাখতেন হর ছিলেন তাদের একজন। কারীবন্দ, যুবক-বৃন্দ সকলেই উমর ফারুক (রা)-এর মজলিশের সদস্য এবং উপদেষ্টা ছিলেন।' এরপর 'উয়াইনা তাঁর ভাতুপ্পুত্রকে ডেকে বললেন, এই আমীরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতোঁৎ তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব।

ইব্ন 'আবুবাস (রা) বলেন, এরপর হর অনুমতি প্রার্থনা করলেন 'উয়াইনার জন্যে এবং হয়রত উমর (রা) অনুমতি দিলেন। 'উয়াইনা উমরের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমাদেরকে বেশি বেশি দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচারও করেন না। উমর (রা) ক্ষেত্রাবিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করাতে উদ্যত হলেন। তখন হর বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর নবী (সা)-কে বলেছেন, "ক্ষমাপরায়ণতা" অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর" আর এই বাক্তি তো নিঃসন্দেহে অজ্ঞদের অস্তর্ভুক্ত। (হর যখন এটা তাঁর নিকট তিলাওয়াত করলেন তখন) আল্লাহর কসম উমর (রা) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। উমর আল্লাহর কিতাবের বিধানের সামনে স্তুর দাঁড়িয়ে থাকতেন, অর্থাৎ তা অতিক্রম করতেন না।

৪২৮৮] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا قَالَ وَكَيْفَيْهِ عَنْ مِسْأَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ الرَّبِيعِ خُذُ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَرْفُقِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ قَالَ مِسْأَمٌ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيًّهُ (ص) أَنْ يَأْخُذُ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ -

৪২৮৮] ইয়াহুয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের চরিত্র সম্পর্কেই নায়িল করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন বার্বাদ বলেন, আবু উসামা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে মানুষের আচরণ সম্পর্কে ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

## سُورَةُ الْأَنْفَالِ

### সূরা আনফাল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوْلُهُ : يَسْتَوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ . رِحْكُمُ الْعَرَبُ ، يُقَالُ تَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ -

আল্লাহর বাণী : লোকে তোমাকে যুদ্ধলক্ষ সম্পদ সহকে প্রশ্ন করে, বল, যুদ্ধলক্ষ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজদিগের মধ্যে সদভাব স্থাপন কর (৮ : ১)।

ইবন আবাস (রা) বলেন — যুদ্ধলক্ষ সম্পদ, কাতাদা বলেন — رِبُّكُمْ — দান।

**৪২৮৯** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَّيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَّرٍ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَّلَتْ فِي بَدْرٍ ، الشَّوْكَةُ الْحَدُّ ، مَرْدِفِينَ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ رَدَفْنِي وَارْدَفْنِي أَوْ جَاءَ بَنْدِي ، نُوقُوا بَاشِرِيْوَا وَجَرِيْوَا ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نُوقِ الْفَمِ فَيَرْكَمُهُ يَجْمِعَهُ ، شَرَّدَ فَرِيقَ ، وَإِنْ جَنَحُوا طَلَبُوا ، الْسَّلَامُ وَالسَّلِيمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ ، يَلْخَنُ يَقْلِبُ -  
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُكَاءً لِّخَالِ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ، وَتَصْدِيَةً الصَّفِيرَ لِيُبَيْتُونَ لِيَحْبِسُوكَ -

**৪২৮৯** মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) ..... সা'ঈদ ইবন যুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত, আমি ইবন আবাস (রা)-কে জিজেস করলাম সূরা আনফাল সম্পর্কে, তিনি বললেন, বদরের যুদ্ধে নাফিল হয়েছে।

অর্থ আমার অর্থ আমার একদল সৈন্যের পর অপর দল, শক্তি — মুর্দিফিন — অর্দিফিন এবং অর্দিফিন এসেছে, সরাসরি জড়িয়ে পড় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন কর, এটা মুখে স্বাদ প্রহণ করা নয়, — নুকোও — নুকোও এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে দাও, যদি তারা চায়, শরের — শরের বিছিন করে দাও, এরপর তাকে একত্রিত করবেন, শরের — শরের এবং একই অর্থ সক্ষি, জয়ী হওয়া, মুকাস্সির মুজাহিদ বলেন, তাদের অঙ্গুলিসমূহ মুখে ঢুকিয়ে দেয়া, শিস দেয়া, করতালি, — করতালি — তোমাকে আটকে রাখার জন্যে।

**২৩৮৪** . بَابُ قَوْلِهِ : إِنْ شَرُّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبَكُّمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قَالَ هُمْ نَفَرُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ

২৩৮৪. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মৃক যারা কিছুই বোঝে না (৮ : ২২) ইবন আবাস (রা) বলেছেন, তারা বনী আবদুদ দার গোষ্ঠীর একদল লোক।

**৪২৯০** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي نَجِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ : إِنْ شَرُّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبَكُّمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قَالَ هُمْ نَفَرُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ

**৪২৯০** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, তারা হচ্ছে বনী আবদুদদার গোষ্ঠীর একদল লোক।

٢٣٨٥ . بَابُ قُولِهِ : يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ وَأَقْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْمُلُ بَيْنَ النَّزَمِ وَقَلِيلٌ وَآتَهُ إِنْهُ تَحْشِرُنَّ

২৩৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ধ করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে (৮ : ২৪)

— তোমরা সাড়া দাও — لِمَا يُحِبِّيْكُمْ — তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্যে ।

٤٢٩١ حَدَثَنِي إِسْنَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَبْعٌ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَنْتُ أُصْلِي فَمَرَّ بِنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَدَعَانِي فَلَمْ أَتِهِ حَتَّىٰ صَلَّيْتُ لَهُ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ اللَّهَ يَقْلِيلُ اللَّهُ : يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا لَعِمْتَكَ أَعْظَمَ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيُخْرُجَ ذَكَرُتُ لَهُ ، وَقَالَ مُعاذٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَبِيبٍ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) بِهَذَا وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، السَّبْعُ الْمَثَانِيَ -

৪২৯১ ইসহাক (র) ..... আবু সাঈদ ইবন মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একদা নামাযে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে ডাকলেন, নামায শেষ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে যাইনি, তারপর গেলাম, তিনি বললেন, তোমাকে আসতে বাধা দিল কিসে ? আল্লাহ কি বলেননি “রাসূল (সা) তোমাদেরকে ডাক দিলে, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে ?” তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে তোমাকে একটি বড় সওয়াবযুক্ত সূরা শিক্ষা দেব । এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রতিশ্রূতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম ।

মু'আয বললেন ..... হাফ্স শুনেছেন, একজন সাহাবী আবু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লাকে এই হাদীস বর্ণনা করতে, রাসূল বললেন—সেই সূরাটি হচ্ছে সাত আয়াতবিশিষ্ট ও পুনঃ পুনঃ উচ্ছেদ্য আবৃত ।

٢٣٨٦ . بَابُ قُولِهِ : وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا إِنْتَ بِعِنْدِنَا إِلَيْنَا

২৩৮৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : শ্বরণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ ! এটা যদি তোমার পক্ষ

থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মস্তুদ শান্তি দাও (৮ : ৩২)

ইবন উয়াইনা বলেছেন, কুরআনে করীমে শুধুমাত্র 'আয়ার বা শান্তিকেই আল্লাহ্ তা'আলা নামে وَيَنْزِلُ الْغَيْثَ অখ্যায়িত করেছেন, বৃষ্টিকে 'আরবগণ গৃষ্ঠ নামে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ্ র বাণী : مِنْ بَعْدِ مَا فَطَّلَ — তারা নিরাশ হবার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

**৪২৭৮** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْيَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَوْلَى ابْنِ كُرْدِينْ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِيعُ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ لَوْ اشْتَأْنَ بِعِذَابِ الْيَمِّ فَنَزَّلَتْ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْنَعُونَ عَنِ المسْجِدِ الْحَرَامِ الْأَيْمَةَ۔

**৪২৭৯** **আহমদ** (র) ..... হ্যরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আবু জাহেল বলেছিল, “হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মস্তুদ শান্তি দাও। তখনই নাযিল হল—  
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْنَعُونَ عَنِ المسْجِدِ الْحَرَامِ الْأَيْمَةَ— আল্লাহ্ এমন নহেন —  
আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শান্তি দেবেন। এবং তাদের কী-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শান্তি দেবেন না যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিষ্কৃত করেং (যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অবগত নয়) (৮ : ৩৩-৩৪)

**২২৮৭** . بَابُ قُولِيٍّ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ فَمُمْ  
يَسْتَغْفِرُونَ

**২৩৮৭.** অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ র বাণী : আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শান্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শান্তি দেবেন (৮ : ৩৩)

**৪২৯৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْيَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ  
الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِيعُ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ  
فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ لَوْ اشْتَأْنَ بِعِذَابِ الْيَمِّ فَنَزَّلَتْ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ

اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْدُقُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْأُبَيَّ

**৪২৯৩** মুহাম্মদ ইবন নয়র (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) বলেছেন, আশু জাহেল বলেছিল। এরপর নাহিল হল—  
وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْدُقُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْأُبَيَّ

২২৮৮ . بَابُ قُوْيَهٗ : وَقَاتَلُوكُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

২৩৮৮. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দ্রুত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরুত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা (৮ : ৩৯)

**৪২৯৪** حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلَوْا إِلَى أُخْرِ الْأُبَيَّ فَمَا يَمْتَنَعُ أَنْ لَا تَقْاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي أَغْتَرُ بِهِذِهِ الْأُبَيَّ وَلَا أَقْاتِلُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرُ بِهِذِهِ الْأُبَيَّ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إِلَى أُخْرِهِمَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَقَاتَلُوكُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ أَبْنُ عَمْرٍ وَهُدْ فَعَلَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْقَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُهُ وَإِمَّا يُوْتَقْوَهُ حَتَّىٰ كَثُرَ الْإِسْلَامُ ثُلَمْ تَكُونُ فِتْنَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قُولَكَ فِي عَلِيٍّ وَعُطْمَانَ قَالَ أَبْنُ عَمْرٍ مَا قُولِي فِي عَلِيٍّ وَعُطْمَانَ، أَمَّا عُطْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَبْنُ عَمْرٍ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَخَتَّهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ إِبْنَتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ -

**৪২৯৪** হাসান ইবন আবদুল আয়ীয (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন আপনি কি তা শোনেন না? ওঁ ..... — **মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিখ** হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে.....সুতরাং আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে কোন্ বস্তু আপনাকে নিষেধ করছে এরপর তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এই আয়াতের তাৰীল বা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে অধিক প্রিয় .....“যে বেছায় মু'মিন খুন করে,” আয়াতে তাৰীল করার তুলনায়। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ বলেছেন “তোমরা ফিতনা নির্মল না”  
“وَقَاتَلُوكُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ فِتْنَةً”

ہوئیا پریست یونک کریبے," ای بن عومر (را) بوللئن، راسُلُوُحَ (سما)-اے یونگے آمرا تا کرے ہی یخن ایسلاام دُورَبِلِ چلیں । فلے سوک تار دین نییے فیتن ی پڈت، ہیت کافیرا تاکے ہتھا کرائ نتھو با بُندھے را خت، کرمے کرمے ایسلاامیں پرساں ٹھٹل اے وے فیتنا ٹاکل نا । سے سوکاٹی یخن دے ٹھل یے، آبادُلُوُحَ ای بن عومر (را) تار ٹدھشے ی انوکھل ہجھن نا تھن سے بولل یے، 'آلی (را) اے وے 'وسماں (را) سمنپکے آپنا را ابیتمت کی؟ ای بن عومر (را) بوللئن یے، 'آلی (را) اے وے 'وسماں (را) سمنپکے آما را کوئ بکھری نئی، تبے 'وسماں (را)-کے آلیا ہتھا لی جائے کرے دیوئھن کیسے تو مرا تاکے کھما کراتے را یہی نو । آر 'آلی (را)، تینی راسُلُوُحَ (سما)-اے چاٹات ہائی اے وے جاماتا، تینی ایسُلی نیردش کرے بوللئن، اے ٹونی ہجھن راسُلے را کنیا، یہ ٹھا یہ تو مرا تاکے گھر دے ٹھی، مذہ بنتے بنتے بوللئھن کیںوا ।

٤٢٩٥ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أولينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة قال وهل تدرى ما الفتنة كان محمد (ص) يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنه وليس كقتالكم على الملك.

**৪২৯৫** আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) আমাদের কাছে এলেন। বর্ণনাকারী عَلِيٌّ অথবা عَلِيٌّ শব্দ বলেছেন। এরপর এক ব্যক্তি বলল, ফিতনা সম্পর্কিত যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার রায় কি? আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন, ফিতনা কি তা তুমি জান? মুহাম্মদ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়া ছিল ফিতনা। তাঁর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করা তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করার সমতুল্য নয়।

٢٢٨٩ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يُكَفَّرُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَاحِبَعَدَ يَقْبِلُونَ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يُكَفَّرُ مِنْكُمْ مِائَةً يَقْبِلُونَ الْأَفَالَ مِنَ الظِّنَّ كُفْرُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَقْبِلُونَ

২৩৮৯. অনুষ্ঠেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ হে নবী! মু'মিনদের জিহাদের জন্যে উত্তুক কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্পদায় যার বোধশক্তি নেই (৮ : ৬৫)

**٤٢٩٦** حَدَثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَزَّلَتْ إِنْ يُكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَقْلِبُونَ مَا تَنْتَنِ فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَقْرُأُ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةِ . فَقَالَ سُفِيَّانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَقْرُأُ عِشْرُونَ مِنْ مَا تَنْتَنِ، ثُمَّ نَزَّلَتْ : الْآنَ خَفَّ اللَّهُ عَنْكُمُ الْآيَةُ ، فَكَتَبَ أَنْ لَا يَقْرُأُ مَائَةً مِنْ

سُقِيَانُ وَقَالَ أَبْنُ شِبْرُمَةَ ، وَأَرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلُ هَذَا -

এরপর দু'শ কাফেরের বিপক্ষে একশজন মুসলিম থাকলে পলায়ন না করা (আল্লাহ্ পাক) ফরয় করে দিলেন। সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনা (র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, (তাতে কিছু অতিরিক্ত আছে যেমন,) **نَمِيلٌ** নমিল হল, সুফিয়ান বলেন, ইবন খুবরূমা বলেছেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর ব্যাপারটাও আমি এ রকম মনে করি।

٢٢٩٠ . بَابُ قُولِهِ : أَلَّا يَخْفَى اللَّهُ عَنْكُمْ فَعَلِمَ أَنَّ يُنَكِّمُ ضَعْفَهَا الْأَيْةُ إِلَى قُولِهِ :  
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

૨૩૯૦. અનુષ્ઠાનિક વાગી : આલ્લાહ એથેન તોમાદેર ભાર સાઘબ કરાશેન। તીનિ અવગત આછેન યે તોમાદેર મધ્યે દુર્બલતા આછે।.....આલ્લાહ દૈર્ઘ્યશીલદેર સાથે રયાયેહેન (૮ : ૬૬)

٤٢٩٧ حدثنا يحيى بن عبد الله السعدي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبيدي بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت : إن يكن منكم عشرون صابرين يغلبون مائتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يغفر واحد من عشرة فجاء التخفيف ، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبون مائتين ، قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم .

৪২৯৭ ইয়াহুইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ সুলামী ..... ইব্ন আকবাস (রা) বলেছেন, যখন মানুষের উপর একটি ক্ষমতা দেওয়া হল তখন দশ জনের বিপরীত একজনের পলায়ন করা

أَلَّا يَخْفِي اللَّهُ عَنْكُمْ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ । وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفًا فَإِنْ يُكْنِمُ مِنْكُمْ مَا يُبَارِئُ صَاحِبَةَ الْجَنَاحِيَّةِ يَغْلِبُهُنَّ مَا تَنْتَنِي  
হল, তখন এটা মুসলমানদের উপর দৃঃসাধ্য মনে হলে পর তা লাঘবের বিধান এলো  
ইবন আবুস (রা) বলেন, আশ্চর্ষ  
তাদেরকে সংখ্যার দিক থেকে যখন হাক্কা করে দিলেন, সেই নমনীয়তার সম্পরিমাণ তাদের ধর্মও ত্রাস  
পেল।

## سُورَةُ بَرَاءَةٍ

### সূরা বারাআত

وَلِيَجْئَ كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ ، الْشَّقَّةُ السَّفَرُ ، الْخَيْالُ الْفَسَادُ ، وَالْخَيْالُ الْمَوْتُ ، وَلَا تَنْقِنِي وَلَا  
تُؤْخِنِي ، كَرْهًا وَكَرْهًا وَاحِدًا ، مَذْخَلًا يَذْخَلُونَ فِيهِ يَجْمَحُونَ يَسْرَعُونَ ، وَالْمُؤْنَقَاتُ اِنْتَنَقَتْ اِنْتَنَقَتْ بِهَا  
الْأَرْضُ ، أَهْوَى الْقَاهْرَةِ فِي هُوَةِ عَدْنِ خَلْدٍ ، عَدْنَتْ بِإِرْضٍ أَىْ أَقْتَلَ وَمِنْهُ مَعْدِنٌ ، وَيَقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ  
فِي مَثْبِتِ صِدْقٍ ، الْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي ، وَمِنْهُ يَخْلِفُهُ فِي الْغَابِرِينَ ، وَيَجْزُدُ أَنْ  
يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ ، وَإِنْ كَانَ جَمْعُ الدُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمِيعِهِ الْحَرْفَانِ : فَارِسٌ  
وَقَوْارِسٌ ، وَهَالِكٌ ، وَهَوَالِكُ الْخَيْرَاتُ وَاحِدَتْهَا خَيْرَةٌ ، وَهِيَ الْفَوَاضِلُ ، مُرْجَوْنَ مُؤْخِرَوْنَ ، الْشَّفِيرُ  
وَهُوَحَدَهُ ، وَالْجَرْفُ مَا تَجَرَّفُ مِنَ السَّيُولِ وَالْأَوْيَةِ ، هَارِهَانِرِي يَقَالُ تَهْوَرَتِ الْبَيْرُ إِذَا انْهَمَتْ وَانْهَمَتْ  
مِثْلُهُ ، لَوْا هُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ الشَّاعِرُ -

إِذَا قُمْتُ أَرْجُطُهَا بِلِيلٍ \* نَوْهَةُ امَّةِ الرُّجُلِ الْحَزِينِ

الْخَيْالُ — سফর, ভয়ণ — وَلِيَجْئَ — এমন বস্তু যাকে তুমি আরেকটা বস্তুর মধ্যে চুকিয়ে দিলে —  
— كَرْهًا — وَ كَرْهًا — আমাকে হমকি দিও না — وَلَا تَنْقِنِي — আমাকে হমকি দিও না —  
বিশ্বজ্ঞানা, বিপর্যয়, — مُزْتَعِنٌ — আমাকে হমকি দিও না —  
বাধ্যবাধকতা, উভয়টা একই অর্থবোধক — مَذْخَلًا — প্রবেশস্থল, যেধায় তারা প্রবেশ করবে —  
— يَجْمَحُونَ — আমি অবস্থান করলাম, এগুলো থেকে শব্দ মুক্তি উল্লেখ করল —  
— تারা ত্বরান্বিত করবে — যাদের নিয়ে তুমি উল্লেখ করলে — وَالْمُؤْنَقَاتُ —  
— أَهْوَى — তাকে গতে নিক্ষেপ করল — آমি অবস্থান করলাম, এগুলো থেকে শব্দ মুক্তি উল্লেখ করল —  
আসছে। এবং বেলা হয় — أَرْثَاءً — সত্ত্বের উৎপত্তিস্থল — عَدْنِ —  
আসছে। এবং বেলা হয় — أَرْثَاءً — سত্ত্বের উৎপত্তিস্থল — عَدْنِ —  
আসছে। এবং বেলা হয় — أَرْثَاءً — سত্ত্বের উৎপত্তিস্থল — عَدْنِ —  
আসছে।

অর্থ, যে আমার পিছনে থাকল। এবং আমার পরে বসে থাকল এবং এর অর্থ থেকে **يُخْلِفُهُ فِي الْفَابِرِينَ** অর্থ, অবশিষ্টদের মধ্যে পিছনে রাখা হয়। এবং **الْخَالِفُ** শব্দের বহুবচন হিসাবে — **الْخَالِفُ** — ঝীলিঙ্গে ব্যবহার করা বৈধ আছে যদিও তা পুরুষ শব্দের বহুবচন, তা হলে তার এভাবে বহুবচন আরবী ভাষায় দুটি শব্দ ব্যতীত পাওয়া যায় না, যথা এবং **فَوَارِسُ** — এর বহুবচন **مَالِكُ**—**مَالِكُ**—এর বহুবচন **مُرْجِنٌ**—**مُرْجِنٌ**—বিলবিত ব্যক্তিবর্গ **أَسْفَافُ**। **أَسْفَافُ** শব্দের এক বচন **خَيْرَةٌ** অর্থ, কল্যাণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু। **أَسْفَافُ**—**مُرْجِنٌ**—বিলবিত ব্যক্তিবর্গ অর্থ কিনারা বা পার্শ্ব — **مَاءِرٌ**—**مَاءِرٌ**—পতিত হওয়া। যেমন বলা হয়, কুয়া ডেঙ্গে পড়েছে যখন তা ধ্বংস হয়ে যায়, আর একপ্রভাবে শব্দের অর্থ হয়ে থাকে। **لَوْءٌ**—**لَوْءٌ**—অধিক কোমল হৃদয়, ভয়-ভীতির কারণে। কবি বলেন, “যখন আমি রাতের বেলায় উঞ্চীর পিঠে আরোহণ করলাম, তখন সেটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহ! করতে থাকে।

**٢٣٩١ . بَابُ قُولِيهِ : بِزَادَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**

২৩৯১. অনুচ্ছেদ ৩ আল্লাহ তা'আলার বাণী ৩ তোমরা মুশার্ইকদের সাথে যেসব চুক্তি করেছিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে সেসব বিজ্ঞেদ করা হল (৯ : ১)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন — কারো কথা শনে তা সত্য বলে ধারণা করা। এবং **تُطَهِّرُهُمْ** — আন্দুনী — এর একই অর্থ, এ ব্যবহার পদ্ধতি অধিক। সে পরিচ্ছ করে। — **رَكْوَةٌ**—**رَكْوَةٌ**—এর অর্থ ইবাদত ও নিষ্ঠা। **يُؤْتَنُ الرَّكْوَةَ** (তারা যাকাত প্রদান করে না) (এবং) তারা এ সাক্ষ্যও প্রদান করে না যে, আর কোন উপাস্য নেই এক আল্লাহ ব্যতীত। — তারা তুলনা দিচ্ছে।

**٤٢٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَخْرَىٰ إِيمَانَهُ نَزَلتْ : يَسْتَغْفِرُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَغْفِرُكُمْ فِي الْكَلَائِلِ ، وَأَخْرُ سُورَةٍ نَزَلتْ بِرَاءَةٌ**

৪২৯৮ আবুল উয়ালীদ (র) ..... বারা' ইবন 'আযিব (রা) বলেছেন ৩ সর্বশেষে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়, তা হলো **يَسْتَغْفِرُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَغْفِرُكُمْ فِي الْكَلَائِلِ** — লোকে আপনার নিকট ব্যবহৃত জানতে চায়; বশুন! পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সবকে আল্লাহ তোমাদের ব্যবহৃত জানাচ্ছেন। (৪ : ১৭৬) এবং সর্বশেষে যে সুরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো সুরায়ে বারাআত।

**٢٣٩٢ . بَابُ قُولِيهِ : فَسِيْحُونَا فِي الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مَعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِي الْكَافِرِينَ**

২৩৯২. অনুচ্ছেদ ৩ আল্লাহ তা'আলার বাণী ৩ (হে মুশার্ইকদল) তোমরা তারপর দেশে চার মাস।  
১. জিলকদ, জিলহজ্জ, মহররম, রজব।

কাল পরিজ্ঞমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। নিচয়ই  
আল্লাহ কাফেরদের শাহিদ করে থাকেন (৯ : ২) — سِيَّهُوا سِيَّئُوا ।

**৪২৯৯** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْتَّيْمُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَعْتَشِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّ فِي مُؤْذِنَيْنِ يَعْتَهُمْ يَوْمُ النَّحْرِ يُؤْذِنُونَ بِمِنْيٍ أَنْ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا، وَلَا يَطْلُوفَ الْبَيْتَ عُرْيَانًا، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّمَا أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِعَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمْرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ بِبَرَاءَةٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَادْعُ مَعْنَا عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنْيٍ بِبَرَاءَةٍ، وَإِنَّ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا، وَلَا يَطْلُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ

**৪২৯৯** سাইদ ইব্ন ওফায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) নবম হিজরীর হজে আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ করার জন্য আসবে না। আল্লাহর ঘর উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করবে না।

হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে পুনরায় এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, ভূমি সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মীনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রা) আমাদের সাথে ছিলেন এবং সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ করার জন্য আসবে না। কেউ উলংগ অবস্থায় ঘর তওয়াফ করবে না। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন : أَنَّهُمْ أَخْرَى তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

**২৩৯৩** . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِذَا نَبَّأْتُمْ إِلَى النَّاسِ يَعْمَلُونَ الْأَكْبَرُ أَنَّ اللَّهَ بِرِّيْهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ فَإِنْ تَبَتَّمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّنَمْ فَاعْلَمُنَا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُفْجِزِي اللَّهِ وَيَشِيرُ الدِّينَ كُفَّارُوا بِعِذَابِ أَنْفُسِ

২৩৯৩. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে হজে আকবরের দিনে<sup>১</sup> আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে মুশরিকদের কোন

১. জুমার দিন-এর হজে।

সম্পর্ক রাইল না এবং তাঁর রাসূলেরও নয়। যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তা (তোমাদের জন্য) মঙ্গলকর। আর যদি বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর হে নবী! কাফেরদের যজ্ঞগাময় শাস্তির সংবাদ দিন (৯ : ৩)

**৪৩০০** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَىٰ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْشَىٰ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤْذِنَيْنِ بَعْثَمْ يَوْمَ النُّحْرِ يُؤْذِنُونَ بِمِنْتَقَنْ بِمِنْتَقَنْ أَنْ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًّا ، وَلَا يَطْلُفَ الْبَيْتَ عُرْيَانًّا ، قَالَ حُمَيْدٌ لَمْ أَرْدَفْ الشَّبَيْنَ (ص) بِعَلَىِ أَبْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ بِبَرَاءَةٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذْنَنَ مَعْنَى عَلَىِ فِي أَهْلِ مِنْيٍ يَوْمَ النُّحْرِ بِبَرَاءَةٍ ، وَأَنْ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًّا ، وَلَا يَطْلُفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًّا .

**৪৩০০** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে সে কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে মিনায় এ (কথা) ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক (মঙ্কায়) হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর উলংগ অবস্থায় কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমায়দ (রা) বলেন, নবী (সা) পরে পুনরায় আলী ইবন আবু তালিবকে পাঠালেন এবং বললেন : সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আলী (রা) আমাদের সাথেই মীনাবাসীদের মধ্যে সূরায়ে বারাআত কুরবানীর দিন ঘোষণা করলেন। বললেন, এ বছরের পরে মুশরিকদের কেউ হজ্জ করতে (মঙ্কা) আসতে পারবে না। এবং উলংগ অবস্থায় আল্লাহর ঘরকে তওয়াফ করবে না।

### ২২৯৪ . بَابُ قُولِيهِ : إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

২৩৯৪. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ (৯ : ৪)

**৪৩০১** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَسَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَمَضَانٍ يُؤْذِنُ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحْجُّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًّا . وَلَا يَطْلُفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًّا فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ يَوْمَ النُّحْرِ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

**৪৩০১** ইসহাক (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর আবু বকর (রা)-কে যে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই হজ্জে তিনি যেন লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসতে পারবে না এবং উলংগ অবস্থায় কেউ আল্লাহর ঘর তওয়াফ করতে পারবে না।

হ্যায়দ ইবন আবদুর রহমান বলেন [আবু হুরায়রা (রা)] হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জে আকবরের দিন হলো কুরবানীর দিন।

**১২৯৫ . بَابُ قُولِيهِ : فَقَاتَلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُمَانُ لَهُمْ**

২৩৯৫. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী : তবে কাফের নেতৃত্বদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক বাদের প্রতিক্রিতি প্রতিক্রিতি নয় (৯ : ১২)

**১৩০১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَثْلِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ كُلُّنَا عِنْدَ حُذِيفَةَ قَالَ مَا بَقَى مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْأُيُّوبِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ . فَقَالَ أَعْوَابِيُّ إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (ص) تُخْبِرُونَا لَا نَدْرِي فَمَا بَالِ مُؤْلِءِ الدِّينِ يَقْرُونَ بِيُوتَنَا ، وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا ، قَالَ أُولَئِكَ الْفُسَاقُ ، أَجَلَ لَمْ يَقِنْ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ أَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَّا وَجَدَ بِرْدَه -

**১৩০২** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... যায়িদ ইবন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হ্যায়ফা (রা)-এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু তিনজন মুসলমান এবং চারজন মুনাফিক বেঁচে আছে। ইত্যবসরে একজন বেদুইন বলল, আপনারা সকলে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী। আমাদের এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিন যারা আমাদের ঘরে সিদ কেটে ঘরের অতি মূল্যবান জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কেননা তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত নই। হ্যায়ফা (রা) বলেন, তারা সবাই ফাসিক ও অন্যায়কারী। হ্যাঁ। তাদের মধ্য হতে চার ব্যক্তি এখনও জীবিত—তাদের মধ্যে একজন এত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, শীতল পানি পান করার পর তার শীতলতাটুকুর অনুভূতি সে উপলব্ধি করতে পারে না।

**১৩০৩ . بَابُ قُولِيهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُنَ الْذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا فَبِشِّرْهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ**

২৩৯৬. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যজ্ঞণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন (৯ : ৩৪)

**১৩০৪ .** حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ يَكُونُ كَثُرًا أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ -

৪৩০৩ হাকাম ইবন নাফিঃ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে অনেছেন, তোমাদের মধ্যে অনেকের পুঞ্জীভূত সম্পদ (যার যাকাত আদায় করা হয় না) কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সর্পে পরিগত হবে।

৪৩০৪ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعْيَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَدَتْ عَلَى أَبِي ذِئْرٍ بِالرِّبَّةِ، فَقَلَّتْ مَا أَنْزَلَكَ بِهِذِهِ الْأَرْضِ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ، فَقَرَأَتْ : وَالَّذِينَ يَكْنِفُونَ الدُّمَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرَهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ مُعَاوِيَةً مَا هَذِهِ فِتْنَةٌ، مَا هَذِهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ فَلَمْ يَأْتِ أَنَّمَا لَفِيتَنَا وَقَبِيْهِمْ.

৪৩০৪ কুতায়রা ইবন সাইদ (র) ..... যামিদ ইবন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাবায়া নামক স্থানে আবু যার (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কিসের জন্য এ স্থানে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়া ছিলাম, তখন আমি [মুআবিয়া (রা)-এর সামনে] এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম ওَالَّذِينَ يَكْنِفُونَ الدُّمَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا। এ আয়াত পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।” (৯:৩৪)

মু'আবিয়া (রা) এ আয়াত শুনে বললেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। বরং আহুলে কিতাবদের (ইহুদী ও নাসারা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি (জবাবে) বললাম, এ আয়াত আমাদের ও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (এ তর্কবিতর্কের কারণে সবকিছু বর্জন করে আমি এখানে চলে এসেছি।)

২২৯৭ . بَابُ قُولِيهِ : يَقْرِئُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوْنُ بِهَا جِبَاهُمْ وَجْنَوْبُهُمْ قَطْهُورَهُمْ هَذَا مَا كَنَّتُمْ لَنْتَسِكُمْ فَذَوْقُوا مَا كَنَّتُمْ تَكْنِفُونَ • قَالَ أَخْمَدُ بْنُ شَعْبَنَ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ مَعْنَى فَقَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ شَرَّقَ الرُّكَّاةَ فَلَمَّا أَنْزَلْتَ جَعَلْنَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ

২৩০৭. অনুজ্জেদ : আল্লাহর বাণী : যেদিন জাহানামের আগনে ওইসব উষ্ণতা করা হবে এবং তা ধারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, (সেদিন বলা হবে) এ হলো তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, তার আসাদ এহণ কর (৯:৩৫)

আহমাদ ইবন শু'আয়ব ইবন সাইদ (র)..... খালিদ ইবন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে বের হলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি যাকাতের

বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। এরপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ তা সম্পদের পরিশুল্ককারী ঝুপে নির্ধারণ করেন।

২২৯৮ . بَابُ قُولِهِ : إِنْ عِدَّةُ الشَّهْوَرِ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ • الْقِيمُ هُوَ الْفَانِمُ -

২৩৯৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : নিচয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাস গণনায়, মাস বারাটি। তন্মধ্যে চারটি নিষিক্ষ মাস। এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯ : ৩৬) (قَائِمٌ الْقِيمُ) (প্রতিষ্ঠিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪৩০৫ [ حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ ، كَمْ يَتَبَيَّنُ يَوْمَ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّنْتَةُ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَ مَتَوَالِيَّاتٍ تُوَقِّدُهُنَّ الْجِهَةُ وَالْمُحْرَمُ وَدَجْبُ مُصْرَى الْذِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ - ]

৪৩০৫ আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল ওয়াহাব (র) ..... আবু বকর (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন যেভাবে কাল (যামানা) ছিল তা আজও অনুকরণভাবে বিদ্যমান। বারমাসে এক বছর, তন্মধ্যে চার মাস পরিত্ব। যার তিন মাস ধারাবাহিক যথা যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহার্রম আর মুয়ার গোত্রের রজব যা জামাদিউস্সানী ও শাবান মাসদ্বয়ের মধ্যবর্তী।

২২৯৯ . بَابُ قُولِهِ : ئَانِي أَنْتَنِي إِذْ هُنَّا فِي الْفَارِغِ ..... مَعَنَا نَاصِرُنَا ، السُّكِينَةُ فَعِيلَةُ مِنَ السُّكُونِ -

২৩৯৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যখন তারা উভয়ে ত্বরণ মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন (৯ : ৪০) (অর্থ আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী - فَعِيلَةُ السُّكِينَةِ ) এর সম ওয়লে থেকে, অর্থ অশাস্তি স্কুন্ন

৪৩২৬ [ حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي الْفَارِغِ ، فَرَأَيْتُ أَثَارَ الْمُشْرِكِينَ ، قَلَّتْ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَأَيْتَ يَإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثَهُما - ]

**৪৩০৬** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমার কাছে বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে (সওর) শহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচারণা দেখতে পেয়ে [নবী (সা)-কে] বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি তাদের (মুশরিকদের) কেউ পা উঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দুঃজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ।

**৪৩০৭** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ عَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الرَّبِيعِ قَاتِلُ أَبْوَهُ الرَّبِيعِ وَأُمَّهُ أَسْمَاءَ وَخَالَتُهُ عَائِشَةَ وَجَدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَدَتُهُ صَفِيَّةً ، فَقَاتَلَ ابْنُ سَفِيَّانَ اسْتَنَادًا فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَفَّلَهُ اِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ جُرَيْجٍ -

**৪৩০৭** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তার ও ইবন যুবায়র (রা)-এর মধ্যে (বায়আতের প্রেক্ষিতে) মতভেদ ঘটল, তখন আমি বললাম, তার পিতা যুবায়র, তার মাতা আস্মা (রা) ও তার খালা আয়েশা (রা), তার নানা আবু বকর (রা) ও তার নানী সুফিয়া (রা)। আমি সুফিয়াকে বললাম, এর সনদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, এবং ইবন জুরায়জ (র) বলার আগেই অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করল।

**৪৩০৮** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا حَاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيْكَةَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَقَاتَلَتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَاتَلَ أَتْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الرَّبِيعِ فَتَحَلِّ حَرَمُ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابْنَ الرَّبِيعِ وَيَنِي أُمِّيَّةُ مُحَلِّيَنَ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُحْلِهُ أَبَدًا قَالَ النَّاسُ بَاعِي لِابْنِ الرَّبِيعِ فَقَاتَلَ وَأَيْنَ بِهِذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ، أَمَا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ (ص) يُرِيدُ الرَّبِيعِ ، وَأَمَا جَدَهُ فَصَاحِبُ الْفَارِ ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ ، وَأَمَّا فَدَاتُ النَّطَاقِ ، يُرِيدُ أَسْفَاءَ وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأَمُّ الْمُقْمِنِينَ ، يُرِيدُ عَائِشَةَ ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَرَزْقُ النَّبِيِّ (ص) يُرِيدُ خَدِيجَةَ ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ (ص) فَجَدَتُهُ يُرِيدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَيْنَفَ في الْإِسْلَامِ ، قَارِئُ الْقُرْآنِ ، وَاللَّهِ إِنَّ وَصْلَوْنِي وَصَلَوْنِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبِّونِي رَبِّي أَكْفَاءُ كِرَامٍ ، فَأَسَرَ التُّوْبَيْنَاتِ وَالْأَسَامَاتِ وَالْحَمِيَّدَاتِ ، يُرِيدُ أَبْطَنَاهُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ تَوْتِي وَبَنِي أَسَمَّةَ وَبَنِي أَسَدِ ، إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقَدْمِيَّةَ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، وَإِنَّ لَوْيَ ذَنْبَهُ ، يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ -

**৪৩০৮** আবদুল্লাহ ইবন মুলায়কা (র) ..... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবন আকবাস (রা) ও ইবন যুবায়র (রা)-এর মধ্যে বায়আত নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলো, তখন আমি ইবন আকবাসের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করে ইবন যুবায়রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান? তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, এ কাজ তো

ইব্ন যুবায়র ও বনী উমাইয়ার জন্যই আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! কখনও তা আমি হালাল মনে করব না, (আবু মুলায়কা বলেন) তখন লোকজন ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আপনি ইব্ন যুবায়রের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করুন। তখন ইব্ন আব্বাস বললেন, তাতে স্ফতির কি আছে? তিনি এটার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা যুবায়র তো নবী (সা)-এর সাহায্যকারী ছিলেন, তার নানা আবু বকর (রা) হয়র (সা)-এর সওর শুহার সহচর ছিলেন। তার মা আস্মা, যার উপাধি ছিল খাতুন নেতাক। তার খালা আয়েশা (রা) উস্তুল মু'মিনীন ছিলেন, তার ফুফু খাদীজা (রা) রাসূল (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন, আর রাসূল (সা)-এর ফুফু সফিয়া ছিলেন তাঁর দাদী। এ ছাড়া তিনি (ইব্ন যুবায়রের) তো ইসলামী জগতে নিষ্কলৃষ ব্যক্তি ও কুরআনের কুরী। আল্লাহর কসম! যদি তারা (বনী উমাইয়া) আমার সাথে সুসম্পর্ক রাখে তবে তারা আমার নিকটআঞ্চীয়-বজনের সাথে সম্পর্ক রাখল। আর যদি তারা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তবে তারা সমকক্ষ ঘর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরই রক্ষণাবেক্ষণ করল। ইব্ন যুবায়র, বনী আসাদ, বনী তুয়াইত, বনী উসামা — এসব গোত্রকে আমার চেয়ে নিকটতম করে নিয়েছেন। নিচয়ই আবিল আস-এর পুত্র অর্থাৎ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান অহংকারী চালচলন আরঞ্জ করেছে। নিচয়ই তিনি অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তার লেজ শুটিয়ে নিয়েছেন।

٤٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِِيْبِ بْنِ مِيمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِنُ أَبِي مَلِيْكَةَ دَخَلَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَلَا تَعْجِبُونَ لِابْنِ الرِّبَّيْرِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا ، فَقَلَّتْ لِأَحَادِيسِنَفْسِيْ لَهُ مَا حَاسِبَتْنَا لِابْنِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ ، وَقَلَّتْ ابْنِ عَمَّةِ النَّبِيِّ (ص) وَابْنِ الرِّبَّيْرِ وَابْنِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَخِي خَدِيجَةَ وَابْنِ أَخِتِ عَائِشَةَ ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّمُ عَنِي وَلَا يَرِيدُ ذَلِكَ ، فَقَلَّتْ مَا كَتَبْتُ أَطْلَنْ أَتَى أَغْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي فِي دِعَهُ وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لَابْدُ لَآنِ يَرِيدُنِي بِنْوَ عَمِّيْ أَحَبُّ إِلَيْيِ منْ أَنْ يَرِيدُنِي غَيْرُهُمْ -

৪৩০৯ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মায়মূন (র) ..... ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি ইব্ন যুবায়রের বিষয়ে বিশ্বিত হবে না? তিনি তো তার এ কাজে (খিলাফতের বিষয়) স্থিতিশীল। আমি বললাম, আমি অবশ্য মনে মনে তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করি, কিন্তু আবু বকর (রা) কিংবা উমর (রা)-এর ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা-ভাবনা করিনি। সব দিক থেকে তাঁর চেয়ে তারা উভয়ে উত্তম ছিলেন। আমি বললাম, তিনি নবী (সা)-এর ফুফু সফিয়া (রা)-এর সন্তান, যুবায়রের ছেলে, আবু বকর (রা)-এর নাতি। খাদীজা (রা)-এর ভাতিজা, আয়েশা (রা)-এর বোন আস্মার ছেলে। কিন্তু তিনি (নিজেকে বড় মনে করে) আমার থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তিনি আমার সহযোগিতা কামনা করেন না। আমি বললাম, আমি নিজে থেকে এজন্য তা প্রকাশ করি না যে, হয়ত তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। এবং আমি মনে করি না যে, তিনি এটা ভাল করছেন। অগত্যা বনী উমাইয়ার নেতৃত্ব ও শাসন আমার কাছে অন্যদের থেকে উত্তম।

٤٠٠ . بَابُ قَوْلِهِ وَالْمُرْأَفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطْيَةِ

২৪০০. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য (৯ : ৬০)। মুজাহিদ বলেছেন, তাদেরকে দানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করতেন

٤٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُقِيَّانُ عَنْ أَبِيهِ نَعْمَرْ عَنْ أَبِيهِ سَعْيِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةِ وَقَالَ أَتَأْلَفُهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدْلَتْ ، فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضِيَاضِي هَذَا قَوْمٌ يَعْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ -

৪৩১০ মুহাম্মদ ইবন কাহির (র) ..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর কাছে কিছু জিনিস প্রেরণ করা হল। এরপর তিনি সেগুলো চারজনের মধ্যে বন্তন করে দিলেন। আর বললেন, তাদেরকে (এর দ্বারা) আকৃষ্ট করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি সঠিকভাবে দান করেননি। এতদ্বারণে তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বৎশ থেকে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে।

٤٠١ . بَابُ قَوْلِهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْعِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْيَّبُونَ جَهَدَهُمْ تَجْهِيدُهُمْ طَاقَتُهُمْ

২৪০১. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ মু'মিনদের মধ্যে যারা ব্যক্তিগতভাবে সাদ্কা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যক্তিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি যত্নগাদায়ক শাস্তি। (৯ : ৭৯) —**يَعْيَّبُونَ جَهَدَهُمْ وَجَهَدِهِمْ طَاقَتُهُمْ**— তাদের সাধ্যমত। অর্থ তাদের পরিশ্রমে ক্রতি ধরে, অর্থ শক্তি। (৯ : ৭৯)

٤٣١١ حَدَّثَنِي يَشْرِبُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَنَ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أُمِرْتُ بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامِلُ فِي جَاءَ أَبُو عَقْلٍ بِنَصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرِ مِثْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْأَخْرَى إِلَّا رِثَاءً فَنَرَأَتْ : الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْعِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهَدُهُمْ أَلَيْهِ -

৪৩১১ বিশ্ব ইবন খালিদ আবু মুহাম্মদ (র) ..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের সাদ্কা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। একদিন আবু 'আকীল (রা) অর্থ সা' খেজুর (দান করার উদ্দেশ্য) নিয়ে আসলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি (আবদুর রহমান ইবন আউফ) তার চেয়ে অধিক মালামাল (একই উদ্দেশ্য) নিয়ে উপস্থিত

হলেন। (এগুলো দেখে) মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল, আল্লাহ্ এ ব্যক্তির সাদ্কার মুখাপেক্ষী নন। আর হিতীয় ব্যক্তি [আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)] শুধু মানুষ দেখানোর জন্য অধিক মালামাল দান করেছে। এ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় — “মু’মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃকৃতভাবে সাদ্কা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি মর্মস্তুদ শান্তি।” (৯ : ৭৯)

**৪১১** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَمَّةَ أَحَدُكُمْ رَأَيْنَاهُ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَأْمُرُنَا بِالصُّدُقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَحْيَى بِالْمَدِ وَإِنْ لَأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةُ الْأَفِ كَانَ يُعَرَّضُ بِنَفْسِهِ -

**৪১১** ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাদকা করার আদেশ প্রদান করলে আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ অত্যন্ত পরিশ্রম করে, (গম অথবা খেজুর ইত্যাদি) এক মুদুর আনতে পারত কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে কারো কারো এক লাখ পরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। আবু মাসউদ (রা) যেন (এ কথা বলে) নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

## ২৪০২ . بَابُ قَوْلِهِ إِسْتَغْفِرَلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

২৪০২. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ্ তা’আলার বাণী : (হে রাসূল) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন, একই কথা, আপনি তাদের জন্য স্মরণ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। (এর কারণ, তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অবীকার করেছে। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্পদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না) (৯ : ৮০)

**৪১২** حَدَّثَنَا عَبْدُ الدِّينِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَمَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ تَابِعِ عَنْ أَبِي عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ تُؤْفَى عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَ الْأَوَّلِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهِ قَمِيصَةً يَكْفِي فِيهِ أَبَاهُ فَاعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصْلِي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيُصْلِي فَقَامَ عَمْرُ فَاجْدَ نِئْوَبُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصْلِي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبِّكَ أَنْ تُصْلِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ : إِسْتَغْفِرَلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَلَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَسَازِيْدَهُ عَلَى السَّبْعِينَ ، قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا تَصْلِي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا وَلَا تَقْمِ عَلَى قَبْرِهِ -

**৪৩১৩** উবায়েদ ইবন ইসমাঈল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবায় (মুনাফিক) মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসলেন এবং তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোর্ট দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোর্টাটি প্রদান করলেন, এরপর (আবদুল্লাহ তার পিতার) জানায়ার নামায পড়ানোর জন্য নবী (সা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জানায়ার নামায পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) উঠে দাঁড়ালেন, ইত্যবসরে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি তার জানায়ার নামায পড়াতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব (আল্লাহ তা'আলা) আপনাকে তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন, “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সন্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না।” সুতরাং আমি তার জন্য সন্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব। উমর (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানায়ার নামায পড়ালেন, এরপর এ আয়ত অবর্তীর্ণ হয়। “তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনও তাদের জানায়ার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না।

**৪৩১৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْتُ عَنْ عَقِيلٍ حَوْلَهُ حَدَّثَنِي الْبَيْتُ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيَارِ أَبْنِ سَلَوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَبَيْتُ أَبْيَارِ، فَقَلَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ اتَّصَلَتْ عَلَى أَبْنِ أَبْيَارِ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَعْدَدْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَالَ أَخْرَى عَنِيْ يَأْمُرُ، فَلَمَّا اكْتَرَتْ عَلَيْهِ، قَالَ أَنِّي خَيْرٌ، فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُفْقَرُهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ اتَّصَرَّفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى نَزَّلَتِ الْأَيْتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ، وَلَا تَصِلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا، إِلَى قَوْلِهِ: وَهُمْ فَاسِقُونَ، قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدَ مِنْ جُرَاتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

**৪৩১৫** ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... উমর ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তার জানায়ার নামায পড়াবার জন্য আহবান করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন (জানায়ার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, আমি তার কাছে গিয়ে আরায় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ইবন উবায়-এর জানায়ার নামায পড়াবেন? অথচ যে শোক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। উমর ইবন খাতাব (রা) বলেন, আমি তার কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এক একটি করে উল্লেখ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে

বললেন, হে উমর, আমাকে যেতে দাও। আমি বারবার বলাতে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ইখ্তিয়ার দিয়েছেন। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি বুঝতে পারি যে, সন্তুষ্টবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন, তবে আমি সন্তুষ্টবারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানায়ার নামায আদায় করলেন এবং (জানায়া) থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসার পরই সূরা বারাআতের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, ‘তাদের কেউ মারা গেলে কখনও তার জানায়ার নামায আদায় করবে না। এরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে। এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।’ (৯ : ৮৪)

উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আমার এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি চিন্তা করে আশ্চর্যাবিত হতাম। বস্তুত আল্লাহ্ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত।

٢٤٠٣ . بَابُ قُولِهِ : وَلَا تُصْلِي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا وَلَا تَقْعُدْ عَلَى قَبْرِهِ

২৪০৩. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ্ তা'আলাৰ বাণী : “যদি তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা যায়, আপনি কখনও তাদের জানায়ার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না (৯ : ৮৪)

٤٢١٥ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوَفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيرَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَعْطَاهُ قَمِيصًا وَأَمْرَهُ أَنْ يُكْفِهَ فِيهِ ، ثُمَّ قَامَ يُصْلِيَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِتُوْبَةِ ، فَقَالَ تُصْلِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنَافِقٌ وَقَدْ نَهَكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ، قَالَ إِنَّمَا خَيْرِنِي اللَّهُ أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ فَقَالَ : إِسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْ لَا شَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعَيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، فَقَالَ سَبْعِينَ ، قَالَ فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَصَلَّيْتَنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَلَا تُصْلِي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا وَلَا تَقْعُدْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَلَّ وَمَمْ فَاسِقُونَ۔

৪৩১৫ ইব্রাহীম ইব্ন মুনয়ির (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুনাফিক) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি [নবী (সা)] তার নিজ জামাতি তাকে দিয়ে দিলেন এবং এর দ্বারা তার পিতার কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানায়ার নামায আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর ইব্ন খাতাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় ধরে আরয় করলেন, [ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)] আপনি কি তার (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই)-এর জানায়ার নামায আদায় করবেন? সে তো মুনাফিক, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আপনাকে নিষেধ

করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (হে উমর!) আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, অথবা বলেছেন, আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন এবং বলেছেন, “আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন, আপনি যদি সওরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ কথনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।” (৯ : ৮০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি সওরবারের চেয়েও বেশিরাবর ক্ষমা প্রার্থনা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানায়ার নামায আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে জানায়ার নামায আদায় করলাম। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল, “তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি তার জানায়ার নামায কখনও আদায় করবেন না এবং তার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।” (৯ : ৮৪)

**২৪০৪ . بَابُ قَوْلِهِ : سَيَحْلِفُنَّ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَبَّتْ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنْهُمْ بِجُنُسِ قَوْلَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**

২৪০৪. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। তারা অপবিত্র, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহানাম তাদের আবাসস্থল (৯ : ৯৫)

**৪২১** حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَفْيَلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكِ اللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىْ مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ أَذْهَانِيَ اللَّهُ ، أَعْظَمُ مِنْ صِدْقِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبَتْهُ فَأَهْلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلَ الْوَحْيُ : سَيَحْلِفُنَّ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَبَّتْ إِلَيْهِمْ ..... إِلَيْ الْفَاسِقِينَ -

**৪৩১৬** ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন কাবাব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাবাব ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি যখন তাবুকের যুদ্ধে পিছনে রয়ে গেলেন (অংশগ্রহণ করলেন না), আল্লাহর কসম! তখন আল্লাহ আমাকে এমন এক নিয়ামত দান করেন যা মুসলমান হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এতবড় নিয়ামত পাইনি। তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সত্য কথা প্রকাশ করা। আমি তাঁর কাছে মিথ্যা বলিনি। যদি মিথ্যা বলতাম, তবে অন্যান্য (মুনাফিক ও) মিথ্যাবাদী যেভাবে ধৰ্স হয়েছে, আমিও সেভাবে ধৰ্স হয়ে যেতাম। যে সময় ওই নাযিল হল “তোমরা তাদের নিকট (মদীনায়) ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে, আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না।” (৯ : ৯৫)

**২৪০৫ . بَابُ قَوْلِهِ : يَحْلِفُنَّ لَكُمْ لِتَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ**

## لَا يَرْهُسِ عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ

২৪০৫. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ তা'আলাৰ বাণী : তাৱা তোমাদেৱ নিকট শগথ কৱে৬ে, যাতে তোমোৱা তাদেৱ প্রতি রায়ী হয়ে যাও, তোমোৱা তাদেৱ প্রতি রায়ী হলেও আল্লাহ পাপাচারী সম্মানায়েৱ প্রতি রায়ী হবেন না (৯ : ৯৬)

٢٤٠٦ . بَابُ قُولِهِ : وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ..... غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ

২৪০৬. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ তা'আলাৰ বাণী : এবং অপৱ কতক লোক নিজেদেৱ অপৱাথ কীকাৱ কৱেছে, তাৱা সৎকৰ্মেৱ সাথে অপৱ অসৎকৰ্মেৱ মিশণ ঘটিয়েছে। সত্ত্বত, আল্লাহ তাদেৱ ক্ষমা কৱবেন, নিচয়ই আল্লাহু ক্ষমাশীল, পৱম দয়ালু (৯ : ১০২)

[٤٢١] حَدَّثَنَا مُؤْمِلٌ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُورَةُ بْنُ جَنْبُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَئِنْ آتَيْتَ الْلِّيْلَةَ أَتَيْتَ فَابْيَتْعَثَانِيْ فَاتَّهِيْتَنَا إِلَى مَدِيْنَةِ مَبْنِيَّةِ بَلْبَنِ ذَهَبٍ وَلَبَنِ فَضَّةٍ فَتَلَقَّا نَا رَجَالٌ شَطَرٌ مِنْ خَلْقِيْمِ ، كَاحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ ، وَشَطَرٌ كَأَقْبَعَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ ، قَالَ لَهُمْ اذْهِبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ فَوَقَعُوا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوَءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْ فِيْ أَحْسَنِ صَوْرَةٍ ، قَالَ لِيْ مَذِيْهِ جَنَّةٌ عَنْنِيْ وَذَلِكَ مَنْزِلَكَ ، قَالَ أَمَا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوا شَطَرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطَرٌ مِنْهُمْ قَبْعٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَأَخْرَ سَيِّئًا ، تَجَادِدُ اللَّهُ عَنْهُمْ -

৪৩১৭ মুয়াশিল ইবন হিশাম (র) ..... সামূৱা ইবন জন্দুব (রা) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেৱ বলেছেন, রাতে দু'জন ফেৱেশতা এসে আমাকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত কৱলেন। এৱপৱ আমোৱা এমন এক শহৱেৱ পৌছলাম, যা স্বৰ্ণ ও রৌপ্যেৱ ইট দ্বাৱা নিৰ্মিত। সেখানে এমন কিছু সংখ্যক লোকেৱ সাথে আমাদেৱ সাক্ষাৎ ঘটল, যাদেৱ শৰীৱেৱ অৰ্ধেক খুবই সুন্দৱ যা তোমোৱা কখনও দেখিন। এবং আৱ এক অৰ্ধেক এত কৃৎসিত যা তোমোৱা কখনও দেখিন। ফেৱেশতা দু'জন তাদেৱকে বললেন, তোমোৱা ঐ নহৱে গিয়ে দুব দাও। তাৱা সেখানে গিয়ে দুব দিয়ে আমাদেৱ নিকট ফিৱে আসল। তখন তাদেৱ বিশ্বী চেহারা সম্পূৰ্ণ দূৱ হয়ে গেল এবং তাৱা সুন্দৱ চেহারা লাভ কৱলো। ফেৱেশতাদ্বয় আমাকে বললেন, এটা হলো 'জান্নাতে আদন' এটাই হল আপনার আসল আৱামস্থল। ফেৱেশতাদ্বয় (বিস্তাৱিত বুঝিয়ে) বললেন, (আপনি) যেসব লোকেৱ দেহেৱ অৰ্ধেক সুন্দৱ এবং অৰ্ধেক বিশ্বী (দেখেছেন), তাৱা ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে সৎ কৰ্মেৱ সাথে অসৎ কৰ্ম মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেৱ ক্ষমা কৱে দিয়েছেন (এবং তাৱা অতি সুন্দৱ চেহারা লাভ কৱেছে)।

٢٤٠٧ . بَابُ قَوْلِهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَقْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

২৪০৭. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় (৯ : ১১৩)

٤٢١٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاءَ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَئِ عَمَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مُلْكِهِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا سْتَقْفِرْنَ لَكُمْ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكُمْ فَنَزَّلْتُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَقْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِيْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ .

৪৩১৮ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যুর আলামত দেখা দিল তখন নবী (সা) তার কাছে গেলেন। এ সময় আবু জেহেল এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবু উমাইয়াও সেখানে বসা ছিল। নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আপনি পড়ুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট এ নিয়ে আবেদন পেশ করব। এ কথা শুনে আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি মৃত্যুর সময় (তোমার পিতা) আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাও? নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

"আল্লায়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয়, যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহানামী।" (৯ : ১১৩)

٢٤٠٩ . بَابُ قَوْلِهِ : لَئِذْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْفُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزْيِعَ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

২৪০৮. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকটকালে তার অনুগমন করেছিল। এমনকি যখন তাদের একদলের অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন, নিচয়ই তিনি তাদের প্রতি দয়ার্জ, পরম দয়ালু (৯ : ১১৭)

٤٢١١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَقَّ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِمًا كَعْبٌ مِنْ بَنِيِّهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الْتَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا قَالَ فِي أُخْرِ حَدِيثِهِ أَنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخْلُعَ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ .

৪৩১৯ আহমদ ইবন সালিহ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন কাআব (র) থেকে বর্ণিত, কাআব (রা) যখন দৃষ্টিইন্দ্রিয়ে পড়লেন, তখন তার ছেলেদের মধ্যে যার সাহায্যে তিনি চলাফেরা করতেন, তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) কাআব ইবন মালিক (রা)-এর কাছে তার ঘটনা বর্ণনায় [খলু] এ আয়াত-এর তাফসীর সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি তার ঘটনা বর্ণনার সর্বশেষে বলতেন, আমি আমার তওবা করুল হওয়ার খুশীতে আমার সকল মাল আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে দান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নবী (সা) বললেন, (সকল মাল সাদকা করো না) কিছু সাদকা কর এবং কিছু নিজের জন্য রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

২৪১. بَابُ قَوْلِهِ : وَعَلَى الْتَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ فَظَلَّلُوا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتَوَبُوا - إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ .

২৪০৯. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহ তা'লার বাণী: এবং তিনি সে তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য অতি সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলক্ষ্য করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান হলেন, যাতে তারা তওবা করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯: ১১৮)

৪২২০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شَعِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَأْشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الْتَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبَّبَّ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ غَرَّاها قَطُّ عَيْرَ عَزْوَتِينِ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قَالَ فَاجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ضَحْيَ وَكَانَ قَلْمَأْ يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ سَافِرَهُ إِلَّا ضَحْيَ ، وَكَانَ يَدْأُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَهْنِي النَّبِيَّ (ص) عَنْ كَلَامِيْ وَكَلَامِ

صَاحِبِيْ ، وَلَمْ يَنْهِهِ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرَنَا فَاجْتَبَ النَّاسُ كَلَمَنَا ، فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَى الْأَمْرِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمَ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُضْلِلِنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِنَّكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمُنْزَلَةِ فَلَا يُكَلِّمُنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُضْلِلِنَا عَلَى قَانِزَ اللَّهِ تَعَبِّدُنَا عَلَى نَبِيِّهِ (ص) حَتَّى بَقَى الْثُلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَانَتْ أُمِّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَانِيْ ، مَعْنَيَّةً فِي أَمْرِيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أُمِّ سَلَمَةَ تَبِعِيْ كَعْبَ قَالَتْ أَفَلَا أَرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبْسِرْهُ قَالَ إِذَا يَخْطُفُكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُوكُمُ التَّوْمَ سَائِرَ الْلَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) صَلَاةَ الْفَجْرِ أَذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا إِسْتَبَشَرَ إِسْتَنَارَ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَتْ قِطْعَةً مِنَ الْقَمَرِ وَكَثُرَ أَيْهَا الْثَلَاثَةُ الَّذِينَ خَلَقُوا خَلْفَنَا عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي قَبْلَ مِنْ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ اغْتَرَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذَكَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ وَاعْتَدُرُوا بِالْبَاطِلِ ذَكَرُوا بِشَرَّ مَا ذَكَرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ : يَعْتَدُرُونَ إِنْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَدُرُوا لَنْ تُؤْمِنُ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرِيَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْأَيْمَةَ .

**৪৩২০** **মুহাম্মদ (র)** ..... আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কাআব ইবন মালিক (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কাআব ইবন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যে তিনজনের তওবা কর্বল হয়েছিল, তার মধ্যে তিনি একজন। তিনি বদরের যুদ্ধ ও তাবুকের যুদ্ধ এ দু'টি ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে পশ্চাতে থাকেন নি। কাআব ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধ হতে সূর্যোদয়ের সময় মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে আমি (যিথ্যা অজুহাতের পরিবর্তে) সত্য প্রকাশের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম। তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] যেকোন সফর হতে সাধারণত সূর্যোদয়ের সময়ই ফিরে আসতেন। এবং সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু' রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (তাবুকের যুদ্ধ থেকে এসে) রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে এবং আমার সঙ্গীদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, অথচ আমাদের ছাড়া অন্য যারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিল, তাদের সাথে কথা বলায় কোন প্রকার বাধা প্রদান করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। এভাবেই চিন্তার বিষয় এ ছিল যে যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায়, আর নবী (সা) আমার জানাযায় নামায আদায় না করেন, অথবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হলে আমি মানুষের কাছে এই অবস্থায় থেকে যাব তারা কেউ আমার সাথে কথা ও বলবে না, আর আমার জানাযার নামায আদায় করবে না। এরপর (পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ তাআলা আমার তওবা কর্বল করে তাঁর [নবী (সা)-এর] প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন রাতের শেষ-তত্ত্বায়ংশ বাকী ছিল। সে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) উষ্মে সালমা (রা)-এর কাছে ছিলেন, উষ্মে সালমা (রা) আমার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে উষ্মে সালমা! কাআবের তওবা কর্বল করা হয়েছে। উষ্মে সালমা (রা) বললেন, তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য কাউকে তার কাছে পাঠাব? নবী (সা) বললেন,

এখন খবর পেলে সব লোক এসে সমবেত হবে। তারা তোমাদের ঘুম নষ্ট করে দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর (সকলের মধ্যে) আমাদের তওবা করুল হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ (ঘোষণার) সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা মুবারক ঝুশীতে ঠাঁদের ন্যায় চমকাছিল।

যেসব মুনাফিক মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসন্তুষ্টি থেকে] রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তওবা করুলের ব্যাপারে আমরা তিনজন পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা করুল করে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(তাবুকের যুদ্ধে) অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে এবং যারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছে তাদের অত্যন্ত জখন্যভাবে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে, বল, মিথ্যা অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। (৯ : ৯৪)

**٤٤١١ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَنْهَاةُ اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**

২৪১০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলাৰ বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও (৯ : ১১৯)

**٤٢٦١** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتُّ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبِنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدًا لِكَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَاهَنِي مَا تَعْمَدْتُ مُنْذَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى يَوْمِ هَذَا كَيْفَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ (ص) لَقْدَ

تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

**৪৩২১** ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন কাআব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, যিনি কাআব ইব্ন মালিক (দৃষ্টিহীন হওয়ার পরে)-এর পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি কাআব ইব্ন মালিক (রা), তাবুক যুদ্ধে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম! হয়ত আল্লাহ (রাসূলুল্লাহর কাছে) সত্তা কথা প্রকাশের কারণে, অন্য কাউকে এত বড় নিয়ামত দান করেন নি যতটুকু আমাকে প্রদান করেছেন।

যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার সঠিক কারণ বর্ণনা করেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত (যেকোন ব্যাপারে) মিথ্যা বলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত আমার হয়নি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর এই আয়াত নাফিল করলেন, “আল্লাহ অনুগ্রহপ্রায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি ..... এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।” (৯ : ১১৭-১১৮ ও ১১৯)

٢٤١٢ . بَابُ قُولِهِ : لَقْدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُقْرِنِينَ رَفِعْ رَحِيمٌ

২৪১১. অনুজ্ঞেদ : আস্ত্রাহ তা'আলার বাণী : তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য অতি কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকারী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ ও পরম দয়ালু (৯ : ১২৮)

٤٢٢٦ حدثنا أبو اليهاب قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى ابن السباق أن زيد بن ثابت الانصارى رضى الله عنه وكان من يكتب الوحى قال أرسلى إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنه عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال قد استحر يوم اليمامة بالناس وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن ، فيذهب كثير من القرآن ، إلا أن تجتمعه ، وإنى لأرى أن يجتمع القرآن ، قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله (ص) فقال عمر هو والله خير ، فلم يزل عمر يرا جعنى فيه حتى شرح الله لذلك صدرى ، ورأيت الذى رأى عمر ، قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقد ولا نتهكم كنت تكتب الوحى لرسول الله (ص) فتبىء القرآن فاجمعه ، فوالله لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أفل على مما أمرنى به من جمع القرآن ، قلت كيف تفعل شيئا ، لم يفعله النبي (ص) فقال أبو بكر هو والله خير ، فلم أزل أراجعة حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدر ابى بكر وعمر ، فقمت فتبتعدت القرآن أجمعه من الرقاع والاكتاف والمسب ، وصلور الرجال حتى وجدت من سورة التوبه ايتين مع خزيمة الانصارى لم أجدهما مع أحد غيره : لقْدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أخِرِهَا ، وكانت الصحف التى جمع فيها القرآن عند ابى بكر ، حتى توفاء الله ، ثم عند عمر ، حتى توفاء الله ، ثم عند حفصة بنت عمر \* تابعة عثمان بن ععرو والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع ابى خزيمة الانصارى وقال موسى عن ابراهيم حدثنا ابن شهاب مع ابى خزيمة ، وتابعة يعقوب بن ابراهيم عن ابئه ، وقال أبو ثابت حدثنا ابراهيم وقال مع خزيمة او ابى خزيمة - فان تولوا فقل حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم -

৪৩২২ আবুল ইয়ামান (র) ..... যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যিনি ওহী লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) (তার খিলাফতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। (আমি তার কাছে চলে আসলাম) তখন তার কাছে উমর (রা) বসা ছিলেন। তিনি [আবু বকর (রা) আমাকে] বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র গতিতে চলছে, আমার ভয় হচ্ছে, কুরআনের অভিজ্ঞগণ (হাফিয়গণ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান নাকি! যদি আপনারা তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করেন তবে কুরআনের অনেক অংশ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং কুরআনকে একত্রিত সংরক্ষণ করা ভাল মনে করি। আবু বকর (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে বললাম, আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ (সা) করে যাননি। কিন্তু উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা কল্যাণকর হবে। উমর (রা) তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজ করার জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই) এবং শেষ পর্যন্ত (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত উমর (রা)-এর মতই হয়ে যায়। যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, উমর (রা) সেখানে নীরবে বসা ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। এরপর আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ বিঙ্গপ ধারণা পোষণ করি না। কেননা, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং, তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর। কসম! তিনি যদি কোন একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে একরূপ ভারী মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজটি নবী (সা) করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কিভাবে করবেন? এরপর আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এ কাজ করাটাই কল্যাণকর হবে। এরপর আমিও আমার কথায় অটল থেকে বারবার জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ যেটা উপলব্ধি করার জন্য আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আমার বক্ষকেও তা উপলব্ধি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা তাদের ন্যায় আমিও অনুভব করলাম)। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুর ডালে ও বাকলে এবং মানুষের বক্ষস্থল (অর্থাৎ মানুষের কাছে যা মুখস্থ ছিল) থেকে তা সংগ্রহ করলাম। পরিশেষে খুয়ায়মা আনসারীর কাছে সূরায়ে তাওবার দু'টি আয়াত (লিখিত) পেয়ে গেলাম, যা অন্য কারও কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি। (যে আয়াতদ্বয়ের একটি হলো) “লাকাদ জা আকুম” থেকে শেষ পর্যন্ত।

এরপর এ জমাকৃত কুরআন আবু বকর (রা)-এর ইতিকাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই জমা ছিল। তারপর উমর (রা)-এর কাছে এলো। তার ইতিকাল পর্যন্ত এটি তার কাছেই জমা ছিল। তারপর এটি হাফসা বিন্ত উমর (রা)-এর কাছে এলো। উসমান এবং লায়স (র) <sup>حَفِيظٌ</sup> শব্দের বর্ণনায় শ'আয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদেও ইব্ন শিহাব থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুয়ায়মার স্ত্রীলোকে আবৃ খুয়ায়মা আন্সারী বলা হয়েছে। মূসা-এর সনদে এবং আবৃ খুয়ায়মা বলা হয়েছে। এবং আবৃ খুয়ায়মা অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদে সাবিত (র)-এর পরিবর্তে এবং আবৃ খুয়ায়মা অথবা আবৃ খুয়ায়মা নিয়ে সনদেহ আছে।

আয়াতটির অর্থ : “এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলে দিও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা ‘আরশের অধিপতি।” (৯ : ১২৯)

## سُورَةُ يُونُسَ

### সূরা ইউনুস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاخْتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سَبِّحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ - وَقَالَ زَيْدٌ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدِيقٍ مُحَمَّدٌ (ص) وَقَالَ مُجَاهِدٌ : خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ آيَاتٌ ، يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَمُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلْكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ الْمَعْنَى بِكُمْ ، دَعْوَاهُمْ دُعَاؤُهُمْ ، أَحْيَنَهُمْ دَنَوْا مِنَ الْمَلَكَةِ ، أَحَمَّلْتُمْ بِخَطِيبَتِهِ ، فَاتَّبَعْتُمْ وَاتَّبَعْتُمْ وَاحِدًا ، عَنْوًا مِنَ الْعَدْوَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، لَوْيُعْجِلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجِلَهُمْ بِالْخَيْرِ ، قَوْلُ الْأَنْسَانِ لِوَالِدِهِ وَمَا لِهِ إِذَا غَضِبَ اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَالْعَنْهُ ، لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ لِأَهْلَكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلَامَتْهُ : أَخْسَنُوا الْحُسْنَى ، مِثْلُهَا حُسْنَى وَزِيَادَةً مَغْفِرَةً وَقَالَ غَيْرُهُ النَّظَرُ إِلَيْ وَجْهِهِ -

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উদ্গত হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী : —“তারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান পরিদ্র। তিনি অভাবমুক্ত।” (১০ : ৬৮)

যায়দিন ইব্ন আসলাম (র) বলেন, দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ হ্যাতে ইব্ন আসলাম (র) বলেন, দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে এগুলো কুরআনের নির্দর্শন ও অনুকরণ, এবং অর্থ কল্যাণ। এগুলো অবিদ্যা আবেগ করে।

— أَحْبِطْ بِهِمْ إِخْرَاجَهُمْ (তোমাদের নিয়ে) উদ্দেশ্য, ব্যক্তি দ্বারা আর্থ তাদের দোয়া। তারা খ্রিস্টের নিকট পৌছল। — أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيبَتْ (গুনাহ তাদের বেষ্টন করে ফেলছে)। — فَاتَّبَعُهُمْ وَأَتَيْهُمْ (সমপর্যায়ের তাদের পশ্চাদ্বাবন করল)। (১) এখানে সীমালংঘন অথবা, মুজাহিদ (র) বলেন, وَيَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرُّ إِسْتِعْجَالُهُمْ بِالْخَيْرِ (এর দ্বারা মানুষের সেই উক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যখন সে রাগাবিত হয়ে নিজ নিজ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, হে আল্লাহ! এতে বরকত দিও না, এর ওপর লাভ কর)। যার প্রতি বদদোয়া করা হয়েছে, তাকে ধর্ষণ করে দিতেন এবং তাকে মেরে ফেলতেন। — لَقْضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ (যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্মাই রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক অর্থাত ক্ষমা)। অন্যরা বলেন আল্লাহর দীদার, أَكْبَرِيَاءٌ (কুরআনের অধিক অর্থে ওয়াজিবা)। — رَاجِতُ (রাজত্ব)।

٤١٣ . بَابُ قُولِيهِ : وَجَاءُنَا يَبْنُ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجْنُودُهُ بَقْيَا وَمَدَوْنَا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ أَمْتَ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

২৪১২. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আমি বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্বাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, যার প্রতি বনী ইসরাইল বিশ্বাস করেছে। এবং আমি আজসমর্পণকারীদের অস্তর্ভুক্ত।” (১০ : ৯০) — نَقْبِيلَ (আমি তোমাকে যামীনের উচ্চ স্থানে ফেলে রাখব।)-**تَجْوِهَةٌ**

٤٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْأَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ ظَاهِرٌ فِيهِ مُؤْسِى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِأَصْحَابِهِ أَتَمُّ أَحَقُّ بِمُؤْسِى مِنْهُمْ فَصَوَّمُوا -

৪৩২৩ মুহাম্মদ ইবন বাশুশার (র) ..... ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আওরার দিন রোয়া পালন করত। (জিজাসা করা হলে) তারা বলল, এদিন মূসা (আ) ফেরাউন-এর উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। তখন নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন, মূসা (আ) সম্পর্কে তাদের (ইহুদীদের) চাইতে তোমরাই অধিক হকদার। সুতরাং তোমরাও রোয়া পালন কর।

১. ফেরাউনের মৃতদেহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।” (১১ : ৯২) কয়েক বছর পূর্বে ফেরাউনের দেহ থিবিসের একটি পিয়ামিড হতে উঞ্চাক করা হয়। বর্তমানে সকলের দেখার জন্য কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

## سُورَةُ هُودٍ

সূরা হুদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ أَبُو مِنْسَرٍ : الْأَوَّلُ الرَّحِيْمُ بِالْحِبَشَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَيَّاْسٍ : بَادِئُ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْجُوْدِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ ، يَسْتَهْزِفُنَّ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَيَّاْسٍ : أَقْلَمِي : أَمْسِكِي ، عَصِيبَ شَدِيدَ ، لَا جَرْمَ : بَلِّي ، وَفَارَ التَّتَوْرُ نَبْعَ الدَّاءِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ

بَادِئُ الرَّأْيِ آخِرَاهُ হাবশী ভাষায় দয়ালু। ইবন আব্বাস (রা) বলেন আবু মায়সারা (র) বলেন আবশী ভাষায় দয়ালু। যা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মুজাহিদ (র) বলেন—**الْجُوْدِيُّ**—জায়িরার একটি পাহাড়। হাসান (র) বলেন—আপনি অতি সহনশীল। এর দ্বারা তারা বিদ্রূপ করত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন—**أَقْلَمِي**—কঠিন, খেমে যাও।—**عَصِيبَ**—অবশ্যই।—**لَا جَرْمَ**—পানি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ইকরামা (র) বলেন—**وَجْهُ الْأَرْضِ**—দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে।

٢٤١٤ . بَابُ قَوْلِهِ : أَلَا إِنَّهُمْ يَتَنَزَّلُنَّ صَلُوْرَهُمْ لِيُسْتَخْفِفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ شَيَابِهِمْ يَعْلَمُ مَا يُسِيقُونَ فَمَا يُعْلِمُنَّ إِنَّهُ عَلِيهِمْ بِذَاتِ الصَّدُورِ -

২৪১৩. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : সাবধান! ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাজ (সংকুচিত) করে। সাবধান! ওরা যখন নিজদেরকে বক্তৃ আঙ্গাদিত করে, তখন ওরা যা কিছু গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। নিচয়ই আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিষয় অবগত আছেন (১১ & ৫)

অন্যজন বলেন যিন্স্ট থেকে এর ওফেনে -**فَعُولُ**-**بَؤْسُ**। —**أَبْرَتِيْরْ** হয়। —**حَاقَ** হল। —**أَبْرَتِيْরْ** হয়। —**يَحْبِقُ**। (নিরাশ হওয়া)। মুজাহিদ (র) বলেন—**يَتَنَزَّلُنَّ صَلُوْرَهُمْ**।—দুঃখ করা।—**تَبَتَّسِ**—হকের মধ্যে সন্দেহ ও বিধাবোধ।—**أَلَا حِينَ يَسْتَخْفِفُوا مِنْهُ**।—আল্লাহ্ থেকে, গোপন রাখার জন্য যদি তারা সক্ষম হয়।

٤٣٤ **حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاجَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاجَاجٌ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَيَّاْسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ شَتَّوْنِيْ صَلُوْرَهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَّاسٌ كَانُوا**

يَسْتَحِيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَقْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَقْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَنَرَى ذَلِكَ فِيهِمْ -

**৪৩২৮** হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) ..... মুহাম্মদ ইবন আকবাদ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আকবাস (রা)-কে এমনভাবে পড়তে শুনেছেন, **إِنَّمَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**। তিনি বললেন, আমি তাঁকে এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কিছু লোক খোলা আকাশের দিকে উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে পেশাব-পায়খানা অথবা স্তুর্গ সহবাস করতে লজ্জাবোধ করতে শাগল। তারপর তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

**٤٣٢٥** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبْنَ عَبَاسٍ قَرَا أَلَا إِنَّهُمْ شَتَّوْنِي صُدُورُهُمْ، قَلَّتْ يَا أَبَا الْعَبَاسِ مَا شَتَّوْنِي صُدُورُهُمْ، قَالَ كَانَ الرُّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَخْنِي أَوْ يَتَخْلِي فَيَسْتَخْنِي فَنَزَّلَتْ : أَلَا إِنَّهُمْ شَتَّوْنِي صُدُورُهُمْ.

**৪৩২৫** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আকবাদ ইব্ন জাফর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আকবাস (রা) শনোনি চন্দুরহুম পাঠ করলেন। আমি বললাম, হে আবুল আকবাস শনোনি চন্দুরহুম (রা) দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, কিছু লোক স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় অথবা পেশাব-পায়খানা (করার) সময় (উলঙ্গ হতে) লজ্জাবোধ করত, তখন লালা নি চন্দুরহুম পাঠ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

**٤٢٦** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ قَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ صُورَهُمْ عَلَى حِينٍ يَسْتَقْبِلُونَ شَيَّابَهُمْ . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَقْبِلُونَ يَقْطُونَ رُقْسَهُمْ سِيَّاهِهِمْ ، سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا - بِاضْتِيافِهِ ، بِقطعِهِ مِنَ اللَّيلِ بسَوَادِهِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَنْبِيبَ أَرْجَعَ -

**৪৩২৬** হুমায়দী (র) ..... আমর (রা) বলেন, ইব্ন আকবাস (রা) এ আয়ত এভাবে পাঠ করলেন, ۴۱  
 آمَرَ رَجُلٌ مِّنْ قَبْلَةِ الْمَدِينَةِ إِنَّمَا يَقُولُ صَدُورُهُمْ ..... حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ شَابَهُمْ  
 —— আমর ব্যতীত অন্যরা ইব্�ন আকবাস (রা) থেকে বর্ণনা  
 করেন —— তারা তাদের মাথা ঢেকে নিত । —— سِيَّهُ بِهِمْ —— তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে খারাপ ধারণা  
 পোষণ করেন । এবং অর্থাৎ নিজ অতিথিকে দেখে সঙ্কুচিত হলেন । —— يَقْطَعُ مِنَ اللَّئِلِ  
 —— রাতের আঁধারে । মুজাহিদ (র) বলেন, أَنْتَ —— আমি তাঁরই অভিমুখী ।

٢٤١٥ . بَابُ قَوْلَهُ : وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ

২৪১৪. অনন্তেন : আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং তার 'আরুশ ছিল পানির ওপরে

- “আৱশ্য” শব্দের শান্তিক অর্থ ছানবিশিষ্ট কিছু। আৱশ্য দেশে ছানবিশিষ্ট হাওদাকেও আৱশ্য বলে। রাজাৰ আসন বোঝাতেও “আৱশ্য” শব্দটি ব্যবহাৰ হয়। “আল্লাহৰ আৱশ্য” বলতে সৃষ্টিৰ ব্যাপার বিষয়াদিৰ পৰিচালনা কেন্দ্ৰ বোঝায়। —মুক্তী আবদুহ। আল্লাহৰ অসীমত্বেৰ কিছুটা ধাৰণা দেওয়াৰ জন্য “আৱশ্যল আজীম” এ কলকটি ব্যবহৃত হয়। —ইমাম রায়।
  - অৰ্থাৎ রিয়িক সন্ধিত বা প্ৰসাৱিত কৰা সম্পূৰ্ণ আল্লাহ তা'আলাৰ হাতে।

এটি ঔন্ত্রিক অর্থের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে : — استغْمَرُكُمْ — তোমাদের বসতি দান করলেন। আরবগণ বলত আমি এ ঘর তাকে জীবন ধারণের জন্য দিলাম। أَعْمَرْتُ الدَّارَ فِيهِ عُمْرٍ — আমি এ ঘর তাকে সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। এর ওফনে استكْرَمْ এবং حَمِيدْ মজিদ। সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। এর ওফনে سِجِيلْ থেকে — سِجِيلْ এবং مَحْمُودْ (প্রশংসিত) এর অর্থে مَحْمُودْ থেকে — سِجِيلْ অতি কঠিন বা শক্ত। مَاجِدْ (মর্যাদা সম্পন্ন) থেকে — سِجِيلْ এবং سِجِيلْ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। نُونْ এবং نُونْ বিকল্প হরফ। তামীর ইব্ন মুকবেল বলেন, “বহু পদাতিক বাহিনী মধ্যাহ্নে ঘাড়ের ওপর শুভ ধারালো তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানে। কঠিন প্রতর দ্বারা তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রতিপক্ষের বীর পুরুষগণ পরম্পরে ওসীয়াত করে থাকে। وَالْيَ — মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাতা ও আয়ব (আ)-কে পাঠালাম। মাদইয়ান হল একটি শহর। এর অনুরূপ وَاسْتَلِ الْقَرْبَةَ وَسَلَ الْعِنْ — আর্থাতে গ্রামবাসীদের কাছে এবং কাফেলা শোকদের কাছে জিজাসা কর। অর্থাৎ তারা তার প্রতি দৃষ্টি করেন। যখন কেউ কারও উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে, তখন বলা হয় এবং ظَهِيرِيُّ এখানে ظَهِيرِيُّ এবং جَعْلَتِنِي ظَهِيرِيًّا এ ধরনের জানোয়ার বা পাত্র বোঝায় যা কাজের প্রয়োজনে ভূমি সাথে — أَرَادَنَا। — আমাদের মধ্যে অধম এটা এর মাসদার। কেউ বলেন একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নৌকা এবং নৌকাগুলো এটা এটা চলা। مَجْرَاهَا — নৌকা আমি থামিয়েছি। কেউ কেউ পড়েন : অর্থাৎ মুসাহিত আর্দ্ধে অর্থাৎ তা থেমেছে। এবং مَجْرَاهَا — নৌকা আর্দ্ধে এবং مُرسِيَّ — নৌকা যার সাথে একপ (চালিত, স্থগিত) করা হয়েছে। এবং الرَّأْسِيَّاتُ — রাস্তার অর্থাৎ স্থিত।

٤٤١٦ . بَابُ قُولِهِ : وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ  
عَلَى الظَّالِمِينَ

২৪১৫. অনুজ্ঞেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “সাক্ষীগণ বলবে, এরাই হলো সেসব শোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। ۱ دخان! আল্লাহর শা'নত জালিমদের ওপর (১১ : ১৮)।— এর একবচন হল, যেমন সাহাবা শাহাদা এবং মুকাবেলা পড়েন।

٤٤٢٨ حدَثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حدَثَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرْيَعٍ قَالَ حدَثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا حدَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفَوَانَ بنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَ أَبْنِ عُمَرَ يَطْوِفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ يَا أَبْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ (ص) فِي التَّجْوِيْ فَقَالَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ: يَدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامٌ: يَدْنَى الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيَقْرِرُهُ بِذِنْوَيْهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ رَبِّ أَغْرِفُ يَقُولُ رَبِّ أَغْرِفُ مَرْتَبِيْنِ، فَيَقُولُ سَرَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَأَغْرِرْهَا لَكَ الْيَوْمَ، مَمْ تُطْوِي صَحِيفَةَ حَسَنَاتِيْ وَأَمَّا الْآخِرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ،

**فَيَنْهَا إِلَى رَوْسِ الْأَشْهَادِ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ \* وَقَالَ شَيْءَانُ عَنْ قَاتَدَةَ حَدَّثَنَا صَفَوْنَ**

**৪৩২৮** মুসাদ্দাদ (র) ..... সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইব্ন উমর (রা) তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তার সম্মুখে এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান অথবা বলল, হে ইব্ন উমর (রা) আপনি কি নবী (সা) থেকে (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদের মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শনেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) মু'মিনকে তার নিকটবর্তী করা হবে। হিশাম বলেন, মু'মিন নিকটবর্তী হবে, এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ পর্দায় আবৃত করে নেবেন এবং তার কাছ থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারণকি নেবেন। (আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন) অমুক গুনাহ্ সম্পর্কে তুমি জান কি? বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি জানি, আমি জানি। এভাবে দু'বার বলবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ্ গোপন রেখেছি। আর আজ তোমার সে গুনাহ্ মাফ করে দিচ্ছি। তারপর তার নেক আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হবে।

পক্ষান্তরে অন্যদলকে অথবা (রাবী বলেছেন) কাফেরদের সকলের সামনে ডেকে বলা হবে, এরাই  
সে লোক যারা আগ্রাহ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করেছিল। এবং শায়বান -এর পরিবর্তে -  
এবং চনুরাজ এবং চনুরাজ এবং চনুরাজ এবং চনুরাজ এবং চনুরাজ এবং চনুরাজ এবং

٢٤١٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ أَخْذَهُ أَنِّيمٌ  
شديدٌ

২৪১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং একলপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে, যখন তারা জুলুম করে থাকে। তাঁর শাস্তি মর্মস্তুদ, কঠিন। (১১ : ১০২) — رَدْدُتْ أَرْفَدْ الْمَرْفُوْدْ — আমি তাকে সাহায্য করায় এবং সাহায্য করা হয় (বলা হয়) — فَلَوْلَا كَانَ — تুর্কন্ত্ব — তাদের খৎস করে দেয়া হল। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, — زَفِيرْ شَهِيقْ — বিকট আওয়াব এবং ক্ষীণ আওয়াব।

٤٣٢٩ حَدَثَنَا صَدِيقُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَثَنَا بُرْيَدَةُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِئُ الظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْذَهُ لَمْ يُقْلِتْهُ ، قَالَ ثُمَّ قَرَا : وَكَذَلِكَ أَخْذُكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْبَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

**৪৩২৯** সাদাকা ইব্ন ফায়ল (র) ..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আদ্বাহ তা'আলা জালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন; অবশ্যে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি [নবী (সা)] এ আয়ত পাঠ করেন।

“এবং একপই তোমার রবের শাস্তি”। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। তার শাস্তি মর্মস্তুদ, কঠিন। (১১ : ১০২)

٢٤١٨ . بَابُ قُولِهِ : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقِيَ النَّهَارِ وَذَلِّفَا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْفَنَنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ نِذْكُرُ لِلْذَّاكِرِينَ

২৪১৭. অনুচ্ছেদ : আশুল্লাহ্ তা'আলার বাণী : নামায কায়েম করবে দিবসের দু'প্রাত্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। নেক কাঞ্জ অবশ্যই পাপ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটি তাদের জন্য এক উপদেশ। (১১ : ১১৪) — **زَلْفًا** — সময়ের পর সময়। এবং এসব থেকেই এর মুদ্দেফা— এর নামকরণ করা হয়েছে। মনযিলের পর মনযিল। এবং মাসদার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। এবং **زَلْفী** মাসদার অর্থ আমরা একত্রিত হয়েছি। — **إِذَلْفُونَا** — একত্রিত হয়েছি।

٤٣٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِبِيدٌ هُوَ ابْنُ زَرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ أَمْرَأَةٍ قَبْلَهُ فَاتَّسَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقِيَ النَّهَارِ وَذَلِّفَا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْفَنَنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ نِذْكُرُ لِلْذَّاكِرِينَ \* قَالَ الرَّجُلُ إِلَى هَذِهِ ، قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أَمْتَنِي -

৪৩৩০ মুসান্দাদ (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি জনেক মহিলাকে চুমু দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললেন, তখন (এ ঘটনার প্রেক্ষিতে) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যাবে এবং এর অর্থ হলো প্রথমাংশে নেক কার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। (১১ : ১১৪) তখন সে লোকটি বলল, এ হকুম কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যারাই এ অনুসারে করবে, তাদের জন্য।

১.. দিবসের প্রথম প্রাত্তভাগে ফজরের নামায, রিতীয় ভাগে যোহৃর ও আসরের নামায এবং রাতের প্রথমাংশে মাগরিব ও ইশার নামায। মোট এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয় — ইব্ন কাহীর।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ